বোখারী-শরীফ



হামিদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার - ঢাকা - ১১

32/2

বোখারী শরীফ

(বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা)

চতুর্থ খণ্ড

আদম (আঃ) হইতে ঈসা (আঃ) পর্য্যন্ত
বিশ জন নবীর ইতিহাস

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)
প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া কোরআনিয়ার
ফয়েজ ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব
মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা
কর্ত্তৃক অনুদিত।

হামিদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার-ঢাকা-১১

প্রকাশক :
আল্‌হাজ্জ মোহাম্মদ গোলাম আযম
হামিদিয়া লাইব্রেরী
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা—১১
(বাংলাদেশ)
দূরালাপনী : ২৪৪৪০৮

—(*)—

পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ :
১৩৯৬ হিজরী, ১৯৭৬ ইং

—(*)—

হাদিয়া : ~~২৮'০০ আটাশ টাকা~~ মাত্র
৩২·০০

—(*) –

—(*)—

মুদ্রাকর :
এম, আজিজুর রহমান চৌধুরী
হামিদিয়া প্রেস,
৫০, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা—১
(বাংলাদেশ)

সূচী পত্র

আরম্ভ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بَعَثَ الْاَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِيْنَ *

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য—যিনি রসুল এবং নবীগণকে পাঠাইয়াছেন।

وَاَنْزَلَ الصَّحَائِفَ وَالْكُتُبَ لِهِدَايَةِ الْعٰلَمِيْنَ *

এবং ছোট-বড় বহু কেতাব নাযেল করিয়াছেন সারা জাহানের হেদায়েতের জন্য।

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا سَيِّدِ الرُّسُلِ وَالنَّبِيِّيْنَ *

দরুদ এবং সালাম তাঁহার উপর যিনি আমাদের সর্দার এবং সমস্ত রসুল এবং নবীগণের সর্দার।

وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَلٰى صَحَابَتِهٖ اَجْمَعِيْنَ *

তাঁহার পাক পবিত্র পরিবারবর্গের প্রতি এবং তাঁহার সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতি দরুদ ও সালাম।



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(রহমানুর রহীম আল্লার নামে—)

সপ্তদশ অধ্যায়

নবীদের ইতিহাস

আল্লাহ তায়ালা এই ছুনিয়াতে বহু সংখ্যক নবী পাঠাইয়াছেন। তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক নবী আলাইহেমুচ্ছালামের কোন কোন ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে। যে সব নবীগণের উল্লেখ পবিত্র কোরআনে বিদ্যমান আছে তাঁহাদের ভিন্ন আরও নবী যে প্রেরিত হইয়াছিলেন তৎসম্পর্কেও পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا

عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ـ

"(হে মোহাম্মদ (দঃ)!) আমি আপনার পূর্ব্বে অনেক রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম যাঁহাদের মধ্য হইতে অনেকের বিভিন্ন ঘটনা আপনাকে জ্ঞাত করিয়াছি এবং অনেক এমনও ছিলেন যাঁহাদের সম্পর্কে আপনাকে কিছুই জ্ঞাত করি নাই।" (২৪ পাঃ ১৩ রুঃ)

নবীগণের সর্ব্বমোট সংখ্যা কত সে সম্পর্কে অবশ্য একখানা হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রসুল ও নবীগণের সর্ব্বমোট সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। কিন্তু উপরোল্লেখিত আয়াতের দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, রসুলগণের কিছু সংখ্যক এইরূপও ছিলেন, যাঁহাদের বয়ান হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জ্ঞাত করা হইয়াছিল না। তাই উক্ত হাদীছখানা নবীগণের সংখ্যা নির্দ্ধারণ ব্যাপারে সর্ব্বশেষ ও চূড়ান্ত ফয়ছালাকারক নহে। অথচ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যত নবী ও পয়গাম্বর ছুনিয়াতে আসিয়াছেন তাঁহাদের সকলের বরহক ও সত্য হওয়া সম্পর্কে

ঈমান রাখা ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গ। সুতরাং পয়গাম্বরগণের সংখ্যা নির্দ্ধারণ না করিয়া এইরূপ ঈমান রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা যত পয়গাম্বর জগতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক প্রেরিত খাঁটী ও সত্য ধর্ম্মবাহক, আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি স্বরূপ মানুষ। তাঁহারা গোনাহ্ হইতে মুক্ত ও পাক পবিত্র ছিলেন।

পবিত্র কোরআনে যে সব নবীগণের উল্লেখ রহিয়াছে, ইমাম বোখারী (রঃ) এই অধ্যায়ে সেই সব নবীগণ সম্পর্কেই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

হযরত আদম (আঃ)

নবীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নবী বরং মানব জাতির আদি-পিতা এবং আল্লার কুদরতের সৃষ্ট সর্ব্বপ্রথম মানুষ ছিলেন হযরত আদম (আঃ)। আল্লাহ তায়ালা মাটি দ্বারা স্বীয় বিশেষ কুদরত বলে সর্ব্বপ্রথম আদমকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাঁহারই শরীরের এক অংশ দ্বারা তাঁহার জোড়া—মা হাওয়াকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পিতা আদম ও মা হাওয়া হইতেই বিশ্বজোড়া মানব জাতির সৃষ্টি।

হযরত আদমের ঘটনাবলী ও আদি ইতিহাস পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে বর্ণিত হইয়াছে; সেইসব ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আদম সৃষ্টির প্রাথমিক আলোচনা ঃ

আসমান-জমিন ইত্যাদি তথা এই বিশ্বজগতকে আল্লাহ তায়ালা পূর্ব্বেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে রহিয়াছে। অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালা আদমকে এই ভূমণ্ডলে স্বীয় খলীফা বা প্রতিনিধি-রূপে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করিলেন, তখন সর্ব্বপ্রথম তিনি তাঁহার এই ইচ্ছাকে ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন।

ফেরেশতা হইলেন নূর বা আলো দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট ও বিশেষ পাক-পবিত্র জীব। পাপ বা নাফরমানীর প্রবৃত্তির লেশমাত্র তাঁহাদের মধ্যে নাই, তাঁহারা সর্ব্বদা সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু আল্লাহ তায়ালার ফরমাবরদারী, আজ্ঞাবহন এবং তাঁহার এবাদৎ-বন্দেগী, প্রশংসা ও মহিমা-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন—ইহা তাঁহাদের সৃষ্টগত স্বভাব। তাঁহারা যখন আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা জানিতে পারিলেন যে,

আল্লাহ তায়ালা অন্য এক জীব সৃষ্টি করিতেছেন, তখন তাঁহারা বিশেষ আসক্ত ও অনুরক্ত ভৃত্য ও দাসের ন্যায় নিজেদের ফেদাইয়ত বা প্রভুপানে ও প্রভুর সন্তুষ্টি বিধানে আত্ম-বিলীনের প্রস্তুতি প্রভুর দরবারে পেশ করিয়া আরজ করিলেন—ওহে প্রভু। অন্য জীব সৃষ্টি হইলে তাহারা হয় ত তোমার নাফরমানীতে লিপ্ত হইবে; সদা তোমার মহিমা-কীর্ত্তনের জন্য আমরাই প্রস্তুত রহিয়াছি।

আল্লাহ তায়ালার মূল ইচ্ছা এবং ফেরেশতাদের ধারণার মধ্যে একটা ব্যবধান ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছিলেন, খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করিবেন, আর ফেরেশতাগণ বলিতেছিলেন, মহিমা কীর্ত্তনের কাজ সমাধা করিবেন। এই দুই-এর মধ্যে যে পার্থক্য এবং ফেরেশতাদের মধ্যে যে, আল্লাহ তায়ালার খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা নাই—আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের মধ্যে সেই যোগ্যতা সৃষ্টিই করেন নাই, সেইদিকে ফেরেশতাগণের লক্ষ্যই ছিল না; অথচ আল্লার দৃষ্টিতে ঐ বিষয়টিই ছিল এবং সেই জন্যই খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের জন্য অন্য জীব সৃষ্টি করার ইচ্ছা করিতেছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে তাহাদের অজ্ঞতার কথা বলিয়া দিয়া স্বীয় বিজ্ঞপ্তির আলোচনা সাময়িকভাবে ক্ষান্ত করিয়া দিলেন। পবিত্র কোরআনে উক্ত বিষয়ের বর্ণনা এই—

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

তোমরা স্মরণ কর তখনকার ঘটনা যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু ফেরেশতাগণের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমি দুনিয়াতে একজন খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব। তখন ফেরেশতাগণ বলিয়াছিলেন, আপনি কি দুনিয়াতে এমন জাতি সৃষ্টি করিতে চান, যাহারা তথায় ফেৎনা-ফাছাদ ও খুন-খারাবী করিবে; অথচ আমরাই ত আছি—আপনার মহিমা-কীর্ত্তন ও পবিত্রতা বয়ান করিয়া থাকি। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমি যে সব ভেদ ও গোপন বিষয় অবগত আছি তোমরা তাহা অবগত নও। (১ পা ৪ রুঃ)

আদম সৃষ্টির স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা ঃ

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ফেরেশতাদের সম্মুখে আদম সৃষ্টির প্রাথমিক আলোচনা ও বিজ্ঞপ্তি মুলতবী করিয়া দিয়া অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আদমকে সৃষ্টি করার স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন যে, আমি আদম সৃষ্টি করিবই। এমনকি আদমকে সৃষ্টি করার পর ঘটনা প্রবাহের মধ্যে ফেরেশতাগণ যে তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদনে আদিষ্ট হইবেন এবং তাঁহাদিগকে তাহা পালন করিতে হইবে ; আলেমুল-গায়েব আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে সে সম্পর্কেও সতর্ক করিয়া দিলেন। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই—

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سٰجِدِينَ ۝

(ছুরা হেজ্‌র—১৪ পাঃ ৩ রুঃ)

একটি স্মরণীয় ঘটনা—যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের সম্মুখে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করিব একটি মানুষ—বিকৃত দুর্গন্ধময় কর্দ্দমে তৈরী খন্ খন্ শব্দকারক শুষ্ক মাটি হইতে। যখন আমি উহাকে সম্পূর্ণ করিয়া সারিব এবং উহার মধ্যে আমার বিশেষ সৃষ্টি—আত্মা বা রুহ্ প্রদান করিব তখন (ঘটনা প্রবাহের মধ্যে আমার আদেশ আসিলে) তোমাদিগকে তাহার প্রতি সেজদা (বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন) করিতে হইবে।

[২]

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سٰجِدِينَ ۝

(ছুরা ছাদ্—২৩ পাঃ ১৪ রুঃ)

স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণকে লক্ষ্য করিয়া তোমার প্রভু ঘোষণা করিলেন, নিশ্চয় আমি একটি মানুষ কর্দ্দম দ্বারা তৈরী করিব। আমি যখন উহাকে সম্পূর্ণ করিয়া সারিব এবং উহার মধ্যে আত্মা বা রুহ্ প্রদান করিব তখন (ঘটনা প্রবাহের মধ্যে আমার আদেশে) তোমাদিগকে তাহার প্রতি সেজদা (বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন) করিতে হইবে।

হযরত আদমের সৃষ্টি

মানব জাতির আদি-পিতা হযরত আদম (আঃ)কে আল্লাহ তায়ালা মাটির দ্বারা সৃষ্টি করিবেন, তাহা পূর্ব্ব বর্ণিত আয়াতদ্বয়ে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ঘোষণায়ই জানা গিয়াছে। এই মাটি সম্পর্কে এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আদমকে যেই মাটিটুকু দ্বারা তৈরী করিয়াছেন, সেই মাটিটুকু ভূমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ হইতে সংগৃহীত ছিল। (যাহার মধ্যে লাল, সাদা ও কাল এবং নরম, শক্ত, মন্দ, ভাল— বিভিন্ন রকমের মাটি ছিল ;) তার ফলে আদম-সন্তানগণ লাল, সাদা, কাল, নরম, শক্ত এবং ভাল মন্দে বিভক্ত হইয়াছে। (মেশকাত শরীফ)

ঐ মাটি সম্পর্কে আরও তথ্য এই জানা যায় যে, প্রথমে ঐ মাটিকে পচা কর্দ্দমে পরিণত করার ব্যবস্থা করা হয়। যখন উহা (কুমারের মাটির ন্যায়) চটচটে আঠালরূপ ধারণ করে, তখন উহাকে শুকানো হয়। ঐমাটি যখন পূর্ণ শুষ্ক হয়, এমনকি আগুনে পোড়া মাটির তৈরী পাত্রের ন্যায় করাঘাতে খন্ খন্ করিয়া বাজিবার উপযোগী হয় তখন আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরত বলে সেই শুষ্ক ও শক্ত মাটি দ্বারাই আদমের আকৃতি বা দেহ তৈরী করা হয়। (বয়ানুল-কোরআন)

এইসব তথ্যের ইঙ্গিত পবিত্র কোরআনেই রহিয়াছে—

خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

আল্লাহ তায়ালা আদমকে মাটি হইতে তৈরী করিয়াছেন ; অতঃপর "কুন্—হইয়া যাও" আদেশ করিয়াছেন ; সঙ্গে সঙ্গে (মাটির তৈরী পুত্‌লাটি) জীবন্ত হইয়া গেলে।

[২]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۚ وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ

(ছুরা হেজ্‌র—১৪ পাঃ ৩ রুঃ)

একটি বাস্তব তথ্য এই যে, (মানব জাতির গোড়া ও আদি) মানুষটিকে আমি পয়দা করিয়াছিলাম খন্‌খন্ বাজে এইরূপ মাটি হইতে যাহা বিকৃত দুর্গন্ধময় কর্দ্দমে তৈরী ছিল। এর পূর্ব্বে আমি জ্বিনকে পয়দা করিয়াছিলাম গরম বাতাসের ন্যায় ধুঁয়া-শূন্য স্বচ্ছ নির্ম্মল আগুন হইতে।

[৩]

خلق الانسان من صلصال كالفخار ۝ وخلق الجان من مارج من نار ۝

(মানব জাতির গোড়া ও আদি) মানুষটিকে পয়দা করিয়াছিলেন খন্ খন্ শব্দকারক মাটি হইতে এবং জ্বিনকে পয়দা করিয়াছিলেন নির্ম্মল অগ্নি হইতে।
(ছুরা রাহ্‌মান—২৭পাঃ ১১ রুঃ)

[৪]

انا خلقنهم من طين لازب ۝

(ছুরা ছাফ ফাত—২৩ পাঃ ৫ রুঃ)

আমি মানুষকে (তথা তাহাদের উৎপত্তির আসল গোড়াকে) সৃষ্টি করিয়াছি চটচটে আঠাল মাটি হইতে।

[৫]

এ সম্পর্কে আর একটি সুস্পষ্ট আয়াত :—

الذى احسن كل شئ خلقه وبدا خلق الانسان من طين ۝ ثم جعل نسله من سللة من ماء مهين ۝

(২১ পাঃ ১৪ রুঃ)

তিনি (আল্লাহ তায়ালা) স্বীয় সৃষ্ট বস্তুগুলিকে অতি সুন্দর রূপ দান করিয়াছেন, এবং মানব জাতির সৃষ্টির আরম্ভ করিয়াছেন কর্দ্দম হইতে (তথা প্রথম মানুষটিকে কর্দ্দম দ্বারা তৈরী করিয়াছেন)। অতঃপর উহার নছল বা পরবর্ত্তী বংশধরকে এক নিষ্কাশিত বস্তু তথা নিকৃষ্ট জলীয় পদার্থ (অর্থাৎ মনী বা বীর্য্য) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

১৬২০। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك نفر من الملئكة جلوس فاستمع ما يحيونك فانها تحيتك وتحية

ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ

فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ

يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ)কে তাঁহার নিজস্ব দৈহিক গঠন ও আকারের উপরই সৃষ্টি করিয়াছিলেন—(সৃষ্টি ও জন্মের প্রথম হইতেই) তাঁহার দৈর্ঘ্য বা দেহের উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ তায়ালা তথায় একত্রিত একদল ফেরেশতার নিকটবর্ত্তী যাইতে বলিলেন এবং তাঁহাদিগকে সালাম করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন যে, তাঁহারা সালামের উত্তর কিরূপ প্রদান করেন তাহা লক্ষ্য করিবেন; ঐ উত্তরই আপনার এবং আপনার বংশধর ও সন্তান-সন্ততির জন্য পারস্পরিক সালামের নিয়ম হইবে।

আদম (আঃ) ফেরেশতাগণের সন্নিকটে যাইয়া "আচ্ছালামু আলাইকুম" বলিলেন। ফেরেশতাগণ তদুত্তরে "ওয়ালাইকাচ্ছালামু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্" বলিলেন। সালাম তথা শান্তির দোয়ার উত্তরে ফেরেশতাগণ সালাম তথা শান্তির দোয়া ভিন্ন বিশেষ রহমতের দোয়াও করিলেন।

(হযরত (দঃ) বলেন,) আদম-দেহের উচ্চতার আসল পরিমাপ ছিল ষাট হাত, (আদম সন্তানদের) যাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবেন তাঁহারাও তখন সেই আদি পরিমাপ ষাট হাত উচ্চতায়ই হইবেন। মধ্যবর্ত্তী জাগতিক জীবনে আদম-সন্তানের দেহের দৈর্ঘ্য ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া বর্ত্তমান পরিমাপ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—আদম (আঃ) সম্পর্কে আলোচ্য হাদীছে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাকে তাঁহার দৈহিক গঠন ও আকারের উপর সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণতঃ সৃষ্ট জীব সমুহের জন্ম পদ্ধতি হইল—অতি ছোট ও ক্ষুদ্রাকারে জন্মলাভ করিয়া ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে এবং দীর্ঘকাল পর সম্পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু আদম (আঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত ছিল ভিন্ন রূপ। তিনি ষাট হাত দীর্ঘ ও সাত হাত প্রস্থ দৈহিক আকার লইয়া জন্মলাভ করিয়াছিলেন। এই পার্থক্যের হেকমতও অতি সুস্পষ্ট। কারণ, সকল জীবই সঙ্কীর্ণ মাতৃগর্ভ বা ডিমের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি ছিল এইরূপে—

خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ -

"আল্লাহ তায়ালা আদম (আলাইহেচ্ছালামের দেহ)কে মৃত্তিকা দ্বারা তৈরী করিয়া "কূন্ (হইয়া যাও)" নির্দ্দেশদান করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জীবন্তরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।" (কোরআন শরীফ—৩ পারা ১৩ রুকু)

যাট হাত দৈর্ঘ্য ছিল আদমজাতের আসল আকার, কিন্তু বৃক্ষের ফল-ফুল যেরূপ প্রাথমিক আকারের তুলনায় ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে থাকে তদ্রূপ আদম-সন্তানও ক্রমশঃই ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য আদম-সন্তান যখন স্বীয় আসল বাসস্থান বেহেশতে যাইবে, তখন আদি দৈহিকাকার যাট হাত দীর্ঘেরই হইবে।

যেসব আদম-সন্তান দোযখী হইবে, তাহাদের সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, দোযখের শাস্তি অত্যধিক পরিমাণে ভোগ করাইবার জন্য দোযখীদের দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরাট আকারের করিয়া দেওয়া হইবে। যেমন হাদীছে উল্লেখ আছে, তাহাদের এক একটি বিরাট দাঁত (আড়াই মাইল উঁচু মদিনার) ওহোদ পাহাড়ের ন্যায় বিরাট আকারের হইবে। উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানের দূরত্ব কয়েক মাইলের ব্যাবধান হওয়া সম্পর্কেও হাদীছে উল্লেখ আছে।

সালাম সম্পর্কে শরীয়তের যে বিধান ও মোসলমানদের মধ্যে যে রীতি ও রেওয়াজ প্রচলিত আছে উহার মূল উৎস ও সূচনা এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য ফেরেশতাগণ আদম (আঃ)কে সালামের উত্তরে "ওয়া আলাইকাচ্ছালাম" বলিয়াছিলেন। عليك—আলাইকা এবং عليكم—আলাইকুম-এর পার্থক্য বিশেষ কোন তাৎপর্য্যপূর্ণ নহে। আরবী ব্যাকরণে "ك—কা" এবং كم—কুম্ একবচন ও বহুবচন, কিন্তু আরবী ব্যাকরণে ইহাও আছে যে, বহুবচন বোধক শব্দ كم—সম্মানার্থে একজনের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আদম (আঃ) একজন ছিলেন, সেই সূত্রেই ফেরেশতাগণ একবচনের মুলশব্দ "ك—কা" ব্যবহার করিয়াছিলেন; এইরূপ সালাম ও সালামের উত্তর প্রদান করা অশুদ্ধ নহে। অবশ্য প্রত্যেক মোসলমান সম্মানের পাত্র, এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মোসলমানের সঙ্গে সর্ব্বদাই কয়েকজন ফেরেশতা থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত থাকায় একজন মোসলমানকে বহুবচন বোধক "كم—কুম" শব্দ দ্বারা সালাম ও সালামের উত্তর প্রদান করা শুদ্ধই বটে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং ছাহাবাগণের মধ্যে উহার প্রচলনের আধিক্যও বিভিন্ন হাদীছে পরিলক্ষিত হয়। এই সূত্রেই كم—কুম শব্দের দ্বারা সালামের এবং সালামের উত্তরের সাধারণ রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

ফেরেশ্‌তাগণ আদম (আঃ)-কে সালামের উত্তর দানে ورحمة الله "ওয়া-রাহমাতুল্লাহ" বাক্য অতিরিক্ত বলিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে কোরআন হাদীছেও কিছু বিবরণ বিদ্যমান আছে। কোরআন শরীফে আছে—

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا -

"তোমাকে কেহ সালাম করিলে যে পরিমাণ ও যে বস্তুর দোয়ার দ্বারা তোমাকে সে সালাম করিয়াছে, তুমি তাহাকে তদপেক্ষা উত্তম দোয়ার দ্বারা বা অন্তত: ঐরূপ দোয়ার দ্বারাই উত্তর প্রদান কর।" (৫ পাঃ ৮ রুঃ)

এই আয়াতে অধিক দোয়ার দ্বারা উত্তর দেওয়াকেই উত্তম বলা হইয়াছে; ইহাতে ছওয়াবও অধিক হইবে। এক হাদীছে আছে—একদা এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে আসিয়া "আচ্ছালামু আলাইকুম" বলিয়া সালাম করিল। হযরত (দঃ) তাহার সালামের উত্তর দিলেন এবং আগন্তুক হযরতের মজলিসে বসিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, সে দশ নেকী লাভ করিয়াছে। অতঃপর আর এক ব্যক্তি আসিয়া "আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলিয়া সালাম করিল। হযরত (দঃ) তাহার সম্পর্কে বলিলেন, এই ব্যক্তি বিশ নেকী লাভ করিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই আর এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া "আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু" বলিয়া সালাম করিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি ত্রিশ নেকী লাভ করিয়াছে। ইতিমধ্যে আর এক ব্যক্তি আসিয়া "আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফেরাতুহু" বলিয়া ছালাম করিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি চল্লিশ নেকী লাভ করিয়াছে। হযরত (দঃ) ইহাও বলিলেন, বেশী-কম নেকী লাভের তারতম্য এইরূপেই হইয়া থাকে। (আবু দাউদ)

নেকী লাভ করার জন্য উপরোল্লিখিত শব্দ সমূহকে সালাম দানেও ব্যবহার করা যায় এবং সালামের উত্তর দানেও ব্যবহার করা যায়

আদম (আঃ) ও ফেরেশতাদের প্রতিযোগিতা :

ফেরেশতাদের সম্মুখে আদম-সৃষ্টির প্রাথমিক আলোচনার সময় আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে এই বলিয়া আলোচনা ক্ষান্ত করিয়াছিলেন যে, "গোপন

তথ্য যাহা আমি জানি, তাহা তোমরা জান না"; সেই গোপন তথ্য এস্থলে এই যে, খেলাফৎ বা প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা তোমাদের নাই—তোমাদিগকে উহা দেওয়াই হয় নাই; আদমের মধ্যে সেই যোগ্যতা প্রাদান করা হইবে। অতএব প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আদমের দ্বারা সম্পন্ন হইবে, তোমাদের দ্বারা হইবে না।

আদম (আঃ) সৃষ্টি হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইল আদম ও ফেরেশতা উভয়ের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেই গোপন তথ্যটিকে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেওয়া; আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যবস্থাই করিলেন।

খেলাফৎ ও প্রতিনিধিত্বের জন্য দুইটি গুণের বিশেষ আবশ্যক হয়—
(১) ওফাদারী ও ফরমাবরদারী—নিষ্ঠার সহিত পূর্ণানুগত্য ও আজ্ঞাবহন।
(২) দায়িত্ব পালনের এবং কার্য্য সমাধানের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা।

প্রথম গুণ তথা ওফাদারী ও ফরমাবরদারী—আনুগত্য ও আজ্ঞাবহন ইহার উৎস হইল আ'বদিয়ত বা আল্লার দাসত্ব; আ'বদিয়ত বা আল্লার দাসত্ব ফেরেশতাদের মধ্যে অতি মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

দ্বিতীয় গুণটির উৎস হইল এলম তথা জ্ঞান ও বিদ্যা; এস্থলে যেহেতু রাব্বোল আ'লামীন—বিশ্বজগতের পালনকর্ত্তা, আহকামোল-হাকেমীন সর্ব্বাধিপতি বিধানকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার খেলাফৎ ও প্রতিনিধিত্ব এবং এই খেলাফৎ ও প্রতিনিধিত্বের ময়দান বা কর্ম্মস্থল হইল সমগ্র বিশ্বজগত—যাহার সীমানা হইল আকাশ হইতে পাতাল এবং দিক বলিতে যতদূর বুঝায় উহার সর্ব্বটুকু; অতএব এস্থলে খেলাফৎ ও প্রতিনিধিত্বের জন্য এমন জাতি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে, যে জাতি ব্যাপক এল্‌ম লাভ করিতে সক্ষম, যে জাতি বিশ্বব্যাপী সব কিছুর এল্‌ম ও জ্ঞান লাভের সামর্থ রাখে। এইরূপ জাতিই সৃষ্ট জগতের প্রতিটি জিনিষের উপর প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে।

এইরূপ ব্যাপক এল্‌ম ও জ্ঞান লাভ করার শক্তি ও সামর্থ্য সৃষ্টিগত ভাবেই আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে দেন নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকের এল্‌ম ও জ্ঞান সীমাবদ্ধ রহিয়াছে শুধু ঐ বস্তু ও কার্য্য সম্পর্কে, যাঁহার উপর যে বস্তু ও কার্য্যের ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। যিনি পাহাড়ের ব্যবস্থাপক তাঁহার এল্‌ম ও জ্ঞান পাহাড় সম্পর্কে সীমাবদ্ধ, যিনি বৃষ্টির ব্যবস্থাপক তাঁহার জ্ঞান বৃষ্টি সম্পর্কে সীমাবদ্ধ, যিনি জীবের মৃত্যু ঘটান কার্য্যে নিয়োজিত তাঁহার এল্‌ম ও জ্ঞান সেই বিষয়েই সীমাবদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সীমাবদ্ধতায় তাঁহারা বাধ্য রহিয়াছেন, ইচ্ছা

করিলেও এই সীমা অতিক্রম করতঃ অন্য বিষয়ে এল্‌ম ও জ্ঞানলাভ করিতে তাঁহারা সক্ষম নহেন। এমনকি ঐ ধরণের এল্‌ম ও জ্ঞান তাঁহাদের সম্মুখে ছড়াইয়া দেওয়া হইলেও উহাকে আয়ত্বে আনিতে বা (Capture) ক্যাপচার করিতে তাঁহারা সক্ষমই হইবেন না। এই ক্ষমতা ও সামর্থ্য তাঁহাদের সৃষ্টিতেই রাখা হয় নাই—لا علم لنا الا ما علمتنا

পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা মানুষের সৃষ্টিতেই ব্যাপক এল্‌ম ও জ্ঞানলাভ করার এক সুপ্রশস্ত সক্ষমতা ও সামর্থ্য-গুণ রাখিয়া দিয়াছেন, যদ্দারা তাঁহারা আকাশ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত, এমনকি সুগভীর সমুদ্রের তলার মাটির নীচে কি আছে, উহার জ্ঞানও তাহারা লাভ করিয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়া গিয়াছেন تحت البحر نار "সমুদ্রের তলদেশের নিম্নস্তরে অগ্নি রহিয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের লোকগণ সমুদ্রের নীচে আগ্নেয়গিরি এবং আটলাণ্টিক মহাসাগরের তলদেশে পেট্রোলিয়ম পদার্থীয় খনির সন্ধান লাভ করিয়াছে। সপ্ত আকাশের উর্দ্ধদেশে কি আছে তাহার এলমও তাহারা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। হযরত (দঃ) আরশ, কুরছি, ছেদ্‌রাতুল-মোন্‌তাহার খবর বাত্‌লাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার উম্মত কাশ্‌ফ ও এল্‌হামের দ্বারা কত কিছুর খোঁজ লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞানের সাহায্যে উর্দ্ধদেশীয় নিত্য নূতন স্তর জয় করা হইতেছে।

মানুষ আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটি জিনিষের শুধু এলম ও জ্ঞান লাভেই নয়, বরং প্রত্যেকটি বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ দানেও সক্ষম হইয়াছে। ফেরেশতাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। জ্বিন জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছে*। জল ও স্থলের, উর্দ্ধ ও নিম্নের—হাতী হইতে বড়, পিপিলিকা হইতে ছোট প্রত্যেকটি জীবের শুধু পরিচয় ও বিবরণ দানই নয়, বরং উহার গোশ্‌ত-পোস্ত, অস্থি-মজ্জা, এমনকি উহার রগ-রেশার প্রতিটি কণার বৈশিষ্ট্য এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লিপিবদ্ধ করিয়াছে **। বন-জঙ্গল,পাহাড়-পর্ব্বত, এমনকি, সমুদ্রবক্ষের প্রতিটি উদ্ভিদের খাল-বাকল, মূল-শিকড়, ফল-ফুল ইত্যাদির রং-রূপ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত

---

* "আ-কা-মূল্‌মারজান" নামক একখানা আরবী পুস্তক এই বিষয়ে পাওয়া যায়।

** "হায়াতুল হায়ওয়ান" নামক কেতাব খানাকে এই বিষয়ে বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে। "আজায়েবুল মখলুকাত" নামক আর একখানা কেতাবও এই সম্পর্কে পাওয়া যায়।

বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়াছে+। শুধু তাহাই নহে, বরং ঐসবের দ্বারা সমস্ত জগতকে উপকৃত করতঃ هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا "আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার সব চিজ-বস্তুকে তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন" এর তাৎপর্য্যের বিকাশ সাধন করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষণাকে কার্য্যে পরিণত করার ময়দানে আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে ও করিতেছে।↑

সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক যে শক্তি ও সামর্থ্য রক্ষিত আছে, উল্লেখিত ব্যাপক এলম ও জ্ঞান উহারই পরিচয় ও প্রতিক্রিয়া। ফেরেশতাদের মধ্যে এই শক্তি ও সামর্থ্যেরই অভাব। আল্লাহ তায়ালা উভয়ের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই ব্যবধানটিকে উদ্ভাসিত করারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ব্যবস্থা এইরূপ করিয়াছিলেন যে, প্রথমতঃ আল্লাহ তায়ালা সৃষ্ট জগতের সমস্ত বস্তুনিচয়ের বিস্তারিত তথ্য-জ্ঞান আদম ও ফেরেশতা উভয়ের সম্মুখে ছড়াইয়া দিলেন। আদমের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে এই ধরণের এলম ও জ্ঞান আয়ত্বে আনিবার বা (Capture) ক্যাপচার করিবার যে শক্তি সামর্থ্য ও ক্যাপাসিটি (Capacity) ছিল উহার সাহায্যে তিনি ঐ এলম ও জ্ঞানকে আহরণ ও সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণ সৃষ্টিগতভাবে ঐ শক্তি-সামর্থ্য ও ক্যাপাসিটির অভাবে তাহা করিতে পারিলেন না। তারপর আল্লাহ তায়ালা

+হেকিমী ও কবিরাজী কেতাব ও বই-পুস্তক এই বিষয়ে অনেক বিদ্যমান রহিয়াছে।

↑আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধিত্বের দুইটি বিভাগ—এক হইল জীবিকা নির্ব্বাহ ও জাগতিক আবশ্যক পূরণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনায়। দ্বিতীয় হইল শরীয়ত তথা আল্লার নির্দ্দেশাবলী বা আল্লাহ-প্রদত্ত আইন-কানুনকে সারা বিশ্বে জারী করার ব্যাপার।

বলা বাহুল্য—খেলাফৎ বা প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে দ্বিতীয় বিভাগটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়াতে মানুষের প্রতিনিধিত্বের মধ্যেও এই শ্রেণীর বিষয়টিকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে। কোন প্রতিনিধি মুল ক্ষমতাধিকারীর আদেশকে অবজ্ঞা করিলে, তাহার আদেশ বহন না করিলে বা স্বীয় মন-মোতাবেক স্বেচ্ছাচারিতার সহিত কাজ করিলে বা অন্য কাহারও ইঙ্গিত-ইশারার পায়রবী করিলে সেই প্রতিনিধি বিদ্রোহী গণ্য হইবে এবং তাহার ভাগ্য গেরেফ্তারী ও জেল-হাজত জড়াইয়া পড়িবে। আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে মানব-জাতির সম্পর্ক ঠিক তদ্রূপই। অতএব আল্লাহ তায়ালার নির্দ্দেশাবলী পালন ও তাঁহার আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করার মধ্যেই তাঁহার আসল খেলাফৎ ও প্রতিনিধিত্ব। অন্যথায় বিদ্রোহী প্রতিনিধি গণ্য হইয়া জেল-হাজত তথা জাহান্নামী হইতে হইবে। এই জন্যই আল্লার রসুল ও নায়েবে-রসুলগণ এই বিভাগকেই অধিক গুরুত্ব দিয়া আসিয়াছেন।

ফেরেশতাগণ ও আদমকে সমবেতভাবে উপস্থিত করিয়া ফেরেশতাগণের সম্মুখে ঐচিজ-বস্তুগুলি রাখিলেন এবং পরীক্ষামুলকভাবে তাহাদিগকে ঐ সবের বিস্তারিত তথ্যের বিবরণ দানের আদেশ করিলেন। ফেরেশতাগণ তদুত্তরে নিজেদের অক্ষমতাই তুলিয়া ধরিলেন এবং ঐ সবের কোন তথ্যই বাতলাইতে পারিলেন না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ঐ আদেশই আদমের প্রতি করিলেন। আদম (আঃ) ব্যাপক এলম ও জ্ঞান-গুণে আহরিত ও সঞ্চিত সমুদয় তথ্য সকলের সম্মুখে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইলেন। তখন সর্ব্ব সমক্ষে আদমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ তায়ালার খেলাফৎ ও প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা প্রমাণিত হইল। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় পূর্ব্ব উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, আসমান-জমিনের তথা সর্বপ্রকার গোপন তথ্য যাহা তোমরা জান না, আমি সব অবগত আছি। উক্ত ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় এইরূপ—

আর আল্লাহ তায়ালা আদমকে সমস্ত বস্তুনিচয়ের এলম ও তথ্য-জ্ঞান দান করিলেন। অতঃপর তিনি ঐসব বস্তুনিচয়কে ফেরেশতাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, তোমরা এই সবের তথ্য বর্ণনা কর, যদি তোমরা তোমাদের ধারণা ঠিক মনে কর।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ
عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ
اَنْۢبِـُٔوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

ফেরেশতাগণ বিনয় স্বরে আরজ করিলেন, হে প্রভু। তুমি পাক-পবিত্র (তোমার কার্য্যে দোষ-ত্রুটি থাকে না ;) আমাদের মধ্যে যতটুকু এলম ও জ্ঞানের শক্তি-সামর্থ্য রাখিয়াছ তাহার অধিক আমাদের নাই। তুমি সর্ব্বজ্ঞ সুকৌশলী (প্রত্যেককে উহার উপযোগী শক্তি-সামর্থ্য দিয়া তৈরী করিয়াছ।)

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا
عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ
الْحَكِیْمُ ۝

আল্লাহ তায়ালা আদমকে ঐ সবের তথ্য-বিবরণ দানের আদেশ করিলেন। (আদম সব কিছুর তথ্য বর্ণনা দিলেন।) যখন আদম বস্তুনিচয়ের তথ্য বাতলাইয়া

قَالَ یٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ج
فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ

اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

দিলেন, তখন ফেরেশতাগণকে আল্লাহ বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম না যে, আমি আসমান জমিনের তথা সর্ব্বপ্রকার গোপন তথ্য অবগত আছি এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ সবই আমি জানি।

(ছুরা বাকারাহ—১ পাঃ ৪ রুঃ)

প্রতিযোগিতার ফলাফলে ফেরেশতাগণকে আদমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আদেশঃ

প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষার মাধ্যমে আদমের যোগ্যতা প্রমাণিত ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। তিনিই আল্লাহ তায়ালার খলীফা ও প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন এবং এই খেলাফৎ ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সম্পাদনে ফেরেশতাগণ হইবেন আদমের সহযোগী, অতএব আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণ কর্তৃক আদমের প্রতি বিশেষ কায়দায় সালাম বা শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানের আদেশ করিলেন। যাহাকে Guard of Honour সমতুল্য বলা যাইতে পারে।

প্রকাশ থাকে যে, জ্বিন জাতীয় ইবলিস তখন ফেরেশতাদের সঙ্গে একত্রেই বসবাস করিয়া থাকিত ; ফেরেশতাদের প্রতি যে আদেশ হইল স্বাভাবিকরূপে বা বিশেষ নির্দ্দেশ বলে ইবলিসও সেই আদেশের আওতাভুক্ত হইল। এ সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে আদমের প্রতি সেজদা করার আদেশ করিলেন। ফেরেশতাগণ তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আল্লাহ তায়ালার আদেশকৃত সেজদা আদায় করিয়া নিলেন, কিন্তু ইবলিস তাহা করিল না। ফলে সে আল্লাহ তায়ালার অভিসপ্ত হইল। পবিত্র কোরআনে এই বিবরণের আলোচনা নিম্নরূপ—

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

আর একটি ঘটনা—আমি আদেশ করিয়াছিলাম ফেরেশতাগণকে, আদমের প্রতি সেজদা কর। তাহারা সকলেই সেজদা করিয়াছিল, ইবলিস (অদিষ্ট হওয়া সত্বেও) অহঙ্কারে মাতিয়া সেজদা করিতে অস্বীকার করিয়াছিল এবং সে বিদ্রোহী কাফেরে পরিণত হইয়াছিল।

(ছুরা বাকারাহ—১ পাঃ ৪ রুঃ)

ইবলিসের পরিচয় ঃ

ইবলিস বা শয়তান সম্পর্কে পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সে মুলতঃ জ্বিন জাতি হইতে ছিল। ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে সে ফেরেশতাদের সংশ্রব লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল* এবং সে একজন বিশিষ্ট আ'বেদ—এবাদতকারী হইয়া তাঁহাদের মধ্যে বসবাস করিতেছিল। অবশেষে সে আদমের প্রতি সেজদা করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার আদেশকে অমান্য করিয়া চিরতরে কাফের বিদ্রোহী, ধিকৃত ও অভিশপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং চিরকাল এইরূপই থাকিবে বলিয়া আলেমু-গায়েব আল্লাহ তায়ালার ঘোষণায় প্রমাণিত হইয়াছে। পবিত্র কোরআনে উহার বিবরণ ঃ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ط اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ◎

যখন আমি ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম, আদমের প্রতি সেজদা কর, তাহারা সকলেই সেজদা করিয়া ছিল, ইবলিস সেজদা করে নাই ; সে ছিল জ্বিন জাতীয়। (সে আগুনের তৈরী হওয়ায় নিজকে বড় মনে করিয়াছিল ;) যদ্দরুন সে স্বীয় প্রভু পরওয়ারদেগারের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল (এবং কাফের মরদুদ হইয়াছে।) হে মানব। তোমরা কি ঐরূপ মরদুদকে এবং উহার চেলাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে আমাকে ছাড়িয়া ? অথচ তাহারা তোমাদের পরম শত্রু! স্বৈরাচারী জালেমদের এই বিনিময় কতই না জঘণ্য!

ইবলিসের দৌরাত্ম ও পরোওয়ারদেগারের সঙ্গে বিতর্ক ঃ

ইবলিস আদমের প্রতি সেজদা করার আদেশ লঙ্ঘন করিল অসীম ধৈর্য্যশীল, সহিষ্ণু দয়াময় আল্লাহ তায়ালা কৈফিয়ত তলব করিলেন, আমার আদেশ সত্ত্বে

* মানব জাতির পূর্ব্বে এই ভূমণ্ডলে জিন জাতির সাধারণ বসবাস ছিল। নাফরমানীর আধিক্যের দরুণ আল্লার গজব স্বরূপ ফেরেশতাদের দ্বারা তাহারা ধ্বংশ এবং ভাল আবাসস্থল হইতে বন-জঙ্গলে বিতাড়িত হয়। ঐ সময় ইবলিস শিশু বয়সের ছিল ; ফেরেশতাগণ তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যায়। এইভাবে ইবলিস ফেরেশতাদের মধ্যে স্থান পায়।

সেজদা করা হইতে বিরত থাকার জন্য তোর পক্ষে কি কারণ থাকিতে পারে? তদুত্তরে ইবলিশ কারণ স্বরূপ এই ব্যাখ্যা দিল যে, আমি আদমকে সেজদা ও শ্রদ্ধা করিতে পারি কিরূপে? আমি ত আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অধিক মর্য্যাদাবান। আদম আমার তুলনায় নিকৃষ্ট। কারণ, আপনি আমাকে আগুন হইতে তৈরী করিয়াছেন এবং আদমকে মাটি বা কর্দ্দম হইতে তৈয়ী করিয়াছেন। আগুনের গতি উর্দ্ধে, মাটির গতি নিম্নে। আমার জন্য আদমকে সেজদা করা অযৌক্তিক।

বলা বাহুল্য, শয়তানের এই যুক্তি ছিল অসার। কারণ মাটির উপর আগুনের শ্রেষ্ঠত্বের কোন প্রমাণ নাই; গতির ব্যবধান শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হইতে পারে না। স্বর্ণ-রৌপ্য, হিরা-জওয়াহেরাতের ন্যায় ভারী মূল্যবান বস্তুর গতি নিম্নে হইয়া থাকে এবং হাল্‌কা তুলার ন্যায় বস্তুর গতি উর্দ্ধে হইয়া থাকে।

সর্ব্বোপরি যৌক্তিকতা এস্থলে ইবলিসের নিজ উক্তির মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। তাহার উক্তিতেই স্বীকৃতি রহিয়াছে যে, তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন আল্লাহ তায়ালা। অতএব, আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনের মোকাবিলায় কোন যুক্তির অবতারণাই অযৌক্তিক। আল্লার তরফ হইতে কৈফিয়ত তলবে اذا امرتك — "আমার আদেশ সত্বেও" বলিয়া এই বিষয়টিকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছিল।

ইবলিস ভুল যুক্তির পিছনে পড়িয়া স্বীয় প্রভু আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিল। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে স্বীয় নৈকট্য ও সন্তুষ্টিভাজনদের স্থান বেহেশত হইতে তাড়াইয়া দিলেন, সে চিরতরে ধিকৃত ও অভিশপ্ত হইয়া গেল।

আদমের প্রতি ইবলিসের অন্তরে ভয়ানক ক্রোধ সৃষ্টি হইল। সে প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মাদ হইয়া গেল। কিন্তু সেও জানিত, হায়াত-মওত আল্লার হাতে; তিনি যদি আমাকে মুহূর্ত্তেই মারিয়া ফেলেন, তবে প্রতিশোধ গ্রহণের বাড়াবাড়ি অবান্তর হইবে। অতএব, সে প্রথমে আল্লাহ তায়ালার নিকট স্বীয় জীবন সম্পর্কে একটা গ্যারান্টি বা অবকাশ প্রার্থনা করিল, আমি যেন জগতের আয়ুর সর্ব্বশেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জীবিত থাকি। সর্ব্বাধিপতি আল্লাহ তায়ালা প্রবল প্রতাপের সহিত তাহাকে বলিয়া দিলেন, "যা—তোকে দীর্ঘ আয়ুর অবকাশ দেওয়া হইল।"

ইবলিস মৃত্যুর দিক হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া স্বীয় ক্রোধ প্রকাশে বলিল, যেহেতু আমি আদমের দরুন সর্ব্বহারা হইলাম, তাই আমিও শুধু আদমকে নয়, তাহার সমুদয় নছলকে ক্ষতি ও ধ্বংসে ফেলিব, তাহাদের জন্য সঠিক পথ রুদ্ধ করিব এবং কুপথে পরিচালিত করিবার জন্য তাহাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘেরাও করিব।

সর্ব্বাধিপতি পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা প্রবল প্রতাপের সহিত ধিক্কার দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন এবং ঘোষণা দিলেন যে, তুই এবং তোর অনুসারী-দের দ্বারা আমি জাহান্নাম ভর্ত্তি করিব। এই বিবরণ পবিত্র কোরআনে—

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ
ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ
فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ
مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۝
قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ
اَمَرْتُكَ ط قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج
خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ۝
قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ
اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ
مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝ قَالَ اَنْظِرْنِيْ
اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝ قَالَ اِنَّكَ
مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝
قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ

একটি বিশেষ তথ্য—আমি তোমাদের (আদি গোড়া আদম)কে তৈরী করিয়া ছিলাম, তাঁহাকে গঠন দান করিয়া ছিলাম, তারপর ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম, আদমের প্রতি সেজদা কর; ফেরেশতাগণ সকলে সেজদা করিয়াছিল, ইবলিস সেজদা করে নাই।

আল্লাহ কৈফিয়ত তলব করিলেন, আমার আদেশ সত্ত্বেও কেন তুই সেজদা হইতে বিরত থাকিলি? সে বলিল, আমি আদম হইতে শ্রেষ্ঠ; আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদমকে কর্দ্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ধিক্কারের সহিত আদেশ করিলেন, এখান হইতে বাহির হইয়া যা, এখানে থাকিয়া অহঙ্কার দেখান তোর জন্য ভাল হইবে না, তুই বাহির হইয়া যা, তুই চিরতরে ধিকৃত ও অপদস্থ। ইবলিস বলিল, আমাকে কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত অবকাশ দান করুন। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, তোকে অবকাশ দেওয়া গেল। ইবলিস বলিল, আদমের দরুন আমার উপর আপনার অভিশাপ বর্ত্তিল এবং আমি ভ্রষ্ট হইয়া গেলাম। আমি শপথ

لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ ثُمَّ
لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ
خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ط
وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ۝
قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا
مَّدْحُوْرًا ط لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

(ছুরা আ'রাফ – ৮ পাঃ ৯ রুঃ)

করিয়া বলি, আমি আপনার সঠিক পথকে আদম ও আদম-সন্তানের জন্য রুদ্ধ করার চেষ্টা করিব। আমি তাহাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান, বাম দিক হইতে ঘেরাও করিয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করার চেষ্টা করিব ; আপনি তাহাদের অধিকাংশকে অকৃতজ্ঞ পাইবেন।

আল্লাহ তায়ালা প্রবল প্রতাপের সহিত তাহাকে আদেশ করিলেন, এখান হইতে ধিকৃত ও অভিশপ্ত অবস্থায় বাহির হইয়া যা। ইহা আমার সুনিশ্চিত ঘোষণা যে, যাহার ইচ্ছা সে তোর অনুসারী হউক ; নিশ্চয় আমি তোদের সকলকে দিয়া দোযখ ভর্ত্তি করিব। (২)

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۙ
اِلَّا اِبْلِيْسَ ط اَبٰى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ
السّٰجِدِيْنَ ۝ قَالَ يٰاِبْلِيْسُ مَا لَكَ
اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ۝
قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ
مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝ قَالَ
فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۙ وَّاِنَّ
عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

আল্লার আদেশ মতে ফেরেশতাগণ সকলে সমবেতভাবে সেজদা করিল, ইবলিস তাহা করিল না ; সে সেজদাকারীদের দলভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইবলিস! তুই কেন সেজদাকারীদের সঙ্গে সেজদা করিলি না? ইবলিস বলিল, আপনি দুর্গন্ধময় কর্দ্দমে তৈরী শব্দকারক মাটি হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে সেজদা করিতে আমি কস্মিনকালেও প্রস্তুত নহি। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, তবে তুই এখান হইতে বাহির হইয়া যা, তোর প্রতি চিরতরে ধিক্কার এবং তোর উপর কেয়ামত পর্য্যন্ত অভিশাপ রহিল।

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝

ইবলিস বলিল, হে পরওয়ারদেগার। তবে আমাকে কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বলিলেন, নিশ্চয় তোকে এক নির্দ্ধারিত (তথা কেয়ামতের) দিনের তারিখ পর্য্যন্ত অবকাশ দেওয়া গেল।

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝

ইবলিস বলিল, হে পরওয়ারদেগার। যেহেতু আদমের দরুন, আমাকে সর্বহারা করিলেন, অতএব আমি আদম জাতের (ক্ষতি সাধনে লাগিলাম;) তাহাদের দৃষ্টিতে কু-কর্ম্ম ও নাফরমানীর কার্য্যকে চাকচিক্যময় মনোরম করিয়া দেখাইব এবং তাহাদেরে ভ্রষ্ট করিব। অবশ্য তাহাদের মধ্য হইতে আপনার খাঁটী বান্দাগণ বাঁচিতে পারিবেন।

قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ۝ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَٰبٍ ط لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۝

(ছুরা হেজরের ১৪ পারা ৩ রুকু)

আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমার খাঁটী বান্দা হওয়াই একমাত্র সোজা পথ, যে পথ পথিককে আমার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়; আমার এইরূপ বান্দাদের উপর তোর কোন প্রভাব চলিবে না। অবশ্য যেসব ভ্রষ্টরা তোর অনুসারী হইবে তাহাদেরকেই তুই ক্ষতি সাধন করিতে পারিবি। নিশ্চয় তোর অনুসারী দলের সকলের জন্য জাহান্নাম নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, যাহার সাতটি তাব্‌কা; সাত তাব্‌কার জন্য সাতটি গেট রহিয়াছে। তোর দলের লোকগুলি সাতটি গেটের জন্য সাত ভাগে বিভক্ত হইবে; প্রত্যেক গেটের জন্য এক এক ভাগ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, তাহারা ঐ গেটেই প্রবেশ করিবে।

[৩]

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا
لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط قَالَ
ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ج قَالَ
اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ
لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ○
قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ○
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ
بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ
وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ
وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ

তখনকার ঘটনা স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম, আদমের প্রতি সেজদা কর; সেমতে তাহারা সেজদা করিল, ইবলিস সেজদা করিল না। সে বলিল, আপনি যাহাকে কর্দ্দম হইতে পয়দা করিয়াছেন, তাহাকে আমি সেজদা করিব? (আল্লার আদেশ অমান্যে ইবলিস অভিশপ্ত হইলে) সে বলিল, দেখুন ত, সেই ব্যক্তিকে যাহাকে আপনি আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন (তাহার শ্রেষ্ঠত্বের কি আছে? আচ্ছা, যাক—) যদি আপনি আমাকে কেয়ামত পর্য্যন্ত আয়ু দান করেন তবে আমি এই আদমের সন্তানদের অল্প সংখ্যক ছাড়া অধিকাংশকে আয়ত্তে আনিয়া নিব।

আল্লাহ বলিলেন, তুই বাহির হইয়া যা। আদম সন্তানের যে কেহ তোর অনুসারী হইবে নিশ্চয় জাহান্নাম হইবে তোর এবং তাহাদের উপযুক্ত প্রতিফল। আর তোর দলীয় চেলা-বেলা লোক-লস্কর দ্বারা এবং রাগ-রাগিনী, গান বাদ্য-বাজনা ইত্যাদি সুরের আকর্ষণ দ্বারা তোর শক্তি-পরিমাণ আদমজাতকে বিপথগামী করার চেষ্টা চালাইয়া যা, আরও তাহাদের ধন-সম্পদ আওলাদ ফরজন্দকেও এই কাজে তোর সহায়ক বানাইয়া নে এবং তাহাদিগকে (আদম-জাতকে) নানা প্রলোভন দেখা; (সব

الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ◎ اِنَّ عِبَادِيْ
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۙ وَكَفٰى
بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ◎

(ছুরা বনী-ইস্রায়ীল ১৫ পারা ৭ রুকু)

সুযোগ আমিই তোকে দিয়া দিলাম।) শয়তানের সব প্রলোভনই ধোকা ও ফাঁকি। যাঁহারা খাঁটীভাবে আমার বান্দা হইবে তাঁহাদের উপর তোর কোন শক্তিই খাটিবে না। প্রভু পরওয়ারদেগার তাহাদের পক্ষে কার্য্য সমাধানকারীরূপে যথেষ্ট হইবেন।

[৪]

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ◎
اِلَّآ اِبْلِيْسَ ◎ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ
الْكٰفِرِيْنَ ◎
قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ
تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ
اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ◎
قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِيْ مِنْ
نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ◎
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ◎
وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ اِلٰى يَوْمِ
الدِّيْنِ ◎
قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ

আদেশমতে ফেরেশতাগণ সকলে সমবেতভাবে সেজদা করিলেন, ইবলিস সেজদা করিল না। সে অহঙ্কার করিল এবং বিদ্রোহী কাফেরে পরিণত হইল।

আল্লাহ কৈফিয়ত্ত তলব করিলেন, হে ইবলিস! তোকে কিসে বাধা দিল ঐজিনিষের প্রতি সেজদা করিতে যাহাকে আমার হাতে (বিশেষ গুণ-গরিমাময় রূপে) গড়াইয়াছি ? ইহা তোর অহঙ্কার মাত্র। না (তোর ধারণাই) তুই বড়।

ইবলিস উত্তর করিল, বস্তুতঃ আমি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; আমাকে আপনি অগ্নি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তাহাকে কর্দ্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন

আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বাহির হইয়া যাওয়ার নির্দ্দেশ দিলেন এবং চিরধিক্কৃত ঘোষণা করিলেন। আরও ঘোষণা করিলেন, কেয়ামত পর্য্যন্ত তথা চিরকাল তোর উপর আমার অভিশাপ।

ইবলিস বলিল, হে পরওয়ারদেগার। তবে আমাকে কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ তায়ালা

يُبْعَثُوْنَ ۝ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ
الْمُنْظَرِيْنَ ۝ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ
الْمَعْلُوْمِ ۝
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝
اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۝
قَالَ فَالْحَقُّ ۝ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ ۝
لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ
مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

বলিলেন, আচ্ছা—তোকে অবকাশ দেওয়া হইল নির্দ্দিষ্ট দিনের তারিখ (তথা দুনিয়ার শেষ দিন) পর্য্যন্ত।

ইবলিস বলিল, হে পরওয়ারদেগার! তোমার ইজ্জতের কসম খাইয়া বলিতেছি, এই আদম জাতের সকলকে আমি পথভ্রষ্ট করিয়া ছাড়িব, অবশ্য তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা খাঁটী হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, একটি সুনির্দ্দিষ্ট বাস্তব ঘোষণা এবং বাস্তবই আমি বলি; নিশ্চয় আমি জাহান্নামকে পূর্ণ করিয়া দিব তোকে এবং তোর অনুসারী সকলকে দিয়া।

(ছুরা ছাদ—২৩ পাঃ ১৪ রুঃ)

হযরত হাওয়ার সৃষ্টিঃ

শয়তান বিতাড়িত হইল, হযরত আদম বেহেশতে বসবাস করিবেন, কিন্তু তথায় তাঁহার কোন নিজ জাতীয় সঙ্গী নাই; আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই অভাব দূর করার ব্যবস্থা করিলেন। একদা হযরত আদম নিদ্রামগ্ন, আল্লাহ তায়ালা কুদরতবলে আদমের পাঁজরের একখানা হাড় হইতে "হাওয়া"কে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে আদমের চিরসঙ্গিনী বানাইলেন, যেন আদম তাঁহার সঙ্গ লাভে শান্তি ও সুখভোগী হইতে পারেন। এই সম্পর্কে কোরআনে বিভিন্ন বিবরণ রহিয়াছে—

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ
الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ
وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۝

হে মানব! তোমরা সেই মহান প্রভু পরওয়ারদেগারের ভয়-ভক্তি অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে একটি ব্যক্তি হইতে পয়দা করিয়াছেন। প্রথমে ঐ ব্যক্তিটি হইতেই তাহার জোড়া পয়দা করিয়াছেন, অতঃপর উভয় হইতে বহু নরনারী ভূপৃষ্ঠে ছড়াইয়াছেন।

(৪ পাঃ ১২ রুঃ)

[২]

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۝

(ছুরা আ'রাফ—৯ পাঃ ১৪ রুঃ)

আল্লাহ তায়ালা এতবড় শক্তিমান যে, তিনি তোমাদিগকে একজন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন—ঐ একজনের জোড়াকেও উহা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন সে স্বীয় জোড়ার সঙ্গ লাভে সুখ-শান্তি উপভোগ করিতে পারে।

[৩]

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۝

(ছুরা যুমার—২৩ পাঃ ১৫ রুঃ)

আল্লাহ তোমাদিগকে একজন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (তাহাকে সরাসরি কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন,) পরে তাহার হইতেই তাহার জোড়াকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তাহাদের হইতে তাহাদের বংশধর সৃষ্টি করিয়াছেন।

আদম ও হাওয়া উভয়ের বেহেশতে বসবাস ঃ

হযরত হাওয়ার সৃষ্টির দ্বারা আল্লাহ তায়ালা হযরত আদমের অবশিষ্ট অভাব পূরণ পূর্ব্বক উভয়কে বলিয়া দিলেন, তোমরা সুখ-স্বচ্ছন্দে বেহেশতে বসবাস কর এবং বেহেশতের ফলফলাদি অবাধে ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করিয়া যাও।

ইহা একটি সাধারণ কথা, বাগানে বাড়ীতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বৃক্ষাদি রাখা হয়—কোনটা ফল খাইবার জন্য, কোনটা ফুলের জন্য, কোনটা শুধু শোভার জন্য ইত্যাদি। এমনকি মাদার গাছ, জিকা গাছ, ঝাউ গাছ, নিম গাছ ইত্যাদিও বাড়ীতে বাগানে রাখা হয়। যে গাছের ফল ফুল শোভা কিছুই নাই বা যে গাছের শোভা আছে ফুলও ভাল নয়, ফলও ভাল নয় বা যে গাছের ফল আছে ফুল নাই বা যে গাছের ফুল আছে, ফল নাই বা আছে, কিন্তু ভীষণ তিক্ত, দুর্গন্ধময়, এই ধরণের গাছপালাও বাড়ীতে, বাগানে রাখা হয় নানারূপ উদ্দেশ্যে।

আল্লাহ তায়ালা আদম ও হাওয়াকে বেহেশতে থাকিতে দিয়া এক বিশেষ উদ্দেশ্যে (যাহার বিবরণ পরে আসিবে) তথায় তখন এমন একটি গাছও রাখিয়া দিলেন যাহার ফল ভক্ষণের তাছির বেহেশতী জিন্দেগীর পক্ষে ক্ষতিকারক বরং বিপরীত। ঐ ফল খাইলে বেহেশতের পোশাক শরীরে থাকিবে না, ঘৃণাময়

হাজতের উদ্বেগ হইবে যাহা দূর করার ব্যবস্থা বেহেশতে নাই—যেমন পায়খানা পেশাবখানা। ঐ ফল ভক্ষণে বেহেশতী জীবন এইভাবে পর্যুদস্ত হইবে।

আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম ও হাওয়াকে বলিয়া দিলেন, তোমরা বেহেশতে অবাধে যে কোন গাছের যে কোন পরিমাণ ফল-ফলাদি খাইতে পারিবে, কিন্তু ঐ বিশেষ বৃক্ষটির ধারেও যাইবে না, উহার ফল খাইলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আর স্মরণ রাখিবে, শয়তান তোমাদের পরম শত্রু, সে তোমাদের ক্ষতির চেষ্টায় লাগিয়া আছে। পবিত্র কোরআনে উক্ত বিবরণী লক্ষ্য করুন—

وَقُلْنَا يَـٰٓـاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۝

আমি বলিয়া দিয়াছিলাম, হে আদম। তুমি এবং তোমার সহধর্ম্মিনী উভয়ে বেহেশতের মধ্যে বসবাস করিতে থাক * এবং তোমরা বেহেশতের মধ্যে নিজের ইচ্ছাধীন অবাধে খাইতে পার।

---

* হযরত আদম ও হাওয়াকে আল্লাহ তায়ালা "জান্নাতে" অবস্থান করাইয়াছিলেন। "জান্নাত" বলিতে সাধারণতঃ বেহেশতই বুঝায়. অবশ্য "জান্নাত" শব্দটির আভিধানিক অর্থ দৃষ্টে যে কোন উদ্যান, বাগ-বাগিচা ও কাননকেই বলা যাইতে পারে।

একদল লোক এই শব্দটির আভিধানিক অর্থের প্রশস্ততার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আলোচ্য ঘটনার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে যে, হযরত আদম ও হাওয়াকে যে জান্নাতে রাখা হইয়াছিল উহা সর্ব্ববিদিত বেহেশত নহে, বরং ভূ-পৃষ্ঠস্থ কোন এক বিশেষ কানন ও সুরম্য বাগিচা ছিল।

এই মতামতের উপর কোনই প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ এই মতটি ভ্রষ্ট মোতাজেলা ফেরকার মতামত (রুহুল মায়ানী ১+২৩৩ দ্রঃ)। এতদ্ভিন্ন এই মতামতের আসল গোড়া হইল খৃষ্টানদের সংকলিত ও বিকৃত বাইবেল। উহাতে আছে—"৮, আর সদাভক্ত ঈশ্বর পূর্ব্বদিকে, এদনে, এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে আপনার নিৰ্ম্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন"। (বাইবেল আদি পুস্তক ৩ পৃঃ)

বিশিষ্ট তফছীরকারগণের মতামত ইহাই যে, এস্থলে "জান্নাত" বলিয়া সর্ব্ববিদিত বেহেশতকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। এসম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে একটি বিশেষ প্রমাণও বিদ্যমান আছে যে, "জান্নাত" শব্দ "আ-ল" অব্যয়ের বাহক হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, অতএব এস্থানে স্বেচ্ছাধীনভাবে উহার অর্থ গ্রহণ করা অবৈধ। এস্থলে বাধ্যতামূলক ভাবে জান্নাতের সর্ব্ববিদিত বা পূর্ব্ব বর্ণিত অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। জান্নাতের সর্ব্ববিদিত অর্থ বেহেশত এবং আয়াতের পূর্ব্বে সেই সর্ব্ববিদিত বেহেশতেরই উল্লেখ এবং আলোচনা হইয়াছে। ভূ-পৃষ্ঠস্থ কোন কানন বা বাগিচার উল্লেখ পূর্ব্বে কোথাও হয় নাই।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ⓞ

(ছুরা বাকারাহ—১ পাঃ ৪ রুঃ)

কিন্তু ঐ বিশেষ বৃক্ষটির ধারেও যাইও না, নতুবা তোমরা অন্যায়কারী, নিজের ক্ষতিসাধণকারী সাব্যস্ত হইয়া যাইবে।

এই ধরণের বিবরণ ছুরা আ'রাফ—৮ পারা ১ রুকুর মধ্যেও আছে।

এতদ্ভিন্ন বোখারী শরীফ ও মোসলেম শরীফে বর্ণিত দুইটি ছহীহ্ হাদীছ এ সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ। প্রথমটি হইল—বরযখী জগতে হযরত মুছা ও আদমের মধ্যে যে প্রীতি ও সৌজন্য-মূলক একটা বিতর্কালাপ হইয়াছিল; সেই হাদীছে ঐ বিতর্কেরই বিবরণ রহিয়াছে। সেই হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হযরত মুছার যে উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম সর্ব্ববিদিত বেহেশতেই অবস্থানরত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার আদেশের বিপরীত কার্য্যের দরুন তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় হাদীছটি তদ্রূপই বোখারী শরীফ ও মোছলেম শরীফে উল্লেখিত শাফাআ'তের হাদীছ—হাশরের ময়দানে সমস্ত লোক যখন বিচলিত অবস্থায় শাফাআ'ত বা সুপারিশের জন্য হযরত আদমের নিকট উপস্থিত হইবে, তখন আদম (আঃ) তাহাদের সম্মুখে যে উক্তি করিবেন তাহার বিবরণ সেই হাদীছে আছে, উহা দ্বারাও ঐ কথাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

বলিতে দুঃখ হয় যে, একজন সুপণ্ডিত তথাকথিত তফছীরুল কোরআনে আলোচ্য বিষয় বস্তুটির সমালোচনা করিতে যাইয়া, প্রথম হাদীছটি সম্পর্কে ত কিছু বলিতে সাহস করেন নাই বা উহা তিনি অবগত নহেন। কিন্তু দ্বিতীয় হাদীছটিকে তিনি ভিত্তিহীন ঠাওরাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবং স্বয়ংকৃত উহার ভুল অনুবাদের পেঁচে ফেলিয়া অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গকে বিভ্রান্ত করার ব্যবস্থা আঁটিয়াছেন। "মালাহেম" একটি আরবী কঠিন শব্দ তিনি "মালাহেম" শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন "ভাবী ঘটনা সংক্রান্ত" এই অনুবাদ সূত্রে তিনি আলোচ্য হাদীছকে মালাহেমের আওতাভুক্ত করিয়া "মালাহেম" সম্পর্কীয় হাদীছ সম্বন্ধে ইমাম আহমদ প্রমুখের একটি উক্তিকে আলোচ্য হাদীছটির উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। কি জঘন্য কারসাজী!

পাঠকবর্গ যে কোন উপায়ে ইচ্ছা আপনারা তলাইয়া দেখিতে পারেন "মালাহেম" শব্দের যে অর্থ পণ্ডিত সাহেব করিয়াছেন, তাহা কোন রকমেই সত্য নহে, উহা একটি ভিত্তিহীন মিথ্যা ও ধোকা মাত্র। "ملاحم—মালাহেম" শব্দের অর্থ মারামারি কাটাকাটি যুদ্ধ বিগ্রহ। মারামারি কাটাকাটি যুদ্ধ বিগ্রহের ভাবী ঘটনা সমূহ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ কোন কোন অতিরঞ্জিত কাহিনী হাদীছ নামে প্রচলিত ছিল, সেই গুলিই হইল ইমাম আহমদ প্রমুখের উক্তির উদ্দেশ্য। শাফাআ'ত সংক্রান্ত হাদীছের সঙ্গে ঐ উক্তির

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

[২]

فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ۝ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ۝

(ছুরা তা'হা—১৬ পাঃ ১৬ রুঃ)

আমি আদমকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম যে, ইবলিস তোমার এবং তোমার জীবন-সঙ্গিনীর পক্ষে পরম শত্রু। সর্ব্বদা সতর্ক থাকিও, সে যেন চক্রান্ত করিয়া তোমাদের এই বেহেশত হইতে বহিষ্কৃত করিতে না পারে, অন্যথায় তোমরা বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। তোমাদের জন্য বেহেশতের সকল ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ রহিয়াছে—এখানে তোমাদের ক্ষুধা পাইতে হইবে না, বস্ত্রহীন থাকিতে হইবে না ↑, এখানে তোমরা পিপাসাতুর হইবে না, রৌদ্রের কষ্ট ভোগ করিবে না।

কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। বোখারী শরীফে, মোসলেম শরীফে বর্ণিত শাফাআ'ত সংক্রান্ত একটি সর্ব্বসম্মত ছহীহ হাদীছকে প্রবঞ্চনামূলক ভাবে মালাহেম তথা যুদ্ধ বিগ্রহ সংক্রান্ত হাদীছ নামে আখ্যায়িত করিয়া উহার উপর কটাক্ষ করা দুঃখজনক বৈ নহে।

আদমের ঘটনায় "জান্নাত"কে সর্ব্ববিদিত বেহেশত অর্থে লওয়া সম্পর্কে পণ্ডিত সাহেব কতকগুলি অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার জানা উচিত যে, মানুষ যখন কর্ম্মফল স্বরূপ বেহেশতে প্রবেশ করিবে তখনকার কথা ভিন্ন হইবে। আদম-হাওয়া আলোচ্য ঘটনায় তথায় কর্ম্মফল ভোগ স্বরূপ ছিলেন না; বরং মেহমান স্বরূপ ছিলেন।

↑ খৃষ্টানদের বাইবেলে যে গর্হিত কথাবার্ত্তা আছে, উহার একটা নমুনা—বাইবেল আদি পুস্তকের ৪ পৃষ্ঠায় আছে, জান্নাতের "আদম ও তাঁহার স্ত্রী উলঙ্গ থাকিতেন, তাঁহাদের লজ্জাবোধ ছিল না।" কিরূপ যুক্তিহীন কথা! যেখানে আদম হাওয়ার এত সুখ-শান্তি আদর-যত্ন এবং মান-মর্য্যাদা সেখানে তাঁহারা উলঙ্গ থাকিবেন ইহা কি সম্ভব? কখনও নহে, ইহা মিথ্যা মন্তব্য।

এ সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত ও সত্য বিবরণ পবিত্র কোরআনে পাওয়া যায় যে, وَلَا تَعْرَىٰ "হে আদম! বেহেশতের মধ্যে আপনি বস্ত্রাভাব দেখিবেন না, সকল প্রকার মনোরম মান মর্য্যাদার লেবাছ-পোশাক আপনার জন্য উপস্থিত রহিয়াছে।" এতদ্ভিন্ন ছুরা আ'রাফ ৮ পাঃ ১০ রুকুর একটি আয়াতের দ্বারাও সম্যক প্রমাণিত হয় যে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের উভয়ই লেবাছ-পোশাকে সুসজ্জিত থাকিতেন।

ইবলিস কর্ত্তৃক আদম ও হাওয়াকে প্রতারিত করার ঘটনা ঃ

হজরত আদম ও হাওয়া বেহেশতের মধ্যে পরম সুখ-শান্তির জীবন-যাপন করিতেছিলেন। আল্লাহ তায়ালার আদেশ বিরোধী কাজ করার আদৌ কোন কল্পনা তাঁহাদের দেলের কোন নিভৃত কোণেও ছিল না। ইবলিস তাঁহাদের শত্রুতায় পূর্ব্ব হইতেই লাগিয়াছিল। সে ইহাই ভাবিল ও স্থির করিল যে, তাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালার আদেশ বিরোধী কাজ করাইতে পারিলেই, তাহারা এই সুখ-শান্তিময় বেহেশত হইতে বিতাড়িত হইবে। ইবলিস তদবীরে লাগিয়া গেল—কিরূপে আদম ও হাওয়াকে আল্লার বিরোধী কাজে লিপ্ত করান যায়।

বেহেশতের মধ্যে আদম ও হাওয়ার প্রতি এই একটি আদেশ ছিল যে, তোমরা ঐ বিশেষ বৃক্ষের ফল খাইও না—উহার কাছেও যাইও না। শয়তান এই পথেই স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের সুযোগ লাভে সচেষ্ট হইল।

শয়তান বেহেশত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, সে তথায় বসবাস করিতে পারিত না, কিন্তু সাধারণ যাতায়াতে হয়ত কড়াকড়ি ছিল না যেরূপ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বহিস্কৃত কোন কোন অপরাধীর অবস্থা হইয়া থাকে। কিম্বা বেহেশতের বাহিরে থাকিয়াই আদম ও হাওয়ার সঙ্গে কথোপকথনের বা তাহাদের মনের মধ্যে অছ্অছা সৃষ্টির সুযোগ ছিল যেরূপ এখনও আছে। এই ধরণের কোন সুযোগে ইবলিস, আদম ও হাওয়াকে নিম্নরূপ প্রতারণামূলক বুঝ দিল।

ইবলিস হযরত আদম ও হাওয়াকে ধোকা ও প্রতারণা স্বরূপ বলিল, ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষটির তাছির ও প্রতিক্রিয়া এই যে, উহার ফল খাইলে অমর জিন্দেগী লাভ হয় এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য ফেরেশতাদের ন্যায় আশঙ্কাহীন ও অবিচ্ছেদ্যরূপে লাভ হয়। আপনাদের সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় ঐরূপ তাছির ও প্রতিক্রিয়া বরদাশত ও সংবরণ করিয়া নেওয়ার মত শক্তি না থাকায় আল্লাহ তায়ালা আপনাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এখন আপনারা বেহেশতের মধ্যে কিছুকাল বসবাস করার দরুণ আপনাদের মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চয় হইয়াছে, অতএব এখন ঐ বৃক্ষের ফল আপনারা খাইলে সহজেই উহার উপরোক্ত দুইটি প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল লাভ করিতে পারিবেন।

ইবলিস সর্ব্বাধিক ধোকা ইহাও দিল যে, তাহার উল্লেখিত প্রবঞ্চনাময় উক্তির সত্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণিত করার জন্য আল্লার নামের শপথ ও কসম ব্যবহার করিল এবং নিজে আদম ও হাওয়ার মহা উপকারী বন্ধু হওয়ার দাবীও করিল।

অমরভাবে আল্লাহ তায়ালার অবিচ্ছেদ্য নৈকট্য লাভের লালসা ও স্পৃহা হযরত আদম ও হাওয়ার কি পরিমাণ থাকিতে পারে তাহা অতি সহজেই অনুমেয়; এদিকে হযরত আদম ও হাওয়া পূর্ব্বে কখনও আর "মিথ্যা" শুনেন নাই, মিথ্যা কি জিনিষ তাহা তাঁহারা জানেন না, তদুপরী আল্লার নামের কসম মিশ্রিত উক্তি অবাস্তব হইতে পারে এরূপ ধারণাও তাঁহাদের অন্তরে স্থান পাইল না, ফলে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ধারেও না যাইবার যে এক অনড় অটল মনোভাব তাঁহাদের ছিল উহা শিথিল হইয়া গেল; তাঁহারা উভয়ে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়া ফেলিলেন। এই বিষয়টির বিবরণ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে।

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ۝ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۝

অতঃপর শয়তান আদম ও হাওয়াকে কুমন্ত্রণা দিল; তাহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, (নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াইয়া তাহাদেরকে বেহেশত হইতে বাহির করিবে এবং উপস্থিত) একজনকে অপর জনের সম্মুখে উলঙ্গ (করিয়া অপমানিত) করিবে। সে আদম ও হাওয়াকে বুঝাইল, তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে ঐ বৃক্ষ হইতে শুধু এই জন্য বারণ করিয়াছিলেন যে, তোমরা (উহা খাইয়া) ফেরেশতা ও অমর (হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ভারাক্রান্ত) না হইয়া পড়; (যাহা সহ্য করার শক্তি তখন তোমাদের ছিল না।) আর ইবলিস আদম-হাওয়াকে কসম খাইয়া বলিল, নিশ্চয় আমি তোমাদের শুভাকাঙ্খী। ইবলিস এই প্রবঞ্চনাময় বুঝ-প্রবোধে আদম-হাওয়াকে প্রতারিত করিয়া তাহাদেরে শিথিল করিয়া দিল এবং তাহাদিগকে তাহাদের মর্য্যাদা হইতে নামাইয়া দিল। ৮পাঃ ৯রুঃ

[২]

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ ۝

অতঃপর শয়তান আদমকে অছঅছা—কুমন্ত্রণা দিল এই বলিয়া যে, হে আদম তোমাকে অমর হইবার এবং অবিচ্ছেদ্য বাদশাহী লাভের বৃক্ষের খোঁজ দিব কি? (ছুরা ত্বা-হা—১৬ পাঃ ১৬ রুঃ)

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পরিণাম ঃ

ইবলিছের প্রবঞ্চনা ও প্রতারণায় আদম ও হাওয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়া ফেলিলেন। ফলে তাঁহাদের বেহেশতী লেবাছ পরিচ্ছদ ছিন্ন হইয়া গেল, তাঁহারা বিভ্রাটে পড়িয়া গেলেন। উপস্থিত কোন উপায় না পাইয়া বেহেশতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের ছতর ঢাকার চেষ্টা করিলেন। এদিকে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তাঁহাদের প্রতি ডাক পড়িল পবিত্র কোরআনে উহার বিবরণ—

ঐ বৃক্ষের ফল মুখে রাখার সঙ্গে সঙ্গে (বেহেশতী লেবাছ-পোষাক বিচ্ছিন্ন হইয়া) তাহাদের পরস্পর একের সম্মুখে অপরের গুপ্ত শরীরাংশ উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং তাহারা উভয়ে বেহেশতের বৃক্ষপত্র দ্বারা আবরণ সৃষ্টি করায় সচেষ্ট হইলেন। আর প্রভু পরওয়ারদেগার ডাকিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষ হইতে নিষেধ করিয়াছিলাম না এবং বলিয়াছিলাম না যে, জানিয়া রাখিও, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের ঘোর শত্রু ; তোমরা তাহার হইতে সতর্ক থাকিও ?

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا
مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَآ
اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ
وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

(ছুরা আ'রাফ—৮ পাঃ ৯ রুঃ)

[২]

আদম ও হাওয়া উভয়ে (শয়তানের প্রবঞ্চনায়) ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইল, তৎক্ষণাৎ তাহাদের উভয়ের সম্মুখে পরস্পর তাহাদের গুপ্ত শরীরাংশ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল এবং তাহারা উভয়ে বেহেশতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের আবরণ সৃষ্টির চেষ্টা করিল। আদম তাহার প্রভুর আদেশ-বিরোধী কাজে পতিত হইয়া ভুল করিয়া বসিল।

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا
وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ
الْجَنَّةِ - وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ۝

(ছুরা ত্বা-হা—১৬ পাঃ ১৬ রুঃ)

বেহেশতী পোষাক বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রসঙ্গ ঃ

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে بدت لهما سواتهما বলা হইয়াছে।

"بدت—বাদাত" অর্থ প্রকাশ হইয়া যাওয়া—গুপ্ত না থাকা।

"سوأة -ছাওয়াত" শব্দের দুই অর্থ—(১) গুপ্ত অঙ্গ (২) খারাব খাছলত।

অধুনা হাল-ফ্যাসনের তফছীরকারকদের সাধারণতঃ দেখা যায় তাহারা "নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ায় বস্তুতঃই হযরত আদম ও হাওয়ার বেহেশতী পোষাক বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।" এই প্রসঙ্গটি সরাসরিরূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন। তাহারা উল্লিখিত শব্দগুলির নানারূপ উপঅর্থের দিকে ছুটাছুটি করিয়া থাকেন, অথচ এই প্রসঙ্গটি অন্য এক আয়াতে (৮ পারা ১০ রুকু) অতি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا

"শয়তান আদম ও হাওয়াকে এমন কাজে লিপ্ত করিল যদ্দারা সে তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র তাহাদের হইতে খসাইয়া ফেলিল। ফলে উভয়ের গুপ্ত শরীরাংশ পরস্পরের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিল—এইরূপে তাঁহাদিগকে অপমান করিল।"

বেহেশত হইতে বাহির হওয়ার আদেশ ঃ

আল্লাহ তায়ালা আদম ও হাওয়াকে অভিযুক্ত করিয়া বেহেশত ত্যাগেরও নির্দ্দেশ দিলেন। পবিত্র কোরআনে ছুরা বাকারায় ও ছুরা আ'রাফে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের প্রতি এই নির্দ্দেশ জারী করিলেন—اهبطوا بعضكم لبعض عدو "তোমরা (বেহেশত হইতে) নামিয়া যাও; তোমাদের মধ্যে শত্রুতা চলিবে।" অর্থাৎ বেহেশত হইতে নামিয়া যাওয়ার শাস্তিত আছেই, এতদ্ভিন্ন পরস্পর স্নায়ু-দ্বন্দের মানসিক দুর্ভোগও ভুগিতে হইবে।

এস্থলে তফছীর বিশেষজ্ঞদের মতামত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ তফছীরকারকগণের মত এই যে, উক্ত আদেশ অনতিবিলম্বে হযরত আদম ও হাওয়ার উপর কার্য্যকরী হইল। তাঁহারা ইহজগতে নিপতিত হইলেন, দুনিয়াতে নিপতিত হওয়া তাঁহাদের জন্য অপরাধের পরিণাম স্বরূপ ছিল। অভিযুক্ত হওয়ার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বহুদিন পর্যন্ত কান্নাকাটার পর আল্লাহ তায়ালা দয়াপরবশ হইয়া নিজেই ক্ষমা প্রার্থনার কতিপয় বাক্য তাঁহাদিগকে দান করিলেন। উহার বদৌলতে তাঁহারা ক্ষমা প্রাপ্তই হইলেন না শুধু, বরং ভূপৃষ্ঠে

আল্লাহ তায়ালার খলীফা হওয়ার মর্য্যাদাও লাভ করিলেন। যেমন, কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়া হাজত ভোগ স্বরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল, তারপর বরাতের জোরে জেল খাটার পরিবর্ত্তে তথায় জেলারের চাকুরি পাইয়া বসিল।

কোন কোন তফছীরকারের মত এই যে, অপরাধের শাস্তি স্বরূপ বেহেশত হইতে বহিস্কৃত হইয়া দুনিয়াতে নিপতিত হওয়ার আদেশ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই আদেশ কার্য্যকরী হওয়ার পুর্ব্বেই দারুণ কান্নাকাটা ও স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলীর মাধ্যমে তওবা এস্তেগফারের দরুণ সেই আদেশ মুলতবী হইয়া ক্ষমা প্রাপ্ত হইলেন এবং খলীফা ও প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া দুনিয়াতে পদার্পণ করিলেন।

অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা ঃ

হযরত আদম হাওয়া তাঁহাদের উভয়ের দ্বারা যখন অপরাধ সংঘটিত হইয়া গেল এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিলেন ; তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমার জন্য প্রভুর দরবারে নিজদেরকে বিলীন করিয়া দিলেন। প্রভুর দরবারে করজোড়ে এমন কান্নাকাটা করিলেন যে, স্বয়ং প্রভুই তাঁহাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনার মোনাজাত শিখাইয়া দিলেন। অবশেষে সেই মোনাজাতের বদৌলতে তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন।

এখানেই একটি বিশেষ রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। তাহা হইল ইবলিস এবং আদম-হাওয়ার মধ্যে বিরাট ব্যবধান। ইবলিস আল্লার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অভিযুক্ত হইলে পর সে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, বাদানুবাদ ও কথা কাটাকাটি আরম্ভ করিয়াছিল, পরওয়ারদেগারের দরবারে গোড়ামী দেখাইয়াছিল—ইহাই ছিল তাহার ধ্বংসের কারণ। আদম ও হাওয়া আদেশ বিরোধী কাজে অভিযুক্ত হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে কান্নাকাটার সহিত ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া নিজেদেরকে প্রভুর দরবারে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন—ইহাই ছিল তাঁহাদের চরম উন্নতির সোপান।

এই তথ্যের দ্বারা দুইটি বিশেষ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। প্রথম প্রশ্নটি হইল, এই কেলেঙ্কারীর মূল ঐ বৃক্ষটি বেহেশতে রাখা হইয়াছিল কেন ? এক কথায় প্রশ্নের উত্তর হইল—পরীক্ষার জন্য রাখা হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় হযরত আদম পাশ করিয়াছিলেন কি ফেল হইয়াছিলেন ? যদি বলা হয় ফেল করিয়াছিলেন তবে ভুল হইবে। কারণ, মূলতঃ পরীক্ষার আসল বিষয়বস্তু শুধু এই ছিল না যে; ঐ বৃক্ষ হইতে বিরত থাকিয়া আল্লাহ তায়ালার আদেশের উপর

স্থির থাকিতে পারেন কি না? বরং পরীক্ষার মধ্যে এই বিষয়টির প্রতি অধিক দৃষ্টি ছিল যে, ভুলের কারণে যদি আল্লার আদেশ লজ্ঘিত হইয়া যায় তখন আদম কি করেন? এইটা প্রকাশ্যরূপে দেখিয়া নেওয়া এবং সকলকে দেখাইয়া দেওয়াই ছিল এই পরীক্ষার মূল বিষয়। কারণ ইবলিস এই খানেই পদস্খলিত হইয়াছিল। এই দৃষ্টিতে আদম (আ:) এই পরীক্ষায় অতি উচ্চমানে পাশ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই যে, হযরত আদমকে আল্লাহ তায়ালা জমিনে স্বীয় খলীফা ও প্রতিনিধি বানাইবেন সেই জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্টি করার পর তাঁহাকে বেহেশতে কেন রাখিলেন, এই বৃক্ষের কেলেঙ্কারীতে কেন ফেলিলেন?

এই প্রশ্নের মীমাংসাও উক্ত তথ্য দ্বারা সহজেই বুঝে আসে যে, খলীফা বা প্রতিনিধিরূপে নিযুক্তির পূর্ব্বে হযরত আদমের এই বিশেষ গুণটি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করাইবার ইচ্ছায়ই আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের মধ্যে তথা ফেরেশতাদের মধ্যে আদমকে রাখিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে, খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়ার জন্য দুইটি গুণের বিশেষ আবশ্যক। একটি হইল—যোগ্যতা ও উপযুক্ততা যাহা এল্‌ম তথা জ্ঞান ও বিদ্যার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে; সে সম্পর্কে প্রথমে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে হযরত আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রতিপন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে। আর একটি গুণ হইল—ওফাদারী ও ফরমাবরদারী বা আনুগত্য ও আজ্ঞাবহণ যাহা আব্‌দিয়ত বা আল্লার গোলামী ও দাসত্বের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। হযরত আদম যে, এই আবদিয়াতের গুণেও উচ্চমানের অধিকারী ছিলেন, তাহা এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে।

ফেরেশতাগণের "আবদিয়ত" কামেল ও পুর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু উহার মান এই হিসাবে নিম্ন ছিল যে, ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করার মূল ধাতু সৃষ্টিগত ভাবেই ছিল না। অতএব ফেরেশতাগণ ত আল্লাহ তায়ালার ফরমাবরদারী ও আনুগত্যে বাধ্য। পক্ষান্তরে জ্বীনের মধ্যে এবং ইনসানের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিগত ভাবে নাফরমানীর ধাতু রাখিয়াছেন যাহার প্রতিক্রিয়া ও নমুনা ইবলিসের দ্বারা ছেজদার ঘটনায় এবং আদমের দ্বারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে। যে কোন কারণে নাফরমানী সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তওবা এস্তেগফার ও কান্নাকাটা করতঃ প্রভুপানে প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রভুর দরবারে নিজকে বিলীন করিয়া দেওয়ায় জয্‌বা ও স্পৃহা এবং

ঐরূপ মনোবলও আল্লাহ তায়ালা জিন-ইনসানের মধ্যে রাখিয়াছেন। ইবলিস এই মনোবল ও সৎসাহসকে কাজে না লাগাইবার দরুণ বিতারিত ও চির অভিশপ্ত হইয়াছে। হযরত আদম ও হাওয়া এই মনোবলের সদ্ব্যবহার করিয়াই উন্নতির সোপানে আরোহন করিয়াছিলেন। এই কান্নাকাটা, তওবা, এস্তেগফার ও প্রভুপানে প্রত্যাবর্ত্তনের মাধ্যমে যে আব্‌দিয়ত, আত্ম-নিবেদন আনুগত্য ও দাসত্বের বিকাশ হইয়াছে উহার মান অতি উচ্চ*। আদমের এই উচ্চমান সম্পন্ন আব্‌দিয়তকে এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতীয়মান করা হইয়াছে।

বলা বাহুল্য—ফেরেশতাদের সম্মুখে আদম ও হাওয়ার এই আব্‌দিয়তকে প্রতিপন্ন করিয়া দেখানটা বড়ই অবস্থাপোযোগী হইয়াছে। কারণ জিনদের উপর কেয়াছ করিয়া বা যে কোন কারণে ফেরেশতাগর্ণ আদম সৃষ্টির গোড়াপত্তনের আগেই আদম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, يفسد فيها و يسفك الدماء "ফেৎনা ফাছাদ, মারামারি ইত্যাদি নাফরমানীতে লিপ্ত হইবে।"

এই পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে দেখাইয়া দিলেন, যে দোষটির প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে উহার মস্তবড় প্রতিশেধকও যে আদমের মধ্যে হইবে তাহা তোমাদের জানা নাই اعلم ما لا تعلمون "তোমরা যাহা না জান তাহা আমি জানি।" সেই প্রতিশেধক হইল নাফরমানীর সঙ্গে সঙ্গে তওবা-এস্তেগফার—প্রভুপানে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন, প্রভুর দরবারে আত্ম-নিবেদন ও নিজকে বিলীন করিয়া দেওয়া। এই প্রতিশেধকের মাধ্যমে আদম চরম উন্নতি লাভ করিবে ; বস্তুতঃ তিনি তাহা লাভ করিয়াছেনও—

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۝ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۝

"আদম স্বীয় প্রভুর আদেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত হইয়া ভুল ও কসুর করিয়াছিল (বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিশেধক তওবা-এস্তেগফার ও পুনঃ

---

* ফেরেশতা ও আদম উভয়ের আব্‌দিয়তের পার্থক্যটা অতি সহজেই নজরে পড়ে ; একটা সরল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন যে, এক হইল পুরুষত্বহীন ব্যক্তির জেনা বা ব্যাভিচার হইতে বাঁচিয়া থাকা। আর এক হইল সব রকম শক্তি সামর্থ্য এবং সুযোগ থাকা সত্বে জেনা ও ব্যাভিচার হইতে সংযমতায় সচেষ্ট থাকা।

প্রত্যাবর্ত্তনের দরুণ) পরে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে অধিক নৈকট্যদান করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন।” (ছুরা ত্বা-হা—১৬ পাঃ ১৬ রুঃ)

এইসব নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন দৃষ্টে বেহেশতে ফেরেশতাদের মধ্যে আদমের অবস্থান কতই না সমীচীন ছিল, কতই না তথ্যপূর্ণ ও রহস্যপূর্ণ ছিল। এবং আল্লাহ তায়ালা যে, প্রথম সূচনায়ই বলিয়াছেন, انى اعلم ما لا تعلمون — “নিশ্চয় আমি ঐ সব তথ্য ও রহস্য জানি যাহা তোমরা জান না” ধাপে ধাপে এই ঘোষণারই বিকাশ হইয়াছিল। হযরত আদম ও হাওয়ার তওবা-এস্তেগফার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা এই—

قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخسرين ۝

(ছুরা আ'রাফ ৮ পাঃ ৯ রুঃ)

আদম ও হাওয়া (কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন এবং প্রভুর দরবারে) করজোড়ে বলিলেন, হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার। আমরা অপরাধী; নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করিয়াছি। যদি আপনি আমাদেরে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইব।

فتلقى ادم من ربه كلمت فتاب عليه ط انه هو التواب الرحيم ۝

(ছুরা বাকারাহ ১ পাঃ ৪ রুঃ)

(কান্না ও দোয়ার ফলে) আদম স্বীয় প্রভু হইতে কতিপয় বাক্যপ্রাপ্ত হইলেন (সেই বাক্যাবলীর বদৌলতে) আল্লাহ আদমের তওবা কবুল করিলেন; আল্লাহ তওবা কবুলকারী দয়ালু।

এস্থলে দুইটি বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক। একটি এই যে, হযরত আদম ও হাওয়ার তওবা কবুল হইয়াছিল কোন্ সময়? অপরটি এই যে, সেই মোনাজাত বা বাক্যগুলি কি ছিল, যাহা হযরত আদম আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? উভয় বিষয় সম্পর্কে তফছীরকারকগণের মতভেদ আছে।

সাধারণতঃ তফছীরকারকগণের মতামত ইহাই দেখা যায় যে, হযরত আদম ও হাওয়া অভিযুক্ত হওয়ার পর কান্নাকাটা করিতে লাগিলেন, ইহজগতে নিপতিত হইয়াও কান্নাকাটায় নিমগ্ন রহিলেন। ইহজগতে নিপতিত হওয়ার বহুদিন পর

আল্লাহ তায়ালারই তরফ হইতে কতকগুলি বিশেষ বাক্য প্রাপ্ত হইলেন, যাহার দ্বারা মোনাজাত করার পর ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কোন কোন তফছীরকারের মত এই যে, বেহেশতে থাকাকালেই তওবা-এস্তেগফার ও আল্লাহ-প্রদত্ব বাক্যাবলীর বদৌলতে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ছুরা বাকারার আয়াতে "فتلقى" এবং "فتاب" শব্দদ্বয়ের "ف—ফা" অব্যয়টি দৃষ্টে এই মতামতকে অগ্রগণ্য বলিতে হয়। কারণ "ف—ফা" অব্যয় এই কথাই বুঝাইয়া থাকে যে, উহার পরবর্ত্তী বিষয়টি উহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের পরে অনতিবিলম্বেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ণ আয়াতের মর্ম্ম এই হইবে যে, আদম ও হাওয়ার অপরাধ সংঘটিত হইল এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করতঃ শাস্তিমূলকভাবে বেহেশত হইতে নামিয়া যাওয়ার আদেশ করিলেন ঃ অতঃপর অনতিবিলম্বে আদম (এবং হাওয়া) কান্নাকাটার বদৌলতে আল্লাহ-প্রদত্ব বাক্যাবলী প্রাপ্ত হইয়া উহা দ্বারা তওবা করিলেন ; অনতিবিলম্বে তাঁহাদের তওবা আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করিলেন শাস্তিও রহিত হইয়া গেল। তারপর আল্লাহ তায়ালা আদম ও হাওয়াকে দুনিয়াতে খলীফা ও প্রতিনিধি স্বরূপ পদার্পণের আদেশ করিলেন। এই মতাবলম্বী তফছীরকারগণের তফছীরই পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে প্রথমোক্ত আদেশ তথা অভিযুক্ত করাকালীন আল্লাহ তায়ালা আদম ও হাওয়াকে শাস্তিমূলক যে আদেশ দিয়াছিলেন, اهبطوا। "বেহেশত হইতে নিচে নামিয়া যাও" উহা কার্যকরী হইয়াছিল না।

প্রথম মতটিকে এই দৃষ্টে অগ্রগণ্য মনে করা হয় যে, এ সম্পর্কে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আদম ও হাওয়া উভয়ে নিজেদের ভুলের জন্য দীর্ঘ দুইশত বৎসরকাল আল্লার দরবারে কান্নাকাটা করিয়াছিলেন। (রুহুল মায়ানী, ১—২৩৭)

এই মতাবলম্বী তফছীরকারগণই বলিয়া থাকেন—যে সম্পর্কে পূর্ব্বেও আলোচনা হইয়াছে যে, অভিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তওবা কবুল হয় নাই, বরং আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে শাস্তিস্বরূপ বেহেশত হইতে নামাইয়া ইহজগতে নিপতিত করিয়াছিলেন এবং বহিষ্কৃত হওয়ার আদেশ কার্য্যকরী করিয়াছিলেন।

সে মতে এস্থলে মস্তবড় প্রশ্ন দেখা দেয়, কারণ ছুরা বাকারার বিবরণের মধ্যে দেখা যায়, হযরত আদম ভুল করার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রতি "اهبطوا—নীচে নামিয়া যাও" বলিয়া ইহজগতে নিপতিত হওয়ার আদেশ

দিলেন এবং আলোচ্য তফছীরকারকগণের মতে সেই আদেশ কার্য্যকরীও হইল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আদমের তওবা কবুল করিলেন। তওবা কবুল হওয়ার পরবর্ত্তী অবস্থার বিবরণ সম্পর্কে তথায় উল্লেখ আছে যে, তারপর পুনঃ আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, قلنا اهبطوا منها—এস্থলেও সেই "اهبطوا—নীচে নামিয়া যাও" শব্দই ব্যবহৃত হইল। এখন প্রশ্ন এই যে, তওবা কবুল হওয়ার পূর্ব্বেও যেই আদেশ ছিল—"اهبطوا নীচে নামিয়া যাও" পরেও সেই আদেশ দেখা যায়—اهبطوا সুতরাং তওবা কবুল হওয়ার ফলাফল কি হইল ? এবং প্রথমবারের আদেশ "নীচে নামিয়া যাও" কার্য্যকরী হইয়া ইহজগতে নিপতিত হওয়ার পর দ্বিতীয়বারে "নীচে নামিয়া যাও" আদেশের কার্য্যকরী হওয়ার ক্ষেত্র কোথায় ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, উভয় আদেশের শব্দ এক হইলেও অর্থ ও উদ্দেশ্যের বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। প্রথম اهبطوا-এর অর্থ হইল "নীচে নামিয়া যাও" আর দ্বিতীয় اهبطوا-এর অর্থ হইল "নীচেই থাক" এবং প্রথম আদেশটি ছিল শাস্তিমূলক, দ্বিতীয় আদেশটি খলীফা ও প্রতিনিধি নিয়োগমূলক। অর্থাৎ আদম ও হাওয়াকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় ফেলিলেন শাস্তিমূলক ভাবে ; পরে তাঁহাদের তওবা কবুল হইলে তাঁহাদিগকে দুনিয়াতেই বসবাস করিতে বলিলেন—কিন্তু খলীফা ও প্রতিনিধি মনোনয়নরূপে। উভয় নির্দ্দেশের ব্যবধানটা অতি সুস্পষ্ট *। এই ধাপেই আল্লাহ তায়ালার হেকমতপূর্ণ সুদীর্ঘ লীলার মাধ্যমে মূল ঘটনার প্রথম কথা—আদমের খলীফা হওয়া বাস্তবে রূপায়িত হইল।

দ্বিতীয় বিষয় তথা আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলী বা মোনাজাত কি ছিল ? সে সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বর্ণিত আছে—

বিশিষ্ট তাবেয়ী ও মোফাচ্ছের মোজাহেদ (রঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে—

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّى ظَلَمْتُ

نَفْسِى فَاغْفِرْلِىْ اِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ - اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

* একটি নজীর লক্ষ্য করুন ! একজন সুশিক্ষিত লোককে তাহার কোন অপরাধের দরুণ জেল দেওয়া হইল এবং তথায় তাঁহাকে কারাবাসের নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। কারাভোগ শেষ করিয়া মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে তথাকার জেল সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে মনোনীত করিয়া তাঁহার নিয়োগ-পত্রের ঘোষণা দিয়া দেওয়া হইল এবং জেলকর্ত্তা রূপে তাহাকে তথায় বসবাসের নির্দ্দেশ দেওয়া হইল ; উভয়ের পার্থক্য কত সুস্পষ্ট।

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ

خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ - اَللّٰهُمَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ

اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

অর্থ—হে আল্লাহ। তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই—একমাত্র তুমিই মা'বুদ, তুমি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। আমি নরাধম (তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া) নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি; (এখন কোন উপায় নাই;) সুতরাং তুমিই আমাকে ক্ষমা কর, তুমি সর্ব্বোত্তম ক্ষমাকারী। হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই—একমাত্র তুমিই মাবুদ, তুমি পাক পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। আমি নরাধম নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি (আর কোন উপায় নাই;) অতএব তুমি আমার প্রতি রহম ও দয়া কর, তুমি সর্ব্বোত্তম দয়ালু। হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন মাবুদ নাই—একমাত্র তুমিই মাবুদ, তুমি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আমি নরাধম নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি; (আমার কোন উপায় নাই;) অতএব তুমি আমার তওবা কবুল কর, তুমিই সকলের তওবা কবুলকারী অতিশয় দয়ালু।

ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) ছাহাবী আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ لَآ اِلٰهَ

اِلَّآ اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ

অর্থ— পাক পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, অতি মহান তোমার নাম এবং অতি উচ্চ তোমার মহত্ত্ব; তুমি ভিন্ন অন্য কোন মা'বুদ নাই—তুমিই একমাত্র মাবুদ। আমি (তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া) নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি; (আমার আর কোন উপায় নাই।) অতএব তুমি আমায় ক্ষমা কর; ইহা নিশ্চিতরূপে অবধারিত যে, তুমি ভিন্ন আর কেহ গোনাহ মাফ করিতে পারে না—গোনাহ মাফ করার ক্ষমতা একমাত্র তোমারই।

তফছীরে রুহুল-মায়ানী কেতাবে এই দোয়াটি ছাহাবী আবহুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ছাহাবী আবহুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, পবিত্র কোরআনে ছুরা আ'রাফে হযরত আদম ও হাওয়ার বিনয় আরাধনারূপে যাহা উল্লেখ আছে উহাই সেই আল্লাহ-প্রদত্ত বাক্যাবলী যাহা এই— رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا - وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

অর্থ—হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! (আমরা তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া) নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছি। এখন তুমি যদি আমাদেরে ক্ষমা না কর, তুমি যদি আমাদের প্রতি রহম ও দয়া না কর তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত সর্ব্বহারাদের দলভুক্ত হইয়া যাইব।

হযরত আদম ও হাওয়া এই মোনাজাতই আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই মোনাজাত দ্বারাই কান্নাকাটা করিয়াছেন এবং ইহার বদৌলতেই আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়া সম্পর্কে মা হাওয়ার ভূমিকা ঃ

পবিত্র কোরআনে ঘটনার বর্ণনায় দেখা যায়, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়া, উহার জন্য অভিযুক্ত হওয়া, তদ্দরুণ বেহেশত হইতে বহিষ্কারাদেশ এবং আল্লার দরবারে তওবা-এস্তেগফার ইত্যাদি সব ব্যাপারেই দ্বিবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যদ্দারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, এই ব্যাপারে হযরত আদম ও হাওয়া উভয়ই সমভাবে জড়িত ছিলেন। এমনকি শয়তান যে অছ্অছা ও কুমন্ত্রণা প্রয়োগ করিয়াছিল এবং যত রকম তয়-তদবীর ও প্রবঞ্চনামূলক বুঝ-প্রবোধ দান করিয়াছিল, ঐ সবের বিবরণ দানেও পবিত্র কোরআন আদম ও হাওয়া উভয়কে লক্ষ্য করিয়া দ্বিবাচক শব্দই ব্যবহার করিয়াছে। সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, মূলতঃ উভয়েই শয়তানের প্রবঞ্চনায় ভুলে পতিত হইয়াছিলেন, অতএব উভয়ই সমানভাবে অভিযোগের পাত্র হইয়াছিলেন। হাঁ—এতটুকু সত্য যে, উভয়ে শয়তানের ফাঁদে পড়িয়া যাওয়ার পর মা হাওয়া প্রথমে ঐ ফল খাইয়াছিলেন এবং শয়তানের প্রবঞ্চনায় হযরত আদম যে ধারণা ও ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন মা হাওয়া উহার প্রতি অধিক আকর্ষণ যোগাইয়া

ছিলেন ; এতটুকু বিষয়ের প্রতিই নিম্ন হাদীছে ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে। ইহাতে অপরাধ বা অভিযোগের মাত্রায় কমবেশ হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

বাইবেলের মধ্যে ঘটনার সমস্ত দোষ মা হাওয়ার উপর চাপান হইয়াছে, যদ্দরুণ খৃষ্টানদের ধর্ম্মীয় দৃষ্টিতে মাতৃজাতি—নারীগণকে অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে—উহা অতিরঞ্জিত ও ভুল।

১৬২১। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ اُنْثٰى زَوْجَهَا

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—গোশত (ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য বেশী সময় থাকিলে) পঁচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া যায়, ইহার সূচনা বনী-ইস্রাইলদের ঘটনা হইতে। এবং স্ত্রী (অনেক সময়) নিজ স্বামীকে প্রভাবান্বিত করিয়া তাহাকে ক্ষতিকর কার্য্যে লিপ্ত করে, ইহার সূচনা মা হাওয়ার ঘটনা হইতে।

ব্যাখ্যা ঃ—বনী-ইস্রায়ীলগণ তাহাদের নিজকৃত এক অন্যায় ও গোনাহের ফলে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সীনা উপত্যকাস্থিত বিশাল বালুকাময় মরুভূমিতে দিক্‌ভ্রান্ত অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই দানা-পানি বিহীন মরুভূমিতে থাকাকালেও রহমানুর-রহীম আল্লাহ তায়ালা তাহাদের পানাহারের ব্যবস্থা অস্বাভাবিকরূপে করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা তথায় দুই প্রকার বস্তু প্রচুর পরিমাণ আমদানী করিয়া দিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে একটি "বটের" নামক এক প্রকার পাখী। এই পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে তথায় নামিয়া আসিত। ফলে বনী-ইস্রায়ীলদের পক্ষে ঐ পাখী শিকার করা অতিব সহজসাধ্য হইত। এইসব বর্ণনা কোরআন শরীফে বিভিন্ন জায়গায় বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে।

এই সময় বনী-ইস্রায়ীলদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার নির্দ্দেশ ছিল যে, তোমরা প্রতিদিন নিজ নিজ প্রয়োজন পরিমাণ "বটের" পাখী ধরিয়া জবেহ করিয়া খাইতে পারিবে ; কিন্তু সঞ্চয় ও জমা করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের বেশী জবেহ করিতে পারিবে না। তাহারা সেই আদেশ অমান্য করিল এবং সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে ঐ পাখী জবেহ করিয়া গোশত জমা করিতে আরম্ভ

করিল। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের এই কার্য্যের শাস্তি স্বরূপ সঞ্চিত গোশত পঁচাইয়া দুর্গন্ধময় করিয়া দিবার উপকরণ বাতাসের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দিলেন। তখন হইতেই গোশত ইত্যাদি কাঁচা দ্রব্যের পঁচন ও দুর্গন্ধময় হওয়ার সূচনা হয়। এই বিষয়টির প্রতিই আলোচ্য হাদীছের প্রথম অংশে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই তথ্য প্রকাশ করিয়া সতর্কতামুলক একটি বিশেষ উপদেশ আমাদিগকে দিয়াছেন যে—আল্লাহ রাববুল-আ'লামীনের আদেশ অমান্য করিলে মানুষের শুধু আখেরাতের ও পরকালীন ক্ষতিই সাধিত হয় না; বরং এই পার্থিব জীবনেও নানাপ্রকারের কষ্ট ও বিড়ম্বনার সীমা-পরিসীমা থাকে না। আলো-হাওয়া, মাটি-বাতাস, বৃষ্টি-বাদল, আগুন-পানি তথা বিশ্বের আসমান-জমিন ও পাহাড় পর্ব্বতের প্রতিটি বস্তু যাহা আমাদেরই সর্ব্বপ্রকারের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে—এইগুলিই সৃষ্টিকর্ত্তার নির্দ্দেশে আমাদের ক্ষয়-ক্ষতি ও ধ্বংসের উপকরণ হইয়া দাঁড়ায়। ঝড়-তুফান কীট-পতঙ্গ, ভূকম্পন-বন্যা প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে দেশে ধ্বংসকারী যে প্রলয়কাণ্ড ও দুর্ভিক্ষ-মহামারী সংঘটিত হয়; অনেক সময় আল্লার আদেশ-বিরোধী কার্য্যাবলীই এই সবের মূল কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে। এমনকি আল্লার আদেশের বিরোধিতার বিষময় ফল অনেক সময় স্থায়ীভাবে শিকড় গাড়িয়া বসে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত তথ্য প্রকাশের দ্বারা উম্মৎকে এই ভয়াবহ বিষয়টি সম্পর্কেই সতর্ক করিয়াছেন। এই বিষয়টি পবিত্র কোরআনেও স্পষ্টরূপে ঘোষিত হইয়াছে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ...

অর্থ—(অনেক সময়) জলে-স্থলে নানারকমের দুর্য্যোগ-দুর্ঘটনা মানুষের কৃত অসৎ কার্য্যের কুফল ভোগ করাইবার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়া থাকে—যেন তাহারা এই দুর্য্যোগ ভোগের পর (স্বীয় কু-কর্ম্ম হইতে) ফিরিয়া আসে। (২১ পাঃ ৮ রুঃ)

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ এবং উল্লেখিত আয়াতের সতর্কবাণী দ্বারা আমাদের একটি বড় উপদেশ এই গ্রহণ করিতে হইবে যে, দুর্য্যোগ, দুর্ঘটনা ও জাগতিক ক্ষয়ক্ষতি হইতে বাঁচার জন্য বাহ্যিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থা এবং প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় অবলম্বন করার সঙ্গে, বরং তদপেক্ষাও অধিক তৎপরতার সহিত আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের আদেশ-নিষেধাবলী পালন এবং নিজেদের কৃত ত্রুটি ও গোনাহ হইতে তওবা-এস্তেগফার করায় মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

সুফিকুল শিরোমণি দার্শনিক কবি মাওলানা রুমী এই মর্ম্মেই বলিয়াছেন—

غم چون آید زود استغفار کن * غم بامر خالق آمد کار کن

"দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইলে তৎক্ষণাৎ তওবা-এস্তেগফার কর। কারণ দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ ব্যতীত আসিতে পারে না। তাই সৃষ্টিকর্ত্তাকে রাজি ও সন্তুষ্ট করার কার্য্যে তৎপর হও।"

দুনিয়া দারুল-আছবাব অর্থাৎ সাধারণতঃ কার্য্যকারণের মাধ্যমে ইহার কার্য্য সমূহ সমাধা হইয়া থাকে, তাই সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা দুঃখ-কষ্ট, দুর্য্যোগ, দুর্ঘটনা যে কারণেই সৃষ্টি করুন না কেন, তাহা সাধারণতঃ বান-তুফান, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি উপকরণের মাধ্যমেই ঘটাইয়া থাকেন। আমরা এমন বোকা যে, ঐসব দুঃখ-কষ্ট, দুর্য্যোগ-দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য এইসব উপকরণ সমূহের পিছনেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া থাকি। সৃষ্টিকর্ত্তাকে রাজি ও সন্তুষ্ট করার প্রতি তৎপরতা দেখাই না। ইহাই হইল আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক ক্রুটি ও ভুল। এইদিক দিয়া বিচার করিলে আমরা একটা জানোয়ার হইতেও বোকা। লক্ষ্য করুন। একটা কুকুরকে দূর হইতে একটি পাথর মারিয়া আঘাত করা হইলে যদিও বাহ্যতঃ কুকুরের শরীরে পাথরেই আঘাত হানিয়াছে, কিন্তু কুকুর ঐ পাথরের প্রতি ধাবিত হইবে না। ইহা একটি বাস্তব ব্যাপার। আমরা বুদ্ধিমান জীব (Rational animao) হইয়া একটা সামান্য কুকুরের চেয়েও হীন হওয়ার পরিচয় দিয়া থাকি যে, আমরা পাথর নিক্ষেপকারীর প্রতি ধাবিত না হইয়া শুধু পাথরটির প্রতি ধাবিত হইয়া থাকি।

আল্লাহ তায়ালার আদেশ-বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় গোশত পঁচিতে আরম্ভ করিল, গোনাহের কারণে দুর্য্যোগ আসে ইত্যাদি তথ্যকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্বাস করা আপাততঃ কঠিন বোধ হইতে পারে। কিন্তু একটু গভীর অন্তরদৃষ্টি লইয়া সংস্কারমুক্ত মনে চিন্তা করিলেই বিষয়টি অত্যন্ত পরিস্কার হইয়া পড়ে।

এস্থলে একটি বাস্তবের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, জাগতিক বস্তুনিচয়ের সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুধু স্বাভাবিক (Natural) নহে, বরং উহা সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালায় নিয়ন্ত্রনাধীনে এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধের আওতায় পরিচালিত। যেমন আগুন—আগুনের ক্রিয়া হইল

জ্বালাইয়া দেওয়া, কিন্তু আগুনের এই ক্রিয়া শুধু স্বাভাবিক (Natural) নহে, বরং উহার এই ক্রিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লার নিয়ন্ত্রানধীনে এবং তাঁহার আদেশ নিষেধের আওতায় পরিচালিত, তাই কোন কোন ঘটনায় দেখা যায় সত্যিকার আগুন আছে, কিন্তু একটি চুলের উপরও উহার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় নাই। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হযরত ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ঘটনা এবং ছহীহ হাদীছে বর্ণিত এক অত্যাচারী কাফের রাজার কাহিনীতে একটি শিশু জলন্ত অগ্নির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া অক্ষত থাকার ঘটনা উক্ত দাবীর প্রকৃষ্ট নমুনা।

মোমেন ও নেচারী (Naturalist)-এর মধ্যে পার্থক্য ইহাই। মোমেনের এই ঈমান ও বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য যে, প্রত্যেকটি জিনিষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা আল্লার নিয়ন্ত্রানধীন ও আজ্ঞাধীন রহিয়াছে।

এই দৃষ্টিতে আলোচ্য হাদীছের উপরোল্লেখিত বিষয়টি অনুধাবন করা অতি সহজ। কারণ, বাহ্যতঃ আবহাওয়া, বায়ু-বাতাসের প্রতিক্রিয়ায় পঁচনের সৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু বায়ু-বাতাসের এই ক্রিয়া সম্পুর্ণরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রানধীন ও তাঁহার আজ্ঞাধীন। ইহার নমুনা পবিত্র কোরআনে তৃতীয় পারা দ্বিতীয় রুকুতে বর্ণিত হযরত 'ইউশা' (আঃ) নবীর ঘটনা। সেই ঘটনায় সাধারণ পানাহারীয় পঁচনশীল বস্তু কোনরূপ বাহ্যিক (Preservation, বা Refregation) রক্ষা-ব্যবস্থা ব্যতিরেকে শুধু আল্লার কুদরতে দীর্ঘ একশত বৎসরেও পঁচে নাই বলিয়া পবিত্র কোরআনেই স্পষ্ট বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ

"বরং তুমি একশত বৎসর মৃত অবস্থায় রহিয়াছ, কিন্তু তোমার খাদ্য ও পানীয় বস্তুগুলি দেখ, ঐগুলি বিকৃত হয় নাই—পঁচে নাই, দুর্গন্ধ হয় নাই।"

সুতরাং ইহা বিশ্বাস করা অতি সহজ যে, বায়ু-বাতাসেব মধ্যে এই তেজক্রিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার আদেশেই সৃষ্টি হইয়াছে এবং আলোচ্য হাদীছের মর্ম্ম এই যে, সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক বায়ু-বাতাসের মধ্যে এই তেজক্রিয়া বা উহার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি বনী-ইস্রায়ীলদের উল্লেখিত ঘটনার ফলেই হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় বাক্যটি হযরত আদম ও হাওয়ার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত।

এই ঘটনায় আদম (আঃ) কর্তৃক স্বীয় ক্ষতিকর কার্য্যে পতিত হওয়ার মধ্যে তাঁহার স্ত্রী হাওয়ার প্রভাবও অনেকটা অগ্রসরকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সন্তান-সন্ততি মাতা-পিতার দোষ-গুণের ধারক হওয়া স্বাভাবিক। সেই সূত্রেই মেয়েরা আদি মাতা হাওয়ার ঐ দোষটুকু এখনও বহন করিয়া থাকে। তাহারা অনেক সময় নিজ নিজ স্বামীকে প্রভাবান্বিত করিয়া তাহাকে তাহারই ক্ষতিকর কার্য্যে লিপ্ত করিয়া থাকে। আলোচ্য হাদিছের দ্বিতীয় অংশের তাৎপর্য্য ইহাই। এই তথ্যটি প্রকাশ করিয়া রসুল (দঃ) তুইটি উপদেশের ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রথম এই যে, স্ত্রী যতই উচ্চ জ্ঞানসম্পন্না হউক না কেন, স্বামীকে অবশ্যই সতর্ক থাকিতে হইবে; কোন কাজেই নিজের সতর্কতার মধ্যে শিথিল হইয়া স্ত্রীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে না, বরং প্রথম হইতেই সতর্ক থাকিবে। কেননা স্বামীকে প্রভাবান্বিত করার কলা-কৌশল, ছলনা, চতুরতা ও দক্ষতা নারীদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় এই যে, কোন স্ত্রীর দ্বারা ঐরূপ কিছু সংঘটিত হইয়া গেলে তখন যথাসম্ভব ধৈর্য্য ধারণ করিবে। অসঙ্গত ব্যবহার ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না এবং মনে এই ভাবিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবে যে, এই স্বভাবত আদি মাতার মিরাস।

হজরত আদমের ইতিহাস হইতে শিক্ষা লাভ ঃ

ভূমিকায় বলা হইয়াছে, পবিত্র কোরআনে অনেক অনেক ঘটনার বিবরণ ও ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উহা কেচ্ছা-কাহিনী বা শুধু ইতিহাস পর্য্যায়ে নহে, বরং উপদেশ প্রদান ও উপদেশ গ্রহণ পর্য্যায়ে; বাস্তবিকই পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীর মাধ্যমে বহু মূল্যবান উপদেশ লাভের সুযোগ রহিয়াছে।

হযরত আদম আলাইহেচ্ছালামের ইতিহাস একটি বিশেষ উপদেশমূলক ইতিহাস। ইহার মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বিভিন্ন প্রকার উপদেশের বিষয়-বস্তু রহিয়াছে। এস্থলে নমুনা স্বরূপ তুইটি উপদেশের বিবরণ দান করা হইতেছে।

প্রথম উপদেশ :—ইবলিস শয়তানের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সে যে আমাদের কতবড় শত্রু তাহা মনে প্রাণে উপলব্ধি করা। পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় ঘোষণা রহিয়াছে—শয়তান মানব জাতির পরম শত্রু। চিরজীবন তাহাকে পরম শত্রু গণ্য করিয়াই চলিবে। পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা মানবকে লক্ষ্য করিয়া তাহাই বলিয়াছেন, ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا "নিশ্চিতরূপে জানিয়া শুনিয়া মনে গাঁথিয়া লইও—শয়তান তোমাদের শত্রু অতএব তাহাকে চিরকাল শত্রুই গণ্য করিও।" (২২ পাঃ ১৩ রুঃ)

শয়তানকে মিত্রের পর্য্যায়ে রাখা তাহার মন্ত্রণা ও পরামর্শকে গ্রহণ করা তথা আল্লাহ ও আল্লার রসুলের আদেশ-বিরোধী কাজ করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদিগকে ১৫ পাঃ ১৯ রুকুতে তাহাই বুঝাইয়াছেন—

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ...

"হে মানব। তোমরা শয়তানকে এবং তাহার দল-বল, চেলা-বেলাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতেছ আমাকে ছাড়িয়া ? অথচ শয়তান ও তাহার চেলারা তোমাদের ঘোর শত্রু। (দয়াল প্রভুর পরিবর্ত্তে পরম শত্রু শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণকারী) জালেম স্বৈরাচারীদের এই বিনিময় গ্রহণ কতই না জঘণ্য কতই না দুর্ভাগ্যজনক।"

শয়তান আমাদের নূতন শত্রু নহে, সে আমাদের আদি মাতা-পিতা আদম ও হাওয়াকে বেহেশত হইতে বাহির করার কারণ হইয়াছিল, আমাদিগকেও সেই বেহেশত হইতে চিরবঞ্চিত করায় সচেষ্ট ; সদা তাহার হইতে সতর্ক থাকিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা সেই বিষয়ই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন—

হে আদম সন্তান। সতর্ক থাকিও, শয়তান যেন তোমাদিগকে কুপথে ফেলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত (তথা বেহেশত হইতে বঞ্চিত) করিতে না পারে ; যেরূপ সে প্রবঞ্চনা দিয়া তোমাদের আদি মাতা-পিতাকে বেহেশত হইতে বাহির করিয়াছিল, তাহাদের পরিধেয় পোশাক অপসারিত করিয়া পরস্পরের সম্মুখে তাহাদের গুপ্তাঙ্গকে উন্মুক্ত করিয়া ছিল।

জানিয়া রাখিও, শয়তান এবং তাহার দলবল তোমাদিগকে এমন কায়দায় দেখিতে পায় (এবং প্রবঞ্চনার সুযোগ পায়) যে, তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না। আমি (পরীক্ষার্থে) ঈমান উপেক্ষাকারীদের জন্য শয়তানকে বন্ধু বানাইবার সুযোগ করিয়াছি।

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ
كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ
يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا
سَوْآتِهِمَا ◎
إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ
لَا تَرَوْنَهُمْ ◎ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ
أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ◎ وَإِذَا
فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا
آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ◎

আর (তাহাদের পরিচয় এই যে,) যখন তাহারা ফাহেশা—নির্লজ্জ কার্য্যে লিপ্ত হয় তখন (সদুপদেশ দাতাকে) বলিয়া থাকে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের হইতে এই রীতিই চলিয়া আসিয়াছে। এমনকি তাহারা মিথ্যারূপে এই দাবীও করে যে, আল্লাহই আমাদেরে ইহা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ◎
أَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ◎
قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا
وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ◎ كَمَا بَدَأَكُمْ
تَعُودُونَ ◎

হে মুসলমানগণ তোমরা বলিয়া দাও, নিশ্চয় (তোমাদের দাবী মিথ্যা ;) ফাহেশা—নির্লজ্জ কার্য্যাবলী আল্লাহ তায়ালার অনুমোদিত হয় না। বড়ই দুঃখজনক কথা যে, তোমরা আল্লার উপর এমন দাবী করিতেছ যাহার কোন প্রমাণ দিতে তোমরা সক্ষম হইবে না।

বলিয়া দাও, আমাদের প্রভু ন্যায়ের আদেশ করিয়াছেন এবং জীবনের প্রতি স্তরে একমাত্র তাঁহারই উদ্দেশ্যে, একমাত্র তাঁহারই প্রতি মাথা নত করিবে, আর প্রভুর বন্দেগী ও তাঁহার দাসত্বের দায়িত্ব একনিষ্ঠতার সহিত পূর্ণাঙ্গে আদায় করিবে এই আদেশ করিয়াছেন। (এবং সকলকে সতর্ক-বাণীও শুনাইয়া দিয়াছেন যে, হিসাব-নিকাশের জন্য আমার দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে।) যে ভাবে তিনি তোমাদিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্রূপ (তাঁহারই কুদরতে পুনঃ) জীবিত হইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিবে।

فَرِيقًا هَدٰى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ
الضَّلٰلَةُ ◎ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ◎

(ছুরা আ'রাফ—৮ পারা ১০ রুকু)

দুনিয়াতে এক শ্রেণীর লোক (আল্লাহ ও রসুলের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে,) তাহাদিগকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। আর একদল লোক তাহাদের উপর গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার ছাপ লাগিয়াছে—এরা হইল ঐ লোক যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে ; তবুও তাদের ধারণা, তাহারা সঠিক পথেই আছে।

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাগণকে তাহাদের চিরশত্রু চিনাইয়া দিবার জন্য এবং তাহাদেরকে সেই শত্রু হইতে সতর্ক করিবার জন্য স্বীয় কালামে সেই শত্রু ইবলিসের বৃত্তান্ত জড়িত হযরত আদমের ঘটনা বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় উপদেশ যাহা প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে চিরজীবনের জন্য গলার মালারূপে গাঁথিয়া রাখার বস্তু—তাহা হইল এই যে, জ্বিন ও মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যেই ধাতে তৈয়ার করিয়াছেন উহা দৃষ্টে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, মানুষ মাত্রই ভুল-ত্রুটি হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। নবীগণের দ্বারা গোনাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, তাঁহারা হইলেন মা'ছুম—আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সমুদয় গোনাহ হইতে সুরক্ষিত, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারাও এরূপ কাজ হইতে পারে যাহা গোনাহ ত নয়; হাঁ—তাঁহারা যে নৈকট্যের অধিকারী উহা দৃষ্টে ত্রুটি-বিচ্যুতি বলা যাইতে পারে; অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রেও তাঁহাদের সংশোধনের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা লইয়া রাখিয়াছেন।

কাহারও দ্বারা ভুল-ত্রুটি বা অপরাধ সংঘটিত হইলে তখন কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে এবং কোন পথ ধরিতে হইবে? ইহা একটি কঠিন সমস্যা। এই ক্ষেত্রে ইবলিসের পথ ছিল—তওবা এস্তেগফার না করিয়া অপরাধের উপর হটকারিতা করা। ইহাই তাহার জন্য চির ধ্বংসের কারণ হইয়াছে এবং যে কেহ উহা অনুসরণ করিবে সেও চির ধ্বংসে পতিত হইবে। পক্ষান্তরে হযরত আদম ও হাওয়া এই সমস্যার মুখে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের জন্য ধ্বংস হইতে শুধু রক্ষা কবচই ছিল না, বরং চির উন্নতির সোপানও ছিল বটে।

সেই পথ হইল انابة الى الله—আত্মনিবেদিত হওয়া। গোনাহ-খাতা, ভুল-ত্রুটিহওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুপানে পুনঃ প্রত্যাবর্তন, প্রভুর দরবারে নিজকে বিলীন করিয়া দেওয়া; খালেছ তওবা-এস্তেগফার করা। প্রত্যেক মানুষকে আদি-পিতা আদমের অনুসারী হইতে হইবে, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য্য।

বিশ্ব-মানব সকলেই আদমের বংশধর ঃ

মানব-জাতির মূল গোড়া ও উৎপত্তিস্থল কি সে সম্পর্কে ইসলাম তথা কোরআন-হাদীছ অর্থাৎ স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁহার প্রতিনিধি রসুলের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐসবকে উপেক্ষা করা বা ডারউইনের ন্যায় কোন মানুষের উক্তিকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ও তাঁহার প্রতিনিধির উক্তির উপর প্রাধান্য দেওয়া ভ্রান্তি ও মূর্খতা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আদম সম্পার্কে যে কয়টি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয় হাদীছটিতে على صورة ابيهم آدم বাক্যে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদমই মানব জাতির আদি পিতা! তৃতীয় হাদীছটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত হাওয়া মানব জাতির আদি মাতা। এতদ্ভিন্ন নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি হযরত আদম বিশ্ব-মানবের আদি পিতা হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

১৬২২। হাদীছঃ— عن انس يرفعه إنّ اللّٰه تبارك وتعالى

يَقُوْلُ لِاَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ اَنَّ لَكَ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَيْئٍ

اَكُنْتَ تَفْتَدِىْ بِهٖ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَاَلْتُكَ مَا هُوَ اَهْوَنُ مِنْ هٰذَا

وَاَنْتَ فِىْ صُلْبِ اٰدَمَ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِىْ فَاَبَيْتَ اِلَّا الشِّرْكَ -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা দোযখবাসীদের মধ্য হইতে সর্ব্বাধিক সহজ ও কম আজাব ভোগকারীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ যদি তোমার হাসিল হইয়া যায় তবে তুমি এই আজাব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ঐসব ধন-সম্পদ ব্যয় করিয়া দিতে আগ্রহান্বিত হইবে কি? সে উত্তর করিবে, হাঁ—নিশ্চয়। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমি এতদপেক্ষা অতি সহজ একটি বিষয়ের অঙ্গীকার তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, যখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে। অঙ্গীকারটি এই যে, তুমি একমাত্র আমাকেই মাবুদ-রূপে গ্রহণ করিবে; আমার কোন শরীক সাব্যস্ত করিবে না। কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে তুমি সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছ—আমার শরীক সাব্যস্ত করিয়াছ।

ব্যাখ্যাঃ—আলোচ্য হাদীছে যে অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে উহা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াতও রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى

اَنْفُسِهِمْ - اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ - قَالُوْا بَلٰى - شَهِدْنَا -

"ঐ ঘটনাকে স্মরণ কর যে, তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা আদম সন্তানকে পরম্পরা তাহাদের পিতার পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে একরার ও প্রতিজ্ঞা করাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমি কি তোমাদের মাবুদ নহি ?" সকলেই বলিয়াছিল, হাঁ, নিশ্চয়ই—আমরা একরার ও প্রতিজ্ঞা করিতেছি (যে, আপনিই আমাদের মাবুদ)। (৯ পাঃ ১২ রুঃ)

নাছায়ী শরীফের একটি হাদীছ দৃষ্টে পূর্ব্বাপর আলেমগণ এই আয়াতের তফছীর ইহাই করিয়াছেন যে, আদম (আঃ) হইতে তাঁহার ঔরস্থ সন্তানগণকে এবং সেই সন্তানগণ হইতে তাহাদের নিজ নিজ ঔরস্থ সন্তানগণকে—এইরূপে বংশ পরম্পরায় সকল মানবকে আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষুদ্র আকারে বাহির করিরা প্রশ্নোত্তরের পর নিজ নিজ স্থানে পুনঃ রাখিয়া দিয়াছিলেন।

ঔরস্থ সন্তানদের বেলায় সরাসরি এবং পরবর্ত্তীদেব বেলায় পরম্পরের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানব জাতির মূল ও গোড়া হইলেন হযরত আদম (আঃ)। এই সূত্রেই আলোচ্য হাদীছে উক্ত দোযখী ব্যক্তিকে আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির করার কথা বলা হইয়াছে।

মানব জাতির আদি পিতা যে হযরত আদম (আঃ) ; পবিত্র কোরআনে এই তথ্যটি আরও বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। যথা—

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ...(১)

অর্থ—হে বিশ্ব মানব। তোমরা ভয় কর তোমাদের পরওয়ারদেগারকে, যিনি তোমাদের সকলকে একটি প্রাণী হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ প্রাণী হইতে উহার জোড়া ও পরিণীতা সৃষ্টি করিয়া উহাদের উভয় হইতে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দুনিয়াতে আবাদ করিয়াছেন। (৪ পাঃ ছুরা নেছা আরম্ভ)

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا (২)

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা এমন নিপুণ কৌশলী ও শক্তিমান যে, তিনি তোমাদের সকলকে একটি প্রাণী হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রাণীটি হইতে উহার জোড়া—পরিণীতাকে বানাইয়াছেন, যাহাতে এই প্রাণীটি স্বীয় জোড়ার সঙ্গ লাভ করিয়া শান্তিময় জীবন-যাপন করিতে পারে। (৯ পাঃ ১৪ রুঃ)

(৩)......يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى

অর্থ—হে বিশ্ব মানব। আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী হইতে এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন গোত্রে ভাগ করিয়া দিয়াছি পরস্পর পরিচয়ের জন্য। (২৬ পাঃ ১৪ রুঃ)

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে "نفس—নফছ" শব্দের অর্থ প্রাণী এবং উহার উদ্দেশ্য হযরত আদম (আঃ), "زوجها—যওজাহা" শব্দের অর্থ ঐ প্রাণীর জোড়া বা স্ত্রী এবং উহার উদ্দেশ্য হাওয়া (আঃ)—ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত তফছীরকারগণের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদীছ সমূহও এই সিদ্ধান্তকেই প্রমাণিত করিয়াছে।

দ্বিতীয় আয়াতে যে বলা হইয়াছে لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا "ঐ নফ্‌ছ স্বীয় জোড়ার সঙ্গ লাভ করিয়া শান্তিলাভ করিবে" এই তথ্য দ্বারা نفس—নফ্‌ছ শব্দের অর্থ যে, প্রাণী এবং উহা যে কোন উপাদান, সত্ত্বা, মূল ইত্যাদি জড় পদার্থ নহে তাহা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইয়া যায়। তৃতীয় আয়াতে "ذكر - জাকারুন" একজন পুরুষ, "انثى—উন্‌ছা" একজন স্ত্রী শব্দদ্বয়, نفس--নফ্‌ছ শব্দের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া সমুদয় বিভ্রান্তির অবসান ঘটাইয়া দিয়াছে।

(৪) ৮ পাঃ ১০ রুঃ ছুরা আ'রাফের আয়াত—

يَا بَنِىْ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ......

এই আয়াত খানা সম্পূর্ণরূপে অনুবাদ সহ ৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়াতে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয়—প্রথম এই যে, সমুদয় মানব সমাজকে "আদম-সন্তান" বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক আদি মাতাপিতার ঘটনার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করায় আদম (আঃ) যে বিশ্ব মানবের আদি-পিতা তাহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় এই যে, এই আয়াতে كما اخرج ابويكم من الجنة "যে ভাবে শয়তান তোমাদের মাতা-পিতাকে বেহেশত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে" বলা হইয়াছে। ইহা যেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত সেই ঘটনার বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী আয়াত সমূহে আছে (৮ পাঃ ৯ রুঃ)। উহাতে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে—

(১) শয়তান আদম ও হাওয়া উভয়কে অছ্‌অছা প্রদান করিয়াছিল।

(২) শয়তান তাঁহাদের উভয়ের নিকট কসম খাইয়া বলিয়াছিল যে, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খী।

(৩) শয়তান তাঁহাদের উভয়কে প্রবঞ্চনা দিয়া তাঁহাদের দৃঢ়তার মধ্যে শিথিলতার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল।

(৪) আদম ও হাওয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের উভয়ের বেহেশতী পোশাক খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা উভয়ে বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজ নিজ অঙ্গে আবরণ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৫) পরওয়ারদেগার তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের উভয়কে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে পরওয়ারদেগারের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন ১৬ পাঃ ১৬ রুঃ ছুরা ত্বা-হার মধ্যেও এই ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে, মূল আয়াত অনুবাদ সহ ২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। সেই আয়াতে বিবৃতির আরম্ভ এইরূপ—আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম আদমের প্রতি সেজদা করার জন্য, তাঁহারা সকলেই সেজদা করিলেন, কিন্তু ইবলীস তাহা অস্বীকার করিল। অতঃপর আমি বলিয়া দিলাম, হে আদম! এই ইবলীস তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু, সে যেন তোমাদিগকে বেহেশত হইতে বাহির করিতে না পারে, অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইবে।

পাঠকবৃন্দ! এইসব তথ্য পবিত্র কোরআনে স্পষ্টরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। এইসব তথ্য দৃষ্টে বক্ষমান আয়াতে উল্লেখিত كما اخرج ابويكم من الجنة "যেরূপ তোমাদের সকলের মাতা-পিতাকে বেহেশত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে।" এস্থলে "ابويكم—তোমাদের মাতা-পিতা" বলার একমাত্র উদ্দেশ্য যে, হযরত আদম ও হাওয়া, এই সম্পর্কে কোনরূপ দ্বিমতের অবকাশ থাকিতে পারে কি ?*

---

* ইসলামের দাবী করিয়া যাহারা পরোক্ষভাবে ডারউনের ন্যায় অমোসলেমের মতবাদের প্রতি অধিক আগ্রহশীল, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ মোসলেম সমাজের ভয়ে প্রকাশ্যে কোরআন-হাদীছকে উপেক্ষা করার সাহস পায় না ; এই শ্রেণীর লোকগণের মুখপাত্র একজন পণ্ডিত তফছীরকার "হযরত আদম মানব জাতির আদি পিতা।" প্রসঙ্গটির বিরোধিতা করিবার গোপন ইচ্ছা লইয়া আলোচ্য আয়াতের যে সব বিকৃত অর্থ করিয়াছেন, উল্লেখিত তথ্য সমূহ দৃষ্টে উহার অসারতা অতি সহজেই প্রতীয়মান হয়।

উল্লেখিত পবিত্র কোরআনের চারিটি আয়াত ও আলোচ্য পরিচ্ছদের তিনটি হাদীছ ব্যতীত, হযরত আদম যে মানব জাতির আদি পিতা সে সম্পর্কে অতি স্পষ্ট আরও দুইখানা হাদীছ রহিয়াছে, যাহা বোখারী শরীফেরই অন্যত্র বর্ণিত আছে এবং হাদীছের অন্যান্য গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম হাদীছটির অংশ বিশেষ এই যে, মে'রাজ শরীফের ঘটনায় হজরত আদমের সঙ্গে প্রথম আসমানে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)এর সাক্ষাৎ হইয়াছিল; প্রত্যেক আসমানেই বিভিন্ন নবীগণ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে তাঁহার ঐ ছফরে সম্বর্দ্ধনা জানাইবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং সম্বর্দ্ধনা সূচক সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন প্রথম আসমানে পৌঁছিলেন, তখন তথায় হযরত আদম (আঃ) উপস্থিত ছিলেন। জিব্রাইল (আঃ) প্রথমে হযরত আদমের সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিচয় করাইতে যাইয়া যে বাক্যটি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বহু হাদীছে উল্লেখ আছে এবং বিশেষ লক্ষ্যণীয়। বাক্যটি এই هذا ابوك آدم فسلم عليه "ইনি আপনার আদি পিতা আদম, তাঁহাকে সালাম করুন।"

আদম (আঃ) সালামের উত্তরদান করতঃ স্বাগত জানাইয়া বলিলেন, مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح "মহান পুত্র—মহান নবীর প্রতি মারহাবা। (বোখারী শরীফ)

দ্বিতীয় হাদীছটির অংশ বিশেষ এই যে, হাশরের ময়দানে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল মানুষ যখন ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হইবে তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করাইবার জন্য তাহারা সমবেতভাবে সর্ব্বপ্রথম হযরত আদম আলইহেচ্ছালামের নিকট যাওয়া সাব্যস্ত করিবে এবং বলিবে—

ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس

أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر......

"কেয়ামতের মাঠে যখন সুপারিশকারী তালাশ করা হইবে, তখন বলা হইবে, সকলের আদি-পিতা আদম (আঃ) এই কার্য্যের উপযোগী। অতঃপর তাহারা হযরত আদম (আঃ)এর নিকট উপস্থিত হইবে এবং বলিবে, আপনি মানব জাতির আদি-পিতা। আপনাকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ঐরূপেই আপনার মধ্যে আত্মা দান করিয়াছিলেন এবং

ফেরেশতাদিগকে আপনার প্রতি সেজদার আদেশ করিয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং বেহেশতের মধ্যে স্থান দান করিয়াছিলেন। আপনি আল্লাহ তায়ালার নিকট আমাদের এই ভয়ঙ্কর অবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করুন।

কিন্তু আদম (আঃ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ব্যাপারে স্বীয় ত্রুটির উল্লেখ করিয়া নিজ সম্পর্কে আতঙ্ক ও ভীতি প্রকাশ করতঃ নূহ আলাইহেচ্ছালামের নিকট যাইবার জন্য সকলকে পরামর্শ দিবেন। (বোখারী শরীফ)

এক হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, আদি-অন্তের বিশ্ব মানব সকলেই হাশরের দিন হযরত আদমকে "মানব জাতির আদি-পিতা" বলিয়া উল্লেখ করিবে এবং সম্বোধনকালে তাঁহাকে "বিশ্ব-মানবের আদি-পিতা" আখ্যায়িত করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ— আল্লাহ তায়ালার কুদরতে সৃষ্ট আদম (আঃ) মানব জাতির আদি-পিতা—এই সত্যের একটি বহির্বিকাশ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা ভূপৃষ্ঠে মানবের বসতি স্থাপন এবং তথায় আদম (আঃ)কে অবতীর্ণ করার পূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠের ভাবী বাসিন্দা মানব হইতে আল্লার প্রভুত্বের স্বীকৃতি-গ্রহণ-পর্ব্বের এক অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে একটি হাদীছ এবং মূল ঘটনার বিবরণীর একটি আয়াত তথায় উল্লেখ হইয়াছে।

মেশকাত শরীফ ২৪ পৃষ্ঠায় এক হাদীছে সেই অনুষ্ঠানের বিবরণীতে বলা হইয়াছে, হযরত আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে (পূরুষ পরম্পরারূপে) ভাবী সৃষ্ট সকল মানুষ বাহির করা হইয়াছিল। فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا "মানুষগুলিকে ছোট পিপীলিকা পরিমাণ দেহাকৃতিতে রূপায়িত করিয়া তাহাদের সমাবেশে মুখামুখী ভাবে কথা-বার্ত্তার মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাহাদের হইতে স্বীয় প্রভুত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

উক্ত অনুষ্ঠানে আদম-পৃষ্ঠ হইতে মানবের শুধু ভাবী মানব-দেহ ক্ষুদ্র আকৃতিতে প্রকাশ করা হইয়াছিল। মানবের রূহ বা আত্মা সৃষ্টি সম্পর্কে একটি বিশেষ তথ্য নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে।

১৬২৩। হাদীছঃ— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

قالت سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول الارواح

جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف

অর্থ— আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, সমস্ত আত্মা (বহু পূর্ব্ব হইতেই সৃষ্ট হইয়া এক বিশেষ এলাকায়) সমাবেশিত ছিল। তথায় যে সব আত্মার পরস্পর পরিচয় ও মিল হইয়াছিল ভূপৃষ্ঠে আসার পর তাহাদের পরস্পর আকর্ষণ জন্মে এবং পরস্পর সদ্ভাব ও মিল সৃষ্টি হয়। আর তথায় যে সব আত্মার মধ্যে পরস্পর গরমিল ছিল ভূপৃষ্ঠে আসার পর তাহাদের মধ্যে গরমিলই হয়।

(ইহজগত ভিন্ন অন্য এক বিশেষ এলাকায় আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক আত্মা সমূহ সমাবেশিত আছে ; তথা হইতেই জন্ম লাভকারী প্রত্যেক মানবের দেহে তাহার আত্মা আসে। উক্ত এলাকাকে আলমে-আরওয়াহ বা আত্মা-জগত বলা হয়।)

হযরত নূহ (আঃ)

হযরত আদমের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শীছ্ (আঃ) নবুয়ত প্রাপ্ত হইলেন। শীছ্ আলাইহেচ্ছালামের উল্লেখ পবিত্র কোরআনে আসে নাই, হাদীছে এবং ইতিহাসে উল্লেখ রহিয়াছে। হযরত শীছ্ (আঃ)এর পরে কোন্ নবী ছিলেন সে সম্পর্কে একটু মতভেদ আছে—কোন কোন ঐতিহাসিক হযরত ইদ্রীছ (আঃ)এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে হযরত শীছ্ (আঃ)এর প্রপৌত্রের পৌত্র বলিয়াছেন। তাঁহারা নূহ (আঃ)কে ইদ্রীছ (আঃ)এর প্রপৌত্রের পুত্র বলিয়াছেন। আর কেহ কেহ নূহ (আঃ)কে ইদ্রীছ (আঃ)এর পৌত্র বলিয়াছেন।

অপর একদল ঐতিহাসিক বলেন যে, হযরত শীছ্ (আঃ)এর পরবর্ত্তী নবী হযরত নূহ (আঃ) ছিলেন। ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের বর্ণনার ধারাবাহিকতায় মনে হয়, তিনি এই মতামতকেই অগ্রগণ্য মনে করিয়াছেন।

ভূ-পৃষ্ঠের কোন্ অঞ্চলে হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত একটি বর্ণনার দ্বারা কিঞ্চিৎ সন্ধান পাওয়া যায়। পবিত্র কোরআনে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহের জাহাজ প্লাবনের পর "জুদী" পর্ব্বতের উপর থামিয়া ছিল।

জুদী পর্ব্বতের অবস্থান সম্পর্কে ভূগোলবিদদের বর্ণনায় যথেষ্ট মতদ্বৈধ দেখা যায়। কেহ কেহ তৌরাতের বর্ণনা অনুসারে ইহাকে "আরারাত" পর্ব্বতমালার একটী পর্ব্বত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কোন কোন ভূগোলবিদ উহাকে "কুর্দ্দিস্থানে" বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ "ইবনে ওমর দ্বীপ" নামক

দ্বীপে অবস্থিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ)ও লিখিয়াছেন যে, "জুদী" পর্ব্বত একটি বিশেষ দ্বীপে অবস্থিত। ক্বাস্‌তালানী নামক (বোখারী শরীফের শরাহ্‌) কেতাবে ঐ দ্বীপকে "ইবনে ওমর দ্বীপ" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কোন কোন ভূগোল-বিশারদ এই পর্ব্বতটীকে ইরাকের "মাওছেল" অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন নাম দৃষ্টে এই সব উক্তিকে বিভিন্ন মতামত বলা যায় বটে, কিন্তু মানচিত্রে দেখা যায়, উল্লেখিত স্থানগুলি সবই প্রায় কাছাকাছি এবং "মাওসেল" অঞ্চলের সীমান্তে অবস্থিত।

এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকের উত্তরাংশে উহারই প্রদেশ "মাওসেল" (বাংলা মানচিত্রে "মোসল"—বর্ত্তমানে তৈল সমৃদ্ধ) এলাকা। এই এলাকাটি পশ্চিমে সিরিয়া, পূর্ব্বে ইরান, উত্তরে তুরস্ক দ্বারা বেষ্টিত। এই মাওসেল এলাকার উত্তর সীমান্তে "দিজ্‌লা" (তাইগ্রিস) ও "ফোরাত" (ইউফ্রেটীস) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্ব প্রান্তে অর্থাৎ "দিজ্‌লা" নদীর কুলে "ইবনে ওমর দ্বীপ" অবস্থিত। ইহারই অনতিদূরে "মাওসেল" এলাকার উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে "আরারাত" পর্ব্বতমালা এবং উহার সীমানা সংলগ্নে "কুর্দ্দিস্থান" (যাহা তুরস্কস্থ "আর্ম্মেনীয়া" এলাকার দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমানায় "মাওসেল" এলাকা সংলগ্ন) পার্ব্বত্য এলাকা—এই নিকটবর্ত্তী ও সংলগ্ন বিভিন্ন নামীয় স্থান সমূহের এলাকায়ই "জুদী" পর্ব্বত অবস্থিত।

মোট কথা—এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকস্থিত "মাওসেল" এলাকার উত্তর সীমান্তে নূহ(আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ তুফানের পর জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন।

পবিত্র কোরআনে নূহ আলাইহেচ্ছালামের ঘটনা বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। সমষ্টিগতভাবে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নূহ (আঃ)এর জাতি "ওয়াদ্দ" "সুয়া" "ইয়াগূছ" "ইয়াউক" "নসর" নামক এবং আরও অনেক রকমের দেব-দেবীর পূজা করিত। নূহ (আঃ) চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুয়ত লাভে স্বীয় জাতিকে এই সব শেরেকী কার্য্য হইতে বিরত রাখার এবং এক আল্লার বন্দেগী করার প্রতি আহ্বান জানাইতে লাগিলেন এবং এই কার্য্যে তিনি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিলেন। তাঁহার এই চেষ্টা দীর্ঘ ৯৫০ নয় শত পঞ্চাশ বৎসর কাল চলিল; এই দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলাফল স্বরূপ সর্ব্বোচ্চ সংখ্যার মতামত হিসাবেও শুধু মাত্র ৮০ জন পুরুষ, ৮০ জন নারী সর্ব্বমোট ১৬০ জন লোক ঈমান আনিল; আর কেহ ঈমান আনিল না। এমনকি অন্য কাহারও ঈমান গ্রহণের সম্ভাবনাও রহিল না।

যখন নূহ (আঃ) অকাট্যরূপে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার অহী দ্বারা জ্ঞাত হইলেন যে, আর একজনও ঈমান আনিবে না। তখন তিনি সেই কাফেরদের প্রতি বদ-দোয়া করিলেন। আল্লার নিকট তাহাদের ধ্বংস কামনা করিলেন।

আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরে ধ্বংস করিবেন বলিয়া হযরত নূহকে জানাইয়া দিলেন; তাহারা পানিতে ডুবিয়া মরিবে, ইহাও নির্দ্দিষ্টরূপে জানাইয়া দিলেন। তাঁহাকে একটী জল-যান জাহাজ বা বড় নৌকা তৈরী করার আদেশ করিলেন।

হযরত নূহ (আঃ) স্বয়ং বা নিজস্ব কোন লোকের সাহায্যে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নির্দ্দেশাবলী মতে সেই জাহাজ তৈয়ার করিতে লাগিলেন। দেশীয় লোক জাহাজ বানাইতে দেখিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। হযরত নূহ তাহাদিগকে শুধু এই বলিতেন যে, এখন তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্রূপ করিতেছ, কিন্তু এমন একটি সময় আসন্ন যখন আমরা তোমাদের প্রতি বিদ্রূপ করার সুযোগ পাইব।

আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহকে পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়া দিলেন যে, যখন কাফের বিদ্রোহীদের উপর আজাবের তাণ্ডবলীলা বহিতে লাগিবে তখন তাহাদেরকে রক্ষা করা সম্পর্কে কোন কথাই আমার নিকট বলিবেন না।

আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহকে আসন্ন ঘটনার উপস্থিতির নিদর্শনও জানাইয়া দিলেন—যখন মাটী ফাটীয়া পানি উথলিয়া উঠিতে দেখিবেন তখনই মনে করিবেন, ভয়াবহ ঘটনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; তৎক্ষণাৎ ঈমানদার সঙ্গীগণকে এবং পশু-পক্ষীর এক এক জোড়াকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে আরোহণ করিবেন।

কিছু দিনের মধ্যেই একদিন হঠাৎ মাটী ফাটীয়া পানি উথলিয়া উঠিল! হযরত নূহ (আঃ) ঘটনা বুঝিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি আল্লাহ তায়ালার নির্দ্দেশ মোতাবেক পশু-পক্ষীর জোড়াগুলি জাহাজে উঠাইলেন এবং ঈমানদার সঙ্গীগণকে আল্লার নাম লইয়া জাহাজে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যে বিভীষিকাময় আকারে তুফান ও জলোচ্ছাস আরম্ভ হইল। হযরত নূহের জাহাজ পানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গমালার মধ্যে ভাসিতে লাগিল।

হযরত নূহের চারি পুত্র ছিল—হাম, সাম, ইয়াফেছ ও কেনান। প্রথম তিনজন ঈমানদার ছিলেন, তাঁহারা পিতার সঙ্গে জাহাজে আরোহণ করিয়া ছিলেন। কনিষ্ঠ ছেলে কেনান কাফের ছিল, সে জাহাজে আরোহণ না করিয়া উঁচু পর্ব্বতের দিকে ছুটিল। হযরত নূহ পিতৃব্য সুলভ স্নেহ মহব্বতে অভিভূত হইয়া পুত্রকে শেষবারের মত চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করার চেষ্টা স্বরূপ

তাহাকে জাহাজে আরোহণের প্রতি ডাকিলেন। কিন্তু পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলাফল আজ তাহাকে ভোগিতে হইবে, তাই সে পিতার আহ্বানকে এই বলিয়া উপেক্ষা করিল যে, কোন উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করিব।

পিতা নূহ (আঃ) ঘটনার আগাগোড়া পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি পুত্রকে বুঝাইলেন, আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমতের স্থান আমার জাহাজ ব্যতীত কোন স্থানই এই প্লাবন হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। এই কথোপকথনের মধ্যেই পাহাড় তুল্য বিরাট ঢেউ আসিয়া কেনানকে গ্রাস করিয়া নিল। নূহ (আঃ) পুত্র সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার দরবারেও অনেক কিছু বলিয়াছিলেন, কিন্তু আল্লাহ সব কিছু প্রত্যাখ্যান করিয়া হযরত নূহকে ধমক-স্বরে তাঁহার আবেদন প্রত্যাহার করার আদেশ করিয়াছেন এবং এই পুত্রকে পুত্ররূপে স্বীকৃতি দানেও নিষেধ করিয়াছেন। ঈমান-দৌলত না থাকিলে কোন প্রকার সম্বন্ধ ও গৌরবই কাজে আসে না—উক্ত ঘটনা ইহারই প্রকৃষ্ট নজির। হযরত নূহের এক স্ত্রী কেনানের মাতাও কাফের ছিল; সেও ধ্বংস হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ২৮ পারা শেষ রুকুতে বিশেষ নজীর স্বরূপ তাহার উল্লেখও করিয়াছেন।

তৌরাতের বর্ণনায় সর্ব্বনিম্ন সংখ্যা দৃষ্টে ৪০ চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত এই তুফান অব্যাহত রহিল। হযরত নূহের জাহাজ ভিন্ন ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছু ডুবিয়া গেল, কাফের বিদ্রোহীরা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। ৪০ চল্লিশ দিন পরে তুফান থামিল। আল্লাহ তায়ালা আকাশকে পানি বর্ষণে বিরত থাকার আদেশ করিলেন এবং জমিনকে উহার নিসৃত পানি পুনঃ গিলিয়া ফেলার আদেশ করিলেন। অনতিবিলম্বেই প্লাবনের পানি হ্রাস পাইল। হযরত নূহের জাহাজ "জুদী" পর্ব্বতে থামিল এবং আল্লাহ তায়ালার আদেশে হযরত নূহ (আঃ) সঙ্গীগণকে লইয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। জনশূন্য পশু-পক্ষীবিহীন গাছপালা-বিবর্জ্জিত ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিতে তাঁহাদের দেলে সংশয়ের সৃষ্টি হইতে পারে বিধায় সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে সব রকমের বরকত, উন্নতি, মঙ্গল, কল্যাণ ও সুখ-শান্তির সুসংবাদের দ্বারা উৎসাহবর্দ্ধন করিলেন।

নূতনভাবে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আদম জাতের গোড়া পত্তন হইল। হযরত নূহের সঙ্গে জাহাজের মধ্যে কিছু সংখ্যক অন্যান্য লোকও ছিলেন বটে এবং তাঁহারাও এই গোড়াপত্তনের সময় দুনিয়াতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বংশের ছেলেছেলা চলিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে কোনরূপ চিহ্ন পাওয়া যায় না। বরং

ইতিহাসের সাক্ষ্যে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয়বার পৃথিবীর আবাদির মধ্যে একমাত্র হযরত নূহের তিন পুত্র হাম, সাম ও ইয়াফেছের বংশধরগণই রহিয়াছে।

অন্যান্য মোমেন সঙ্গীগণের বংশ ও নছলের বিলুপ্তি ও সমাপ্তি ঘটিয়াছিল। কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণায় ইহাই প্রমাণিত হয়—وجعلنا ذريته هم الباقين "আমি শুধু নূহের বংশধরকেই বাকি রাখিয়াছিলাম"। (২৩ পাঃ ৭ রুঃ)

এই সম্পর্কে তিরমিজী শরীফে একখানা হাদীছও বর্ণিত আছে, যাহাতে বর্ত্তমান বিশ্ব-আবাদির সমুদয় অঞ্চলের অধিবাসীগণকেই একমাত্র হযরত নূহের বংশ ও নছলে কেন্দ্রীভূতরূপে দেখান হইয়াছে।

এই সূত্রেই হযরত নূহ (আঃ)কে "আদমে-ছানী" বা দ্বিতীয় আদম বলা হয়; বর্ত্তমান বিশ্বের সমস্ত লোকই হযরত নূহের বংশধর।

হযরত নূহের বিবরণে কোরআনের বিভিন্ন উদ্ধৃতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ط فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝

ইহা সঠিক ঘটনা যে, আমি রসুলরূপে পাঠাইয়াছিলাম নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি; তিনি তাহাদের মধ্যে (রসুলরূপে) পঞ্চাশ কম এক হাজার বৎসর কাল থাকিলেন*। (এত দিনের প্রচেষ্টায়ও তাহারা ঈমান আনিল না,) ফলে সর্ব্বগ্রাসী তুফান তাহাদেরে ডুবাইয়া দিল; বস্তুতঃ তাহারা ছিলও স্বৈরাচারী।

(ছুরা আনকাবুত—২০ পাঃ ১৪ রুঃ)

* হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের তবলীগী কার্য্যকাল অকাট্য কোরআনের ঘোষণা দ্বারা প্রমাণিত হইল ৯৫০ বৎসর। তিনি ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং জাহাজ হইতে অবতরণের পর ৬০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন বলিয়া ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে (রুহুল মায়ানী) এবং তৌরাতে বর্ণিত সর্ব্বনিম্ন সংখ্যা দৃষ্টে তুফান ৪০ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। এই সূত্রে হযরত নূহের সর্ব্বমোট বয়স—৪০+৬০+৯৫০=১০৫০ বৎসর এক মাস ১০ দিন।

বাইবেলের মধ্যে যাহা লিখা আছে যে, "সর্ব্বশুদ্ধ নূহের নয় শত পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল" (বাইবেল, আদি পুস্তক ১২ পৃঃ) ইহা ভুল।

হযরত নূহের আবেদন ও জাতির বিরূপ উত্তর :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهٖ
فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

নিশ্চয়ই আমি নূহকে রসুলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাঁহার জাতির প্রতি। সেমতে তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি। তোমরা আল্লার এবাদত কর, তিনি ভিন্ন কেহ তোমাদের মা'বূদ হইতে পারে না। (ব্যতিক্রম করিলে) নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর ভয়ঙ্কর দিনের আজাবের আশঙ্কা করিতেছি।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ إِنَّا لَنَرٰىكَ
فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

তাঁহার জাতির প্রধানরা বলিল, (তুমি যে আমাদিগকে এক আল্লার এবাদৎ করিতে বল এবং অন্যথায় আজাবের ভয় দেখাও এ সম্বন্ধে) আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, তুমি স্পষ্টতর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া আছ।

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ
وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

নূহ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি। আমার মধ্যে বিভ্রান্তির লেশমাত্র নাই—অবশ্যই আমি বিশ্ব-স্রষ্টার রসুল বা প্রতিনিধি। (তিনি আমাকে যাহা বলিতে আদেশ করেন আমি তাহাই বলি।)

أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ
وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

পরওয়ারদেগারের বাণী ও আদেশ-নিষেধ সমূহই আমি তোমাদেরে পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খী। আমি আল্লার তরফ হইতে এমন তথ্য জ্ঞাত হই, যাহা তোমরা জ্ঞাত নও।

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ

তোমরা কি আশ্চর্য্যান্বিত যে, তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ মারফৎ তোমাদের পরওয়ারদেগার হইতে উপদেশবাণী আসিল, তোমাদেরে সতর্ক

وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝
فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ
فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ۝

করার জন্য, যেন তোমরা সংযত হও এবং তোমরা আল্লার রহমত প্রাপ্ত হও? (অর্থাৎ ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।)

এত বুঝ-প্রবোধ দানেও তাহারা নূহকে অমান্য করিল, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরাইল। ফলে (তাহাদের উপর তুফানরূপে আজাব আসিল।) আমি নূহকে এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে জাহাজে রাখিয়া বাঁচাইলাম। আর যাহারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলিয়াছিল অমান্য করিয়াছিল তাহাদেরে পানিতে ডুবাইয়া মারিলাম; নিশ্চয় তাহারা ছিল একেবারে অন্ধের দল। (ছুরা আ'রাফ—৮ পা: ১৫ রুঃ)

[২]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ
فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝
فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ
قَوْمِهٖ مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ - يُرِيْدُ
اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ
لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً - مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ
اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا

নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি রসুলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লার এবাদৎ—গোলামী কর, আল্লাহ ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই, তোমরা সংযত হও না কেন।

তাঁহার জাতির কাফের প্রধানরা সর্বসাধারণকে বলিয়া বেড়াইল যে, এই লোকটি তোমাদেরই মত একজন মানুষ; (সে রসুল-নবী কিছুই নহে, কিন্তু রসুল হওয়ার দাবী দ্বারা) সে তোমাদের মধ্যে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। আল্লাহ তায়ালা যদি রসুল বা প্রতিনিধি পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় কোন একজন ফেরেশতা পাঠাইতেন। (মানুষ আল্লার রসুল হইয়া আসিবে)

رَجُلٌ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى
حِيْنٍ ۝
قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝
فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ
بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا
وَفَارَ التَّنُّوْرُ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ
سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ج وَلَا
تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ج
اِنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ ۝

এইরূপ উদ্ভট কথা বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের মধ্যেও আমরা শুনি নাই। এই লোকটা পাগল ভিন্ন কিছুই নহে। তোমরা কিছু দিন অপেক্ষা কর—(এর মধ্যেই তাহার বিলুপ্তি ঘটিবে।)

নূহ (আঃ) আল্লার নিকট ফরিয়াদ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে সাহায্য করুন, তাহারা ত আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে।

(আল্লাহ পাক বলেন,) তখন আমি তাঁহার নিকট অহী মারফৎ সংবাদ পাঠাইলাম যে, আমার তত্ত্বাবধানে এবং আদেশ মতে আপনি একটি জাহাজ নির্ম্মাণ করুন। (বিদ্রোহীদের ধ্বংসের জন্য তুফানরূপে আজাব আসিবে।) যখন আমার আজাব আরম্ভের সময় হইবে এবং (উহার নিদর্শন এই যে,) জমিন বিদীর্ণ হইয়া পানি উৎক্ষিপ্তরূপে উঠিতে আরম্ভ করিবে ; তখন প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের এক এক জোড়া এবং আপনার পরিজনকে জাহাজে উঠাইয়া লইবেন, অবশ্য তাহাদের মধ্যে (যে আমার বিদ্রোহী) যাহার ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে আমার আদেশ হইয়া গিয়াছে সে উঠিতে পারিবে না। আর একটি কথা যাহারা অন্যায়কারী বিদ্রোহী তাহাদের সম্পর্কে আমার নিকট কোন অনুরোধ করিবেন না, তাহাদিগকে অবশ্য অবশ্যই ডুবাইয়া মারা হইবে।

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ
عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ
نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

যখন আপনি সঙ্গীগণ সহ জাহাজে শান্তিতে বসিয়া যাইবেন, তখন বলিবেন, সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা আল্লার জন্য যিনি আমাদিগকে জালেমদের কবল হইতে মুক্তিদান করিলেন।

(ছুরা মোমেনুন—১৮ পাঃ ২ রুঃ)

হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের উপর অমান্যকারীদের একটি অভিযোগ ইহাও ছিল যে, আপনি গরীব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে স্থান দিয়া থাকেন। তাহারা সেই গরীব লোকদের অপসারণ-দাবী জানাইল। নূহ (আঃ) তাহাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে তাহারা বিরোধিতায় কঠোর মনোভাব অবলম্বন করতঃ নূহ (আঃ)কে ভীতি প্রদর্শন করিল। নূহ (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন। এই সম্পর্কে কোরআনের বিবৃতি এই—

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ◎
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نُوْحٌ أَلَا
تَتَّقُوْنَ ◎ إِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ◎
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ◎ وَمَآ
أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ
أَجْرِىَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ◎
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ◎

নূহ পয়গম্বরের কউম (নূহের আদর্শকে মিথ্যা বলিয়া শুধু নূহকেই মিথ্যুক বলে নাই,) সমস্ত রসুলগণের আদর্শকে ঝুটলাইয়াছিল। যখন তাহাদেরই বংশধর নূহ তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি সংযত হইবে না? আমি তোমাদের প্রতি তোমাদের কল্যাণার্থে বিশ্বস্ত রসুলরূপে আসিয়াছি। অতএব তোমরা আল্লার প্রতি ভয়-ভক্তি পোষণ কর ও সংযম হও এবং আমার কথা মানিয়া চল। আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান প্রার্থী হইব না। সারা জাহানের পরওয়ারদেগার যিনি, একমাত্র তাঁহারই নিকট আমার প্রতিদান রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা আল্লার প্রতি ভয়-ভক্তি ও সংযম অবলম্বন কর এবং আমার কথা মানিয়া চল।

قَالُوْٓا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ
الْأَرْذَلُوْنَ ◎ قَالَ وَمَا عِلْمِىْ
بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ◎ إِنْ حِسَابُهُمْ
إِلَّا عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ◎ وَمَآ

তাহারা বলিল, আমরা কি আপনার তাবেদারী করিতে পারি এই অবস্থায় যে, নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলি আপনার অনুগামী হইয়া বসিয়া আছে? নূহ (আঃ) বলিলেন, যাহাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর বলিতেছ তাহারা কি কাজ করে না-করে (যদ্দারা নিম্ন বা উচ্চ শ্রেণীর বিচার হয়) তাহা আমি খবর রাখিতে

أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۞

যাইব কেন? তাহাদের হিসাব ত আমার পরওয়ারদেগারের নিকট হইবে। তোমরা এই বাস্তবকে বুঝিলে এইরূপ বলিতে না। যাহারা ঈমান আনিয়াছে (নিম্ন হউক বা উচ্চ) তাহাদিগকে আমি তাড়াইতে পারি না। আমি সতর্ককারী বই নহি। (উঁচু-নীচুর পার্থক্য কেন করিব?)

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ۞

তাহারা ভীতি প্রদর্শনে বলিল, হে নূহ! তুমি যদি (তোমার কার্য্যাবলী হইতে) নিবৃত্ত না হও তবে নিশ্চয় তুমি প্রস্তরাঘাতের শিকার হইবে।

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ ۞ فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

নূহ (আঃ) ফরিয়াদ করিয়া বলিলেন, হে পরওারদেগার! আমার জাতি ত আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে। সুতরাং আপনি আমার ও তাহাদের মধ্যে একটা শেষ ফয়ছালা করিয়া দেন এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মোমেনগণকে তাহাদের কবল হইতে মুক্তি দিন।

فَأَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ۞ إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ـ

সেমতে আমি তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীগণকে জাহাজে উঠাইয়া উদ্ধার করিলাম। অবশিষ্ট সকলকেই ডুবাইয়া মারিলাম। নিশ্চয় এই ঘটনায় বিশ্ববাসীর জন্য সুদরতের নিদর্শন ও উপদেশ রহিয়াছে। (১৯ পাঃ ১০ রুঃ)

পয়গম্বরের মনোবল, সাহস ও আল্লাহ তায়ালার উপর তাঁহার ভরসা হয় অতি প্রবল ও মজবুত। হযরত নূহ (আঃ) কাফেরদের ভয়-ভীতির প্রতি-উত্তরে তাহাই প্রকাশ করিলেন। পবিত্র কোরআনে উহারও বিবরণ রহিয়াছে—

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْحٍ ، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ

বিশ্ববাসীকে নূহের ঘটনা পাঠ করিয়া শুনান; যখন তিনি স্বীয় জাতিকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি!

তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান এবং আল্লার আয়াতগুলি দ্বারা উপদেশ দান যদি তোমাদের পক্ষে অসহনীয় হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে আমি আল্লাহ তায়ালার উপরই ভরসা করিয়া আছি। তোমরা নিজেদের গর্হিত মাবুদ সহ তোমাদের সমুদয় চেষ্টা একত্রিত কর, অতঃপর সমবেত ভাবে নিশ্চিন্ত চিত্তে সেইসব চেষ্টা আমার বিরুদ্ধে চালাইয়া দাও, আমাকে একটুও অবকাশ দিওনা।

مَّقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا
اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ
اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَىَّ
وَلَا تُنْظِرُوْنِ ۝ (১১ পা: ১৩ রুঃ)

নূহ আলাইহেচ্ছালামের ঘটনার আরও বিবরণ নিম্নের আয়াতে রহিয়াছে—

নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি রসুলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আল্লাহ ভিন্ন কাহারও গোলামী অবলম্বন করিও না, অন্যথায় আমি তোমাদের উপর ভীষণ আজাবের দিনের আশঙ্কা করিতেছি।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ
اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا
اِلَّا اللّٰهَ ط اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝

তাহাদের সর্দ্দার শ্রেণীর কাফেররা বলিল, হে নূহ! আমরা তোমাকে আমাদের মতই একজন মানুষ দেখি; (তুমি আল্লার রসুল কিরূপে হইতে পার?) এবং তোমার তাবেদার এমন ব্যক্তিগণ-কেই দেখিতেছি, যাহারা নগণ্য, নিম্ন শ্রেণীর; (তাহাদের ঈমানও) ভাসা ভাসা রকমের, অধিকন্তু তোমাদের মধ্যে আমাদের অপেক্ষা কোন বৈশিষ্ট্য দেখিতেছি না। (তুমি রসুল নও,) বরং তোমাদিগকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ
قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا
وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ
هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ ج
وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ
نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ۝

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ط اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ۞

নূহ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি। বল-ত দেখি, যদি আমি স্বীয় পরওয়ারদেগার প্রদত্ত দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তিনি আমাকে তাঁহার বিশেষ রহমতের (নবুয়তের) ভাগী করিয়াছেন, কিন্তু (ঐসব দলীল এবং আমার নবুয়ত হইতে) তোমাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া থাকে ; এমতাবস্থায় আমি কি জবরদস্তি উহা তোমাদের গলায় ঠাসিয়া দিতে পারি ? অথচ তোমরা উহা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ?

وَيٰقَوْمِ لَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۞

হে আমার জাতি! আমি তোমাদের নিকট আমার কার্য্যের বিনীময় চাই না, আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিকট জমা থাকিবে। (নূহ (আঃ) আরও বলিলেন—তোমাদের অবাঞ্ছিত দাবী পুরাণার্থে) আমি এই সকল লোক তাড়াইতে পারিব না, যাহারা ঈমান আনিয়াছে। (যদিও তোমরা তাহাদিগকে হেয় মনে কর) কিন্তু তাহারা (ঈমানের বদৌলতে সসম্মানে ও আদর-যত্নে) স্বীয় পরওয়ারদেগারের দরবারে পৌঁছিবে। (তাহারা বস্তুতঃ হেয় নহে,) কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা জ্ঞানান্ধের দল, (তাই তোমরা ঐরূপ মনে করিয়া থাক)।

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ط اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۞

হে আমার জাতি! আমি যদি এই লোকদিগকে তাড়াই তবে আল্লার ক্রোধানল হইতে আমাকে কে রক্ষা করিতে পারিবে? তোমরা কি বোঝ না?

وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ

(তোমরা আমার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ কর তাহা বোকামী; আমি ত বিস্ময়কর কোন দাবী করি না ;) আমি

ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ
إِنِّى مَلَكٌ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ
تَزْدَرِىٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ
خَيْرًا ط ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِىٓ أَنفُسِهِمْ
إِنِّىٓ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ◎

ত দাবী করি না যে, (আমি খোদায়ী শক্তির মালিক—) আমার হস্তে আল্লার সর্ব্বস্ব। আমি এই দাবীও করি না যে (আল্লার ন্যায়) আমিও সমস্ত ভূত-ভবিষ্যতের খবর রাখি। আমি এই দাবীও করি নাই, আমি ফেরেশতা। আর তোমরা যে সব মোমেনকে হেয় মনে করিয়া থাক, তোমাদের ন্যায় আমিও তাহাদের সম্পর্কে বলিব যে, আল্লাহ তাহাদিগকে কল্যাণ দান করিবেন না—আমি এইরূপ বলিতে পারিবনা। তাহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহ জ্ঞাত আছেন, তদনুপাতে তিনি তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিবেন। এমতাবস্থায় আমি যদি ঐরূপ কথা বলি তবে আমিও তোমাদের ন্যায় অন্যায়কারীদের একজন হইয়া যাইব।

قَالُوا۟ يَٰنُوحُ قَدْ جَٰدَلْتَنَا
فَأَكْثَرْتَ جِدَٰلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ
إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ◎

(কাফেররা বলিল,) হে নূহ! তুমি তর্কে লিপ্ত হইয়াছ এবং অধিক তর্ক করিতেছ; সত্যবাদী হইলে (তর্ক ছাড়িয়া যে আজাবের ভয় দেখাইতেছ উহা আমাদের উপর নিয়া আস।

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ
إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ◎
وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ
أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن
يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ◎

নূহ (আঃ) বলিলেন, আজাব নিয়া আসিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁহার মর্জি হয় এবং উহাকে ঠেকাইবার শক্তি তোমাদের নাই। (নূহ (আঃ) অনুতাপ প্রকাশে আরও বলিলেন, তোমাদের জন্য আমি যতই কল্যাণ কামনা করি, আমার কল্যাণ কামনা তোমাদের পক্ষে ফলদায়ক হইবে না, যদি আল্লাহ তোমাদিগকে গোমরাহীর মধ্যে থাকিতে

দেন। (অর্থাৎ তোমরা গোমরাহীর উপর থাকিতে বদ্ধপরিকর হও—সে অবস্থায় সাধারণতঃ আল্লাহ তায়ালা বল প্রয়োগ করিবেন না।) তিনিই তোমাদের পরওয়ারদেগার, মালিক। তাঁহারই নিকট তোমরা ফিরিয়া যাইবে। (তিনি হিসাব নিকাশ লইবেন।)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ط قُلْ
إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي
وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ۝

(হে মোহাম্মদ (দঃ)! নূহের কওমের ন্যায় মক্কার কোরায়েশরাও মিথ্যায় লিপ্ত।) কি আশ্চর্য্য যে, তাহারা বলিতেছে, মোহাম্মদ কোরআনকে নিজেই গড়াইয়াছে আপনি বলিয়া দিন, যদি আমি গড়িয়া থাকি তবে আমার অপরাধের শাস্তি আমাকেই ভুগিতে হইবে। আর (তোমরা যে মিথ্যা বল সেই পাপ তোমরা ভুগিবে) আমি তোমাদের পাপের দায়ী হইব না।

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن
يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ
فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

(নূহের কওম সীমা অতিক্রম করিলে আজাব ঘনাইয়া আসিল।) এবং নূহকে অহী মারফৎ জ্ঞাত করা হইল যে, এ পর্য্যন্ত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত আপনার কওমের আর কেহ ঈমান আনিবে না। সুতরাং তাহাদের কার্য্য-কলাপে আপনি দুঃখিত হইবে না। (আশার বিপরিত অবস্থা দেখিলে দুঃখ হয়; আশা না থাকিলে দুঃখ হইবে না।)

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ
ظَلَمُوا ج إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۝

আপনি আমার তত্ত্বাবধানে এবং আদেশানুসারে একটি জাহাজ নির্ম্মাণ করুন। জালেমদের সম্পর্কে আমার নিকট মুখও খুলিবেন না; তাহারা অবশ্যই ডুবিয়া মরিবে।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ
مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ط قَالَ

নূহ (আঃ) জাহাজ তৈরী আরম্ভ করিলেন, তাঁহার কওমের সর্দ্দার লোকেরা যখনই জাহাজের নিকট দিয়া গমণ করিত, উহা সম্পর্কে নানারূপ ঠাট্টা

إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ
كَمَا تَسْخَرُوْنَ ◎

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّأْتِيْهِ
عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ
مُّقِيْمٌ ◎ حَتّٰى إِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ
التَّنُّوْرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ
سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ط
وَمَا اٰمَنَ مَعَهٗ اِلَّا قَلِيْلٌ ◎

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا
وَمُرْسٰهَا ط اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ◎

وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ
كَالْجِبَالِ ۔ وَنَادٰى نُوْحُ نِ ابْنَهٗ
وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ ۔ يّٰبُنَىَّ ارْكَبْ

বিদ্রূপ করিত। নূহ (আঃ) বলিলেন, তোমরা যদি আমাদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ (ভালবাস তবে তাহা) কর ; একদিন আমরাও তোমাদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিব যেরূপ তোমরা করিতেছ।

অচিরেই উপলব্ধি করিবে, কাহার উপর আসে অপদস্তকারী আজাব এবং কাহার উপর পতিত হয় স্থায়ী আজাব। অবশেষে যখন আমার (আজাবের) আদেশ হইল এবং মাটি ফাটিয়া পানি উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তখন আমি নূহ (আঃ)কে বলিলাম, প্রতিটি বস্তু জোড়ায় জোড়ায় জাহাজে উঠাইয়া লউন এবং এমন ব্যক্তি যাহার সম্পর্কে (কুফুরীর দরুন) পূর্ব্বাহ্নেই (ধ্বংসের) আদেশ রহিয়াছে, সে ব্যতীত আপনার পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য ঈমানদারগণকে উঠাইয়া লউন। নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে অল্প সংখ্যকই ঈমান আনিয়াছিল।

নূহ (আঃ) সঙ্গীদেরকে বলিলেন, জাহাজে আরোহণ কর (আশঙ্কা নাই,) আল্লার নামেই ইহার গতি ও স্থিতি। (তিনি হেফাজত করিবেন। গোনাহের দরুন আশঙ্কা হয়, কিন্তু) নিশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার দয়াবান ও ক্ষমাকারী।

জাহাজ তাঁহাদেরকে লইয়া চলিতে লাগিল পাহাড় সমতুল্য ঢেউ-এর মধ্যে। নূহের এক পুত্র জাহাজ হইতে দূরে ছিল; নূহ (আঃ) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,

مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ۝
قَالَ سَاٰوِيْ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ
مِنَ الْمَآءِ ط قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ
مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ج وَحَالَ
بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ۔
وَقِيْلَ يٰاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ
وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ
وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى
الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ۝
وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ
ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ
الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ۝
قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ج

হে স্নেহের পুত্র! আমাদের সঙ্গে আস; কাফেরদের সঙ্গে থাকিও না।

পুত্র উত্তর করিল, এখনই আমি পাহাড়ে আশ্রয় লইতেছি, পাহাড় আমাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে। নূহ (আঃ) বলিলেন, আজ আল্লার আজাব হইতে কেহই রক্ষা পাইবে না, অবশ্য যাহাকে আল্লাহ রক্ষা করেন। একটি বিরাট তরঙ্গ আসিয়া উভয়ের মধ্যে অন্তরায় হইল; পুত্র ডুবিয়া গেল।

(কাফেররা ডুবিয়া মরিল।) এবং (আল্লার তরফ হইতে) আদেশ হইল, হে জমীন! শোষণ করিয়া লও, তোমার উদ্‌গত পানি এবং হে আকাশ! বর্ষণ বন্ধ কর। পানি কমিল এবং দুর্য্যোগের অবসান হইল; জাহাজ "জুদী" পর্ব্বতের উপর থামিল। আল্লার আদেশ ছিল, স্বৈরাচারীর দল চিরতরে ধ্বংস হউক; (তাহাই ঘটিয়া গেল।)

নূহ (আঃ) (পুত্রের ধ্বংস নিকটবর্ত্তী দেখিয়া) স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট ফরিয়াদ করিলেন, হে প্রভু! আমার ছেলে ত আমার পরিবারেরই একজন এবং আপনার ওয়াদা একান্ত সত্য; আপনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বোপরি এখতিয়ারের মালিক। (আমার ছেলেকে রক্ষার ব্যবস্থা আপনি করিতে পারেন।)

আল্লাহ বলিলেন, হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার পরিবার ভুক্ত নহে।

إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۔ فَلَا تَسْئَلْنِ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ط إِنِّيٓ أَعِظُكَ
أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ◎

قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ
أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ط
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُنْ
مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ◎

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا
وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى أُمَمٍ مِّمَّنْ
مَّعَكَ ط وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ
مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيْمٌ ◎

নিশ্চয় সে তোমার আদর্শের বিপরীত—অসৎ কর্ম্মপরায়ন। (সে ধংস হইবেই ;) অতএব যে বিষয় তুমি অবগত নও সেই বিষয়ে আমার নিকট দরখাস্ত করিও না। আমি তোমাকে নছিহত করি, অজ্ঞ লোকদের স্থায় কার্য্য করিও না।

নূহ (আঃ) বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার। আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, আর যেন আপনার নিকট দরখাস্ত না জানাই যে বিষয়ে আমি অজ্ঞ। এবং (অতীতের ত্রুটি) যদি আপনি আমাকে মার্জ্জনা না করেন, আমার প্রতি দয়া না করেন তবে আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের একজন হইয়া যাইব।

(অবশেষে) অনুমতি আসিল হে নূহ। অবতরণ করুন শান্তি ও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সহকারে—আপনার উপর এবং আপনার সঙ্গীদলের উপর। পক্ষান্তরে (পরবর্ত্তীদের মধ্যে) একটি এমন দলও হইবে যাহাদিগকে আমি উপস্থিত সুখসাচ্ছন্দ্য দান করিব, তৎপর তাহাদের উপর আমার তরফ হইতে পৌছিবে ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব।

(ছুরা হুদ—১২ পাঃ ৩+৪ রুঃ)

নূহ আলাইহেচ্ছালামের কওম যাহারা আল্লাহদ্রোহী কাফের ছিল, তাহারা সকলেই প্লাবনে হালাক হইল। একমাত্র হযরত নূহ (আঃ) ও তাঁহার পরিবার এবং তাঁহার নগণ্য সংখ্যক সঙ্গী মোমেনগণই জাহাজের মধ্যে থাকিয়া আল্লার রহমতে নাজাত পাইলেন। আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে ফরমাইয়াছেন—

وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۝ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝

নূহ আমার নিকট ফরিয়াদ করিয়াছিলেন; আমি উত্তম সাড়া দিয়াছিলাম। (বিদ্রোহীদেরে হালাক করিয়া) তাঁহাকে এবং তাঁহার (মোমেন পরিবারবর্গকে (আজাবের) ভয়াবহতা হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ۝ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

এরপর একমাত্র তাঁহার বংশধরকেই ধরাপৃষ্ঠে বাকি রাখিয়াছি এবং তাঁহার জন্য পরবর্ত্তীদের মধ্যে এই কথা রাখিয়া দিলাম—"সালাম নূহের প্রতি বিশ্ব-মানবের মধ্যে"। আমি নেক বান্দাকে এইরূপেই পুরস্কৃত করি। (২৩পাঃ ৭রুঃ)

নূহ আলাইহেচ্ছালামের তুফান সমগ্র বিশ্বে হইয়াছিল, না—শুধুমাত্র তাঁহার এলাকায় হইয়াছিল; মতভেদ আছে। অবশ্য ইহাও সুস্পষ্ট যে, তখন দুনিয়ার প্রাথমিক জীবন; নূহ আলাইহেচ্ছালামের অঞ্চল ব্যতীত কোথাও জন-মানবের বসবাস ছিল না বলিয়াই বিশ্বাস। অতএব তৎকালীন ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত কাফেরই যে সেই তুফানে হালাক হইয়াছিল ইহা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। হযরত নূহের যে বদ-দোয়ার ফলে এই তুফান আসিয়াছিল, পবিত্র কোরআনে সেই বদ-দোয়াকে সকল কাফেরদের সম্পর্কে ব্যাপক আকারেই বর্ণনা করা হইয়াছে—

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

"নূহ (আঃ) ফরিয়াদ করিলেন—হে পরওয়ারদেগার। ভূ-পৃষ্ঠে কাফেরদের মধ্য হইতে কাহাকেও বাঁচিয়া থাকিতে দিবেন না।" (ছুরা নূহ—২৯ পাঃ)

নূহ (আঃ) ও তাঁহার উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে "ছুরা নূহ" নামে একটি বিশেষ ছুরা রহিয়াছে। উহার শুধু অনুবাদ পেশ করা হইল—

তর্জ্জমা ছুরা নূহ ঃ

(আল্লাহ তায়ালা বলেন,) আমি নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি রসুলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। (তাঁহাকে আমি আদেশ করিয়াছিলাম,) আপনি আপনার

জাতিকে (তাহাদের কর্ম্মফলে) তাহাদের উপর ভয়াবহ আজাব আসিয়া পড়ার পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দিন। সেমতে নূহ (আঃ) জাতিকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করিয়া বলিতেছি, তোমরা এক আল্লার এবাদৎ কর (দেব-দেবীর পূজা ছাড়িয়া দাও) এবং আল্লার ভয়-ভক্তি সর্ব্বদা দেলে জাগরুক রাখ, আর আমার কথা মানিয়া চল ; আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময় তথা আয়ুকাল পর্য্যন্ত (শান্তিতে) দিন কাটাইতে দিবেন। নিশ্চয় জানিয়া রাখ, মৃত্যুর জন্য আল্লার নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইলে (মৃত্যু আসিতে) একটুও বিলম্ব হইবে না। এই সব বিষয় যদি তোমরা ভালরূপে উপলব্ধি করিয়া লও তবে তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।

(দীর্ঘ দিন তবলীগ করার পর) নূহ (আঃ) আল্লার দরবারে ফরিয়াদ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি আমার জাতিকে দিবারাত্র সৎপথের দিকে আহ্বান জানাইলাম, কিন্তু আমার আহ্বান তাহাদের পক্ষে অধিক দূরে সরিয়া পড়ার কারণই হইয়াছে। এমনকি যখনই আমি তাহাদিগকে তাহাদের গোনাহ মাফ হওয়ার ব্যবস্থা তথা ঈমানের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছি তখনই তাহারা নিজেদের কানে আঙ্গুল ঠাসিয়া রাখিয়াছে। (আমার হক্ কথা তাহারা শোনে নাই) এবং কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে (আমি যেন তাহাদের নজরেও না পড়ি) এবং নিজেদের রীতিনীতির উপর অধিক বদ্ধপরিকর হইয়াছে এবং অহঙ্কার ও গোড়ামীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এতদসত্ত্বেও আমি তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানাইয়াছি প্রকাশ্যভাবে ; পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানাইয়াছি গোপনে গোপনে। আমি তাহাদিগকে এতদূর বুঝাইয়াছি যে, তোমরা স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ; নিশ্চই তিনি অতি বড় ক্ষমাশীল। (তোমরা গোনাহ হইতে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পরওয়ারদেগার তোমাদের গোনাহ মাফ করিবেন এবং তোমাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিয়া দিবেন। সব দিক দিয়া তোমাদের উন্নতি দান করিবেন—) তোমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন, তোমাদিগকে ধনে-জনে বাড়াইয়া দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা ও নদী-নালার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ ভক্তি ও মহত্ত্ব মহিমার উপর দৃঢ় আস্থা অন্তরে গাথিয়া লও না? অথচ তিনিই (হইতেছেন তোমাদের স্থষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা হিসাব-গ্রহীতা ; তিনি) তোমাদিগকে বিভিন্ন

পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। (খাদ্যদ্রব্যের রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে বীর্য্য, বীর্য্য হইতে রক্তপিণ্ড, রক্তপিণ্ড হইতে মাংসপিণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি কত কত পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া মানুষরূপে তাঁহার কুদরতে তোমরা জন্ম নিয়াছ। তিনি অতি মহান সর্ব্বশক্তিমান ;) তোমরা কি দেখ না যে, কি আশ্চর্য্যজনকরূপে আল্লাহ তায়ালা সাত তবক আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার উহার মধ্যে চন্দ্রকে আলো স্বরূপ বানাইয়া দিয়াছেন এবং সূর্য্যকে প্রদীপ স্বরূপ বানাইয়া দিয়াছেন। আরও দেখ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে মাটি হইতে (তথা উহার উদ্ভুত খাদ্য দ্রব্য হইতে) এক বিশেষ উপায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার সেই মাটির মধ্যে তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনিবেন, তারপর সেই মাটি হইতে পুনঃর্জীবিত করিয়া উঠাইবেন (এবং তোমাদের হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব-নিকাশ লইবেন।)

আল্লাহ (কত মেহেরবান! তিনি) তোমাদের সুবিধার্থে ভূ-পৃষ্ঠকে সমতল রূপ দিয়াছেন, যেন তোমরা উহার সুপ্রশস্ত রাস্তা-ঘাট সমূহে চলাফেরা করিতে পার।

(এত বুঝান সত্ত্বেও যখন তাহারা সত্যকে গ্রহণ করিল না তখন) নূহ (আঃ) প্রভুর দরবারে আরজি পেশ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার জাতি আমার কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং তাহারা এমন লোকদের কথায় সাড়া দিতেছে যাহাদের ধনবল জনবলের অহঙ্কার খোদাভীরুতা হইতে দূরে সরাইয়া তাহাদিগকে শুধু ধ্বংসের পথেই অগ্রসর করিয়াছে। তাহারা (তাহাদের আল্লাদ্রোহী নীতি জারী রাখার জন্য) বড় বড় ব্যবস্থা ও তদবীর অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা দেশবাসীকে এই বুঝাইয়াছে যে, তোমরা কিছুতেই তোমাদের দেব-দেবীগণকে ছাড়িও না—তোমরা "ওয়াদ্দ," "সুয়া," "ইয়াগূছ" "ইয়ায়ু'ক" এবং "নছরকে" ছাড়িও না। আরও অনেক প্রকারে তাহারা দেশবাসীকে গোমরাহ বিপথগামী করিয়াছে। (তাহারা যখন সৎপথে আসার সব রকম সম্ভাবনাই শেষ করিয়া দিয়াছে তখন) তাহাদের গোমরাহী তুমি বাড়াইয়া দাও। (ফলে যেন তাহারা গজবে ধ্বংস হয় এবং সৎ লোকদের পথের কাঁটা দূরীভূত হইয়া যায়।)

(আল্লাহ তায়ালা বলেন,) তাহাদের এইসব গোনাহের কারণে (ইহজগতে) তাহাদিগকে ভয়াবহ প্লাবনে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পরজীবনের জন্য দোযখের আগুনে পতিত হওয়া সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। (তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া দেব-দেবীর পূজা করিয়াছিল, কিন্তু যখন গজব আসিয়াছে তখন) আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন তাহাদের দেব-দেবীদের কোন সাহায্যই তাহারা পায় নাই।

(তাহাদের হেদায়েত ও সৎপথ অবলম্বনে নিরাশ হইয়া) নূহ (আঃ) দরখাস্ত করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! এই সব কাফেরদেরকে আর জমিনের উপর থাকিবার সুযোগ দিবেন না; তাহাদিগকে দুনিয়াতে থাকিতে দিলে তাহারা আপনার বান্দাদিগকে বিপথেই পরিচালিত করিবে; তাহাদের বংশের মধ্যেও বদকার কাফের ভিন্ন ভাল লোক সৃষ্টি হওয়ার কোন আশা নাই।

হে পরওয়ারদেগার! আমার গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দেন, আমার মাতা-পিতাকে, আমার পরিবারে যাহারা ঈমানদার আছে তাহাদেরকে এবং সমস্ত মোমেন নর-নারীকে ক্ষমা করুন। আর স্বৈরাচারী জালেমদের জন্য ধ্বংসই বর্দ্ধিত করুন। (যেন তাহারা দেশকে বিপথগামী করার সুযোগ আর না পায়।)

হযরত নূহের ইতিহাসে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

নূহ আলাইহেচ্ছালামের ইতিহাসে দুইটি উপদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম এই যে, আল্লাহদ্রোহিতা, আল্লার নাফরমানী অনেক সময় দুর্য্যোগ-দুর্গতি, ঝড়-তুফান ইত্যাদি দেশ বিধ্বংসী বিপর্য্যয় ঘটিবার মূল কারণ হইয়া থাকে। অতএব এই ধরণের বিপর্য্যয় প্রতিরোধকল্পে সর্ব্বাগ্রে দেশব্যাপী তওবা-এস্তেগফার, সমস্ত রকম শরীয়ত বিরোধী কার্য্যকলাপের মূলোচ্ছেদ এবং আল্লাহ ও রসুলের তাবেদারীর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শুধু বাহ্যিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা শুধু বাহ্যিক রক্ষা ব্যবস্থার পরিণাম অনেক সময় হযরত নূহের পুত্র কেনানের পরিণামই হইয়া থাকে। কেনান বাহ্যিক রক্ষা ব্যবস্থা তথা প্লাবন হইতে বাঁচিবার জন্য উঁচু পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল যাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যথেষ্ট মনে হয়, কিন্তু যেহেতু সে বিপর্য্যয়ের মূল কারণ তথা আল্লাহদ্রোহিতায় নিমগ্ন ছিল তাই তাহার অবিলম্বিত রক্ষা-ব্যবস্থা নিষ্ফল হইয়াছে। পক্ষান্তরে নূহ (আঃ) এবং তাঁহার দলবলের রক্ষা-ব্যবস্থা তথা জাহাজে আরোহণ ফলদায়ক হইয়াছিল, কারণ তাঁহারা বিপর্য্যয়ের মূল কারণের ব্যবস্থাকারী ছিলেন। অবশ্য মূল কারণের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক প্রতিরোধ এবং বাহ্যিক রক্ষা ব্যবস্থাও করিতে হইবে, যেরূপ নূহ (আঃ) জাহাজ তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং ঘটনার সময় মোমেনগণ জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন; ইহাও আল্লাহ তায়ালারই নির্দ্দেশ ছিল। সাধারণতঃ ইহজগতের সবই কার্য্যকারণের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় এই যে, মানুষ স্বয়ং নিজে ঈমানদার সৎকর্মী না হইলে যত বড় সম্বন্ধই তাহার হাসিল থাকুক না কেন উহা তাহার জন্য নাজাত দানকারী হইতে পারে না। হযরত নূহের পুত্র কেনানের পরিণাম উহারই একটি প্রকৃষ্ট নমুনা। তদ্রূপ কেনানের মাতা নিজে ঈমানদার ছিল না, ফলে নূহ (আঃ) পয়গাম্বরের স্ত্রী হইয়াও সে নাজাত পাইল না—দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না। পবিত্র কোরআনে এই কেনান-মাতা-হযরত নূহের স্ত্রীর প্রসঙ্গটি সারা বিশ্বের কাফেরদের জন্য একটি বিশেষ নজীর স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে—

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ......

"আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্য উপদেশমূলক ঘটনারূপে হযরত নূহের স্ত্রীর এবং হযরত লুতের স্ত্রীর ঘটনা বর্ণনা করেন। উভয় নারী আমার অতি বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্য হইতে দুইজন বান্দার স্ত্রী ছিল, কিন্তু উক্ত নারীদ্বয় তাঁহাদের চেষ্টা ও উদ্দেশ্যের পরীপন্থী কার্য্যে লিপ্ত ছিল, ফলে তাঁহাদের ঘনিষ্টতা ও সম্পর্ক ঐ নারীদ্বয়ের পক্ষে আল্লার আজাবের মোকাবিলায় কোনই সাহায্য করিল না এবং (দুনিয়ায় ধ্বংস হওয়ার পর) তাহাদের সম্পর্কে এই আদেশই জারী করা হইল যে, দোযখীদের দলভুক্ত হইয়া তোমরাও দোযখে প্রবেশ করিবে।" (২৮পাঃ ২০রুঃ)

কেয়ামতের দিন হযরত নুহের পক্ষে আমাদের সাক্ষ্য ঃ

১৬২৪। হাদীছ ঃ—আবু সায়ী'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) নূহ (আঃ) এবং তাঁহার উম্মতগণ আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত হইবেন। আল্লাহ তায়ালা নূহ (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি (স্বীয় উম্মতকে খাঁটী ধর্ম্মের) তবলীগ করিয়াছিলেন কি? তিনি উত্তর করিবেন, হাঁ—ইয়া পরওয়ারদেগার। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁহার উম্মতকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদিগকে নূহ তবলীগ করিয়াছিলেন কি? তাহারা বলিবে, না, না—আমাদের নিকট কখনও কোন নবী আসেনই নাই। আল্লাহ তায়ালা নূহ (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কে? নূহ (আঃ) বলিবেন—মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার উম্মত।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন—তখন আমরা সাক্ষ্য দিব যে, হাঁ—নূহ তবলীগ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর ঘটনাই পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের তাৎপর্য্য ;

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

"হে উম্মতে মোহাম্মদী ! পূর্ব্ব বর্ণিত নেয়ামত সমূহ ও সম্মান যাহা তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে তদ্রুপ তোমাদিগকে এই বিশেষ সম্মানও প্রদান করা হইয়াছে যে, আমি তোমাদিগকে সর্ব্বোত্তম উম্মতরূপে গঠিত করিয়াছি, যেন তোমরা অন্য সকল উম্মতগণের উপর (উপযুক্ত) সাক্ষী হইতে পার।" (২ পাঃ ১ রুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত সাক্ষ্য দানের বিষয় সম্পর্কে অন্যান্য হাদীছে বিস্তারিত বিবরণ আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন দেখা যাইবে, কোন নবীর উম্মত শুধু একজন, কোন নবীর উম্মত দুইজন, আবার কোন নবীর উম্মত অনেক বেশী। প্রত্যেক নবীর সময়কার লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত করা হইবে এবং জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই নবী তোমাদিগকে খাঁটী ধর্ম্মের তবলীগ করিয়াছিলেন কি? তাহারা বলিবে, না—আমাদিগকে তবলীগ করেন নাই। তখন নবীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আপনি তবলীগ করিয়াছিলেন কি ? নবী বলিবেন, হাঁ—আমি তবলীগ করিয়াছি। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আপনার পক্ষে সাক্ষী কে আছে ? নবী বলিলেন, আমার পক্ষে সাক্ষী মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার উম্মত। তখন মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার উম্মতকে উপস্থিত করা হইবে এবং জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই নবী তাঁহার সময়কার লোকদেরকে তবলীগ করিয়াছিলেন কি ? মোহাম্মদী উম্মতগণ বলিবেন, হাঁ—তবলীগ করিয়াছিলেন। বিপক্ষ লোকেরা প্রশ্ন উত্থাপন করিবে যে, মোহাম্মদী উম্মত আমাদের পরে জন্ম লাভ করিয়া আমাদের ঘটনা সম্পর্কে কিরূপে সাক্ষ্য দিতে পারে ? তখন মোহাম্মদী উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা তাহাদের ঘটনা কি সূত্রে জ্ঞাত হইয়াছ ? তাহারা বলিবে, আমাদের নবী মোহাম্মদ (দঃ) পবিত্র কেতাব কোরআনের মাধ্যমে আমাদিগকে এ বিষয় জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, নবীগণ তবলীগ করিয়াছিলেন। তখন হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং তিনি স্বীয় উম্মতের উক্তির সত্যতার সাক্ষ্য দান করিবেন।

কেয়ামতের দিনের আরেকটি ঘটনা ঃ

হাশরের ময়দানে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইয়া সুপারিশের জন্য হযরত আদম আলাইহেচ্ছালামের পরামর্শে লোকগণ হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের

নিকট উপস্থিত হইবে। নূহ (আঃ) সুপারিশে অক্ষমতা জানাইয়া নিজের ব্যাপারে ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক প্রকাশ করিবেন এবং স্বীয় দুইটি কার্য্যের উল্লেখ করিবেন।

প্রথম—আল্লার আজাব তুফান ও জলোচ্ছাসে ডুবিয়া তাঁহার পুত্র "কেনান" মরিবার সময় তিনি আল্লার নিকট ফরিয়াদ করিয়াছিলেন, "হে পরওয়ারদেগার! আমার পুত্র আমারই পরিবারের; আর (আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করা সম্পর্কে) আপনার ওয়াদা (যাহার আশ্বাস আপনি দিয়াছিলেন তাহা ত) অখণ্ডনীয়—আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।" উত্তরে আল্লাহ বলিয়াছিলেন—

"হে নূহ! এই পুত্র তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে তোমার আদর্শের বিপরীত কাজে লিপ্ত ছিল। যে বিষয় তুমি পূর্ণ অবগত নও সে বিষয়ে আমার নিকট পীড়াপীড়ি করিও না—আমি তোমাকে নছিহত করি, অজ্ঞদের দলভুক্ত হইও না।"

দ্বিতীয়—নূহ (আঃ) স্বীয় অমান্যকারীদের ধ্বংসের বদ-দোয়া করিয়াছিলেন—

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ◎

"হে পরওয়ারদেগার! ভূপৃষ্ঠে কাফেরগোষ্টির একটি প্রাণীকেও বাকি থাকিতে দিবেন না যে, চলাফেরা করিতে পারে।"

নূহ (আঃ) হাশরের দিন এই বিষয়দ্বয় উল্লেখ করিয়া আল্লার অসন্তুষ্টির আশঙ্কা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিবেন, তোমরা ইব্রাহীম খলীলুল্লার নিকট যাও। (বোখারী)

হযরত ইল্য়াছ (আঃ)

হযরত ইল্য়াছ (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের কতিপয় আয়াতে বর্ণনা রহিয়াছে। অবশ্য তাঁহার সম্পর্কে কোন বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত নাই। শুধু এতটুকু আছে যে, তাঁহার এলাকাবাসীরা "بعل—বায়াল্ নামক দেবতা বা দেবীর পূজা করিয়া থাকিত। ইল্য়াছ (আঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করতঃ এক আল্লার এবাদতের প্রতি আহ্বান করিতেন। তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা—তোমাদের বাপ-দাদা পূর্ব্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তাকে ছাড়িয়া তোমরা "বায়া'লের" পূজা করিতেছ? ইহা কত বড় অন্যায় ও অপরাধ?

কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই; আল্লাহ তায়ালা বলেন, فانهم لمحضرون—তাহারা সকলেই আমার নিকট হিসাবদানে উপস্থিত হইবে।

ইলয়াছ আলাইহেচ্ছালামের পরিচয় সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন—তিনি হযরত মূছা (আঃ)-এর ভ্রাতা হযরত হারুণ (আঃ)-এর বংশধর পৌত্রের পুত্র বা পৌত্রের পৌত্র ছিলেন, তিনি বনী-ইস্রাঈলদের নবী ছিলেন।* তাঁহার আবির্ভাব স্থল ছিল তৎকালীন সিরিয়ার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শহর "বায়া'লা-বাক্কা"। আরবী মানচিত্রে এই শহরকে "বায়া'লা-বাক্কা" নামেই লেখা হয় যাহা বর্ত্তমান লেবানন প্রজাতন্ত্রের একটি মহকুমা স্বরূপ। ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থিত বৈরুত ও তারাব্লাসের মধ্যস্থল বরাবর প্রায় একশত মাইল পুর্ব্বে অবস্থিত।

এই শহর এলাকার আদি অধিবাসীদের দেবতা "বায়া'ল" এবং এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ "বাক্কা"—এই উভয় নামের সংমিশ্রণে শহরটির নাম "বায়া'লা-বাক্কা" হইয়াছিল। পবিত্র কোরআনে হযরত ইল্য়াছের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ۝

(ছুরা ছাফ্ফাত—২৩ পাঃ ৮ রুঃ)

নিশ্চয় ইল্য়াছ রসুল ছিলেন। স্মরণ কর, যখন তিনি স্বীয় দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি (সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহকে) ভয় কর না ? তোমরা "বায়া'ল" দেবতার পূজা কর, আর সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বষ্টিকর্ত্তা মা'বুদ বরহক আল্লাহ—যিনি তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষের স্বষ্টিকর্ত্তা তাঁহাকে জানিয়া বুঝিয়া উপেক্ষা করিতেছ ? (ইল্য়াছ (আঃ) এইরূপে বুঝাইলেন ;) তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিল। (আল্লাহ বলেন,) এইসব লোককে আমার নিকট অপরাধীরূপে উপস্থিত করা হইবে। অবশ্য আল্লার

* এই হিসাবে হযরত ইল্য়াছের আবির্ভাব হযরত মুছার অনেক পরে ছিল, কিন্তু এক দল ঐতিহাসিকের মতে হযরত ইদ্রিসের অপর নাম ইল্য়াছ। হয়ত এই জন্যই বোখারী (রঃ) হযরত ইল্য়াছের বর্ণনা হযরত ইদ্রিসের সংলগ্নে করিয়াছেন, কিন্তু প্রথম মতামতই অগ্রগণ্য।

খাঁটী বান্দাগণ; (সসম্মানে আমার নিকট আসিবেন।) ইল্‌য়াছের পক্ষে চিরকালের জন্য আমার ঘোষণা, "ইল্‌য়াছের প্রতি সালাম।"

হযরত ইল্‌য়াছের দীর্ঘায়ু লাভ এবং ইহজগতে থাকিয়া অদৃশ্য থাকা সম্পর্কে অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে; ঐ সব কাহিনী নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নহে।

হযরত ইদ্রিস (আঃ)

ইদ্রিস (আঃ) নবী হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা রহিয়াছে—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۔ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا

"পবিত্র কেতাবে ইদ্রিস সম্পর্কে জ্ঞাত হও, তিনি খাঁটী ও সত্য নবী ছিলেন।"

মে'রাজ শরীফের ভ্রমণে চতুর্থ আছমানে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল। ফেরেশতা জিব্রাইল কর্তৃক পরিচয় করাইয়া দেওয়ার পর হযরত (দঃ) তাঁহাকে সালাম করিলেন। তিনি ছালামের জওয়াব দান করতঃ এই বলিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন— مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ "উপযুক্ত ও সম্মানিত ভ্রাতা এবং উপযুক্ত ও সম্মানিত নবীকে মোবারকবাদ।"

হযরত হুদ (আঃ)

"আ'দ" নামক এক জাতির প্রতি হুদ (আঃ) নবীরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। হযরত নূহ (আঃ)এর এক পৌত্রের পুত্র তাহার নাম ছিল "আ'দ"; তাহার হইতে যে নছল ও বংশধরের উৎপত্তি তাহারাই "আ'দ জাতি" নামে পরিচিত।

নূহ আলাইহেচ্ছালামের তুফানে সব কাফের-মোশরেক ধ্বংস হইয়া নূতনভাবে দুনিয়া আবাদ হওয়ার পর এই আ'দ জাতিই প্রথম পুনঃ কুফুরী ও শেরেকীতে পতিত হয়। তাহারা মূর্ত্তি পূজা ও দেব-দেবীর উপাসনা করিত। তাহাদের মধ্যে হুদ (আঃ)কে আল্লাহ তাহাদের হেদায়েতের জন্য নবীরূপে পাঠাইয়াছিলেন।

আ'দ জাতির পিতা "আ'দ" হযরত নূহের পৌত্রের পুত্র ছিল এবং এই আ'দের পৌত্রের পৌত্র ছিলেন হযরত হুদ (আঃ)।

আ'দ জাতির দেশ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে নিম্ন বর্ণিত আয়াতে একটু খোঁজ পাওয়া যায়— "وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ—

"বিশ্ববাসীকে স্মরণ করাইয়া দিন আ'দ জাতির নবীর ঘটনা, তিনি সতর্ক করিয়াছিলেন স্বীয় জাতিকে যাহারা "আহ্'ক্বাফে" বসবাস করিত।"

"আহ্'ক্বাফ" শব্দটি বহুবচন, ইহার একবচন হইল "হে'ক্ ফ" যাহার অর্থ মরু অঞ্চলের বালুকাস্তুপ। ঐ অঞ্চলে বালুকাস্তুপের আধিক্য ছিল, এই সূত্রে সেই অঞ্চলকে "আহ্'ক্বাফ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে ; অধিকন্তু এইরূপ সম্ভাবনাও আছে যে, উক্ত সূত্রে এই অঞ্চলটি "আহ্'ক্বাফ" নামেই পরিচিত ছিল। বর্ত্তমানেও আরবী মানচিত্রে এই এলাকাকে "আহ্'ক্বাফ" নামেই নির্দ্দেশিত করা হইয়াছে। অবশ্য কতিপয় বিশিষ্ট তফছীরকার ইহাও লিখিয়াছেন যে, বস্তুতঃ এই এলাকাটি বালুকাময় মরুভূমি ছিল না। আল্লার গজবে দেশবাসী ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে এই দেশও ধ্বংস হইয়া ঘন ঘন বালুকাস্তুপবিশিষ্ট মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা দৃষ্টেই উহাকে আহ্'ক্বাফ বলা হইয়াছে।

(আরব সাগরের উত্তর পারে অবস্থিত উপকূল এলাকা "হাজ্ রামুত" এবং আরব সাগর হইতে লোহিত সাগরের উৎপত্তিস্থলে ত্রিভুজ আকারীয় ভূখণ্ডের কোণে—) লোহিত সাগরের পূর্ব্ব পারে অবস্থিত "ইয়ামান" এবং সউদী আরব রাষ্ট্রের "নজ্ দ" প্রদেশ এবং ওমান উপসাগরের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী (বর্ত্তমান বৃটিশ আশ্রিত রাজ্য)"ওমান"—এইসব এলাকা সমূহের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি বিরাট মরু এলাকা আছে, যাহাকে বর্ত্তমান আরবী মানচিত্রে الربع الخالى রবউ'ল-খালী "জন-শূন্য ভুখণ্ড" বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যাহার উত্তরে "নজ্ দ" দক্ষিণে "হাজরামুত" পশ্চিমে "ইয়ামান" পূর্ব্বে ওমান রাজ্য অবস্থিত।

এই বর্ত্তমান মরু ভূখণ্ডের মধ্যেই আ'দ জাতির বসবাস ছিল। একদল ঐতিহাসিকের মতে এই অঞ্চলটি পূর্ব্ব হইতেই মরু অঞ্চল হইলেও পূর্ব্বকালে উহার কোন কোন অংশ বিশেষতঃ "হাজরামুত" ও "ইয়ামান" এলাকা সংলগ্ন অংশ সমূহ উর্ব্বর ছিল। আ'দ জাতির আবাদি সেখানেই ছিল। কতিপয় বিশিষ্ট তফছীরকার ইহাও লিখিয়াছেন যে, উক্ত সম্পুর্ণ মরু অঞ্চলটি আদি আমলে সবুজ বাগানরূপী উর্বর শস্য-শ্যামল ছিল, উহার কোন অংশই মরুভূমি ছিল না। আ'দ জাতির উপর আল্লাহ তায়ালার গজব নাজেল হইলে পর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে

তাহাদের দেশও ধ্বংস হইয়া মরু অঞ্চলে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আজও উহা জনহীন মরুপ্রান্তর রূপেই বিদ্যমান আছে, এমনকি মানচিত্রেও সেই এলাকা "আহ্‌ক্বাফ বা রব-উলখালী—জনশূন্য মরুপ্রান্তর" নামেই পরিচিত রহিয়াছে।

আ'দ জাতির ইতিহাস পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। হযরত হুদ (আঃ) তাহাদিগকে যে, আল্লাহ তায়ালার প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলেন; তাহারা নাফরমানি করিয়াছিল ফলে আল্লাহ তায়ালার আজাবে তাহারা ধ্বংস হইয়াছিল; এই সবের বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন—

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ط قَالَ
يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ط إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۝
يَٰقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا -
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي
فَطَرَنِي ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
وَيَٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ
تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم
مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ
وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ۝

আ'দ জাতির প্রতি তাহাদের বংশধর "হুদ"কে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি এই আহ্বান জানাইলেন, হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লার বন্দেগী কর; তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই। ইহার বিপরীত যাহা বল সবই মিথ্যা।

হে আমার জাতি! এই আহ্বান কার্য্যে আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকট প্রতিদান পাইব। তোমরা আমার বক্তব্য অনুধাবন করনা কেন?

হে আমার জাতি! তোমরা স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁহার প্রতি রুজু ও ধাবিত হও; দেশে অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া তিনি তোমাদের দেশে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি দিবেন এবং তোমাদেরে উন্নতি ও শক্তি অধিক দান করিবেন। আমার কথা অমান্য করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইওনা।

সেই লোকেরা বলিল, হে হুদ! তুমি আমাদের সম্মুখে কোন যুক্তি প্রমাণ পেশ করিতে পার নাই। শুধু তোমার কথায় আমরা নিজেদের দেব-দেবী পরিত্যাগ করিব না; আমরা তোমার কথা মানিব না।

তোমার সম্পর্কে আমাদের ধারণা—আমাদের কোন দেবতা তোমাকে অভিশাপ দিয়াছে। (ফলে তুমি মাথা-খারাপ হইয়া আবল-তাবল বলিতেছ।)

হুদ (আঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী বানাইয়া বলি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকিও, তোমরা যে সব জিনিষকে আল্লার শরীক বানাইতেছ সেইসব হইতে আমি সম্পর্কহীন; (এই দেবতারা ক্ষতি বা উপকার করিতে পারে সেই ধারণা আমার নাই।) আল্লাহ ছাড়া তোমরা একত্রে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

আমি আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা রাখি, যিনি আমার এবং তোমাদের সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা; দুনিয়ার সমস্ত জীব তাঁহারই করতলগত। সত্য ও সোজা পথই তাঁহার (পর্য্যন্ত পৌঁছার) পথ।

তোমরা যদি আমাকে অমান্য কর তবে তোমরাই অপরাধী হইবে; আমি কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি—তোমাদের

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ
وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ
قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ
اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ط

قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا
اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۙ
مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ
لَا تُنْظِرُوْنِ ۝

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ
وَرَبِّكُمْ ط مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ
بِنَاصِيَتِهَا ط اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ۝

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ

নিকট পৌঁছাইয়াছি যাহা পৌঁছাইবার জন্য আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত। (সংশোধন না হইলে তোমরা ধ্বংস হইবে) এবং আমার প্রভু তোমাদের পরিবর্ত্তে ভিন্ন জাতি সৃষ্টি করিবেন। তোমরা তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আমার প্রভু সব কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন।

أُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ط وَيَسْتَخْلِفُ
رَبِّىْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ج وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ
شَيْـًٔا ط اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝

যখন আমার গজবের আদেশ তাহাদের উপর আসিল তখন হুদ ও তাঁহার সঙ্গী মোমেনগণকে আমার রহমতের দ্বারা রক্ষা করিলাম এবং আমি তাঁহাদিগকে আখেরাতের ভীষণ আজাব হইতেও বাঁচাইলাম।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا
وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ج
وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝

এই আ'দ জাতি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিদর্শন সমূহ অমান্য করিয়াছিল, তাঁহার প্রেরিত রসুলগণের নাফরমানি করিয়াছিল এবং আল্লাহ ও রসুলের প্রতি অবজ্ঞাকারী বিদ্রোহীদের কথায় সাড়া দিয়াছিল।

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ
رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ
كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۝

তার ফলে তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত রহিল, লা'নৎ ও অভিশাপ এই দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতে। বাস্তবিক— আ'দ জাতি স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তার বিরোধিতা করিয়াছিল, ফলে হুদ আলাইহেচ্ছালামের বংশ সেই আ'দ জাতি ধ্বংস কবলিত নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

(ছুরা হুদ—১২ পাঃ ৫ রুঃ)

وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً
وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا
رَبَّهُمْ ط اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ۝

[২]

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ط قَالَ
يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

আ'দ জাতির প্রতি তাহাদেরই বংশধর হুদকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি। এক আল্লার এবাদৎ কর, তোমাদের মা'বুদ ও উপাস্য অন্য কেহ হইতে পারে না। তোমরা যে, খোদা ভিন্ন অন্যের পূজা কর তোমাদের অন্তরে কি ভয় আসে না ?

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ
قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ سَفَاهَةٍ
وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

কাফের নেতারা হুদকে বলিল, আমরা তোমার মধ্যে বুদ্ধিহীনতা দেখিতেছি:(তুমি একা সকলের বিরুদ্ধে চলিতেছ।) তদুপরি আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি; (তুমি তোমার এইসব উক্তিকে ধর্ম্মের নাম দিতেছ, আজাবের ভয় দেখাইতেছ—ইহা মিথ্যা।)

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ
وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ
نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ۝

হুদ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি আমি নির্ব্বোধ নহি; আমি সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তার প্রেরিত রসুল (বার্ত্তাবহ দূত)। আমি স্বীয় পরওয়ারদেগারেরই কথা বহন করিয়া তোমাদেরে পৌঁছাই এবং আমি খাঁটী ভাবেই তোমাদের কল্যাণ এবং মঙ্গলই কামনা করি।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ط
وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ

তোমাদেরই স্বজাতীয় একজন ম'নুষ মারফৎ তোমাদের পরওয়ারদেগারের আদেশ-নিষেধ সমূহ তোমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তোমাদেরে সতর্ক করিতে— ইহাতে তোমরা আশ্চার্য্যান্বিত হইতেছ? (এবং অমান্য করিতেছ?) স্মরণ কর, নূহ

بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ج فَاذْكُرُوْا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

পয়গাম্বরের উম্মতকে—আল্লাহ কিরূপে তাহাদেরে ধ্বংস করিয়া তোমাদেরে তাহাদের পরে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তোমাদেরে দৈহিক আকৃতিতে বর্দ্ধিত ও বল-বীর্য্যে উন্নত করিয়াছেন। আল্লার এইসব নেয়ামত স্মরণে উহার হক্ক আদায় কর; ইহাতেই তোমাদের সাফল্য নিহিত।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ج فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদেরে এই শিক্ষা দিতে আসিয়াছ, যেন আমরা এক আল্লার বন্দেগী করি এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মা'বুদগণকে ছাড়িয়া দেই? (আমরা তাহা করিব না।) তুমি আমাদেরে যে আজাবের ভয় দেখাও ঐ আজাব নিয়া আস যদি সত্যবাদী হও।

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ط اَتُجَادِلُوْنَنِىْ فِىْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

হুদ বলিলেন, তোমাদের উপর তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতে ক্রোধানল ও আজাব আসন্ন। তোমরা আমার সঙ্গে বিবাদ করিতেছ এরূপ উপাস্য দেবতাদের সম্পর্কে—যাহাদের (বাস্তবতা নাই;) আছে কেবল নাম; যেই নামগুলি তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষরা গড়িয়া লইয়াছ। উহাদের সম্পর্কে আল্লার তরফ হইতে কোন প্রমাণ আসে নাই। সুতরাং তোমরা আল্লার আজাবের অপেক্ষা কর; আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রহিলাম।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ

আল্লাহ বলেন, অতঃপর হুদ ও তাঁহার সঙ্গীদেরে নাজাত দিলাম আমার করুণায়।

مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

আর যাহারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলিয়াছিল এবং ঈমান আনে নাই তাহাদেরে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিলাম।

(ছুরা আ'রাফ—৮ পাঃ ১৬ রুঃ)

[৩]

كَذَّبَتْ عَادُ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝
اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ
اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ
اَمِيْنٌ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝
وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ
اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً
تَعْبَثُوْنَ ۝ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ
لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ۝ وَاِذَا بَطَشْتُمْ
بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاَطِيْعُوْنِ ۝ وَاتَّقُوا الَّذِىْٓ اَمَدَّكُمْ

আ'দ জাতি রসুলগণ কর্তৃক প্রচারিত সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছিল। যখন তাহাদের স্বজাতীয় নবী হুদ তাহাদেরে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি খোদাকে ভয় কর না? আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ-প্রেরিত খাঁটী ও শুভাকাঙ্খী রসুল; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মানিয়া চল। আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। একমাত্র আমার পরওয়ারদেগারের নিকটই আমার প্রতিদান গচ্ছিত রহিয়াছে।

(খোদাভীরুতা তোমাদের নাই; আছে শুধু ভোগ-বিলাস, বৃথা দম্ভ, ও ক্ষমতার উন্মত্ততা, তাই) অপব্যয় করতঃ সুউচ্চ স্থানে ইমারত বানাইয়া থাক (নামের জন্য;) প্রয়োজন ছাড়া এবং এরূপ দালান-কোঠা তৈরী কর যে, মনে হয় তোমরা দুনিয়ায় চিরস্থায়ী এবং কাহারও প্রতি ক্ষমতা দেখাইতে ভয়ঙ্কর কঠোরতা অবলম্বন কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মানিয়া চল। ভয়-ভক্তি কর সেই আল্লাহকে যিনি তোমাদেরে বহু উন্নতি

بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۝ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ
وَّبَنِيْنَ ۝ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ اِنِّىْٓ
اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝
قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ
لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ۝ اِنْ هٰذَآ
اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَمَا نَحْنُ
بِمُعَذَّبِيْنَ ۝ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ط
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ
اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(ছুরা শোয়ারা—১৯ পাঃ ১১ রুঃ)

দিয়াছেন যাহা তোমরা অবগত আছ—(ধনে-জনে, মানে-সম্ভ্রমে)। উন্নতি দিয়াছেন তোমাদিগকে—পশু-পালের আধিক্য, সন্তান-সন্ততি, বাগ-বাগিচা ও প্রবাহমান ঝরণা সমূহের দ্বারা; আমি আশঙ্কা করি তোমাদের উপর এক ভীষণ দিনের আজাবের।

তাহারা বলিল, তোমার ওয়াজ নছিহত করা না-করা উভয়ই আমাদের কাছে সমান। (আমরা তোমার কথায় প্রভাবিত হইব না। তুমি যে, নবী হওয়ার দাবী কর এবং ওয়াজ শুনাও) পুরান লোকদের ইহা চিরাচরিত স্বভাব। বস্তুতঃ আমাদের উপর কোন আজাব আসিবে না। ফলকথা, তাহারা হুদকে মিথ্যাবাদী বলিল; পরিণামে তাহাদেরে ধ্বংস করিলাম। নিশ্চয় এই ঘটনায় বড় শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও মক্কাবাসীদের অধিকাংশই ঈমান আনিতেছে না।

আ'দ জাতির ধ্বংস :

হুদ (আঃ) আ'দ জাতিকে আল্লার প্রতি ঈমান আনিবার জন্য দীর্ঘকাল আহ্বান জানাইলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার বিরোধিতাই করিল, যাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ উল্লেখিত আয়াত সমূহে রহিয়াছে। ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ্ তায়ালার আজাব ও গজব আসিল, যাহাতে সমগ্র আ'দ জাতি ভূপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল এবং তাহাদের সমগ্র দেশ জন-শূন্য বালুকাময় মরু অঞ্চলে পরিণত হইয়া গেল। এমনকি আজও উহা সেই অবস্থায়ই পতিত রহিয়াছে।

আ'দ জাতির উপর যে আজাব আসিয়াছিল উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রথমতঃ দীর্ঘকাল তাহারা অনাবৃষ্টির দরূন দুর্ভিক্ষের কষ্ট ভোগ করিতে থাকে।

অতঃপর একদিন তাহারা তাহাদের বস্তির দিকে ঘন কাল মেঘপুঞ্জ উড়িয়া আসিতে দেখিল। উহা দেখিয়া তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল, এই ত আমাদের দেশের প্রতি মেঘমালা উড়িয়া আসিতেছে; এখনই আমাদের বস্তিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ উহা পানিবাহক মেঘমালা ছিল না, বরং উহা ছিল তাহাদের জন্য সর্ব্ব-বিধ্বংসী ভয়াবহ ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণিবাতের পূর্ব্বাভাস। তথায় সাত রাত আট দিন পর্য্যন্ত সেই ঘূর্ণিবাতের ধ্বংসলীলা চলিল। সেই ঘূর্ণিবাত্যা আ'দ জাতির প্রতিটি প্রাণীকে পাহাড় পর্ব্বতের গায়ে আছড়াইয়া এবং উর্দ্ধ হইতে নিম্নে ভীষণভাবে নিক্ষিপ্ত করিয়া ধ্বংস করিয়া দিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আ'দ জাতির মানুষ ও পশুগুলি ঘূর্ণিবাত্যার সহিত ভূমি হইতে উর্দ্ধে খড়-কুটার ন্যায় বাতাসের সহিত বিক্ষিপ্ত হইতে ছিল। ফলে সেই মানুষ ও পশুগুলির একটি প্রাণীও বাঁচিল না। একমাত্র হুদ (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী মোমেনগণ (যাহাদের সর্ব্বশেষ সংখ্যা চার হাজার ছিল;) আল্লাহ তায়ালার রহমতে রক্ষা পাইলেন। তাঁহারা সকলে একস্থানে একত্রিত হইয়া নির্বিঘ্নে রহিলেন। ঘূর্ণিবাত্যার ধ্বংসলীলা সেখানে পৌঁছিল না। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এই আজাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে—

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ - اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۙ تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ -

আ'দ জাতি নবীকে ঝুটলাইয়াছিল, ফলে কিরূপ হইয়াছিল আমার আজাব ও সতর্ককরণের ফল? আমি তাহাদের উপর পাঠাইয়াছিলাম প্রবলবেগের ঝঞ্ঝা বায়ু ঘূর্ণিবাত্যা এক অশুভ অবস্থার দিনে যাহার প্রতিক্রিয়া তাহাদের উপর চির-স্থায়ী হইয়া গেল। সেই ঘূর্ণিবাত মানুষ গুলিকে উপরে উঠাইয়া ভীষণ জোরে নিক্ষেপ করিল; (ফলে আ'দ জাতি লোকদের দীর্ঘ দেহী লাশগুলি বিক্ষিপ্তাকারে পড়িয়া রহিল) যেন তাহারা সমূলে উৎপাটিত খর্জ্জুর বৃক্ষের কাণ্ডগুলি।

(ছুরা ক্বামার—২৭ পাঃ ৮ রুঃ)

[২]

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ
صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ - سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ
لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى
الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ
نَخْلٍ خَاوِيَةٍ - فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ
بَاقِيَةٍ -

আর আ'দ জাতির বিনাশ ঘটিয়াছিল সীমা অতিক্রমকারী প্রবল বেগের প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা দ্বারা। সেই ঘূর্ণিবাত্যাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর নিয়োজিত রাখিয়া ছিলেন সাত রাত আট দিন অবিচ্ছিন্ন ভাবে, ফলে সেই বংশধরদের অবস্থা এমন হইয়া গেল যে, তাহারা যেন বিধ্বস্ত খেজুর গাছের কাণ্ড। তাহাদের কেহ অবশিষ্ট থাকিল কি? (২৯ পাঃ ৫ রুঃ)

[৩]

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ
الرِّيحَ الْعَقِيمَ - مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ
أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ -

তোমাদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে আ'দ জাতির ঘটনার মধ্যে—আমি পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের উপর এক (বিধ্বস্তকারী) মঙ্গলবিহীন ঝঞ্ঝা; উহা যে কোন বস্তুর উপর বহিল তাহাকেই বিধ্বস্ত করিয়া দিল।

(ছুরা জারিয়াত—২৭ পাঃ ১ রুঃ)

[8]

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ط إِذْ أَنْذَرَ
قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا
تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ط إِنِّي أَخَافُ

আ'দ বংশের নবীর ঘটনা লক্ষ্য কর—যখন তিনি স্বীয় জাতিকে সতর্ক করিয়াছিলেন যাহারা আহ্‌কাফ অঞ্চলে বাস করিত। পূর্ব্বাপর আরও অনেক সতর্ককারীর আবির্ভাব হইয়াছিল সেই গোত্রে। (তাহাদের প্রতি সকলের এই কথাই ছিল) যে, তোমরা এক আল্লারই বন্দেগী কর (অন্যথায়)

তোমাদের উপর আমি ভয়ঙ্কর দিনের আজাবের আশঙ্কা করিতেছি।

তাহারা বলিল, তুমি কি আসিয়াছ আমাদিগকে আমাদের পুজনীয় মাবুদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে? (তোমার কথা মানি না ;) তুমি যে আজাবের ভয় দেখাও উহা আমাদের উপর নিয়া আস ; যদি তুমি সত্যবাদী হও।

নবী বলিলেন, (আজাব আসিবে নিশ্চয় ; উহার সময়) একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমিত তোমাদেরে ঐ বিষয়ই পৌঁছাই যাহার বাহক করিয়া আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে ; কিন্তু দেখিতেছি, তোমরা অজ্ঞতারই পরিচয় দিতেছ।

অতঃপর যখন তাহারা দেখিল, এক খণ্ড মেঘ তাহাদের বস্তির প্রতি অগ্রসর হইতেছে ; তখন তাহারা বলিল, এই ত মেঘমালা আসিতেছে আমাদিগকে বৃষ্টি দিবে। (আল্লাহ বলেন, না, না—) বরং ইহা হইতেছে সেই আজাব যাহার দ্রুত আগমন তোমরা কামনা করিতে—ইহা হইতেছে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিবাত্যা যাহা অত্যন্ত কষ্টদায়ক আজাবে পরিপূর্ণ।

সেই ঘূর্ণিবাত্যা সব কিছু বিধ্বস্ত করিবে প্রভুর আদেশে। ফলে আ'দ জাতি এরূপ ধ্বংস হইল যে, তাহাদের পাকা-পোক্তা ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত কোন (প্রাণীর) চিহ্নও বাকী রহিল না। এই ধরণের অপরাধিগণকে আমি এমন শাস্তিই দিয়া থাকি।

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ
اٰلِـهَتِنَا ج فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ
كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ -

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ -
وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ
اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ -

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ
اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۝
بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ - رِيْحٌ
فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا
فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ -
كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

(২৬ পাঃ ৩ রুঃ)

আ'দ জাতির ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ ঃ

৩নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে "আ'দ জাতির" ঘটনার মধ্যে। ৪ নম্বরে বর্ণিত আয়াত সমূহের পরবর্ত্তী আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সংক্ষেপে সেই শিক্ষণীয় বিষয়ের ইঙ্গিতে বলেন—

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَا اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا

وَّاَفْئِدَةً فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ

شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ......

আ'দ জাতিকে (ধনবল, জনবল, বাহুবল, দৈহিক বিক্রম ও বিশালতাপূর্ণ) যেরূপ সামর্থ আমি দিয়াছিলাম তোমাদিগকে সেরূপ দেই নাই এবং তাহাদিগকে কান, চোখ, বিবেক-বুদ্ধি সবই দিয়াছিলাম। যেহেতু তাহারা আল্লার কথায় কর্ণপাত করিত না ; তাই তাহাদের কান, চোখ ও বিবেক-বুদ্ধির কোনটারই কিছুমাত্রও সাহায্য তাহারা পাইল না এবং যেই আজাবের সংবাদে তাহারা বিদ্রূপ করিয়া থাকিত সেই আজাব তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিল। (শ্রবণশক্তির সাহায্যে শঙ্কেত শুনিয়া বা দর্শনশক্তির সাহায্যে পুর্ব্বাভাস দেখিয়া কিম্বা বুদ্ধির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায় ও কৌশল অবলম্বন করিয়া আজাবকে ঠেকাইবার কোন ব্যবস্থাই তাহারা করিতে পারিল না।)

(আ'দ জাতির এলাকাকে ধ্বংস করার ন্যায়) তোমাদের পার্শ্ববর্ত্তী আরও অনেক এলাকা আমি ধ্বংস করিয়াছি এবং বিভিন্ন প্রকারে পুনঃ পুনঃ আমার কুদরতের নিদর্শন লোকদিগকে দেখাইয়াছি, যেন তাহারা (আল্লাহ-বিরোধী গতি হইতে) ফিরিয়া আসে।

হযরত ছালেহ্ (আঃ)

"ছামুদ" জাতির বংশে হযরত ছালেহ্ আলাইহেচ্ছালামের জন্ম এবং তিনি সেই জাতির প্রতিই পয়গাম্বর নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

ছামুদ জাতির বাসস্থান কোরআন ও হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে।

ছুরা ফাজরে উল্লেখ আছে—وثمود الذين جابوا الصخر بالواد "এবং (কি ভয়ঙ্কররূপে ধ্বংস করিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা) ছামুদ জাতিকে যাহারা "ওয়াদিল-ক্বোরা" নামক এলাকায় (পাহাড়-পর্ব্বতের) পাথর কাটিয়া (কাটিয়া সুরম্য অট্টালিকাদি তৈরী করিয়া) ছিল।"

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছামুদ জাতির আবাদিস্থল "ওয়াদি" ছিল, তফছীরকারগণ ইহাকে "ওয়াদিল-ক্বোরা" বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। আরব ভূখণ্ডের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে, আকাবা উপসাগরের পূর্ব্ব উপকূল হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণে, হেজায এবং সিরিয়ার মধ্যস্থলে উক্ত এলাকা অবস্থিত।

এই এলাকারই একটি প্রধান শহর তথা রাজধানীর নাম ছিল "حجر—হে'জর"। এই সূত্রেই পবিত্র কোরআনে ছামুদ জাতিকে اصحاب الحجر আছ্‌হাবুল-হেজ্‌র তথা হেজ্‌রবাসী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান আরবী মানচিত্রে এই এলাকাকে "مدائن صالح—মাদায়েনে-ছালেহ্" নামে উল্লেখ করা হইয়াছে যাহার অর্থ "ছালেহ্ এর বস্তি সমূহ" প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে এই নামটির সঙ্গতি অতি সুস্পষ্ট।

এই এলাকাটি হেজায্ ও সিরিয়ার মধ্যে—মদীনা মোনাওয়ারা হইতে উত্তর দিকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার তথা ১৮০ ইংরেজী মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। হেজায্ হইতে সিরিয়ার দিকে সাধারণ পথ এই এলাকা দিয়াই অগ্রসর হইয়াছে।

সিরিয়ার পথে আগন্তুক আক্রমণকারী এক শত্রু দলকে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সিরিয়াস্থিত "তবুক" নামক স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন; যেই অভিযানটি ইতিহাসে "তবুক অভিযান" নামে অভিহিত এবং যেই "তবুক" স্থানটি "মদিনা" হইতে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার—ইংরেজী ৪৩০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সেই অভিযান পথে এই ছামুদ জাতির এলাকা—হে'জ্‌র অঞ্চল দিয়াই পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিতকালে ঐ এলাকা অতিক্রম করা সম্পর্কে হযরত (দঃ) স্বীয় সঙ্গীগণকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দান করিয়াছিলেন যে, এই এলাকার একটি কূপ ব্যতীত অন্য কূপের পানি কেহ ব্যবহার করিবে না, ঐরূপ পানি দ্বারা ভিজান রুটি তৈরীর আটা ফেলিয়া দিবে, ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া দ্রুতবেগে এই এলাকাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সম্পর্কে কতিপয় হাদীছ তৃতীয় খণ্ডে তবুকের যুদ্ধের বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে।

"ছামুদ" জাতির উৎপত্তি "ছামুদ" নামক এক ব্যক্তি হইতে। এই লোকটির বংশ তালিকায় ঐতিহাসিকগণের মতভেদ আছে—একদল ঐতিহাসিক বলেন, ছামুদ—পিতা আবের—পিতা এরাম—পিতা সাম—পিতা নূহ (আঃ)। অপর দল বলেন, ছামুদ—পিতা আ'দ—পিতা আ'ছ—পিতা এরাম—পিতা সাম—পিতা নূহ (আঃ)।

প্রথম মতামতে আ'দ জাতি এবং ছামুদ জাতি ভিন্ন ভিন্ন দুইটি জাতি, অবশ্য উভয় জাতির সংযোগ স্থল হযরত নূহের পৌত্র "এরাম"। এরামের এক পুত্র ছিল "আ'ছ", তাহার পুত্র আ'দ, সেই হইল আ'দ জাতির আদি পিতা। এরামের আর এক পুত্র ছিল "আবের" তাহার পুত্র "ছামুদ" সেই হইল ছামুদ জাতির আদি পিতা। (তফছীরে বয়ানুল-কোরআন, ছুরা ওয়াল-ফাজ্‌র দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় মতামত হিসাবে ছামুদ জাতি আ'দ জাতিরই শাখা ; এমনকি এই মতামতের পক্ষপাতি ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, আ'দ জাতি যখন আল্লাহ তায়ালার গজবে ধ্বংস হইয়াছিল তখন তাহাদের নবী হযরত হুদ (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গে মোমেনগণ পূর্ণরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন। আ'দ জাতির রক্ষাপ্রাপ্ত সেই মুষ্টিমেয় অবশিষ্টাংশই কালে ছামুদ জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

কালের পরিবর্ত্তনে যখন ছামুদ জাতি পৌত্তলিকতায় এবং এক খোদার বন্দেগী তথা তৌহীদ ত্যাগ করতঃ মূর্ত্তি পূজায় লিপ্ত হইল তখন হযরত ছালেহ্ (আঃ) তাহাদেরই মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার পয়গাম্বর মনোনীত হইলেন। তাঁহার জাতি তাঁহার ডাকে সাড়া দিল না, তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার গজব আসিল—ভয়ঙ্কর বজ্রপাত, ভীষণ ভুচাল-ভূকম্প ও বিরাট গর্জ্জনে সমস্ত জাতি ধ্বংস হইয়া গেল। রক্ষা পাইলেন শুধু হযরত ছালেহ (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী মোমেন দল।

ছামুদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী ঃ

ছামুদ বংশীয় লোকগণ যখন স্বীয় পয়গাম্বর হযরত ছালেহ আলাইহেচ্ছালামের প্রতি অবজ্ঞা ও তাঁহার বিরোধিতায় লিপ্ত থাকিল ; তাহাদের সংশোধনের আশা রহিল না তখন তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার গজব আসন্ন হইয়া আসিল।

তাহারা নিজেরাই এক দিন হযরত ছালেহ (আঃ)কে বলিল, আপনি যদি এই পাহাড়ের পাথর হইতে একটি উট বাহির করিয়া দেখাইতে পারেন তবে

আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব। হযরত ছালেহ (আঃ) তাহাদের ঈমানের প্রতি অত্যধিক অনুরাগী ছিলেন; তিনি তাহাদের এই স্বীকারোক্তিকে বিশেষ সুযোগ মনে করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে হাত উঠাইলেন এবং তাহাদের ফরমায়েশ অনুযায়ীই পাহাড়ের পাথর হইতে একটি উট বাহির করিয়া দেখাইবার দোয়া করিলেন। দোয়া আল্লার দরবারে কবুল হইল; তৎক্ষণাৎ জনসমক্ষে পাহাড়ের একটি পাথরে কম্পন দৃষ্ট হইল এবং উহা ফাটিয়া একটি গর্ভবতী উট বাহির হইয়া আসিল এবং অনতিবিলম্বেই উহার বাচ্চা প্রসব হইল।

কিন্তু দুষ্ট কাফেররা নিজেদের স্বীকারোক্তি হইতে ফিরিয়া গেল, বস্তুতঃ ঐ স্বীকারোক্তি শুধু তাহাদের মুখের মোনাফেকী ছিল; অন্তরে উহার কোন স্থান ছিল না। তাহারা ভাবিয়াছিল, আমাদের দাবী পূরণও করিতে পারিবে না আমাদের ঈমানও আনিতে হইবে না। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালার ধৈর্য্য তাহাদিগকে বাঁচাইয়া নিতে লাগিল। এখনও গজব নাজেল হইল না, কিন্তু সেই উটটি ছিল অসাধারণ দেহবিশিষ্ট এবং উহার পানাহারও ছিল অসাধারণ। মাঠের সমস্ত ঘাস, কূপের সমস্ত পানি সে একাই গ্রাস করিয়া ফেলিত। দেশের পশুপাল উহাকে দেখিলেই ছুটিয়া পালাইত; এইসব কারণে দেশবাসী অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল এবং নানারূপ অসদুপায় অবলম্বনের পরামর্শ করিতে লাগিল। এখনও আল্লাহ তায়ালার ধৈর্য্য তাহাদের পক্ষে রক্ষাকবচের কাজ করিতেছিল। হযরত ছালেহ (আঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, এই উটটি তোমাদের বাঁচন-মরণ পরীক্ষার বস্তু। খবরদার—তোমরা ইহার কোন অনিষ্ট করিও না, অন্যথায় আল্লাহ তায়ালার গজব নামিয়া আসিবে। হযরত ছালেহ (আঃ) আল্লাহ্ তায়ালার নির্দ্দেশক্রমে তাহাদিগকে একটি সুব্যবস্থার পন্থা বাতলাইয়া দিলেন যে, পালাক্রমে একদিন আল্লাহ তায়ালার উটটিকে আবদ্ধ রাখা হইবে। ঐ দিন তোমাদের পশুপাল অবাধে চলিয়া পানাহার করিবে। আর একদিন তোমরা পশুপালের ব্যবস্থা নিজ নিজ গৃহে করিয়া নিবা, ঐ দিন এই উটটি একা পানাহার করিয়া বেড়াইবে—এইরূপে উভয় পক্ষের কার্য্য সমাধা করা হউক।

তাহারা নিজেরাই যেই জিনিষ চাহিয়া লইয়াছিল কষ্ট-ক্লেশ হইলেও উহার বোঝা বহন করা তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু যাহারা স্বীয় প্রভু আল্লাহ ও তাঁহার প্রতিনিধি রসুলেরই কোন ধার ধারে না তাহারা ন্যায়-অন্যায়ের ও বুদ্ধি-বিবেকের ধার কি ধারিবে? তাহারা ঐ ব্যবস্থায়ও সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা

নিজেদের গোমরাহ দিকভ্রষ্ট বিবেকের দ্বারাই পরিচালিত হইল। সকলের পরামার্শে তাহারা উটটিকে উহার বাচ্চাসহ জবাই করিয়া খাইয়া ফেলিল।

তাহাদের অপরাধ শুধু এতটুকুই ছিল না, বরং তাহারা ছালেহ (আঃ)কে সপরিবারে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করিয়াছিল, আল্লাহ তাহাদিগকে সেই অবকাশ দিলেন না; পূর্ব্বেই ভীষণ ভূকম্প, ভূচাল এবং জিব্রিল ফেরেশতার এক কলিজা বিদীর্ণকারী প্রচণ্ড গর্জ্জনের দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিলেন। মুহূর্ত্তে সারা দেশ নীরব নিস্তব্ধ জনশূন্য হইয়া গেল। ছালেহ (আঃ) মোমেনগণ সহ রক্ষা পাইলেন। তিনি দেশবাসীর পরিণতিতে অনুতপ্ত হইলেন এবং ঐ দেশ ত্যাগ করতঃ সিরিয়ায় বা মক্কা নগরীতে চলিয়া আসিলেন। পবিত্র কোরআনে ছামুদ জাতির ইতিহাস—

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَأَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

(২৪ পাঃ ১৬ রুঃ)

আর "ছামুদ" জাতি যাহারা ছিল (এক প্রগতিশীল ও উন্নতিশীল জাতি,) তাহাদিগকে আমি সৎপথ বাতাইয়া ও দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা সৎপথে চলার পরিবর্ত্তে ইহা হইতে চক্ষু বন্ধ রাখার এবং অসৎপথে চলার রীতি অবলম্বন করিল। ফলে জিল্লতির আজাবের ভীষণ গর্জ্জন তাহাদেরে ধ্বংস করিয়া দিল তাহাদেরই কর্ম্ম দোষে। পক্ষান্তরে যাহারা আল্লার ভয়-ভক্তি ও ঈমান অবলম্বন করিয়াছিল তাহদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম।

[২]

وَفِيْ ثَمُوْدَ إِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ۝ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝

হে বিশ্ববাসী। ছামুদ জাতির ইতিহাসে তোমাদের জন্য বড় উপদেশ রহিয়াছে। যখন তাহাদিগকে (ভীতি প্রদর্শনে) বলা হইল, মাত্র কয়েকটি দিন ভোগ-বিলাস করিয়া নেও, (তোমাদের দুষ্কর্ম্মে তোমাদের ধ্বংস আসন্ন।) তাহারা সংযত হইল না—স্বীয় প্রভুর

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا
مُنتَصِرِينَ ۝

(ছুরা জারিয়াত—২৭ পাঃ ১ রুঃ)

নির্দ্দেশাবলী হইতে ঘাড় মুড়িয়া রহিল, ফলে ভীষণ গর্জ্জন তাহাদেরে ঘিরিয়া নিল ; উহার ধ্বংসলীলা দেখিতেছিল, কিন্তু পালাইবার সামর্থ তাঁহাদের হইল না এবং কাহারও সাহায্যও পাইল না।

[৩]

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝ فَقَالُوا
أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا
إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۝ أَأُلْقِيَ
الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ
كَذَّابٌ أَشِرٌ ۝
سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ
الْأَشِرُ ۝ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً
لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝ وَنَبِّئْهُمْ
أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ
مُّحْتَضَرٌ ۝
فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ۝

ছামুদ জাতি সব সতর্ককারীকেই ঝুটলাইয়া ছিল, এমনকি তাহাদের নবী সম্পর্কে বলিয়াছিল, আমাদের মধ্যকারই একজন মানুষ—আমরা তাহার তাবেদারী করিব ? তাহা হইলে আমরা বিভ্রান্ত ও মস্তিষ্ক বিকৃত সাব্যস্ত হইব। আমাদের সকলকে বাদ দিয়া একমাত্র ঐ লোকটার প্রতিই ওহী আসিল ? (বস্তুতঃ ওহী আসে নাই,) বরং সে মহা মিথ্যুক, নিজকে বড় বানাইতে চায়।

(আল্লাহ বলেন,) অচিরেই তাহারা উপলব্ধি করিবে, কে মিথ্যাবাদী আত্মম্ভরী। আমি তাহাদের পরীক্ষার জন্য একটি উষ্ট্রী পাঠাইলাম। হে ছালেহ। আপনি ধৈর্য্যধরুন, তাহাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকুন এবং তাহাদেরে বলিয়া দিন, কূপের পানি তাহাদের পশুপাল ও এই উষ্ট্রীর মধ্যে পালাক্রমে বন্টিত হইবে। প্রত্যেক পক্ষ নিজ পালার দিন পানি পানে উপস্থিত হবে।

কিন্তু তাহারা (ঐ বণ্টনে সন্তুষ্ট হইল না এবং সব নির্দ্দেশ ও সতর্কবাণীর বিরুদ্ধে “ক্বোদার” নামক) নিজেদের

লোকটিকে ডাকিল। সে উষ্ট্রীটির উপর হাত চালাইল এবং উহাকে মারিয়া ফেলিল। ফলে আমার আজাব ও সতর্কবাণীর বাস্তবতা তাহাদের পক্ষে কি ভীষণ হইল? আমি তাহাদের উপর পাঠাইয়া ছিলাম এক প্রচণ্ড নিনাদ; মুহূর্ত্তে তাহারা শুষ্ক ডালার চুর্ণ-বিচুর্ণ পত্রাবশেষের মত ধ্বংস হইল।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۝

(ছুরা কমর—২৭ পাঃ ৯ রুঃ)

[8]

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۝ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

(ছুরা শামছ ৩০ পাঃ)

ছামুদ জাতি ঔদ্ধত্যবশে নবীকে ঝুটলাইয়াছিল—বিশেষতঃ যখন তাহাদের সর্ব্বাধিক দুর্ভাগা ও হতভাগা লোকটি (মোজেযার উষ্ট্রীটি মারিবার জন্য) প্রস্তুত হইল। তখন আল্লার রসুল তাহাদিগকে বলিলেন, ইহা তোমাদের পরীক্ষার জন্য আল্লার প্রেরিত বিশেষ উষ্ট্রী; উহা সম্পর্কে ও উহার পানি পান সম্পর্কে সতর্ক থাকিও, উহার অনিষ্ট করিও না। তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল এবং উষ্ট্রীকে মারিয়া ফেলিল। তাহাদের পাপের ফলে পরওয়ারদেগার তাহাদের উপর সর্ব্বগ্রাসী আজাব নাজেল করিলেন। তিনি ত পরিণামের কোন ভয় করেন না।

[৫]

الْحَاقَّةُ ۝ مَا الْحَاقَّةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۝ فَأَمَّا ثَمُودُ

অবশ্যম্ভাবী বস্তু, কি ভীষণ হইবে সেই অবশ্যম্ভাবী বস্তু! সেই অবশ্যম্ভাবী বস্তু (তথা কেয়ামতের বিভীষিকা) তোমরা পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পার না। (উহা অবিশ্বাস করার পরিণাম ভয়াবহ।) ছামুদ জাতি এবং তাহাদের পূর্ব্বে আ'দ

فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۝

জাতি কর্ণ-বিদীর্ণকারী কেয়ামতকে ঝুটলাইয়াছিল, ফলে ছামুদকে ধ্বংস করা হইয়াছে প্রচণ্ড নিনাদের দ্বারা।

[৬]

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۘ
قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ
بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۖ هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ
لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي
أَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ
مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا
وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ

ছামুদ জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদেরই স্বজাতি "ছালেহ" কে। তিনি তাহাদেরে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! এক আল্লার এবাদৎ-বন্দেগী কর; তিনি ভিন্ন কোন মাবুদ তোমাদের নাই। আমি তাঁহার পয়গাম্বর আমার সত্যতা প্রমাণে তোমাদের সেই প্রভুর তরফ হইতে উজ্জ্বল নিদর্শন তোমাদের নিকট আসিয়া গিয়াছে—এই নেও (তোমাদেরই ফরমায়েশ অনুযায়ী) আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত উষ্ট্রী; আমার সত্যতার নিদর্শন। ইহাকে আল্লার জমিনে মুক্তভাবে চরিয়া বেড়াইতে দিও, কোন অনিষ্টের উদ্দেশ্যে ইহাকে ছুঁইবাও না, অন্যথায় ভীষণ আজাব তোমাদিগকে ঘিরিয়া ধরিবে।

ছালেহ (আঃ) আরও বলিলেন, তোমরা স্মরণ কর—আল্লাহ আ'দ জাতিকে ধ্বংস করিয়া তাহাদের পরে তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তোমরা নরম জমিনের উপর সুরম্য অট্টালিকাদি তৈরী করিতেছ এবং পাহাড়কে চাছিয়া-ছিলিয়াও গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছ।

فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى
الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ -
قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا
مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ
اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا
مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ
اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ -
قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا
بِالَّذِىْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝ فَعَقَرُوا
النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ
وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ
كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝
فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا
فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝
فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ

আল্লার এত নেয়ামতকে স্মরণ রাখিয়া (উহার হক আদায় করিয়া) চল এবং দেশে বিপর্য্যয় ঘটাইয়া বাড়াইও না।

তাহাদের মধ্যেকার অহঙ্কার ও গর্ব্বে গর্ব্বিত সর্দ্দার দল উৎপীড়িত (ধনে-জনে) দুর্ব্বল মোমেনদিগকে বলিল, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, ছালেহ তাহার প্রভুর তরফ হইতে রসুল হইয়া আসিয়াছে? মোমেনগণ বলিলেন, হাঁ—নিশ্চয় আমরা তাঁহাকে রসুলরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার মারফৎ যে সব আদর্শ দেওয়া হইয়াছে উহার প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়া নিয়াছি।

সেই অহঙ্কারী সর্দ্দারগণ বলিল, তোমরা যাহা বিশ্বাস করিয়াছ উহাকে আমরা মোটেই বিশ্বাস করি না। অতঃপর তাহারা ঐ উষ্ট্রীটিকে মারিয়া ফেলিল এবং ঔদ্ধত্য দেখাইয়া বলিল, হে ছালেহ! আমাদেরে যেই আজাবের ভয় দেখাও উহা আমাদের উপর নিয়া আস যদি বস্তুতঃই তুমি রসুল হইয়া থাক।

ফলে ভীষণ ভুকম্প-ভূচাল তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল এবং তাহারা নিজ নিজ গৃহে অধঃমুখে মরা অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

(ছালেহ (আঃ) এবং মোমেনগণ রক্ষা পাইলেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ দেশ ত্যাগ করিলেন।) দেশ ত্যাগকালে ছালেহ

اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ۞

(ছুরা আ'রাফ ৮ পাঃ ১৭ রুঃ

(আঃ) আক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন, হে আমার জাতি ! আমি তোমাদেরে আমার প্রভুর প্রেরিত সব কিছু পৌঁছাইয়াছিলাম এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা মঙ্গলকামী দলকে পছন্দই কর নাই।

[৭]

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ۞ قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِىْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ۞

ছামূদ জাতির প্রতি তাহাদেরই বংশীয় ছালেহকে পাঠাইয়া ছিলাম। তিনি তাহাদেরে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! এক আল্লার বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত কেহই তোমাদের মাবুদ হইতে পারে না। তিনিই তোমাদেরে মাটি হইতে পয়দা করিয়াছেন এবং মাটির উপর তোমাদেরে আবাদ করিয়াছেন। (তাঁহাকে ছাড়িয়া মহাপাপ করিয়াছ ;) অতএব তাঁহার দরবারে ক্ষমা চাও এবং তাঁহার প্রতি ফিরিয়া আস। নিশ্চয় আমার প্রভু দূরে নহেন, তিনি প্রার্থনা কবুল করিবেন।

তাহারা বলিল, হে ছালেহ ! তোমার দ্বারা ত দেশের উন্নতি ইত্যাদির আশা করিতেছিলাম; তুমি দেখি আমাদিগকে আমাদের পুর্ব্ব পুরুষদের মাবুদগণের পূজা নিষেধ করিয়া নূতন ধর্ম্মের আহ্বান জানাইতেছ? তুমি যেই মতবাদের প্রতি ডাকিতেছ উহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস মোটেই নাই। (তুমি আমাদের মতবাদে চলিয়া আস।)

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ـ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ۝

ছালেহ বলিলেন, হে আমার জাতি! বল দেখি—আমি যদি আমার পরওয়ারদেগার-প্রদত্ত সুস্পষ্ট প্রমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে স্বীয় রহমত ভাজন করিয়া থাকেন এমতাবস্থায় যদি আমি পরওয়ারদেগারের নাফরমানি করি তবে আমাকে আল্লার আজাব হইতে কে রক্ষা করিতে পারিবে? সুতরাং তোমাদের পরামর্শ আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করিবে।

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۝

হে আমার জাতি! আল্লাহ প্রদত্ত উষ্ট্রিটি তোমাদের জন্য আমার সত্যতার প্রমাণ। অতএব ইহাকে আল্লার জমিনে (গোচারণ ভুমিতে) অবাধে চরিতে দাও। খবরদার—অনিষ্টের ইচ্ছায় উহাকে স্পর্শও করিও না, অন্যথায় আশু আজাবে তোমরা আক্রান্ত হইবে।

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ط ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ۝

তাহারা কথায় কর্ণপাত করিল না—উষ্ট্রীকে মারিয়া ফেলিল। ছালেহ (আঃ) বলিলেন, তোমরা মাত্র তিন দিন নিজ নিজ গৃহে ভোগ-বিলাস করিয়া নেও, (চতুর্থ দিনই আজাব আসিবে) এই নির্দ্ধারণের ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ۝

অতঃপর যখন উপস্থিত হইল আমার আজাবের নির্দ্দেশ তখন ছালেহ এবং তাঁহার সঙ্গি মোমেনগণকে বাঁচাইয়া নিলাম নিজ রহমতের দ্বারা এবং সেই দিনের জিল্লতি হইতে রক্ষা করিলাম। নিশ্চয় তোমার প্রভুই একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান পরাক্রমশালী।

আর প্রচণ্ড গর্জ্জন আক্রমণ করিল স্বৈরাচারীদেরকে, ফলে তাহারা অধঃমুখে পতিত মরিয়া রহিল। মুহূর্ত্তে সারা দেশ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল; যেন ঐ দেশে তাদের বসবাস ছিলই না।

হে বিশ্ববাসী। জানিয়া রাখ—ছামুদ জাতি তাহাদের পরওয়ারদেগারের কুফরী (আদেশ অমান্য) করিয়াছিল। জানিয়া রাখ—উহারই ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়াছে।

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ

فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ◎

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ط اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوْدَ

كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ط اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ◎

(১২ পারা ৬ রুকু)

[৮]

ছামুদ জাতি রসুলগণের আদর্শকে ঝুটলাইয়াছিল—যখন তাহাদেরই বংশীয় ছালেহ (আঃ) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করিয়া সংযত হইবে না? আমি তোমাদের প্রতি সত্য রসুলরূপে আসিয়াছি। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান। আমি তোমাদের নিকট সত্য প্রচারের আজুরা চাই না, আমার আজুরা একমাত্র সারা জাহানের প্রভুর নিকট।

তোমাদেরে কি চিরস্থায়ীরূপে ভোগ-বিলাসে ছাড়িয়া রাখা হইবে—এই বাগ-বাগিচায়, প্রবাহমান ঝরণাসমূহে, মনোরম শস্য-শ্যামলতা এবং ঘন গুচ্ছ-বিশিষ্ট খেজুর বাগানের মধ্যে; আর পাহাড় কাটিয়া কাটিয়া তোমরা বানাইতে থাকিবে প্রাসাদ-অট্টালিকা অহঙ্কার ও

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ◎

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا

تَتَّقُوْنَ ◎ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ

اَمِيْنٌ ◎ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

وَمَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ

اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ◎

اَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَاۤ اٰمِنِيْنَ

فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ◎ وَّزُرُوْعٍ

وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ◎ وَتَنْحِتُوْنَ

مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ۝
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝ وَلَا
تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ
يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝
قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۝
مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا - فَاْتِ
بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝
قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ
شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝ وَلَا تَمَسُّوْهَا
بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝
فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ۝
فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً ط

গর্ব্বে মাতিয়া ? (তোমাদের এই আরাম-আয়েশ, গর্ব্ব-অহঙ্কার অচিরেই নষ্ট হইবে।)

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আমার কথা মান। আর যে সব সীমা লঙ্ঘনকারী লোক দুনিয়ায় বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে অভ্যস্ত—যাহাদের দ্বারা কোন সংস্কার ও গঠনমূলক কাজ হয় না তাহাদের কথায় সাড়া দিও না।

তাহারা বলিল, আর কিছু নয়—তোমার উপর কেহ যাদু চালাইয়াছে (সেই আছরে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাই তুমি রসুল হইবার দাবী কর; নতুবা) তুমি ত আমাদেরই মত একজন মানুষ। আচ্ছা—যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ পেশ কর।

ছালেহ বলিলেন, এই নেও তোমাদের ফরমায়েশ মোতাবেক উষ্ট্রী—ইহার জন্য কূপের পানি একদিন থাকিবে, আর তোমাদের পশুর জন্য নির্দ্ধারিত একদিন থাকিবে। খবরদার—অনিষ্ট সাধনে ইহাকে ছুঁইওও না, নতুবা কঠিন দিনের আজাব তোমাদেরে গ্রাস করিবে।

অতঃপর তাহারা ঐ উষ্ট্রীকে মারিয়া ফেলিল। পরে ভয়ে অনুতপ্তও হইল, কিন্তু আজাব তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া নিল। নিশ্চয় এই ঘটনায় উপদেশের বড় নিদর্শন রহিয়াছে।

(ছুরা শোয়া'রা—১৯ পাঃ ১২ রুঃ)

[৯]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

ছামুদ জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়া ছিলাম তাহাদের ভ্রাতা ছালেহকে, এই নির্দ্দেশ দিয়া যে, তোমরা এক আল্লার এবাদৎ কর। তাহারা এই আহ্বানে সাড়া দিল না—দুই দলে বিভক্ত হইয়া, (অমান্যকারীরা মান্যকারীদের বিরুদ্ধে) ঝগড়া বাঁধিয়া দিল। (অমান্যকারীরা এইরূপও বলিল যে, তোমরা সত্যবাদী হইলে বিপক্ষদের উপর আজাব আন।)

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

ছালেহ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! কল্যাণ চাহিবার আগেই অকল্যাণের জন্য তাড়াহুড়া করিতেছ কেন? (ইহা ত আশ্চর্য্যের বিষয়!) তোমরা আল্লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও না কেন যাহাতে রহমত লাভ করিবে।

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۭ قَالَ طٰۤىِٕرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ۝

তাহারা বলিল, আমরা তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীগণকে অশুভ গণ্য করি; (তোমাদের দরুন দেশে অনৈক্য আসিয়াছে।) ছালেহ (আঃ) বলিলেন, অশুভের কারণ (কাহারা তাহা) আল্লাহ তায়ালার জানা আছে। (তোমাদের কার্য্যের ফল শুধু অনৈক্যের অশুভই নহে,) বরং এর দরুন তোমরা আজাবে আক্রান্ত হইবে।

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝

ঐ দেশে নয় জন লোক ছিল যাহারা কেবল ফেৎনা-ফাছাদ ঘটাইত, কোন ভাল কাজ করিত না; তাহারা ছালেহ (আঃ)কে তাঁহার পরিবারবর্গসহ হত্যা

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ
وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا
مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝

করার ষড়যন্ত্র করিয়া পরস্পর স্থির করিল যে, আস ! আমরা সকলে আল্লার নামে কছম খাই যে, রাত্রিবেলা আমরা ছালেহ এবং তাহার পরিবারবর্গকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিব। তারপর তাহার দাবীদারকে বলিয়া দিব, আমরা তোমার লোকের হত্যায় উপস্থিত ছিলাম না (সে সম্পর্কে কিছু জানি না) আমরা সত্যই বলিতেছি।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا
وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ
وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

(আল্লাহ তায়ালা বলেন,) ছালেহ ও তাঁহার দলকে ধ্বংস করার একটা ষড়যন্ত্র তাহারা করিল ; আমিও ঐ ষড়যন্ত্র বানচালের গোপন কৌশল করিলাম, তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে ছিল না। চোখ খুলিয়া দেখ, তাহাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কি হইয়াছিল। নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে এবং তাহাদের জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ط
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝
وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا
يَتَّقُوْنَ ۝

বিশ্ববাসীর দৃষ্টিগোচরে রহিয়াছে সেই ছামুদ জাতির ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ যে সব তাহাদের স্বৈরাচারিতার দরুন ধ্বংস হইয়াছিল। নিশ্চয় এই ঘটনায় উপদেশের নিদর্শন আছে বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন লোকদের জন্য। আর এই ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম ঐ দলকে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল ও আল্লাকে ভয় করিয়া সংযত হইয়া চলিত।

(ছুরা নমল—১৯ পাঃ ১৯ রুঃ)

জুল-ক্বারনাইন্

"জুল-ক্বার্‌নাইন্" একটি উপাধি; দুইটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত—"জুল" অর্থ অধিকারী এবং "ক্বার্‌নাইন্" ইহা "ক্বারনোন"-এর দ্বিবাচক যাহার অর্থ দিক। বিশ্বের স্থল ভাগের দুই দিক—পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এই উভয় দিকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এই লোকটি ভ্রমণ করায় তিনি এই উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এই লোকটি কে ছিলেন? তাঁহার নাম কি ছিল? কোন যুগে ছিলেন? এই সব সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতদ্বৈধতা অনেক বেশী। পূর্ব্ব হইতে বিশিষ্ট তথ্যবিদগণ যাহা বলিয়া আসিতেছেন তাহা এই যে, তাঁহার নাম ছিল "এস্কান্দর"। দুনিয়ার বুকে বহু লোকই এস্কান্দর নামে আসিয়াছেন; এমনকি আমাদের হযরত রসুলুল্লার যুগের প্রায় নয় শত বৎসর পূর্ব্বে এক প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন—তাঁহার নামও ছিল "এস্কান্দর" এবং তাহার উপাধিও ছিল "জুল-ক্বর্‌নাইন"। কোন কোন ঐতিহাসিক এই বাদশাহকেই পবিত্র কোরআনের জুল-ক্বর্‌নাইন্ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ভুল। কারণ ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই বাদশাহ কাফের ছিল এবং ভীষণ অত্যাচারী ছিল, অথচ পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত জুল-ক্বরনাইন্ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন খোদাভক্ত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন, এমনকি তাঁহার প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ বাণীও আসিয়াছিল বলিয়া পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে। এই বাণী অহী মারফৎ ছিল বলিয়া সাব্যস্ত করতঃ কোন কোন তথ্যবিদ তাঁহাকে নবী বলিয়াও গণ্য করিয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ) সেই সূত্রেই "জুল-ক্বর্‌নাইনের" বর্ণনা নবীগণের বর্ণনায় শামিল করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য বিশিষ্ট আলেমগণের মত ইহাই যে,আল্লাহ তায়ালার বাণী তাঁহার প্রতি এল্‌হাম স্বরূপ আসিয়াছিল এবং তিনি একজন অতি মহান ও আল্লাহ তায়ালার পেয়ারা খোদা-ভক্ত ন্যায়পরায়ণ বাদশা ছিলেন; নবী ছিলেন না। এতদৃষ্টে ইহা অবধারিত যে, সেই কাফের অত্যাচারী বাদশা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত জুল-ক্বর্‌নাইন্ নামীয় ব্যক্তি নহে।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগের প্রায় আড়াই হাযার বৎসর পূর্বে ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছাল্লামের সময় এস্কান্দর নামে এক বাদশাহ ছিলেন। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত গুণাবলী তাঁহার ছিল, তাই তাঁহাকেই

আলোচ্য জুল-করনাইনরূপে স্থির করা হয়। বোখারী (রঃ)ও জুল-করনাইনের বর্ণনা ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের বর্ণনা সংলগ্ন উল্লেখ করিয়াছেন।

পবিত্র কোরআনের ১৬ পাঃ ২ রুকুতে জুল-করনাইনের বর্ণনা রহিয়াছে। কাফেররা পরীক্ষা স্বরূপ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জুল-করনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরেই পবিত্র কোরআনের সুদীর্ঘ বয়ান নাযেল হয়।

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ط
قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۝
اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ
مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ۝
فَاَتْبَعَ سَبَبًا ۝ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ
مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى
عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ـ
قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ
وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ۝

কাফেররা জুল-করনাইন সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। বলিয়া দিন, তাঁহার সম্পর্কে কিছু বিবরণ তোমাদেরে (কোরআনের) তেলাওয়াত করিয়া শুনাইতেছি—(আল্লাহ বলেন,) আমি জুল-করনাইনকে জগতে শক্তিশালীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, তাহাকে বহু উপায়-উপকরণের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলাম।

অতঃপর সে (ভ্রমণ অভিযানে) একটা পথ ধরিয়া চলিল। সে যখন পশ্চিম দিকের বসতি এলাকার শেষ প্রান্তে পৌঁছিল তখন দেখিতে পাইল—সূর্য্য (যেন) কাল কাঁদাময় জলাশয়ে অস্ত যাইতেছে এবং তথায় একটি বিশেষ জাতির সাক্ষাৎ পাইল। (সে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তথায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিল।) আমি তাহাকে বলিলাম, (তুমি ত তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছ এখন) তাহাদের উপর হয়ত নির্য্যাতন চালাইবে কিম্বা তাহাদের প্রতি সুব্যবহার ও সুব্যবস্থা অবলম্বন করিবে! (অবশ্য তুমি যে নীতি অবলম্বন করিবে ফলও তেমনই পাইবে।)

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ
نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ
عَذَابًا نُّكْرًا ۝ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ نِ الْحُسْنٰى ج
وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ۝
ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ۝ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ
مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى
قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا
سِتْرًا ۝
كَذٰلِكَ ط وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا
لَدَيْهِ خُبْرًا ۝
ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ۝ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ
بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا
قَوْمًا لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۝
قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ

জুল-ক্বরনাইন বলিল, (আমার নীতি হইবে—) যে অন্যায়কারী তথা কাফের থাকিবে আমরা তাহাকে (ইহ জগতের) শাস্তি দিব ; অতঃপর স্বীয় প্রভুর নিকট তাহার উপস্থিতি হইবে ; তিনি তাহাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। পক্ষান্তরে যে ঈমান আনিবে এবং নেক আমল করিবে তাহার জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে উত্তম প্রতিদান এবং আমরাও তাহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেক ব্যাপারে মোলায়েম কথাই বলিব।

অতঃপর সে আর এক পথে অভিযান চালাইল। যখন পূর্ব্বদিকের আবাদির শেষ প্রান্তে পৌছিল তখন দেখিল, সূর্য্য তথায় এমন মানবগোষ্টির উপর উদিত হয় যাহাদের জন্য সূর্য্যের নীচে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা (শিক্ষা) দেই নাই। (তাহারা উন্মুক্ত ভূপৃষ্ঠে বাস করে।)

এই ঘটনা এইরূপই ছিল ; (আমার বর্ণনা ও বাস্তব ঘটনা সামঞ্জস্যপূর্ণ।) জুল-ক্বরনাইনের সব সংবাদই আমার নিকট সম্যকরূপে বিদ্যমান আছে।

অতঃপর সে আর এক পথে অভিযান চালাইল। এই অভিযানে যখন সে দুইটি পর্ব্বত-প্রাচীরের মধ্যস্থ একস্থানে পৌছিল তখন সেই পর্ব্বতদ্বয়ের পাদদেশে এক মানব সমাজ পাইল যাহারা তাহার ভাষা মোটেই বুঝে না।

وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ
تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ◎

(দোভাষী মারফৎ কথাবার্ত্তায় তাহারা বলিল,) হে জুল-ক্বর্‌নাইন। (এই পর্ব্বতমালার অপর পার্শ্ব হইতে সময় সময়) "ইয়াজুজ-মাজুজ" আমাদের অঞ্চলে আসিয়া ভীষণ ক্ষয়-ক্ষতি ঘটায়। আমরা কি অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিব যেন আপনি আমাদের ও তাহাদের মধ্যে প্রাচীর তৈরী করিয়া দেন ?

قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ
فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ◎

জুল-ক্বর্‌নাইন বলিল, আমার পরওয়ারদেগার আমাকে ধন-দৌলতের যে সামর্থ্য দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট; তোমরা শুধু শ্রমশক্তি দ্বারা আমাকে সাহায্য কর; তোমাদের ও উহাদের মধ্যে মজবুত প্রাচীর তৈয়ার করিয়া দেই।

اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ط حَتّٰى
اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ
انْفُخُوْا ط حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا-
قَالَ اٰتُوْنِىْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ◎

তোমরা বড় বড় লৌহ-খণ্ডগুলি আমার নিকট পৌঁছাও। পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যকার গিরিপথটি যখন (লৌহ-খণ্ডে) ভরাট করিয়া পর্ব্বত সমান করিল তখন সে ঐ লৌহগুলিকে (তপ্ত করার উদ্দেশ্যে) আগুন জ্বালাইতে আদেশ করিল। যখন উহাকে অগ্নি তুল্য তপ্ত করিয়া দিল তখন আদেশ করিল, গলিত তাম্র আমার নিকট উপস্থিত কর ; এই তপ্ত লৌহগুলির উপর ঢালিয়া দিব।

فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ
وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ◎ قَالَ هٰذَا

(লৌহ-তাম্রে জমাট বাঁধা পর্ব্বত সমান প্রাচীর তৈরী হইল, উহা অতি উচু, মস্থণ, কঠিন ও সুদৃঢ় ছিল।) অতএব ইয়াজুজ-মাজুজদের পক্ষে উপরে চড়িয়া উহাকে অতিক্রম করাও সম্ভব

رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ
رَبِّي حَقًّا ۝

হইবে না, ভাঙ্গিয়া পথ সৃষ্টি করাও সম্ভব হইবে না। জুল-ক্বর্নাইন ইহাও বলিল, এই প্রাচীর আমার পরওয়ার-দেগারের বিশেষ দান—একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। যখন তাঁহারই নির্দ্ধারিত সময় (কেয়ামত নিকটবর্ত্তী) আসিবে তখন তিনি ইহা ধূলিসাৎ করিয়া দিবেন। আমার পরওয়ারদেগারের নির্দ্ধারণ বাস্তব ও অবশ্যম্ভাবী।

জুল-ক্বর্নাইন সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এই ঘটনার ইতিহাস স্বভাবতঃই অন্য দুইটি বস্তুর তথ্য অবগত হওয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে। একটি হইল "ইয়াজুজ-মাজুজ" দ্বিতীয়টি হইল উল্লেখিত বিশেষ প্রাচীর। তাই ইমাম বোখারী (রঃ)ও এই সম্পর্কে ইঙ্গিত দান করতঃ পবিত্র কোরআনের আয়াত ও কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইয়াজুজ-মাজুজ ঃ

ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি এবং আবাস স্থল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতদ্বৈধতা অনেক বেশী। যে মতকে সাধারণতঃ প্রামাণ্য মনে করা হয় তাহা এই যে—ইহারা আদম সন্তানেরই একটি বিশেষ সম্প্রদায়। সাধারণ মানব জাতির ন্যায় ইহারাও নূহ আলাইহেচ্ছালামের মাধ্যমে আদি পিতা আদম (আঃ) ও আদি মাতা হাওয়া (আঃ) উভয়ের ঔরষজাত বংশধর। ইহারা সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বেশী দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির। ঈমানদার ইহাদের মধ্যে কেহই নাই—সকলেই দোযখী; ইহারা সংখ্যায় অনেক বেশী। তাহারা দুই গোত্রে বিভক্ত; একটির নাম "ইয়াজুজ" অপরটির নাম "মাজুজ", তাই তাহাদের সমষ্টি "ইয়াজুজ-মাজুজ" নামে প্রসিদ্ধ। সাধারণ মানুষের আবাদী হইতে ভিন্ন স্থানে তাহাদের নিবাস। জুল-ক্বর্নাইন কর্ত্তৃক প্রাচীর তৈরী হওয়ার পর সাধারণ মানুষের বসবাসস্থলে আসিবার পথ তাহাদের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে কেয়ামতের নিকটবর্ত্তীতার নিদর্শন স্বরূপ এই প্রাচীরে আল্লার

কুদরতে এক ইঞ্চি পরিমাণ বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র হইয়াছে। কেয়ামত যখন অতি ঘনাইয়া আসিবে তখন এই প্রাচীর ধুলিসাৎ হইয়া যাইবে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের দল প্রবল স্রোতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। অতঃপর তাহারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ গজবে ধ্বংস হইবে। তাহাদের এইসব ঘটনা কেয়ামতের অতি নিকটবর্ত্তীতার একটি বিশেষ আলামত। এই সূত্রেই ইমাম বোখারী (রঃ)ও অন্যান্য মোহাদ্দেছগণের ন্যায় ইয়াজুজ-মাজুজের বর্ণনা কেয়ামতের আলামত অধ্যায়েও উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) কর্ত্তৃক উদ্ধৃত একটি আয়াত—

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً - وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۝ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ۝ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ۝

সমস্ত নবীগণের ধর্ম্মের মুল একই যে, "একমাত্র আমিই তোমাদের প্রভু, তোমরা আমারই এবাদৎ করিবে। মানব সমাজ (শয়তানের ধোকায়) দ্বীন-ধর্ম্ম সম্পর্কে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া আছে; (হিসাব নিকাশের জন্য) তাহারা সকলেই আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। যাহারা ঈমান গ্রহণ ও নেক আমলসমূহ করিবে তাহাদের চেষ্টা বিফল যাইবে না; আমি তাহাদের ঈমান ও নেক আমল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি।

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝

(সেই হিসাব-নিকাশ এই জগতে অনুষ্ঠিত হইবে না; কারণ) যে কোন বস্তির অধিবাসিকে আমি মৃত্যুর কবলে পতিত করি তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ রহিয়াছে—তাহারা পুনঃ এই জগতে ফিরিয়া আসিবে না। (হিসাব-নিকাশের জন্য নির্দ্ধারিত সময় রহিয়াছে।)

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ

যখন (সেই নির্দ্ধারিত সময়ের বিশেষ নিদর্শন প্রকাশ পাইবে যে,)

يَنْسِلُونَ ۝ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ
فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ
كَفَرُوا ط يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ
مِنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

ইয়াজুজ-মাজুজের পথ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং (তাহারা প্রবল স্রোতের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িবে, এমনকি) প্রত্যেক পাহাড় পর্ব্বত, টিলা-ভিটা হইতে তাহাদিগকেই লাফাইয়া নামিয়া আসিতে দেখা যাইবে। (এই নিদর্শন প্রকাশেই) নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে সেই নির্দ্ধারিত সময় যাহা বাস্তব ও নিশ্চিত। উক্ত সময়ের উপস্থিতিতে অবিশ্বাসীদের চোখে অকস্মাৎ চমক লাগিয়া যাইবে। (তখন তাহারা আক্ষেপে জর্জ্জরিত হইয়া নিজকে ভৎসনা পূর্ব্বক বলিবে,) আমাদের চরম দুর্ভাগ্য ছিল যে, আমরা এই নির্দ্ধারিত সময় সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন ছিলাম, বরং আমরা অন্যায়কারী ছিলাম।
(১৭ পারা ৭ রুকু)

ইয়াজুজ-মাজুজের ছড়াইয়া পড়া কেয়ামতের নিকটবর্ত্তীতার বিশেষ নিদর্শন সে সম্পর্কে অনেক হাদীছও আছে। মোসলেম শরীফের এক হাদীছে কেয়ামতের পূর্ব্বক্ষণে বিশেষ দশটি নিদর্শন প্রকাশ হওয়া উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজও রহিয়াছে।

মোছলেম শরীফে আরও একখানা হাদীছ রহিয়াছে। সেই হাদীছটির মধ্যে কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী বহু ঘটনার ফিরিস্তি বর্ণিত আছে। সেই হাদীছে দজ্জালের বিবরণ ও হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের আসমান হইতে অবতরণ এবং ঈসা (আঃ) কর্ত্তৃক দজ্জাল বধ করার ঘটনা বর্ণনার পর উল্লেখ করা হইয়াছে যে—

اذ اوحى الله الى عيسى انى قد اخرجت عبادا لى لا يدان
لاحد بقتالهم فحرز عبادى الى الطور ويبعث الله ياجوج
وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر اوائلهم على بحيرة
طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء
ثم يسيرون حتى ينتهون الى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس
فيقولون لقد قتلنا من في الارض هلم فلنقتل من في السماء……

অর্থ—ঈসা (আঃ) কর্ত্তৃক দজ্জাল নিহত হওয়ার পর তৎকালীন অবশিষ্ট ঈমানদার দল ঈসা (আঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে আদর-যত্ন করতঃ বেহেশতে তাঁহারা যে উচ্চাসন লাভ করিবেন তাহা শুনাইয়া তাঁহাদিগকে সান্তনা দিবেন। এই পরিস্থিতিতেই হঠাৎ একদা আল্লাহ তায়ালা অহী মারফত ঈসা (আঃ)কে সংবাদ জানাইবেন যে, আমি আমার এক শ্রেণীর বান্দার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছি অর্থাৎ আমারই আদেশক্রমে তাহারা ভূপৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহারা এতই দুর্দ্ধর্ষ যে, তাহাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা কাহারও নাই। আপনি আমার মোমেন বান্দাগণকে পাহাড়ের উপর লইয়া যাইয়া লুকাইয়া থাকুন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইয়াজুজ-মাজুজ জাতিকে তাহাদের আবদ্ধ এলাকার বাহিরে আসিবার পথ খুলিয়া দিবেন। তাহারা সংখ্যায় অনেক বেশী হওয়ায় চতুর্দ্দিকের পাহাড়-পর্ব্বত, টিলা ইত্যাদি হইতে তাহাদিগকেই লাফাইয়া নামিয়া আসিতে দেখা যাইবে। তাহাদের প্রথম দলটি পথিমধ্যে (ইরাকের "ওয়াছেৎ" অঞ্চলে) "তবরিয়া" এলাকাস্থিত একটি (দশ মাইল প্রশস্ত) হ্রদের পানি পান করিতে যাইয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিবে, এমনকি তাহাদের আর একটি দল তথায় উপস্থিত হইয়া একটু পানিও পাইবে না, শুধু এতটুকু ধারণা করিতে পারিবে যে, এস্থানে পূর্ব্বে পানি ছিল। অতঃপর তাহারা জেরুজালেমস্থিত একটি পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইবে এবং বলাবলি করিবে যে, ভূপৃষ্ঠে ত কাহাকেও বাকী রাখি নাই, সবকেই শেষ করিয়াছি এখন উপর-ওয়ালাকে হত্যা করিব—এই বলিয়া তাহারা উপরের দিকে তীর মারিবে। (তাহাদের অহঙ্কার বৃদ্ধির পরীক্ষা স্বরূপ) আল্লাহ তায়ালার কুদরতে তাহাদের তীরগুলি রক্ত-রঞ্জিতরূপ রঙ্গিন অবস্থায় তাহাদের প্রতি ফিরিয়া আসিবে।

ঈসা (আঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ যাহারা দীর্ঘদিন পাহাড়ে আবদ্ধ জীবন কাটাইতেছিলেন তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট এই বিপদ দূরীভূত হওয়ার দোয়া করিবেন। আল্লাহ তায়ালা ইয়াজুজ-মাজুজের উপর গজব নাজেল করিবেন যে, তাহাদের গর্দ্দানের উপর (ঘা হইয়া উহাতে) এক প্রকার পোকা হইবে; উহাতেই তাহারা সব ধ্বংস হইবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) সঙ্গীগণ সহ পাহাড় হইতে অবতরণ করিবেন। তাঁহারা সেই এলাকায় সমস্ত জমিনই ইয়াজুজ-মাজুজের গলিত লাশে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইবেন। তখন তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিবেন। আল্লাহ তায়ালা উটের ন্যায় লম্বা গর্দ্দান

বিশিষ্ট পাখী পাঠাইবেন। উহারা সব মৃতদেহ আল্লাহ তায়ালার আদিষ্ট স্থানে ফেলিয়া দিবে। তারপর প্রবল বৃষ্টিপাতে ভূপৃষ্ঠ ধৌত হইয়া যাইবে।

ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে বোখারী শরীফের হাদীছ—

১৬২৫। হাদীছঃ— عن ابى سعيد رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ادم فيقول
لبيك وسعديك والخير فى يديك فيقول اخرج بعث النار قال
وما بعث النار قال من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعين
فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد - قالوا يا رسول
الله وايّنا ذلك الواحد؟ قال ابشروا فان منكم رجل ومن
ياجوج وماجوج الف - ثم قال والذى نفسى بيده انى ارجو
ان تكونوا ربع اهل الجنة فكبرنا - فقال ارجو ان تكونوا
ثلث اهل الجنة فكبرنا - فقال ارجو ان تكونوا نصف اهل
الجنة فكبرنا - فقال ما انتم فى الناس الا كالشعرة السوداء
فى جلد ثور ابيض او كشعرة بيضاء فى جلد ثور اسود ◎

অর্থ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হাশরের দিন আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ)কে ডাকিবেন।

আদম (আঃ) ভক্তি ও আনুগত্যের সহিত নিজের উপস্থিতি আরজ করিবেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে নির্দ্দেশ দিবেন, আদম-সন্তান হইতে চির দোযখী দলকে ভিন্ন করিয়া দাও। আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিবেন, চির দোযখী দলের সংখ্যা কিরূপ? আল্লাহ তায়ালা ফরমাইবেন, প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন।

(হযরত (দঃ) বলেন—) এই ঘোষণার সময়েই মানুষ ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। এই ভীতি সম্পর্কেই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে যে, এই ধরণের ভয়ে বালক বৃদ্ধ হইয়া যায়, গর্ভবতীর গর্ভপাত হইয়া যায়। আল্লাহ তায়ালার এই আদেশ শ্রবণে সমস্ত মানুষ অচৈতন্য দেখা যাইবে। বস্তুতঃ তাহারা অচৈতন্য হইবে না, কিন্তু আল্লার আজাব ভীষণ ও ভয়ঙ্কর যাহার ভয়ে ঐ ঘোষণা শুনিয়া সমস্ত লোক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।

এই বর্ণনায় ছাহাবীগণ (কাঁদিতে লাগিলেন এবং নৈরাশ্যজনক সুরে) আরজ করিলেন, (হাজারের মধ্যে বেহেশতবাসী মাত্র একজন। হায়—) সেই একজন আমাদের মধ্যে কে হইবে? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা শান্ত হও। (একমাত্র মোসলমানই বেহেশত লাভ করিবে; ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত সকলেই দোযখী। মোসলমান ও অমোসলেম এই দুই দলের সাখ্যার অনুপাত এইরূপ—) তোমরা (তথা পূর্ব্বাপর বিশ্ব মোসলেম সারা বিশ্বের মানব গোষ্টির মধ্যে প্রতি হাজারে) একজন এবং হাজারের বাকী সংখ্যা (তথা ৯৯৯ জন সকলই) ইয়াজুজ-মাজুজ (ও তাহাদের ন্যায় অন্যান্য কাফের অমোসলেমগণ) হইবে।*

---

* অর্থাৎ হাজারের মধ্যে একজন বেহেশতী হইবে—ইহার অর্থ এই নয় যে, খাঁটী মোসলমানদের প্রতি হাজারে একজন বেহেশতে যাইবে, বরং সারা বিশ্ব-মানব তথা ইয়াজুজ-মাজুজ সহ সকলের সমষ্টির প্রতি হাজারে একজন বেহেশতী, ৯৯৯ জন চির-দোযখী হইবে।

বস্তুতঃ খাঁটী মোসলমানের সংখ্যাই অতি নগণ্য। অখাঁটী তথা শুধু ইসলামের দাবীদার ঈমানহীন মোনাফেক, প্রকাশ্য অমোসলেম এবং ইয়াজুজ-মাজুজ যাহারা সকলই অমোসলেম—এই সবের সমষ্টির সঙ্গে খাঁটী মোসলমানদেরকে হিসাব করা হইলে তাঁহাদের মুল সংখ্যা হাজারের মধ্যে মাত্র একজনই দাঁড়াইবে। সুতরাং "হাজারের মধ্যে একজন মাত্র বেহেশত লাভ করিবে" এই ঘোষণায় খাঁটী মোসলমান কাহারও পক্ষে ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না।

এস্থলে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখানে ইয়াজুজ-মাজুজ বলিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর কাফের-মোনাফেক মানুষ ও জিন সহ সকল প্রকার অমোসলেমকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে, কারণ অমোসলেম দলে ইয়াজুজ মাজুজের আধিক্য।

অতঃপর হযরত (দঃ) শপথ করিয়া ঘোষণা করিলেন, আমি আশা করি তোমরা (উম্মতে-মোহাম্মদী) সমস্ত বেহেশতবাসীগণের এক চতুর্থাংশ হইবে। এই সুসংবাদ শ্রবণে ছাহাবীগণ তকবীর-ধ্বনি দিয়া উঠিলেন।

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি আশা করি—তোমরা এক তৃতীয়াংশ হইবে, ছাহাবীগণ পুনঃ তকবীর-ধ্বনি দিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, আশা করি—অর্দ্ধাংশই তোমরা হইবে, এইবারও ছাহাবীগণ তকবীর-ধ্বনি দিলেন।

হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, (জগতে) অমোসলেমদের তুলনায় তোমরা (মোসলমানদের সংখ্যাল্পতা) এইরূপ যেরূপ সাদা বলদের গায়ে কতিপয় কাল লোম বা কাল বলদের গায়ে কতিপয় সাদা লোম। (এই অধিক সংখ্যার অমোসলেম সকলেই দোযখী, অতএব দোযখীদের আধিক্য শুনিয়া নিরাশ হইবে না। অবশ্য ইসলাম রত্নের মূল্য বোধে খাঁটী মোসলমান হওয়ায় সচেষ্ট হইবে।)

ব্যাখ্যা ঃ—ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যাধিক্যের কারণও হাদীছে বর্ণিত আছে যে, একদিকে তাহাদের যৌন স্পৃহা ও শক্তি অত্যধিক; অপরদিকে তাহারা বয়সও অনেক বেশী পায়। এমনকি সাধারণতঃ তাহাদের এক একজনের এক এক হাজার সন্তান-সন্ততি হওয়ার পূর্ব্বে মৃত্যু ঘটে না। (ফতহুল-বারী)

জুল্-ক্বরনাইন—এস্কান্দর বা সেকান্দরের প্রাচীর ঃ

এই প্রাচীরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিশেষতঃ ইহার স্থান সম্পর্কে ভূগোল-বিদদের অনেক গবেষণাই চলিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে ৩।৪টি প্রাচীন প্রাচীরের খোঁজ পাওয়া যায়; উহার প্রত্যেকটিই অতি প্রাচীন ও আশ্চর্য্য ধরণের, এমনকি "চীনের প্রাচীর" ত বিশ্বের সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে একটি। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে সমুদ্রোপকূলে এক প্রাচীন প্রাচীর আছে—এক হাজার মাইলের অধিক লম্বা, বার মাইল চৌড়া, এক হাজার ফিট উঁচু; উহার উপর বহু রকম জীবের অবস্থান রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ উহার তথ্যানুসন্ধান চালাইতেছে।

আমাদের আলোচ্য প্রাচীর সম্পর্কে কোরআন ও হাদীছের দ্বারা কতিপয় গুণাগুণ প্রমাণিত হয়—(১) এই প্রাচীরের নির্ম্মেতা জুল্-ক্বরনাইন নামক খোদাভক্ত বাদশাহ ছিলেন। (২) এই প্রাচীর সাধারণ ধরণের ইট পাথরের তৈরী নহে, লৌহ ও তাম্রে নির্ম্মিত। (৩) উহা দুইটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং উহার উভয়দিক পাহাড়ের সঙ্গে গাঁথা। (৪) এই প্রাচীরের অপর পার্শ্বে

ইয়াজুজ-মাজুজের বংশধর অবস্থিত, যাহাদের অবস্থা সাধারণ মানুষ হইতে ভিন্ন। (৫) তিরমিজী শরীফ, ইবনে মাজা শরীফ এবং আরও অনেক কেতাবে উল্লেখিত একটি হাদীছে ইহাও বর্ণিত আছে যে—নবী (দঃ) ফরমাইয়াছেন, ইয়াজুজ-মাজুজের দল প্রতিদিন এই প্রাচীরকে খনন করে। সারাদিন খননে যখন উহা ভেদ করার নিকটবর্ত্তী হইয়া আসে তখন দলপতির আদেশে কার্য্য স্থগিত রাখিয়া তাহারা এই বলিয়া যায় যে, আগামীকল্য আসিয়া ইহাকে ভেদ করিয়া ফেলিব ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কুদরতে খনন কৃত স্থান অধিক শক্তরূপে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। প্রতিদিন তাহাদের কার্য্য এইরূপই চলিয়া আসিয়াছে, এমনকি যখন কেয়ামত আসন্ন হইবে এবং কোরআন-হাদীছের ঘোষণা—ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাদুর্ভাব বাস্তবায়িত হওয়ার সময় উপস্থিত হইবে তখন এক দিন খনন কার্য্য হইতে বিরতিকালে তাহাদের দলপতি এইরূপ বলিবে, "ইনশাআল্লাহ—আগামী কাল ইহাকে ভেদ করিয়া ফেলিব"। (ইনশা—আল্লার বদৌলতে) এইবার খনন কৃত স্থান পূর্ণ হইবে না ; পরদিন তাহারা অতি সহজেই অবশিষ্ট খনন কার্য্য সমাধা করিয়া উহা ভেদ করতঃ প্রবল স্রোতের ন্যায় বাহির হইতে থাকিবে এবং সম্পুর্ণ প্রাচীর ধুলিসাৎ হইয়া কোরআনের ঘোষণা বাস্তবে পরিণত হইবে—
فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء "যখন পরওয়ারদেগারের নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে তখন তিনি এই প্রাচীরকে ধুলিসাৎ করিয়া দিবেন।"

উল্লেখিত অবস্থা ও গুণাবলী দৃষ্টে বলিতে হয় যে, ভূগোলবিদগণ কর্ত্তৃক আবিস্কৃত প্রাচীর সমূহের কোনটিই কোরআনের আলোচ্য প্রাচীর নহে এবং অদ্যাবধি এই প্রাচীর অনাবিস্কৃতই রহিয়াছে। অধুনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট উন্নতির প্রভাবে এই মতবাদকে নাক-ছিটকানোর দৃষ্টিতে দেখা বোকামির পরিচায়ক হইবে। কারণ পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার ন্যায় মহাদেশ বৈজ্ঞানিকদের খোঁজের বাহিরে ছিল, ইতিপূর্ব্বেও বিশাল "আণ্টার্কটিকা" মহাদেশ বৈজ্ঞানিকদের অগোচরে ছিল, আজও সেই মহাদেশের সমুদয় এলাকা ও অবস্থাই বৈজ্ঞানিকদের আওতার বাহিরে। এই ধরণের আরও কত জিনিসের জ্ঞান হইতে বৈজ্ঞানিকগণ বঞ্চিত। অতএব এই প্রাচীরের তথ্যও যে তাহাদের অজ্ঞাত ইহাতে বৈচিত্রের কি আছে? ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থলও ত সকলের অজ্ঞাতই রহিয়াছে।

আল্লাহ তায়ালার কুদরত বৈচিত্রপূর্ণ; একদিকে বর্ত্তমান যুগের বিরাট সফলতাপূর্ণ বিজ্ঞানের অনুসন্ধানকে তিনি এই প্রাচীর পর্য্যন্ত পৌছিতে দিলেন

না, অপরদিকে স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছা ও কুদরতের নিদর্শন স্বরূপ একজন সাধারণ লোককে এই পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন—

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرْدِ الْمُحَبَّرِ قَالَ رَأَيْتَهُ -

অর্থ—একদা এক ছাহাবী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। আমি (ইয়াজুজ-মাজুজের) প্রাচীর দেখিয়াছি। (উহার বিবরণ দানে) ঐ ব্যক্তি ইহাও বলিলেন যে, উহাকে লাল-কাল ডোরাবিশিষ্ট চাদরের ন্যায় দেখিয়াছি। হযরত (দঃ) তাহার উক্তি সমর্থন করতঃ বলিলেন, বাস্তবিকই তুমি উহাকে দেখিয়াছ।

ব্যাখ্যাঃ—সাধারণ দৃষ্টি এই প্রাচীরকে আবিষ্কার করিতে অক্ষম থাকা সত্বেও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় একজন লোকের দৃষ্টি উহাকে লাভ করা বৈচিত্রপূর্ণ বটে, কিন্তু অসম্ভব ও অস্বীকার যোগ্য নহে। এই ধরণের ঘটনার নজীর আরও প্রমাণিত আছে। মোসলেম শরীফে এক হাদীছে "দাজ্জাল" সম্পর্কে এই ধরণের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কেয়ামত নিকটবর্ত্তী হইলে দজ্জালের আবির্ভাব হইবে; দজ্জালের জন্ম বহু পূর্ব্বেই হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে সাধারণ দৃষ্টি আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তামীমে-দারী (রাঃ) নামক একজন ছাহাবী তাহাকে দেখিয়াছিলেন যাহার আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ইনশাআল্লাহ ষষ্ঠ খণ্ডে বর্ণিত হইবে। তামীম-দারী (রাঃ) কর্ত্তৃক পূর্ণ ঘটনা হযরতের খেদমতে বর্ণিত হইলে হযরত (দঃ) এই বিবরণকে শুধু সমর্থনই করিলেন না, বরং স্বীয় মসজিদে নামাযের জমাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল মোসলমানকে বিশেষরূপে আহ্বান করিয়া সকলকে একত্রিত করার ব্যবস্থা করিলেন এবং নামাযান্তে প্রত্যেককে নিজ নিজ স্থানে বসিয়া থাকিবার আদেশ করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) ভাষণ দানে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে কোন সুসংবাদ বা আতঙ্কের সংবাদ শুনাইবার জন্য একত্রিত করি নাই, বরং এই জন্য একত্রিত করিয়াছি যে, তামীমে-দারী নামক একজন মোসলমান দজ্জালকে নিজ চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে; যে দজ্জাল সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ আমি তোমাদিগকে শুনাইয়া থাকিতাম। তাহারই

বর্ণিত বিস্তারিত ঘটনা শুনাইবার জন্য আমি তোমাদিগকে একত্রিত করিয়াছি। এই বলিয়া হযরত (দঃ) পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন।*

১৬২৬। হাদীছঃ—عن زينب ان النبى صلى الله عليه وسلم
دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ
فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهٖ وَحَلَّقَ بِاِصْبَعَيْهِ
اَلْاِبْهَامِ وَالَّتِىْ تَلِيْهَا فَقَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ -

অর্থ—উম্মুল-মোমেনীন জয়নব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার গৃহে তশরীফ আনিলেন বিচলিত অবস্থায়; এবং ভীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু! আরবের লোকদের আসন্ন আপদ-বিপদ দৃষ্টে মস্ত বড় ভয় ও আশঙ্কা; অদ্য ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র হইয়া গিয়াছে—ইহা বলিবার সময় হযরত (দঃ) তাঁহার শাহাদৎ-অঙ্গুলী বৃদ্ধাঙ্গুলীর সঙ্গে মিলাইয়া গোলাকৃতি (circle) করতঃ ছিদ্রের পরিমাণ দেখাইলেন।

উম্মুল-মোমেনীর জয়নব (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের মধ্যে নেক্‌কার ব্যক্তিদের বর্ত্তমানেও আমরা ধ্বংস হইব কি? হযরত (দঃ) বলিলেন হাঁ; যখন অন্যায়-অত্যাচার, ব্যভিচার ও গোনাহের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে।

ব্যাখ্যাঃ—"আরব" মোসলমানদের কেন্দ্রস্থল এবং কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময় যখন মোসলমানদের জন্য অশান্তি বিশৃঙ্খলা ও আপদ-বিপদ দেখা দেওয়ার সময় তখন সমস্ত জগৎ কুফুরী ফাছেকীতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে; মোসলমান

---

* এইরূপে শাদ্দাদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বেহেশত যাহা আল্লাহ তায়ালার কুদরতে সাধারণ দৃষ্টি হইতে লুকায়িত রহিয়াছে, কিন্তু উহা সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন যে, আমার উম্মতের একজন লোক স্বীয় উট হারাইয়া উহা তালাশ করিতে করিতে অকস্মাৎ শাদ্দাদের বেহেশত দেখিতে পাইবে। মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকালে সেই ভবিষ্যদ্বানী বাস্তবায়িত হইয়াছিল। (তফছীরে আজীজী, ছুরা ফাজর)

আরবেই থাকিবে। এতদ্ভিন্ন কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ের আপদ-বিপদের স্রোতের মোকাবিলায় আরবগণই দাঁড়াইবেন এবং বিপদের সম্মুখীন হইবেন, তাই এস্থলে আরবগণকে বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হওয়া তাহাদের খুরুজ ও ছড়াইয়া পড়ার নিকটবর্ত্তীতার নিদর্শন এবং তাহাদের বাহির হওয়াই হইল আসন্ন কেয়ামতের আলামত এবং কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে মোসলমানগণ আপদ-বিপদের সম্মুখীন হইবে, তাই সেই প্রাচীরে ভাঙ্গন সৃষ্টি হওয়ার দরুন নবী (দঃ) স্বীয় উম্মতের উপর আসন্ন আপদ-বিপদের স্মরণে বিচলিত হইলেন।

অনেক সময় নেক লোকদের বদৌলতে আল্লাহ তায়ালার আজাব এবং আপদ-বিপদ দূরে সরিয়া যায়। তাই উম্মুল-মোমেনীন জয়নব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! যে সঙ্কটময় সময়ের কথা স্মরণ করিয়া আপনি বিচলিত হইতেছেন তখন কি মোসলমানদের মধ্যে নেক লোক থাকিবেই না, না—নেক লোক থাকা সত্ত্বেও জাতির ধ্বংস আসিবে?

হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, "মোসলমানদের মধ্যে তখনও নেক লোক থাকিবে সত্য, কিন্তু অতি নগণ্য সংখ্যায়। কুফরী-ফাছেকী, অন্যায়-অত্যাচার ও ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব অতি মাত্রায় বাড়িয়া যাইবে, ফলে আল্লার আজাব ও ধ্বংস নামিয়া আসিবে।" অর্থাৎ নগণ্য সংখ্যক নেক লোকদের খাতিরেও আজাব এবং গজবের গতি রোধ করা হইবে না, বরং স্বাভাবিকরূপে এই নেক লোকদেরও সেই আজাব ও ধ্বংসের স্রোতে মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু কেয়ামতের দিন তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার প্রিয়রূপেই উঠিবেন এবং আপদ-বিপদের দুঃখ-যাতনা বিনিময়ে বিশেষ ছওয়াবের অধিকারী হইবেন। পক্ষান্তরে কাফের-ফাছেকরা দুনিয়াতেও ধ্বংস হইয়াছে আখেরাতেও চিরকালের জন্য সকল কষ্টের কেন্দ্রস্থল হইবে।

কোন দেশ বা জাতির মধ্যে যখন অন্যায়-অত্যাচার, ব্যভিচার ও আল্লাহ-দ্রোহিতা দেখা দেয় তখন সেই দেশ ও জাতির নেক ও ভাল লোকগণ যদি সেই সব নাফরমানীর যথাসাধ্য মোকাবিলা না করে—সাধ্যানুযায়ী বাধা প্রদান না করে তবে নেক্‌কার বদকার উভয় দলই আল্লাহ তায়ালার নিকট অপরাধী গণ্য হয়। যখন আল্লার গজব আসে তখন সকলেই গজবের আওতাভুক্ত হয়। এমনকি যাহাদিগকে নেক্‌কার বলা হইত তাহারাও গজবে পতিত হইবে যেহেতু তাহারা আল্লাহদ্রোহিতায় বাধা প্রদান না করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে।

আর যদি নেক্‌কার ভাল লোকগণ যথাসাধ্য বাধাপ্রদানের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে থাকে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও অপরাধ ও আল্লাহদ্রোহিতা বাড়িয়া যাইতে থাকে, এমনকি অপরাধী বিদ্রোহীদেরই প্রাবল্য ও প্রাধান্য হইয়া যায় তবে নেক্‌কার লোকগণ আল্লাহ তায়ালার প্রিয় থাকেন বটে, কিন্তু আ'দতুল্লাহ—আল্লাহ তায়ালার সাধারণ রীতি অনুযায়ী তখন এই নগণ্য সংখ্যক প্রিয় লোকদের খাতিরেও গজব এবং আজাবের গতি রোধ করা হয় না। আল্লার গজব আসে এবং উহার ধ্বংসলীলার স্রোতে সাধারণতঃ নেক্‌কার লোকগণও মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু সেই গজব অপরাধীদের পক্ষে গজব হয়, আর নেক লোকদের পক্ষে আল্লার রহমতের কারণ হয়; তাঁহারা শাহাদতের মর্ত্তবা লাভ করিয়া থাকেন।

১৬৭। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَحَ اللّٰهُ مِنْ رَدْمِ

يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مِثْلَ هٰذَا وَعَقَدَ بِيَدِهٖ تِسْعِيْنَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) ফরমাইয়াছেন—ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ছিদ্র সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার কুদরতে উহার মধ্যে যে ছিদ্র হইয়াছে উহা—এই পরিমাণ; এই বলিয়া হযরত (দঃ) স্বীয় শাহাদৎ অঙ্গুলীর মাথা বৃদ্ধাঙ্গুলীর গোড়ায় লাগাইয়া ছিদ্রের পরিমাণ দেখাইলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আলোচ্য প্রাচীর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে যে,

فَمَا اسْطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ......

"ইয়াজুজ-মাজুজরা এই প্রাচীর অতিক্রম করার জন্য উহার উপর চড়িতেও সক্ষম হইবে না এবং উহার মধ্যে ছিদ্রও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, (যতদিন পর্য্যন্ত না নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হয়।) অবশ্য যখন নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে তখন আল্লাহ তায়ালা উহাকে ধুলিসাৎ করিয়া দিবেন।"

উক্ত আয়াত দ্বারা আলোচ্য প্রাচীর সম্পর্কে তিনটি বিষয় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়—(১) ইয়াজুজ-মাজুজগণ এই প্রাচীর ডিঙ্গাইতে সক্ষম হইবে না। (২) ইয়াজুজ-মাজুজগণ এই প্রাচীরে কোন প্রকার ছিদ্র সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

(৩) নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইলে তথা কেয়ামতের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে আল্লাহ তায়ালা এই প্রাচীর ধুলিসাৎ করিয়া দিবেন।

পাঠকবর্গ! দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে এই কথা ভালভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উল্লেখিত আয়াত দ্বারা শুধু এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ কর্ত্তৃক ঐ প্রাচীরে কোন ছিদ্র সৃষ্টি সম্ভব হইবে না, কিন্তু ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে, ঐ প্রাচীরে অন্য কোন কারণে ছিদ্র সৃষ্টি হইতে পারিবে না বা ইয়াজুজ-মাজুজ কর্ত্তৃক উহাতে ছিদ্র ও ভাঙ্গন সৃষ্টি করার চেষ্টাও চলিতে পারিবে না।

অতএব উপরোল্লেখিত উম্মুল-মোমেনীন জয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার হাদীছ এবং আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাদীছ যেই হাদীছদ্বয়ের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় এই প্রাচীরে একটি ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছে—এই হাদীছদ্বয় উক্ত আয়াতের বিরোধী কখনও নহে। এই হাদীছদ্বয়কে উক্ত আয়াতের বিরোধী মনে করা বোকামী বৈ নহে। কারণ, আয়াতের মর্ম্ম এই যে, এই প্রাচীরে ইয়াজুজ-মাজুজ কর্ত্তৃক ছিদ্র হইতে পারিবে না, আর হাদীছদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, হযরতের যমানায় আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছে। হাদীছদ্বয়ের মধ্যে কোথাও এইরূপ শব্দ নাই যদ্দারা বুঝা যাইতে পারে যে, এই ছিদ্র ইয়াজুজ-মাজুজ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, বরং আবু হোরায়রা (রাঃ)এর হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে— فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج "ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে আল্লাহ তায়ালা ছিদ্র সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

বোখারী শরীফে বর্ণিত জয়নব (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছদ্বয় ঐক্যমতপূর্ণ ছহীহ্। কেহই এই হাদীছদ্বয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই।

ইবনে মাজা শরীফ ও তিরমিজী শরীফে আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য একখানা হাদীছ যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে, যাহার বিষয়বস্তু এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রতিদিন এই প্রাচীরে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এবং ভেদ করার নিকটবর্ত্তী হইয়া পরদিনের জন্য মুলতবী রাখে, ইত্যবসরে উহা পূর্ণ হইয়া যায়—তাহারা এইরূপই করিয়া চলিয়াছে। যখন কেয়ামত নিকটবর্ত্তী হইবে এবং তাহাদের বাহির হইয়া পড়ার সময় উপস্থিত হইবে তখন তাহারা "ইনশা-

আল্লাহর" বদৌলতে পরদিন উহাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিতে কৃতকার্য্য হইবে, এমনকি উহা ধুলিসাৎ হইয়া যাইবে এবং তাহারা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে।

এই হাদীছখানা সম্পর্কে ইবনে কাছীর (রঃ) একটু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই হাদীছে বর্ণিত ঘটনা আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্ত্তৃক নবী (দঃ) হইতে শ্রুত, না—পরবর্ত্তী কোন লোক ভুল বশতঃ এই ঘটনা নবী (দঃ) হইতে বর্ণিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে? ইবনে কাছীর (রঃ) সন্দেহটা অতি হালকা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বক্তব্যের প্রথমে বলিয়াছেন, "لعل—হয়ত এইরূপও হইতে পারে" এবং বক্তব্যের শেষে বলিয়াছেন, "والله اعلم" অর্থাৎ উক্ত ঘটনা আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্ত্তৃক নবী (দঃ) হইতে শ্রুত কি না আমার সেই সন্দেহ সম্পর্কে আমি সঠিক কিছু বলিতে পারি না; প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই জানেন।

পাঠকবর্গ! হাফেজ ইবনে কাছীর (রঃ) কর্ত্তৃক এই মামুলী সন্দেহটুকুও পোষণ করার কারণ তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যে, এই হাদীছে বর্ণিত ঘটনাকে তিনি "وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا—ইয়াজুজ-মাজুজগণ এই প্রাচীরে (নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে) ছিদ্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে না"—কোরআনের আয়াত বিরোধী মনে করিয়াছেন। (তফছীর ইবনে কাছীর দ্রষ্টব্য)

হাফেজ ইবনে কাছীর সাহেবের এই ধারণা যে শুধুমাত্র মানবীয় দুর্ব্বলতা তাহা সুস্পষ্ট। কারণ, উল্লেখিত আয়াতের মর্ম্ম শুধু এতটুকু যে, ইয়াজুজ-মাজুজরা উক্ত প্রাচীরে ছিদ্র করিতে পারিবে না; ছিদ্র করার চেষ্টাও করিতে পারিবে না—আয়াতে এই কথার ইঙ্গিত ইশারাও নাই, বরং আয়াতের মর্ম্মের স্বাভাবিক তাৎপর্য্য ইহাই বলিতে হয় যে, তাহারা ছিদ্র করার চেষ্টা করিবে, তাই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, ছিদ্র করিতে সক্ষম হইবে না। আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত উক্ত হাদীছেও ইহাই বলা হইয়াছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজরা প্রতিদিনই প্রাচীরে ছিদ্র করার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রাচীরকে ভেদ করতঃ ছিদ্র সৃষ্টি সম্পন্ন করার পূর্ব্বেই পরবর্ত্তী দিনের জন্য কার্য্য মুলতবী রাখিয়া চলিয়া যায়, পরদিন আসিয়া দেখে যে, প্রাচীর পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষত হইয়া রহিয়াছে—(ইহা আল্লাহ তায়ালার কুদরত।) হাদীছের বর্ণনা যে কত সুস্পষ্ট তাহা লক্ষ্য করুন—

يحفرونه كل يوم حتى اذا كادوا يخرقونه قال الذى عليه ارجعوا

فستخرقونه غدا قال فيعيده الله كامثل ما كان حتى اذا بلغ……

"ইয়াজুজ-মাজুজরা প্রতিদিন আসিয়া প্রাচীরকে খনন করিতে থাকে, যখন ভেদ করার নিকটবর্ত্তী হয়, (অর্থাৎ এখনও ভেদ হয় নাই) তখন তাহাদের দলপতি আদেশ দেয়, তোমরা এখন বাড়ী চল আগামী কাল আসিয়া ভেদ করিয়া ফেলিবে, কিন্তু (তাহাদের যাওয়ার পর) আল্লাহ তায়ালা উহাকে পুর্ব্বাপেক্ষা মজবুতরূপে সম্পূর্ণ ও অক্ষত করিয়া দেন ; এই অবস্থাই চলিতে থাকিবে নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত—যেই সময় আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদেরে বাহির করিবার ইচ্ছা করিবেন।" এই হাদীছের বিষয়বস্তু এবং উক্ত আয়াতে কোন প্রকার বিরোধ বা গড়মিল নাই।

হাদীছ খানার এই অংশ যে, حتى اذا بلغ مدتهم واراد الله ان يبعثهم على الناس অর্থাৎ যখন ইয়াজুজ-মাজুজ বাহির হওয়ার নির্দ্ধারিত সময় আসিবে এবং আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইবে তাহাদেরে সাধারণ মানুষের অঞ্চলে বাহির করিয়া দিবার, তখন তাহাদের দলপতি আল্লার উপর নির্ভর পূর্ব্বক বলিবে, ইনশাআল্লাহ—আল্লা চাহে ত আগামী কাল ইহাকে ভেদ করিয়া ফেলিব। এইদিন আল্লাহ তায়ালা উহাকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ ও অক্ষত করিবেন না, ফলে তাহাদের হাতে উহাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হইবে এবং তাহারা বাহির হইয়া পড়িবে। এই বিবরণ ত কোরআনেরই স্পষ্ট উক্তি— فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء "যখন পরওয়ারদেগার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সময় আসিবে তখন তিনি ইহাকে ধুলিসাৎ করিয়া দিবেন।" প্রতিদিন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরত দ্বারা ইয়াজুজ-মাজুজের খনন-চেষ্টা ব্যাহত করিয়াছেন এবং ছিদ্র-সৃষ্টি প্রতিরোধ করিয়াছেন। নির্দ্ধারিত দিন উপস্থিত হইলে আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যবস্থা করিবেন না, ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের হস্তে উহাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হইবে—যাহা একমাত্র আল্লার ইচ্ছায়ই হইবে, এমনকি আল্লার নামের উপর নির্ভরের বদৌলতেই তাদের পক্ষে উহা সম্ভব হইবে। অতএব বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাঙ্গন সৃষ্টি ইয়াজুজ-মাজুজের হস্তে হইলেও মূলতঃ ইহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতেই।

পাঠকবর্গ। হাফেজ ইবনে কাছীর সাহেব ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে বোখারী শরীফের পুর্ব্বোল্লেখিত হাদীছদ্বয় সম্পর্কে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। বরং তিনি স্বীয় তফছীরে জয়নব (রাঃ) বর্ণিত হাদীছখানা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই হাদীছ এমন ছহীহ্ যে, ইমাম বোখারী ও ইমাম মোসলেম উভয়েই ইহাকে ছহীহরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

বোখারী শরীফে উল্লেখিত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছখানাও তদ্রূপই ; ইহাকেও ইমাম বোখারী ও মোসলেম উভয়েই ছহীহ্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এই হাদীছ দুইটি সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণের অবকাশ নাই।

আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অন্য আর একটি হাদীছ ; যে হাদীছটি বোখারী-মোসলেম শরীফে বর্ণিত হয় নাই ; ইবনে মাজা ও তিরমিজী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে সেই হাদীছটি সম্পর্কে হাফেজ ইবনে কাছীর সাহেব একটু দ্বিধাবোধ করিয়াছেন। কিন্তু যেই ধারণার ভিত্তিতে তাহা করিয়াছেন সেই ধারণা নিছক অবাস্তব। হাফেজ ইবনে কাছীর সাহেবও সেই দ্বিধার অবকাশ সম্পর্কে নিজেই সঙ্কোচিত, যদ্দরুন তিনি তাঁহার বক্তব্য শেষে "والله اعلم, প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই জানেন" বলিয়া দ্বিধাবোধের দায়িত্ব এড়াইয়াছেন। *

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের আবির্ভাব কাল খৃষ্ট পুর্ব্ব ২১০০ বা ২২০০ সন। (আরজুল-কোরআ' ২—৩)। তৌরাতে বর্ণিত বিবরণ অনুসারে দেখা যায়, নূহ

---

* হালের জনৈক বাংলা ভাষার পণ্ডিত, শুধু পাণ্ডিত্যের জোরে ও লেখনীর বলে তফছীরকার সাজিয়া তফছীরুল কোরআন নামে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন ; কোরআন হাদীছ সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের স্বল্পতা পূর্ব্বেও কয়েক স্থানে দেখান হইয়াছে। তিনি স্বীয় তফছীরে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র হওয়া সম্পর্কিত হাদীছ কয়টি সম্বন্ধে যে সব বেয়াদবী করিয়াছেন তাহা কোন মোসলমানের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নহে। বোখারী, মোসলেমে নয়, অন্য কেতাবের একটি মাত্র হাদীছ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে কাছীর সাহেবের সামান্য সন্দেহের সঙ্কোচপূর্ণ উক্তিকে খুব ফলাও করিয়া উদ্ধৃত করতঃ তিলকে তাল বানাইয়া উহার আড়ালে এই বিষয় সম্পর্কিত সমুদয় হাদীছকে তিনি এন্‌কার করিয়াছেন। তাঁহার বাচালতা এতদুর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে যে, উম্মুল-মোমেনীন জয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার বর্ণিত রসুলুল্লাহ (দঃ)এর একটি সতর্কবাণী সম্বলিত হাদীছকে ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "এই সব রেওয়ায়েত কতকগুলি স্ত্রীলোকের খোশগল্প"। এতদ্ভিন্ন আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ইমাম বোখারী ও ইমাম মোসলেম সহ বিশ্ব জগতের সমস্ত মোহাদ্দেছগণের ঐক্যমত পূর্ণ ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি লিখিয়াছেন যে, "এই রেওয়ায়েতগুলির উপর কোন মতেই আস্থা স্থাপন করা যায় না" তাহার এই সকল প্রলাপের সমর্থনে হাফেজ ইবনে কাছীরের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়া সরল প্রাণ মোসলমানদিগকে ধোকা দেওয়ার অপচেষ্টা করিয়াছেন, তাই মোসলমানদের দ্বীন-ঈমান রক্ষার্থে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল।

আলাইহেচ্ছালামের পুত্র "সাম"-এর বংশে "সাম"-এর আট পুরুষ পর হযরত ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের জন্ম। ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের পিতার নাম তৌরাতে উল্লেখ আছে "তারেখ" কিন্তু কোরআন মজিদে "আযর্" উল্লেখ হইয়াছে। এ সম্পর্কে নানারূপ মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশের মত এইযে, "তারেখ" আসল নাম এবং "আযর্" ডাক নাম; উভয় নামের ব্যক্তি এক জনই।

এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকের ইতিহাস প্রসিদ্ধ "বাবেল" (বেবিলন) অঞ্চলে "ফাদ্দানে-আরাম" এলাকায় "ওর" নামক বস্তিতে ইব্রাহীম(আঃ) জন্ম লাভ করেন।

হযরত ইব্রাহীমের দেশবাসী বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্ত্তি এবং চন্দ্র-সূর্য্য ও নক্ষত্রের পুজা করিত, এতদ্ভিন্ন তাহারা তাহাদের রাজাকে মাবুদ ও উপাস্য গণ্য করিত। ইব্রাহীম (আঃ) প্রথমতঃ স্বীয় পিতাকেই মূর্ত্তি পুজা বর্জ্জন ও এক আল্লার বন্দেগী গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। অতঃপর সমস্ত দেশবাসীকেও এই দিকে আহ্বান করিলেন, এবং তাহাদিগকে সত্য বুঝাইবার বিভিন্ন কৌশলও করিয়াছিলেন। তৎকালীন অতি প্রতাপশালী বাবেল সিংহাসনের অধিপতি, দেশবাসীর উপাস্য ও মাবুদ পরিগণিত রাজা নমরূদকেও তিনি তবলীগ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইব্রাহীম (আঃ) নমরূদের খোদায়ী দাবীর বিরুদ্ধে এবং মাবুদে-বরহক্কের পরিচয় দিতে নমরুদের মোকাবিলায় বিতর্ক-বাহাছও করিয়াছিলেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও দেশবাসী হযরত ইব্রাহীমের আহ্বানে সাড়া দিল না, তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য অগ্নিকুণ্ডে ফেলিল, আল্লাহ তায়ালার কুদরতে তিনি অক্ষত রহিলেন।

দেশবাসীর আচরণে নিরাশ হইয়া ইব্রাহীম (আঃ) দেশ ত্যাগে হিজরত করিলেন এবং ফিলিস্তিনে কিছুকাল থাকিলেন। অতঃপর সত্য ধর্ম্মের তবলীগ করিতে করিতে আরও পশ্চিম দিকে, অগ্রসর হইয়া মিশরে পৌঁছিলেন। পুনরায় মিশর হইতে ফিলিস্তিন আসিয়া তথায় স্থায়ী নিবাস করিয়াছিলেন, এমনকি এই দেশেই তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তথায়ই তিনি সমাহিত আছেন।

ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের বহু ঘটনা কোরআন-হাদীছে বর্ণিত আছে। মে'রাজের রাত্রে ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের সঙ্গে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে। নবী (দঃ) তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি স্বাগত জানাইয়া বলিয়াছিলেন—مرحبا بك من ابن ونبى বিশিষ্ট পয়গাম্বর এবং আমার (বংশধর) পুত্র ! আপনাকে জানাই মোবারকবাদ।

হাশরের মাঠে যখন সমস্ত মানুষ কষ্ট-যাতনায় অধীর হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করার প্রার্থনা লইয়া মানুষ বড় বড় নবীগণের দ্বারে উপস্থিত হইবে তখন আদম (আঃ) সকলকে নূহ (আঃ)এর নিকট যাইবার পরামর্শ দিবেন। নূহ (আঃ) পরামর্শ দিবেন যে, ايتوا خليل الرحمن। তোমরা আল্লাহ তায়ালার খলীল বা প্রিয়পাত্র হযরত ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের নিকট যাও।

১৬২৮। হাদীছ ঃ—عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم—

قَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ثُمَّ قَرَأَ "كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ" وَاَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ وَاِنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِىْ يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ اُصَيْحَابِىْ اُصَيْحَابِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ "وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ...... الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ"۔

অর্থ—আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, সমস্ত মানুষকে হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য পুনর্জীবিত করা হইবে—এই অবস্থায় যে, তাহারা নগ্ন পা, উলঙ্গ শরীর এবং খাত্‌না বিহীন হইবে। নবী (দঃ) স্বীয় উক্তির সমর্থনে কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন— كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا

"আমি তোমাদিগকে প্রথমে যে অবস্থায় সৃষ্টি ও ভূমিষ্ঠ করিয়াছিলাম সেই অবস্থারই পুনঃ জীবিত করিব—ইহা আমার অটল সিদ্ধান্ত, ইহা আমি করিবই।"

(হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন—) কেয়ামতের দিন যাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম কাপড় পড়ান হইবে তিনি হইবেন (হযরত) ইব্রাহীম (আঃ)।

(হযরত (দঃ) আরও ফরমাইলেন,) একদল লোক যাহারা আমার দলীয় মনে হইবে, কিন্তু তাহাদিগকে বাম দিকের তথা দোযখের পথে লইয়া যাওয়া হইবে।

তখন আমি বলিতে থাকিব, “উছায়হাবী, উছায়হাবী—তাহারা ত আমার দলের, তাহারা ত আমার দলের”। তখন উত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, ইহারা (প্রকাশ্যে আপনার দলীয় তথা মোসলমান হওয়ার দাবীদার ছিল, কিন্তু বস্তুতঃ ইহারা) আপনার পরে আপনার বিরোধী পথের যাত্রী ছিল। এতচ্ছ্রবণে আমি খোদার প্রিয় বান্দা ঈসা আলাইহেচ্ছালামের ন্যায় এই বলিয়া ক্ষান্ত থাকিব—

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ

الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ - اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ......

অর্থ—যাবৎ আমি এই লোকদের মধ্যে অবস্থানরতঃ ছিলাম তাবৎ তাহাদের অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। অতঃপর যখন আপনি (হে আল্লাহ!) আমাকে তাহাদের মধ্য হইতে উঠাইয়া নিয়া আসিয়াছেন তখন হইতে (পরবর্ত্তী অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ আমার থাকে নাই;) একমাত্র আপনিই তাহাদের সব কিছুর পর্য্যবেক্ষণকারী ছিলেন; আপনি ত সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ রাখেন। ইহাদিগকে যদি আপনি শাস্তি দেন (তবে বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই;) তাহারা আপনারই সৃষ্ট দাস। আর যদি তাহাদেরে ক্ষমা করেন তবে (কৈফিয়ত চাওয়ার কেহ নাই;) আপনি সর্ব্বাধিপতি হেকমতওয়ালা।

ব্যাখ্যা ঃ—কেয়ামতের দিন সকল মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত হওয়া সম্পর্কে উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, الرجال والنساء নারী-পুরুষ সকলে একত্রিত হইবে উলঙ্গ অবস্থায়? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিয়াছিলেন, সেই সময়ের অবস্থা এতই গুরুতর ও ভয়ঙ্কর হইবে যে, এই দিকে কোন খেয়াল করার বা পরস্পর লক্ষ্য করার সুযোগ ও চেতনা কাহারও মোটেই থাকিবে না।

কেয়ামতের দিন ইব্রাহীম (আঃ) সর্ব্বাগ্রে পরিধেয় পাইবেন। আল্লাহ তায়ালার জন্য তিনি খোদাদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক উলঙ্গ অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ছিলেন; হয়ত উহারই প্রতিদানে আল্লাহ তাঁহাকে এই সম্মান দান করিবেন।

যাহারা শুধু বাহ্যিকরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মত তথা মোসলমান দলভুক্ত; কার্য্যতঃ তাঁহার আদর্শের পরিপন্থি জীবন-যাপন করিতে থাকে, এই হাদীছ শ্রবণে তাহাদের বিশেষরূপে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

এই অবস্থায় হিসাব-নিকাশের দিন তাহারা দোযখের পথে যাইতে বাধ্য হইবে এবং হযরতের শাফায়া'ত হইতে মাহ্‌রুম ও বঞ্চিত থাকিবে। "নাউজু বিল্লাহে মিন-জালেকা—এই অবস্থা হইতে আমরা আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

১৬২৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা "আযর"কে এই অবস্থায় দেখিতে পাইবেন যে, (ভীষণ কষ্ট-যাতনা ও লাঞ্ছনা-গুঞ্জনার দরুণ) তাহার মুখ বিবর্ণ কাল হইয়া রহিয়াছে ; চেহারা যেন ছাই-মাটিতে মাখা। তখন ইব্রাহীম (আঃ) তাহাকে বলিবেন, আমি (তুনিয়ায়) তোমাকে বলিয়াছিলাম-না যে, আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না ? (কিন্তু তুমি তখন ঈমান হইতে ফিরিয়া রহিয়াছিলে, তাই আজ তোমার এই অবস্থা।) তখন "আযর" বলিবে, আজ হইতে আর তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিব না। (কিন্তু তখনকার এই কথায় কোন ফল হইবে না।)

অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ) পিতার অবস্থায় মর্ম্মাহত হইয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট ফরিয়াদ করিবেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনি আমাকে আশা দিয়া ছিলেন, পুনঃরুত্থানের তথা কেয়ামতের দিন আমাকে লজ্জিত করিবেন না। আপনার রহমত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে আমার পিতা, আমার জন্য তদপেক্ষা অধিক অপমান আর কি হইতে পারে ? আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম (আঃ)কে প্রবোধ দানে বলিবেন, إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ "আমি কাফেরদের জন্য চিরতরে বেহেশত নিষিদ্ধ ও হারাম করিয়া রাখিয়াছি।" (ঈমানহীন ব্যক্তি বেহেশত পাইবে না, চিরকাল সে দোযখের আজাব ভোগ করিবে। হযরত ইব্রাহীমের পিতা যেহেতু ঈমানহীন কাফের, তাই সেও চিরকাল আজাব ভোগ করিবে, নাজাত পাইবে না। অবশ্য ইব্রাহীম (আঃ)কে অপমান হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হইবে যে—) অতঃপর বলা হইবে, হে ইব্রাহীম! নীচের দিকে দৃষ্টি করুন ত! ইব্রাহীম (আঃ) নীচের দিকে দৃষ্টি করিবেন এবং (পিতার স্থলে) সর্ব্ব শরীরে গলীজ-মাখা একটি মুর্দ্দার-খোর জানোয়ার "হায়েনা" দেখিতে পাইবেন ; উহার চার পা বাঁধিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

সার কথা—ইব্রাহীম (আঃ)কে অপমান হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা এই করিবেন যে, তাঁহার পিতা "আযর"কে দোযখে নিক্ষেপ করার

সময় একটি জানোয়ারের আকৃতিতে রূপান্তরিত করিয়া দেওয়া হইবে ; কেহ যেন তাহাকে হযরত ইব্রাহীমের পিতা বলিয়া পরিচয় পাইতে না পারে।

বিশেষ শিক্ষা :—ঈমান না থাকিলে কোন সম্বন্ধই মানুষের কাজে আসিবে না, উল্লেখিত ঘটনা উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ন্যায় বিশিষ্ট নবী যাঁহাকে আল্লাহ তায়ালা "খলীলুল্লাহ—আল্লার দোস্ত" আখ্যা দিয়াছেন : "আযর" এইরূপ নবীর পিতা হইয়াও ঈমান না থাকায় নাজাত পাইল না। ইব্রাহীম (আঃ) পরওয়ারদেগারের নিকট ফরিয়াদ করিয়া এবং স্বীয় মান-ইজ্জতের দোহাই দিয়াও তাহাকে দোযখ হইতে বাঁচাইতে পারিলেন না। আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম (আঃ)কে অপমান হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু "আযর"কে দোযখ হইতে রেহায়ী দিলেন না ; ইহা ঈমান না থাকার পরিণতি।

এই বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আরও দুই জনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ আছে—

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَةَ لُوْطٍ ...

অর্থ—কাফের ও ঈমানহীন থাকার পরিণতি যে কিরূপ তাহার নমুনা ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা নূহ আলাইহেচ্ছালামের স্ত্রী এবং লুৎ আলাইহে-চ্ছালামের স্ত্রীর ঘটনা লোকদিগকে শুনাইয়াছেন। তাহারা উভয়ে আমার বিশিষ্ট দুইজন বান্দার (নবীর) স্ত্রী ছিল, কিন্তু তাহারা সেই বান্দাদের খেয়ানত করিয়াছে—তাঁহাদের আদেশ মতে চলে নাই, ফলে তাহাদের স্বামী বিশিষ্ট নবী হইয়াও তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার আজাব হইতে বিন্দুমাত্রও বাঁচাইতে পারেন নাই ; তাহাদের উভয়ের জন্য আল্লাহ তায়ালার এই আদেশই প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে যে, অন্যান্য ঈমানহীনদের সঙ্গে তোমরাও দোযখে প্রবেশ কর।

পক্ষান্তরে (নিজে ভাল হইতে চাহিলে কোন শক্তিই যে তাহাকে রুখিতে পারে না উহার নমুনা ও) দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা ফেরআউনের স্ত্রী বিবি আছিয়ার ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন—(কি করুন দৃশ্য ছিল,) যখন তিনি (ফেরআউনের ন্যায় খোদায়ী দাবীদার স্বামীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতেছিলেন, কিন্তু স্বীয় ঈমানকে দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া রাখিতেছিলেন এবং) ফরিয়াদ করিতে ছিলেন, হে প্রভু পরওয়ারদেগার! আপনার নৈকট্য লাভের স্থান বেহেশতের মধ্যে আমার জন্য একটি ঘর তৈরী করিয়া রাখুন! (সেই ঘরে যাইয়া আপনার

সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে আমি যেন চিরশান্তি উপভোগ করিতে পারি।) হে পরওয়ারদেগার। আমাকে বাঁচাইয়া রাখুন ফেরআউন হইতে (সে যেন আমার ঈমান নষ্ট করিতে না পারে) ও তাহার কার্য্য-কলাপ হইতে (উহার দ্বারা যেন আমি প্রভাবান্বিত হইয়া ঈমান হইতে বঞ্চিত না হই) এবং (ফেরআউনের ন্যায়) সমস্ত স্বৈরাচারীদের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করুন।

ফেরআউন স্বীয় স্ত্রী আছিয়ার ঈমানের সংবাদে ভীষণ ক্রোধান্বিত হইল এবং তাঁহার উপর কঠোর শাস্তির আদেশ দিল যে, প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত জমিনে উর্দ্ধমুখী শোয়াইয়া হাতে পায়ে লোহার খিল দিয়া আটকাইয়া দেওয়া হইল। বিবি আছিয়া (রাঃ) সেই পৈশাচিক অত্যাচারে থাকিয়াও ঈমান রত্নকে আঁকড়াইয়া রাখিতেছিলেন এবং সেই দুর্য্যোগের মধ্যেই এই দোয়া করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দোয়া কবুল হওয়ার কিছু নমুনা খোলা চোখে দেখাইয়া ছিলেন—বিবি আছিয়া সেই অবস্থায়ই বেহেশতের মধ্যে তাঁহার জন্য নির্ম্মিত বালাখানা স্বচক্ষে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। (বয়ানুল-কোরআন)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—"আযর" সম্পর্কে যাহা উল্লেখ হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিন তাহার চেহারা ছাই-মাটিতে মাখান অবস্থায় দেখা যাইবে—আল্লাহ তায়ালার নাফরমানদের এই অবস্থাই হইবে; তাহারা হাশর-ময়দানের ভীষণ অবস্থা ও সম্মুখস্থ দোযখের ভীষণ তর্জ্জন-গর্জ্জনে ভীত সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হওয়ায় জিল্লতি ও অপমানে তাহাদের চেহারা এইরূপ হইয়া যাইবে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালার ফরমাবরদার মোমেন বান্দাগণ আনন্দোৎফুল্লিত হইবেন, তাঁহাদের চেহারায় আনন্দ উল্লাসের আভা দেখা যাইবে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন স্থানে উহার বর্ণনা দান করিয়াছেন। যথা—

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ...... وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ -

অর্থ—সেই দিন (অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ, হাশরের ময়দান ও কেয়ামতের দিন—যে দিন মানুষ স্বীয় ভাই-বন্ধু, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে এবং নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে সেই দিন) অনেকের চেহারা উজ্জ্বল, হর্ষোৎফুল্ল হইবে। পক্ষান্তরে অনেকের চেহারা উহার বিপরীত বিশ্রী, বিবর্ণ ও কুৎসিৎ ছাই-মাটি মাখা হইবে এবং সমস্ত মুখমণ্ডল ভাবনা-চিন্তায় ও

আতঙ্কে ভারাক্রান্ত হইবে। এই লোকগুলি ঐ সব মানুষ যাহারা আল্লাহদ্রোহী, আল্লার নবীর আদর্শের বিপরীত আদর্শবাদী ছিল। (৩০ পারা, ছুরা আ'বাছা)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ - عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ - تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً......

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ -

"সেই (কেয়ামতের) দিন অনেকের চেহারা বিমর্ষ ভীষণ ক্লান্তিপূর্ণ দুঃখ--যাতনায় জর্জ্জরিত হইবে; পরিশেষে ভীষণ অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। আর অনেকের চেহারা ঐ দিন উল্লাস ভরা, আনন্দোৎফুল্ল, স্বীয় কৃত-কর্ম্মের প্রতি সন্তুষ্ট হইবে, অতি উচ্চ মর্ত্তবার বেহেশ্‌তে স্থান লাভ করিবে।" (৩০ পাঃ ছুরা গাশিয়া)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ...

অর্থাৎ—রসুল ও কেতাব মারফৎ আল্লার দ্বীন পৌছিবার পরও যাহারা সেই দ্বীন গ্রহণ করে নাই তাহাদিগকে ভীষণ আজাব ভোগ করিতে হইবে সেই দিন— যে দিন অনেকের চেহারা উজ্জ্বল হইবে এবং অনেকের চেহারা কাল বিবর্ণ হইবে। বিবর্ণ কাল চেহারাওয়ালাদের দলকে ভর্ৎসনা পুর্ব্বক বলা হইবে, তোমরাই না ঈমান লাভের সুযোগ প্রাপ্তির পরও কুফরী করিয়াছ? এখনই সেই কুফরীর দরুণ আজাব ভোগ কর। পক্ষান্তরে যাঁহাদের চেহারা উজ্জল হইবে তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমতে (তথা বেহেশতে) স্থান লাভ করিবেন এবং তাঁহারা তথায় চিরকাল বসবাস করিবেন। (৪ পারা, ২ রুকু)

ইব্রাহীম (আঃ) পিতার দুরবস্থা দৃষ্টে মর্ম্মাহত হইয়া তাহাকেই তাহার অবস্থার জন্য দায়ী করিবেন এবং বলিবেন, "আমি কি তোমাকে বলিয়াছিলাম না যে, আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।" ইব্রাহীম (আঃ) পিতাকে এবং জাতিকে যেভাবে সত্য পথের দিকে ডাকিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে।

(একটি স্মরণীয় ঘটনা।—) যখন ইব্রাহীম স্বীয় পিতা "আযর"কে বলিয়াছিলেন, তুমি কি কতকগুলি প্রতিমাকে মাবুদ বানাইয়াছ? আমি ত দেখিতেছি, তুমি এবং তোমার জাতি স্পষ্ট বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতায় পতিত।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ

أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي

أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ◎

وَكَذٰلِكَ نُرِىٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۝

(এইরূপে আমি ইব্রাহীমকে দেব-দেবী পূজার জঘণ্যতা ও কদর্য্যতার উপলব্ধি দিয়াছিলাম যদ্দারা তিনি স্বীয় জাতির সংস্কারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।) আর ঐরূপেই নিম্ন জগত ও সৌর জগতের (সর্ব্বত্র যে একমাত্র আমারই সার্ব্বভৌম আধিপত্য রহিয়াছে তাহার নিদর্শনরূপে উভয় জগতের) সৃষ্ট বস্তুনিচয়কে জ্ঞান ও মা'রেফতের দৃষ্টিতে দেখিবার শক্তি ইব্রাহীমকে আমি দান করিয়াছিলাম। (আমার মা'রেফত — পরিচয় যেন তাঁহার দৃষ্টিতে অতি উজ্জলরূপে প্রকাশিত হয়) এবং তিনি যেন চোখে দেখিয়া বিশ্বাসী হইতে পারেন এই উদ্দেশ্যে। (সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা বাস্তব মাবুদের সন্ধান লাভ এবং গর্হিত মা'বুদ হইতে পরিত্রাণ লাভ হইতে পারে মা'রেফতের দৃষ্টির মাধ্যমে। সেই মা'রেফত হাসিল করিয়া ইব্রাহীম (আঃ) নিজেও অধিক দৃঢ়তা লাভ করিবেন এবং নক্ষত্রপূজক জাতিকেও দক্ষতার সহিত বুঝাইতে পারিবেন।)

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ۝

সেমতে একদা রাত্রির গভীর অন্ধকারে তিনি একটি নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং (সৃষ্ট বস্তু হইতে খোদার মা'রেফত লাভের ছবক দানে নক্ষত্রপূজক জাতিকে) বলিলেন, (তোমাদের বিশ্বাসে) এই নক্ষত্রটি আমার এক মা'বুদ। অতঃপর যখন নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়া গেল তখন তিনি (তাহাদেরে) বলিলেন, যে বস্তু অস্তমিত হইয়া যায় (উহা মা'বুদ হইতে পারে না,) আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারি না।

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ

অতঃপর যখন চন্দ্রকে দেখিলেন উজ্জল হইয়া উঠিতেছে, তখন তিনি (ঐরূপে) বলিলেন, ইহা আমার আর এক মা'বুদ হইবে! যখন চন্দ্র অস্তমিত হইয়া গেল তখন তিনি বলিলেন, (এই অস্তগামী বস্তুও আমাদের মাবুদ হইতে

يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ
الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝
فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا
رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ ۚ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ
يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۝
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي
فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي
فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۚ وَلَا أَخَافُ
مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي
شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ
أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

পারে না। এই বাস্তব জ্ঞান আল্লার বিশেষ দান,) আমার প্রভু যদি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন না করেন তবে আমি বিভ্রান্তদের দলভুক্ত হইয়া যাইব।

অতঃপর সূর্য্যকে দেখিলেন দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, তখন তিনি (ঐরূপে) বলিলেন, ইহা আমার আর এক মা'বুদ হইবে—ইহা ত পূর্ব্বের সবগুলি হইতে বড়। কিন্তু যখন সূর্য্য অস্তমিত হইল তখন তিনি স্বীয় জাতিকে বিশেষরূপে বলিলেন, তোমাদের গর্হিত মা'বুদগুলির সঙ্গে আমার কোনই সংশ্রব নাই।

আমি ত সব কিছু ত্যাগ পূর্ব্বক আমার লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়াছি একমাত্র সেই মাবুদের প্রতি যিনি আকাশ-পাতাল সব কিছুর স্বষ্টিকর্ত্তা ; কাহাকেও আমি তাঁহার শরীক গণ্য করি না।

(চোখে দেখা অবস্থায় ভুল ধরাইবার পরও) তাঁহার জাতি তাঁহার সঙ্গে হঠকারিতাপূর্ণ তর্কে লিপ্ত হইল। (তাহাদের মাবুদগণ ইব্রাহীমের ক্ষতি করিবে ভয় দেখাইলে) ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে আমার সঙ্গে তর্ক কর? অথচ আল্লাহ আমাকে সঠিক পথ দেখার তৌফিক দিয়াছেন। তোমরা তোমাদের গর্হিত মাবুদদের ভয় দেখাও। আমি এই সব ভয় করি না। অবশ্য যাঁহার মাবুদ হওয়া আমি প্রচার করি, তিনি ইচ্ছা করিলে সব কিছু করিতে পারেন। আমার মাবুদ সব কিছু জ্ঞাত আছেন। তোমরা এই বাস্তবকে উপলব্ধি করিতেছ না কেন? (৭ পাঃ ১৫ রুঃ)

[২]

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۝
اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝
اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ لِمَ
تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا
يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا ۝
يٰاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ
الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ
اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝
يٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ
الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۝
يٰاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ
عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ
لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۝
قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ
يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ
لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ۝

এই কেতাবে আপনি ইব্রাহীমের ঘটনা উল্লেখ করুন। তিনি ছিলেন খাঁটী ও সত্যের প্রতীক বিশিষ্ট নবী।

একটি ঘটনা—যখন তিনি বলিয়াছিলেন নিজ পিতাকে, হে আমার পিতা। কেন এমন সব জড় বস্তুর পূজা করিতেছ যাহারা না পারে শুনিতে, না পারে দেখিতে, না পারে তোমার কোন উপকার করিতে ?

হে আমার পিতা ! এমন জ্ঞান আমি লাভ করিয়াছি যাহা তোমার লাভ হয় নাই, অতএব আমার অনুসরণে চল, আমি তোমাকে সরল সত্য পথ দেখাইব।

হে আমার পিতা ! তুমি শয়তানের গোলামী করিও না, নিশ্চয় শয়তান দয়াময় আল্লার নাফরমান।

হে আমার পিতা। আমার আশঙ্কা হইতেছে, দয়াময় আল্লার তরফ হইতে আজাব তোমাকে ধরিয়া ফেলিবে, ফলে তুমি (আজাব ভোগেও) শয়তানের সাথী হইয়া পড়িবা।

পিতা বলিল, ইব্রাহীম। তুমি কি আমার পূজ্য মাবুদগুলি হইতে মুখ ফিরাইতেছ ? এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত না হইলে নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিব ; দূর হও তুমি আমার নিকট হইতে চিরদিনের জন্য।

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ۝

ইব্রাহীম বলিলেন, তোমার সালাম করি ; (আর কিছু বলিব না। অবশ্য তোমার জন্য চেষ্টা করিব—) আমি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট তোমার ক্ষমা ও মাগফেরাতের (ব্যবস্থা তথা ঈমানের) জন্য দরখাস্ত করিব, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। (১৬ পাঃ ৬ রুঃ)

[৩]

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ۝

হে রসুল। বিশ্ববাসীকে ইব্রাহীমের ঘটনা শুনান যখন তিনি স্বীয় পিতা ও জাতিকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কিসের পূজা করিয়া থাক ?

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ۝

তাহারা বলিল, আমরা কতিপয় মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকি এবং উহাদের তপস্যায় আমরা বসিয়া থাকি।

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ۝

اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ۝

ইব্রাহীম বলিলেন, যখন তোমরা এইগুসিকে ডাক তখন কি তাহারা তোমাদের ডাক শুনে? অথবা তোমাদের কোন লাভ-লোকসান পৌঁছাইতেপারে?

قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۝

তাহারা বলিল, (এইরূপ কোন শক্তি তাহাদের নাই,) বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এইরূপই করিতে পাইয়াছি।

قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۝ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ۝ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْٓ اِلَّا

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমরা চিন্তা করিতেছ কি ? যাহাদের পূজা করিয়াছ তোমরা এবং তোমাদের পুর্ব্ববর্ত্তী পিতৃ-পুরুষরা ; নিশ্চয় ইহারা আমার (ও তোমাদের প্রত্যেকের) শত্রু ; (ইহাদের উপাসনা সকলকে জাহান্নামে পৌঁছাইবে।) অবশ্য সারা

رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

اَلَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ

وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ۝

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۝

وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ۝

وَالَّذِيْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِيْ

خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ

بِالصّٰلِحِيْنَ ۝ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ

صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝ وَاجْعَلْنِيْ

مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۝

وَاغْفِرْلِاَبِيْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ

الضَّآلِّيْنَ ۝ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ

يُبْعَثُوْنَ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا

জাহানের পরওয়ারদেগার যিনি, (তাঁহার এবাদৎ-উপাসনা স্বর্গের অধিকারী করে এবং তিনি সর্ব্বোপকারী।)

যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর আমাকে সঠিক পথ দেখাইয়া থাকেন,—যিনি আমায় পানাহার যোগাইয়া থাকেন, আমি রোগাক্রান্ত হইলে তিনিই আমাকে নিরাময় করে। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাইবেন অতঃপর পুনঃ জীবিত করিবেন এবং যাঁহার প্রতি আমি এই আশা পোষণ করি য, প্রতিফলের দিন তিনি আমার দোষ-ত্রুটি মাফ করিয়া দিবেন।

হে পরওয়ারদেগার! আমাকে হেকমত (মা'রেফতের গভীর জ্ঞান) দান করুন এবং আপনার বিশিষ্ট বান্দাদের দলভুক্ত রাখুন এবং আমাকে ঐরূপ কার্য্যের তৌফিক দিন যদ্বারা পরবর্ত্তীদের মধ্যে আমার নেক্‌নামী থাকে এবং আমাকে নেয়ামতময় বেহেশতের অধিকারী করুন।

পরওয়ারদেগার! (ঈমানের তৌফিক দানে) আমার পিতার মাগফেরাত (ক্ষমার ব্যবস্থা) করিয়া দিন ; সে ত গোমরাহদের দলভুক্ত রহিয়াছে। আর আমাকে পুনরুত্থানের দিন অপমানিত করিবেন না ; যেদিন ধন-সম্পদ, আল-আওলাদ কাহারও (নাজাতের) কাজে আসিবে না ; অবশ্য যে (কুফরী

يُبْعَثُوْنَ ۝ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝

শেরেকী হইতে) পবিত্র অন্তর লইয়া আল্লার দরবারে পৌঁছিবে তাহার জন্যই নাজাত।

(ছুরা শোয়া'রা—১৯ পাঃ ৯ রুঃ)

এই আয়াতে হযরত ইব্রাহীমের একটি দোয়ার উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি পিতার অবস্থায় নিরাশ হইয়া কেয়ামতের দিন তাহার আজাব ও শাস্তির আশঙ্কা করিলেন এবং পিতার দূরবস্থা পুত্রের পক্ষে অপমানের কারণ হয়, তাই দোয়া করিলেন, হে খোদা! তুমি কেয়ামতের দিন আমাকে অপমানিত করিও না।

ইব্রাহীম (অ'ঃ) বিশিষ্ট নবী আল্লাহর খলীল বা দোস্ত, অতএব তাঁহার দোয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হওয়া সুনিশ্চিত। সেইরূপ দৃঢ় আশার সূত্রেই পূর্ব্বে বর্ণিত হাদীছে হযরত ইব্রাহীমের ফরিয়াদে তাঁহার এই উক্তির উল্লেখ রহিয়াছে যে, "হে পরওয়ারদেগার! আমাকে আশা দিয়াছিলেন যে, পুনরুত্থানের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত ও অপমানিত করিবেন না।"

১৬৩০। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اِبْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُوْمِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন, আল্লার নবী ইব্রাহীম (আঃ) নিজ হস্তে নিজের খৎনা করিয়াছিলেন। আশি বৎসর বয়স কালে কুঠারের সাহায্যে।

ব্যাখ্যা ঃ—ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের পূর্ব্বে খৎনা করার নিয়ম ছিল না। সর্ব্বপ্রথম তিনিই উহার জন্য আদিষ্ট হন। যখন আল্লাহ তায়ালার এই আদেশ তাঁহার নিকট পৌঁছিল তখন তাঁহার বয়স ছিল আশি বৎসর। তিনি আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনে কতদূর ফরমাবরদার ও উদ্‌গ্রীব ছিলেন তাহা উপলব্ধি করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আশি বৎসরের বৃদ্ধ বয়সে খৎনা করার ন্যায় কঠিন কাজকে আল্লাহ তায়ালার আদেশে অতি তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিলেন। এমনকি আদেশ প্রাপ্তির সময় তাঁহার নিকট কাষ্ঠ কাটার কুঠার ছিল, আর

কোন অস্ত্র ছিল না; আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনে বিলম্ব হয় এই আশঙ্কায় কুঠারের সাহায্যেই তৎক্ষণাৎ নিজ হাতে খৎনা কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) "হাবীবুল্লাহ—আল্লার প্রিয় বন্ধু" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি ভিন্ন একমাত্র ইব্রাহীম (আঃ)-ই "খলীলুল্লাহ—আল্লার দোস্ত" উপাধি পাইয়া ছিলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ভীষণ কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন; তিনি সেই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি গভীর মহব্বত ও পূর্ণ আনুগত্যের পরিচয় দানে তিনি সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যাহাতে তিনি "খলীলুল্লাহ" উপাধি লাভ করেন। তিনি যে কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন পবিত্র কোরআনেই তাহার উল্লেখ রহিয়াছে—

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّىْ......

"যখন ইব্রাহীমের পরওয়াদেগার তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন কতিপয় বিষয়ের দ্বারা এবং তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ে পূর্ণরূপে সাফল্য অর্জ্জন করিলেন; তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে বলিলেন, আমি আপনাকে লোকদের ইমাম—প্রধান ও আদর্শ হওয়ার মর্য্যাদা দান করিব।" (ছুরা বাকারাহ—১ পাঃ ১৫ রুঃ)

আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম (আঃ)কে যে সব কঠিন পরীক্ষা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত খাৎনার ঘটনা একটি। তদপেক্ষা কঠিন ঘটনারও সম্মুখীন তিনি হইয়াছিলেন। অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং পুত্রকে আল্লার নামে কোরবানী করার ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; যাহার বর্ণনা পবিত্র কোরআনে আছে।

অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার বিবরণ ঃ—

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ۝

আমি ইব্রাহীমকে প্রথম হইতেই সুবুদ্ধি দিয়াছিলাম এবং আমি তাঁহার প্রতিভা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলাম।

একটি স্মরণীয় ঘটনা—যখন তিনি স্বীয় পিতা ও জাতিকে বলিয়াছিলেন, যে সব প্রতিমা-মূর্ত্তিগুলির উপাসনায় তোমরা জমায়েত হও সেইগুলি কি? (এইগুলি কি উপাসনার যোগ্য?)

قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ۝

তাহারা বলিল, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদেরকে এই সবের পুজা করিতে পাইয়াছি।

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ
فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا
بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ۝

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমাদের বাপ-দাদা স্পষ্টতর গোমরাহীর মধ্যেই ছিল এবং তোমরাও আছ। তাহারা বলিল, ইব্রাহীম! তোমার এই উক্তি কি বাস্তব ধারণা, না—হাসি-ঠাট্টা করিতেছ?

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ وَاَنَا عَلٰى
ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, (বাস্তবিকই এইগুলি উপাস্য ও মাবুদ নয়; বরং উপাস্য, মাবুদ—তোমাদের আমাদের সকলের প্রভু-পরওয়াদেগার তিনিই যিনি সমস্ত আসমান-জমিনের স্বষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা। এই উক্তি আমি সকল সমক্ষে ঘোষণারূপে প্রকাশ করিতেছি।

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ
اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝ فَجَعَلَهُمْ
جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ
يَرْجِعُوْنَ ۝

খোদার কসম—তোমরা এখান হইতে যাওয়ার পর তোমাদের এই প্রতিমা-মূর্ত্তিগুলির একটা ব্যবস্থা করিবই। সেমতে তিনি একদা সেইগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন শুধু বড় একটা মূর্ত্তি বাকি রাখিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, লোকগণ এই ঘটনা দেখিলেই সকলে তাঁহার নিকট আসিবে, (তখন তাহাদিগকে এই প্রতিমাগুলির অক্ষমতা চাক্ষুষ দেখাইয়া দিবেন।)

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ

তাহারা (পূজাশালার অবস্থা দৃষ্টে) খোঁজ করিতে লাগিল, আমাদের উপাস্য

لِمَنَ الظَّالِمِيْنَ ۞ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرَاهِيْمُ ۞

দেবতাদের সঙ্গে এই ব্যবহার কে করিল ? যে করিয়াছে সে নিশ্চয় বড় অন্যায়কারী অপরাধী। কিছু লোকে বলিল, একটি যুবককে শুনিয়াছি, এই সব উপাস্য দেবতাদের সমালোচনা করিয়া থাকে—তাহার নাম "ইব্রাহীম।"

قَالُوْا فَأْتُوْا بِهٖ عَلٰى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ۞ قَالُوْا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰاِبْرَاهِيْمُ ۞

সকলে বলিল, সেই যুবককে সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত কর, সকলে তাহাকে দেখুক। (উপস্থিতির পর) জিজ্ঞাসিল, হে ইব্রাহীম। তুমি কি আমাদের দেবতাদের সঙ্গে এই ব্যবহার করিয়াছ ?

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ۞

ইব্রাহীম বলিলেন, বরং (আমি বলি,) এই বড় প্রতিমাটি এই কাজ করিয়াছে*; (এখন) ইহাদেরকেই জিজ্ঞাসা কর না যদি ইহাদের কথা বলিবার শক্তি থাকে।

فَرَجَعُوْا اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۞ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ ۞

(ইব্রাহীম (আঃ) ইঙ্গিত করিলেন, ঘটনার বিবরণ উপাস্যদেরকেই জিজ্ঞাসা কর। এরা যদি এমনই নিষ্ক্রিয় যে, কিছু বলার সামর্থ্য তাদের নাই, তবে এরা উপাস্য হইতে পারে কিরূপে ? এই তথ্যের ইঙ্গিতে তিনি উপস্থিত লোকগণকে প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলিলেন; সাময়িক তাহাদের উত্তেজনা হ্রাস পাইল) তখন তাহারা নিজ নিজ অন্তরে চিন্তা করিয়া পরস্পর বলাবলি করিল, বাস্তবিকই তোমরা না-হক ও অন্যায়ের পথে আছ। অতঃপর তাহারা মাথা হেট্ করিয়া বলিল, ইব্রাহীম। তুমি ত বুঝই যে, এইসব প্রতিমা-মূর্ত্তিগুলি কথা বলিতে পারে না।

* হযরত ইব্রাহীমের এই কথার তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী হাদীছের ব্যাখ্যায় দেখুন।

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ۝
اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

(এই সুযোগে ইব্রাহীম (আঃ) তাহাদেরে বুঝাইয়া) বলিলেন, তোমরা সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন (নিষ্ক্রিয় অক্ষম জড়) বস্তুর এবাদৎ উপাসনা কর যাহারা তোমাদের কোন হিত ও অহিত করিবার ক্ষমতা রাখে না! (তাহারা নিজেদের আত্মরক্ষা বা তৎসম্পর্কে কিছু বলিবার পর্য্যন্ত শক্তি রাখে না।) ধিক্ তোমাদের উপর এবং তোমাদের মন-গড়া মাবুদগুলির উপর। তোমরা কি অবুঝ—এতটুকুও বুঝ না ?

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْا اٰلِهَتَكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝
قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا
عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ۝ وَاَرَادُوْا بِهٖ
كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۝

(তাহারা নিরুত্তর হইল, কিন্তু গোঁয়ারের ন্যায়) সকলে বলিয়া উঠিল, ইব্রাহীমকে আগুনে পোড়াও এবং স্বীয় মাবুদগণের পক্ষ সমর্থন প্রকাশ কর, যদি তোমাদের কিছু করিতে ইচ্ছা হয়।

আমি (সেই আগুনকে) আদেশ করিলাম, হে আগুন! ইব্রাহীমের পক্ষে শীতল ও শান্তিদায়ক হইয়া যাও। তাহারা ইব্রাহীমের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করিয়াছিল; আমি তাহাদিগকেই অকৃতকার্য্য ক্ষতিগ্রস্ত করিলাম।

(ছুরা আম্বিয়া—১৭ পাঃ ৫ রুঃ)

[২]

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا
تَعْبُدُوْنَ ۝ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ
تُرِيْدُوْنَ ۝ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ۝

(ইব্রাহীমের একটি স্মরণীয় ঘটনা—) যখন তিনি স্বীয় পিতা ও জাতিকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি-সব বস্তুর উপাসনা কর ? আল্লাহকে ছাড়িয়া এই সব গর্হিত মাবুদকে চাহিতেছ ? তা হইলে সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা পালান-কর্ত্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি ?

(এক দিনের ঘটনা—দেশবাসী মেলায় যাইবে, ইব্রাহীমকেও যাইত বলিল।) ইব্রাহীম নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকাইলেন, অতঃপর বলিলেন, আমি অসুস্থ। সে মতে তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তখন তিনি তাহাদের মূর্ত্তিগুলির নিকটে গেলেন এবং উহাদের সম্মুখে মিঠাই-মণ্ডার ভেট্ দেখিয়া উপহাস ও ব্যঙ্গ করতঃ) বলিলেন, কি হে। তোমরা খাও না কেন? নিরুত্তর কেন? এই বলিয়া সেইগুলিকে জোরে আঘাত করিলেন (এবং ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।)

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۝ فَقَالَ
إِنِّي سَقِيمٌ ۝ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۝
فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا
تَأْكُلُونَ ۝ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ۝
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۝

অতঃপর সমস্ত লোক তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, নিজ হাতে চাছিয়া ছিলিয়া যে সকল প্রতিমা-মূর্ত্তি বানাও সেইগুলিকেই মাবুদরূপে গ্রহণ কর তোমরা? অথচ তোমাদিগকে এবং তোমাদের হস্ত নির্ম্মিত সমুদয় বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন আল্লাহ; (ইহা কত বড় অন্যায়!) তখন তাহারা (নিরুত্তর গোঁয়ারের ন্যায়) সিদ্ধান্ত করিল যে, ইব্রাহীমের (শাস্তির) জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি কর, অতঃপর তাহাকে উহাতে নিক্ষেপ কর।

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ۝ قَالَ
أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۝ وَاللَّهُ
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝ قَالُوا
ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي
الْجَحِيمِ ۝

সে মতে তাহারা ইব্রাহীমের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করিল, কিন্তু আমি তাহাদিগকেই অধঃপাতী করিলাম।

(ছুরা ছাফ্‌ফাত—২৩ পাঃ ৭ রুঃ)

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ
الْأَسْفَلِينَ ۝

১৬৩১। হাদীছঃ— عن ام شريك رضى الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على ابراهيم عليه السلام -

অর্থ—উম্মে শরীক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গিরগিট মারিবার আদেশ করিয়াছেন এবং হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, ইব্রাহীম (আঃ) যখন কাফেরদের কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন তখন এই গিরগিট অগ্নিকে অধিক প্রজ্জ্বলিত করার জন্য ফুঁক দিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—ইহাকে বলে "বোগ্‌জ-ফিল্লাহ্—আল্লার মহব্বতে ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা।" ইহার বিপরীত হইল, হোব্ব-ফিল্লাহ—আল্লার মহব্বতে মহব্বৎ রাখা। উভয়টি খাঁটী ঈমানের আলামত এবং উহার তাৎপর্য্য এই যে, আল্লার প্রতি এত অনুরাগী থাকা যে, স্বভাবতঃরূপে আল্লাহ এবং আল্লার দোস্তদারদের বিরুদ্ধাচরণকারী ও শত্রুতা পোষণকারীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব ফুটিয়া উঠে এবং আল্লার পছন্দনীয় বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি মহব্বৎ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তায়ালার প্রতি কত অধিক ও গভীর অনুরাগের ফলে এই স্বভাবের উদয় হইতে পারে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করিতে পারেন; এই জন্য এই স্বভাবকে ঈমানের বিশেষ আলামত ও শাখা বলা হইয়াছে।

কাফেররা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে আগুনে পোড়াইয়া মারার চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি আল্লাহ তায়ালার কুদরতে রক্ষা পাইলেন। এই ঘটনার পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় জাতি ও দেশবাসী হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া দেশ ত্যাগ করতঃ হিজরতের সঙ্কল্প করিলেন— وقال انى ذاهب الى ربى سيهدين "ইব্রাহীম (আঃ) সঙ্কল্প করিলেন যে, আমি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িব, তিনি আমাকে কোন (ভাল) স্থানে পৌছাইবেন।"

এই বলিয়া তিনি ইরাক হইতে হিজরত পূর্ব্বক সিরিয়ায় পৌঁছিলেন। কিছু দিন পর তথা হইতে মিশরে পৌছিলেন। আল্লাহ তায়ালার নিকট পুত্র লাভের এই দোয়াও করিলেন, رب هب لى من الصلحين "হে পরওয়ারদেগার। আমাকে নেক ফরজন্দ দান করুন।" তাঁহার দোয়া কবুল হইল فبشرنه بغلم حليم "তাঁহাকে বিশেষ ধৈর্য্যশীল একটি পুত্রের সুসংবাদ দান করিলাম।"

ইব্রাহীম (আঃ) পুত্র লাভ করিলেন, তাঁহার আকাঙ্খা পূর্ণ হইল, কিন্তু সেই বহু আকাঙ্খিত পুত্র সম্পর্কেও তিনি এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন।

পুত্র কোরবানীর ঘটনা ঃ

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ
إِنِّيْ أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ
أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ط قَالَ
يٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ - سَتَجِدُنِيْ
إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

সেই পুত্র যখন পিতা ইব্রাহীমের সঙ্গে চলাফেরা করিতে পারে--(এই বয়সেই পুত্রের স্নেহ মমতা পূর্ণরূপে পিতাকে দখল করে ;) এই অবস্থাতে ইব্রাহীম (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে সেই পুত্রকে কোরবানী করার আদিষ্ট হইলেন। নিজে আদেশ পালনে প্রস্তুত হইয়া পুত্রের মতামত জানিতে) বলিলেন, হে বৎস! স্বপ্নে দেখিয়াছি, আমি (আল্লার আদেশে) তোমাকে জবাই করিতেছি। (নবীর স্বপ্ন অহী, তাই ইহার বাস্তবায়ন আবশ্যক ;) তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার মতামত কি? পুত্র উত্তর করিল, হে পিতা! আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছেন তাহা সম্পন্ন করুন ; ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্য্যশীল পাইবেন।

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ۝
وَنَادَيْنٰهُ أَنْ يّٰإِبْرٰهِيْمُ ۝ قَدْ
صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ج إِنَّا كَذٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝

অতঃপর যখন পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লার হুকুম পালনে পূর্ণ অনুগত হইলেন এবং পিতা পুত্রকে (কোরবানী করিতে) অধঃমুখী শায়িত করিলেন এবং আমি পিতাকে এই বলিয়া ডাকিলাম—হে ইব্রাহীম! নিশ্চয় তুমি স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিয়াছ ; (তখনকার দৃশ্য বড়ই আশ্চর্য্যজনক ছিল।) এইরূপ (সৎসাহস ও উহার) প্রতিদান আমি নিষ্ঠাবান সৎকর্ম্মশীল সমস্ত ব্যক্তিকেই দান করিয়া থাকি।

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ۝

নিশ্চয় উহা একটি বড় কঠিন পরীক্ষা ছিল ; (পিতা-পুত্র উভয়ই উত্তীর্ণ

وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۞ سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ۞

(ছুরা ছাফ্‌ফাত—২৩ পাঃ ৭ রুঃ)

হইলেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রতিফল দান করিলাম) এবং (আল্লার নামে কোরবানী করার উপস্থিত মনস্পৃহা পুরণার্থে) কোরবানীর যোগ্য একটি পশু (দুম্বা) পুত্রের বদলে দান করিলাম। আর পরবর্ত্তী লোকদের মধ্যে তাঁহার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিলাম যে, সকলেই বলিবে—"ইব্রাহীমের প্রতি সালাম।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পরবর্ত্তী লোকদের মধ্যে ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের বিশেষ মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠাকরনে বলিয়াছেন—সকলেই বলিবে, "ইব্রাহীমের প্রতি সালাম।" এই সালামের বাস্তবায়ন সাধারণভাবে ত হয়ই যে, তাঁহার নামের সঙ্গে "আলাইহেচ্ছালাম—তাঁহার প্রতি সালাম" সচরাচরই বলা হয় ; যাহা প্রত্যেক নবীর নামের সঙ্গেই হয়। তদুপরি ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের এই বৈশিষ্ট্যও আছে যে, নামাজের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতের পরে নির্দ্ধারিত দরুদ পড়ার বিধান আছে ; সেই দরুদে ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের প্রতিও দরুদ বিজড়িত আছে। নিম্নের হাদীছে তাহাই লক্ষ্য করুন। দরুদ ও সালাম উভয়টিই পাশাপাশি সম্মান সূচক দোয়া।

১৬৩২। হাদীছ ঃ—আবু হোমায়দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার প্রতি দরূদ কিরূপ হইবে ? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা এইরূপ বলিবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

১৬৩৩। হাদীছ (৯৪০ পৃঃ) ঃ—আবু ছায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালামের রূপ ত

আমরা (আত্তাহিয়্যাতের মধ্যে) শিখিয়াছি ; আপনার প্রতি দরূদের রূপ কি হইবে ? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা এইরূপ বলিবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

ব্যাখ্যা ঃ—সকলের সুবিধার্থে সংক্ষেপ ও দীর্ঘতার ব্যবধানে হযরত (দঃ) ছাহাবীগণকে বিভিন্ন দরুদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। বোখারী শরীফে সেইরূপ তিনটি হাদীছে তিনটি দরুদ বর্ণিত আছে। দুইটি উপরোল্লিখিত এবং আর একটি যাহা এই দুইটি অপেক্ষা দীর্ঘ ; ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মজহাবে উহাই অগ্রগণ্য—উহা প্রথম খণ্ডে "নামাযের বিভিন্ন মছআলাহ" পরিচ্ছেদে পূর্ণ তরজমা ও ব্যাখ্যার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি দরুদেই "ছালাত" তথা রহমত ও "বরকত" তথা মঙ্গল ও কল্যাণের দোয়ায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামের সহিত ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছাল্লামের নামও বিজড়িত আছে যাহা কেয়ামত পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক ভাবে এক একজন মুসলমানের মুখে প্রতি দিন ১০।২০ বার উচ্চারিত হইতে থাকিবে। পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের শরীয়তেও ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য এইরূপ কোন বৈশিষ্ট্য থাকা বিচিত্র নহে।

কাফের রাজা ও বিবি ছারার ঘটনা ঃ—

১৬৩৪। হাদীছ ঃ—عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ — (قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ اِلَّا ثَلٰثَ كَذِبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهٗ اِنِّىْ سَقِيْمٌ وَقَوْلُهٗ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ اِذْ اَتٰى عَلٰى جَبَّارٍ مِّنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ لَهٗ اِنَّ هٰذَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ

مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَسَاَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هٰذِهٖ قَالَ اُخْتِىْ

فَاَتٰى سَارَةَ قَالَ يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِىْ

وَغَيْرُكِ وَاِنَّ هٰذَا سَاَلَنِىْ فَاَخْبَرْتُهٗ اَنَّكِ اُخْتِىْ فَلَا تُكَذِّبِيْنِىْ

فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهٖ فَاُخِذَ فَقَالَ

اُدْعِىْ اللّٰهَ لِىْ وَلَا اَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللّٰهَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَاُخِذَ

مِثْلَهَا اَوْ اَشَدَّ فَقَالَ اُدْعِىْ اللّٰهَ لِىْ وَلَا اَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَاُطْلِقَ

فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهٖ فَقَالَ اِنَّكُمْ لَمْ تَاْتُوْنِىْ بِاِنْسَانٍ اِنَّمَا اَتَيْتُمُوْنِىْ

بِشَيْطَانٍ فَاَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَاَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فَاَوْمَاَ بِيَدِهٖ مَهْيَا

قَالَتْ رَدَّ اللّٰهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِىْ نَحْرِهٖ وَاَخْدَمَ هَاجَرَ -

قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ تِلْكَ اُمُّكُمْ يَا بَنِىْ مَاءِ السَّمَاءِ -

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) (রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে) বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্রাহীম (আঃ) (সুদীর্ঘ জীবনের শত শত সঙ্কটপূর্ণ আপদ-বিপদেও সত্যকে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি) কখনও মিথ্যার আশ্রয় নেন নাই; শুধু তিনটি ঘটনায় (বৃহৎ মহতী উদ্দেশ্য লাভের খাতিরে) তিনি স্বীয় উদ্দেশ্যকে একাধিক অর্থবোধক উক্তির আবরণে ব্যক্ত করিয়াছিলেন মাত্র। তন্মধ্যে (একটি ঘটনায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজের উপকার লাভের কিছুটা সম্পর্ক দেখা যায়, অপর) দুইটি ঘটনাই (এমন ছিল যে, উহাতে নিজ স্বার্থের লেশমাত্র ছিল না,) নিছক আল্লার (দ্বীন প্রচার ও বুঝাইবার) জন্য ছিল—

এই দুইটির একটি হইল—(স্বীয় পৌত্তলিক জাতিকে পৌত্তলিকতার অসাড়তা বুঝাইবার বিশেষ কৌশল অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে তিনি দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার করার সুযোগ সন্ধানে ছিলেন। একদা যখন দেশবাসী মেলায় যাইবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে বলিল তখন এই সুযোগে তাহাদের পেছনে থাকিয়া যাইবার জন্য) তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি রুগ্ন"।

আর একটি হইল—(এই ঘটনায়ই যখন তাহারা আসিয়া দেব-দেবীগুলি ভাঙ্গা দেখিল এবং ইব্রাহীম (আঃ)কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিল তখন এই দেব-দেবীগুলির অসাড়তা ও অক্ষমতার চাক্ষুষ দৃশ্য তাহাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিবার ভূমিকারূপে একটি সাময়িক দাবী স্বরূপ) তিনি বলিয়াছিলেন, "বরং (আমি বলি,) ইহাদেরই এই বড় মূর্ত্তিটা এই কাজ করিয়াছে।"

আর প্রথম ঘটনার বিবরণ এই যে, ইব্রাহীম (আঃ) যখন স্বীয় স্ত্রী "ছারাহ্‌ (রাঃ)"কে সঙ্গে লইয়া হিজরত করিয়া ছিলেন তখন (মিশরের অন্তর্গত) এক এলাকায় পৌঁছিলেন। তথাকার শাসনকর্ত্তা ছিল এক পরাক্রমশালী অত্যাচারী জালেম রাজা। সেই রাজাকে (ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী সম্পর্কে) খবর দেওয়া হইল যে, এই এলাকায় একটি বিদেশী লোক আসিয়াছে তাহার সঙ্গে একটি পরমা সুন্দরী রমণী আছে। রাজা তৎক্ষণাৎ ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের নিকট পেয়াদা পাঠাইয়া দিল এবং তাঁহার সঙ্গী রমনী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল যে, উভয়ের সম্পর্ক কি ? ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, আমার ভগ্নি* এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছারাহ্‌ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট আসিয়া "ভগ্নি" বলিবার উদ্দেশ্য এবং সত্য ও বাস্তব ব্যাখ্যা বুঝাইয়া বলিলেন যে— হে ছারাহ্‌! বর্ত্তমানে ভূপৃষ্ঠে একমাত্র মোমেন তুমি ও আমি ; (মোমেনগণ পরস্পর ভাই-ভগ্নি ; সেই সূত্রে) আমি এই জালেম রাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিয়াছি, তুমি আমার ভগ্নি। (উক্ত সূত্রে এই উক্তি সত্য) অতএব তুমি আমার উক্তিকে অসত্য বলিও না। অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ) অজু করিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন ; এদিকে ঐ রাজা ছারাহ্‌ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিল। (ছারাহ্‌ (রাঃ) রাজ মহলে

---

* ঐ রাজার রীতি প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহার অভিলাষ্য রমণীর সঙ্গে স্বামী থাকিলে প্রথমে স্বামীকে হত্যা করিত। সুতরাং ইব্রাহীম (আঃ) নিজকে স্বামী বলিয়া প্রকাশ করিলেন না।

পৌঁছিয়া অজু করিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন।) যখন রাজা আসিয়া তাঁহার প্রতি হাত বাড়াইল তখনই সে আল্লার গজবে—শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পড়িল। (এমনকি ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়া গেল এবং ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।) তখন সে (ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া) বলিল, আমার জন্য দোয়া করুন, আমি আপনাকে কোনরূপ কষ্ট দিব না। ছারাহ্ (রাঃ) দোয়া করিলেন, (সে ভাল হইল, কিন্তু ওয়াদা ভঙ্গ করিল) এবং পুনঃ তাঁহার প্রতি হাত বাড়াইল। তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বরূপ অবস্থায় পতিত হইল এইবারও সে দোয়ার দরখাস্ত করিল এবং ওয়াদা করিল, তাঁহাকে কষ্ট দিবে না। ছারাহ্ (রাঃ) দোয়া করিলেন, সে রেহায়ী পাইল এবং একজন দারওয়ানকে ডাকিয়া বলিল, তোমরা যাহাকে আনিয়াছিলে (তাহাকে পৌঁছাইয়া আস;) সে মানুষ বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় জ্বিন-পরী হইবে। (কিন্তু ছারাহ্ (রাঃ) সম্পর্কে তাহার অন্তরে যে ভয়-ভক্তি জন্মিয়াছিল) সে মতে সে তাঁহার খেদমতের জন্য "হাজেরা" নাম্নী একজন রমণী উপঢৌকন পেশ করিল।

ছারাহ্ (রাঃ) ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের নিকট পৌঁছিলেন, তখনও তিনি নামাযে ছিলেন, হাতের ইশারায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ঘটিয়াছে। ছারাহ্ (রাঃ) বলিলেন, কাফের রাজার সমস্ত তদবীরকে আল্লাহ্ তায়ালা তাহারই বিপদ বানাইয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং রাজা "হাজেরা"কে আমার খেদমতের জন্য দিয়াছে।

উক্ত হাদীছ বর্ণনান্তে আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, হে আরববাসীগণ! এই "হাজেরা (রাঃ)"ই তোমাদের আদি মাতা!

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আনাছ (রাঃ), হাম্মাম ইবনে মোনাব্বেহ্ (রাঃ), আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ), আবু হোরায়রা (রাঃ)—এই বিশিষ্ট চারজন ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছ সমূহে (ফতহুলবারী একাদশ খণ্ড ৩৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এই তথ্য উল্লেখ আছে যে, কঠিন হাসরের ময়দানে সমস্ত মানুষ ভীষণ উত্তাপের মধ্যে কষ্ট ও যাতনায় অতিষ্ঠ হইয়া শাফায়া'তের জন্য হযরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট নবীগণের নিকট হাজির হইতে থাকিবে। তখন নবীগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ এক একটি ত্রুটির ঘটনা উল্লেখ করতঃ আতঙ্কিত অবস্থায় স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করিতে থাকিবেন। এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত সুদীর্ঘ একখানা হাদীছ ইনশাআল্লাহ্ তায়ালা পঞ্চম খণ্ডে বর্ণিত হইবে।

উক্ত হাদীছে আছে যে, লোকগণ ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনিও বলিবেন, لَسْتُ هُنَاكُمْ —এই কাজের (অর্থাৎ আজ আল্লার দরবারে শাফায়া'ত করিবার) সাহস আমার নাই" وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ —এবং তিনি স্বীয় ত্রুটি উল্লেখ করিবেন" إِنِّي كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ আমি তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলিয়াছিলাম"। স্বয়ং হযরত ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, ইহা একটি বাস্তব সত্য যে, قربيان را بيش بود حيرانى "আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভে যে যতদূর অগ্রাধিকারী হয় সে ততদূর অধিক ভয়-ভক্তির প্রভাবে পতিত হয়" কারণ নৈকট্যের দরুন অধিক মা'রেফাত লাভ হইতে থাকে এবং যত মা'রেফত তত ভয়-ভক্তি।

হাশরের দিন—যে দিন আল্লাহ তায়ালার জ্বালাল ও ক্বাহ্হারিয়াত তথা পরাক্রমশীলতা সর্ব্বাধিক বিস্তার লাভ করিবে ; সেই হাশরের দিন নবীগণ উল্লেখিত অধিক ভয় ও ভক্তির প্রভাবে লাচার হইয়া পড়িবেন। এমনকি যার যে ত্রুটি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বারংবার ক্ষমার ঘোষণা দিয়াছেন, তিনিও সেই ত্রুটি স্মরণ করিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইবেন। যেমন আদম (আঃ)—বেহেশতে বাসকালে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ত্রুটি সম্পর্কে বহু তওবা ও কান্নাকাটি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তওবা গৃহীত হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণাও দিয়াছেন, এতদসত্বেও তিনি সেই ত্রুটির ভয়েই জড়সড় হইয়া বলিবেন, انه نهانى عن الشجرة فعصيته نفسى نفسى نفسى اذهبوا الى غيرى "আমি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়াছিলাম ; নফ্ছী নফ্ছী নফ্ছী—নিজের চিন্তায় আমি ব্যস্ত ; তোমরা অন্য কাহার নিকট যাও।" তদ্রূপ যে সব বিষয় অন্যের পক্ষে মোটেই ত্রুটি নহে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় নবীগণও উহাকে ত্রুটি মনে করিয়াছিলেন না, কিন্তু সেই দিন ভয়-ভীতির দরুন সেই বিষয়টিকেও বড় ত্রুটি মনে করিবেন, এমনকি ত্রুটিরূপে প্রকাশও করিবেন এবং ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িবেন ; ইহা একটি মানবীয় স্বভাব ও প্রবৃত্তি।

ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের উল্লেখিত উক্তিটি এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায়ই সৃষ্ট। যেই তিনটি উক্তিকে তিনি "মিথ্যা" বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন বস্তুতঃ

তথা তাঁহার উদ্দেশ্য দৃষ্টে উহা সম্পূর্ণ সত্য ছিল, মিথ্যা মোটেই ছিল না। অবশ্য উক্তিগুলি এরূপ ছিল যাহার উদ্দেশ্যীয় অর্থ ছাড়া এমন অর্থও ধরা যায় যে অর্থে উহা অবাস্তব সাব্যস্ত হয়। সাধারণ শ্রোতা সেই অর্থ বুঝিবার কারণে এই উক্তিগুলিকে অবাস্তব তথা মিথ্যার আওতাভুক্ত করিতে পারে ; (অর্থদ্বয়ের বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে।) এই সুত্রেই ইব্রাহীম (আঃ) সেই উক্তিগুলিকে "মিথ্যা" নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং ত্রুটি গণ্য করিয়া ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়াছেন। নতুবা তাঁহার উদ্দেশ্য-অর্থ সুত্রে উহা সম্পূর্ণ সত্য ছিল। এইরূপ ভিন্নমুখী অর্থজনক উক্তি আত্মরক্ষার জন্য বা অন্য কাহারও ক্ষতি না করিয়া কোন মহতী উদ্দেশ্য লাভের জন্য শুধু জায়েয ও সমর্থনীয়ই নহে, বরং উত্তম, অতি উত্তমই বটে।

যে ভাবেই হউক ইব্রাহীম (আঃ) স্বয়ং বলিবেন, "আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম"। এই উক্তির বিবরণ জ্ঞাত হইয়া লোকদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে, নবী ত মা'ছুম—নিষ্পাপ হন। হযরত ইব্রাহীমের ন্যায় সত্যের প্রতীক বিশিষ্ট নবী মিথ্যার ন্যায় জঘন্য পাপ কিরূপে করিতে পারেন ?

এইরূপ সংশয় ও অছ্অছা দূরীভূত করার জন্যই রসুলুল্লাহ (দঃ) আলোচ্য হাদীছ খানা বিস্তারিত বিবরণ স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রথমই বলিয়াছেন, لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ "ইব্রাহীম (আঃ) জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নাই"।*

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্বয়ং ইব্রাহীম (আঃ) যে বলিবেন, "আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম" এই উক্তি উক্ত ঘোষণার বিপরীত। এই প্রশ্নের অবসানেই রসুল (দঃ) إلا فى ثلث বলিয়া হযরত ইব্রাহীমের ইঙ্গিত প্রদত্ত তিনটি ঘটনার বিষয়বস্তুগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন, যেগুলির তথ্য সংগ্রহের দ্বারা এই প্রশ্নের অবসান হইয়া যায়। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে একটি বাক্যের দ্বারা হযরত (দঃ) এইগুলির তাৎপর্য্যের প্রতি ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, ما حل بها عن دين الله —ইব্রাহীম (আঃ) এই সব ঘটনার উক্তি সমূহ আল্লার দ্বীনের জন্য সূক্ষ্ম কৌশলরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। একটি ঘটনার উক্তি

* আরবী ভাষার ব্যাকরণ তথা এলমে-নূহু' সম্বন্ধে যাহাদের পূর্ণ জ্ঞান আছে তাহারা জানেন যে, جملة استثنائية—এর মধ্যে مستثنى منه—ই আসল উদ্দেশ্য হয় ; প্রসঙ্গক্রমে কোন প্রশ্নোদয়ের পরিস্থিতির অবসানের জন্য استثناء কে আনা হয়। অতএব আলোচ্য হাদীছের বিষয়বস্তুর মূল উদ্দেশ্য হইল উক্ত ঘোষণা !

সম্পর্কে সেই সূক্ষ্ম কৌশলের বিবরণও স্বয়ং ইব্রাহীম (আঃ) হইতে রসুল (দঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্ত্রীকে স্বীয় ভগ্নি বলার ব্যাখ্যায় স্বয়ং ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মোমেন এবং মোমেনগণ পরস্পর ভাই-ভগ্নি। অতএব স্ত্রীকে দ্বীনী-ভগ্নী ও স্বামীকে দ্বীনী-ভ্রাতা বলিলে তাহা মিথ্যা নহে; ইব্রাহীম (আঃ) নিজেই স্ত্রী ছারার নিকট এই ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। এই সূক্ষ্ম কৌশল দ্বারা আত্মরক্ষাপূর্ব্বক ইব্রাহীম (আঃ) আল্লার দ্বীন প্রচারে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) স্ত্রীকে স্বীয় ভগ্নি বলিয়া দ্বীনী-ভগ্নি উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন, সে মতে তাঁহার উক্তি সম্পূর্ণ সত্য ছিল উহাতে মিথ্যার লেশমাত্র ছিল না, কিন্তু শ্রোতা হয়ত এই অর্থে বোঝে নাই; যেহেতু "ভগ্নি" বলিলে সাধারণতঃ অন্য অর্থ বুঝা যায়, তাই ইব্রাহীম (আঃ) হাশরের দিনের ভয়-ভীতির সময়ে এই উক্তিকে মিথ্যা গণ্য করিয়া সন্ত্রস্ত হইবেন। অপর দুইটি ঘটনা সম্পর্কীয় কথাও এই ধরণেরই একাধিক অর্থ বোধক এবং ইব্রাহীম আলাইহে-চ্ছালামের উদ্দেশ্য অনুসারে উহা মোটেই অসত্য নহে। বিস্তারিত বিবরণ এই—

আলোচ্য উক্তিদ্বয়ের একটি হইল "انى سقيم ইন্নী সাক্বীম—আমি পীড়িত।" এই ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও আছে; এ সম্পর্কীয় আয়াতের তরজমা ১৬৩১ নং হাদীছের পূর্ব্বে রহিয়াছে। মূল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় জাতি ও দেশবাসীকে তাহাদের উপাস্য প্রতিমাগুলির বাস্তব জ্ঞান দান সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা স্থির করিলেন। সেই পরিকল্পনার মধ্যে সেই প্রতিমাগুলিকে প্রথমে ভাঙ্গিয়া চুরমার করার প্রয়োজন ছিল। এই কার্য্য সমাধার জন্য তিনি শূন্যতারও সুযোগ সন্ধানে ছিলেন। দেশীয় রীতি অনুযায়ী এক উৎসবে তাহাদের একটি মেলা জমিয়াছিল। দেশবাসী সকলেই সেই মেলায় গেলে সম্পূর্ণ বস্তি কিছু সময়ের জন্য জনশূন্য হইবে; ইব্রাহীম (আঃ) এই সুযোগকেই স্বীয় প্রয়োজনের জন্য নির্ব্বাচিত করিলেন, কিন্তু দেশবাসীরা মেলায় যাওয়াকালে তাঁহাকেও মেলায় যোগদান করিতে বলিল। ইব্রাহীম (আঃ) সঙ্কটে পড়িলেন, তাহাদের সঙ্গে গেলে সুযোগ নষ্ট হয়, না যাইয়াই বা নিস্তার কিরূপে? তিনি আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকাইয়া একটু চিন্তা করিলেন যে, এখন তাহাদের হইতে নিস্তার পাওয়ার জন্য কি উত্তর দেওয়া যায়। মানুষ কোন বিষয় চিন্তা করাকালে যে কোন বস্তুর প্রতি তাকাইয়া তথা একাগ্রতা লাভের জন্য দৃষ্টিকে উহার প্রতি নিবদ্ধ

করিয়া চিন্তা করে। নক্ষত্ররাজির প্রতি ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের দৃষ্টি করাও সেই ধরণেরই ছিল। তিনি একটু চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, “ইন্নী ছাক্বীম্—আমি পীড়িত”। এই বাক্যটির দুই অর্থ হইতে পারে—শারীরিক ও দৈহিক পীড়িত বা মানসিক ও আত্মীক পীড়িত; যেরূপ বলা হয় যে, আমার তবিয়ত ভাল না বা মন-মেজাজ ভাল না। ইব্রাহীম (আঃ) দ্বিতীয় অর্থটিই উদ্দেশ্য করিতেছিলেন এবং এই অর্থ অনুসারে এই উক্তিটি খাঁটি বাস্তব ও সম্পূর্ণ সত্য ছিল। কারণ স্বীয় জাতি ও দেশবাসী বিশেষতঃ নিজ আত্মীয়-কুটুম্ব এমনকি স্বীয় পিতা পর্য্যন্ত এই সব জড়পদার্থ প্রতিমা-মূর্তিগুলির প্রতি যে সব আকিদা ও বিশ্বাস জন্মাইয়া রাখিয়াছিল এবং উহারই পরিপ্রেক্ষিতে যে সব কার্য্যকলাপ করিয়া থাকিত তাহা দৃষ্টে ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ন্যায় ব্যক্তির মনের অবস্থা যে কি হইতে পারে, তাঁহার অস্থিরতা যে কতদুর চরমে পৌঁছিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের উদ্দেশ্য-অর্থ অনুসারে তাঁহার এই উক্তি সত্য ছিল, কিন্তু শ্রোতা তাঁহার উক্তিকে প্রথম অর্থে বুঝিয়াছিল, যে অনুসারে ইহা সত্য নহে, তাই ইব্রাহীম (আঃ) হাশর ময়দানের ভয়-ভীতির সময় ইহাকে “মিথ্যা” গণ্য করিয়া সন্ত্রস্ত হইবেন।

মূল আলোচনার দ্বিতীয় উক্তিটি হইল—‘بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا’—বরং তাহাদের এই প্রধানটাই এই কাজ করিয়াছে।” এই ঘটনার উল্লেখও পবিত্র কোরআনে আছে, “অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনা”-আয়াতে তরজমা রহিয়াছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, মেলা উপলক্ষে দেশবাসী সকলেই চলিয়া গেল। এই সুযোগে ইব্রাহীম (আঃ) পূজা ঘরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, প্রতিমাগুলির সম্মুখে দুধ, কলা, মিঠাই-মণ্ডা ভেট স্বরূপ রাখা আছে। ইব্রাহীম (আঃ) এই সকল কার্য্য এবং এই কার্য্যে বিশ্বাসীদের প্রতি ব্যঙ্গ ও উপহাস করতঃ প্রতিমাগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কি হে! তোমরা খাও না কেন? নিরুত্তর রহিয়াছ কেন? ইহা বলিতে বলিতে তিনি সেইগুলিকে কুঠারাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন; শুধু বড় প্রতিমাটি বাকি রাখিয়া কুঠারখানা উহার কাঁধেই লটকাইয়া দিলেন।

দেশবাসী মেলা হইতে আসিয়া এই অবস্থা দেখিতে পাইল; অবশেষে তাহারা ইব্রাহীম (আঃ)কে ডাকিয়া আনিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, হে ইব্রাহীম!

আমাদের মাবুদগুলির সঙ্গে এই ব্যবহার তুমি করিয়াছ কি ? তদুত্তরে ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, بل فعله كبيرهم هذا— বরং (আমি বলি,) উহাদের এই বড়টাই এই কাণ্ড করিয়াছে। এই উক্তিটির তাৎপর্য্য দুই রকম হইতে পারে। একটি এই যে, নিজে নির্দ্দোষ নিরপরাধ হওয়ার জন্য অভিযোগ খণ্ডন করিতে যাইয়া অবাস্তবরূপে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দেওয়া। আর একটি এই যে, অভিযোগ খণ্ডন করা উদ্দেশ্য নহে, বরং উদ্দেশ্য হইল একটি বাস্তব সত্য শ্রোতৃবৃন্দকে সহজে উপলব্ধি করাইবার ও গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত ভূমিকা ও কৌশল স্বরূপ একটি সাময়িক দাবী দাঁড়া করানো যাহাতে উহার উপর অন্য একটি বিষয় উপস্থাপন করতঃ তাহা দ্বারা মুল সত্যটাকে সহজে প্রমাণিত করা যায়।

এইস্থলে দ্বিতীয় তাৎপর্য্যটিই হযরত ইব্রাহীমের উদ্দেশ্য। তিনি দেশবাসীর গর্হিত মাবুদ— প্রতিমাগুলির জড়তা ও অক্ষমতা তাহাদের চোখে দেখাইয়া দিয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন যে, উহারা মাবুদ ও উপাস্য হইতে পারে না। এই উদ্দেশ্যটি শ্রোতৃবর্গকে সহজে স্বীকার করাইবার জন্য ইব্রাহীম (আঃ) কৌশলরূপে সাময়িকভাবে এই দাবী দাঁড় করিলেন। এই সূত্রে আলোচ্য উক্তির মর্ম্ম এই যে, যখন দেশবাসীরা ইব্রাহীম (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এই কাণ্ড করিয়াছ ? হে ইব্রাহীম !" তখন ইব্রাহীম (আঃ) উক্ত প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আসল উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ভূমিকা স্বরূপ সাময়িকভাবে সম্ভাব্য একটি দাবীর কল্পনা তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন যে, মনে কর— আমি এরূপ দাবী করিতেছি যে, "আমি করি নাই বরং এই বড়টাই করিয়াছে।"

এই সাময়িক দাবীর উপর তিনি আর একটি বিষয় উপস্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, فسئلوهم ان كانوا ينطقون—এখন তোমরা তোমাদের এই মাবুদগণকেই জিজ্ঞাসা কর ; (আমার এই দাবী মিথ্যা হইলে তাহারাই আমাকে দোষী প্রমাণ করিবে।) যদি তাহাদের (অন্তত) কথা বলিবার শক্তি থাকে।

অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টিতেও দেখা যায়, বড় মাছে ছোট মাছ খায়, বড় রাজা ছোট রাজাকে ধ্বংস করে ; তদ্রূপ এখানেও সম্ভব যে, বড় মাবুদটাই ছোট মাবুদগুলিকে ধ্বংস করিয়াছে। মনে কর—আমি এই সম্ভব দাবীটাই তোমাদের সম্মুখে পেশ করিতেছি ; এখন যদি আমার দাবী মিথ্যা হয় তবে তাহারাই মূল ঘটনা ব্যক্ত করুক যদি তাহাদের কথা বলিবার শক্তি থাকে। আর যদি তাহাদের কথা বলিবার শক্তিও নাই, এমনকি তাহাদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা

হইলেও নিজেদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতাটুকু তাহাদের নাই তবে তাহারা মাবুদ—উপাস্য তথা খোদা কিরূপে হইতে পারে ?

ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের এই যুক্তি তাহাদের বিবেকের উপর এত গভীর রেখাপাত করিল যে, উহার প্রতিক্রিয়ায় তাহাদের অন্তরে সত্যের প্রবল স্রোত বহিতে লাগিল যাহাকে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া কিছু সময়ের জন্য তাহারা উহাতে মগ্ন হইয়া গেল। কোরআনের বর্ণনায় রহিয়াছে (১৭ পাঃ ৫ রুঃ)—

فَرَجَعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ - ثُمَّ ....

"ফলে তাহারা নিজেরাই মনে মনে চিন্তা করিল এবং পরস্পর বলাবলি করিল, বস্তুতঃ তোমরাই অন্যায়কারী। (ইব্রাহীম ঠিকই বলিতেছে ; অক্ষম জড়পদার্থগুলি মাবুদ হয় কিরূপে ?) অতঃপর লজ্জায় তাহাদের মাথা হেট হইয়া গেল এবং ইব্রাহীম (আঃ)কে বলিল, তুমি ত জানই, এরা কথা বলিতে পারে না।"

ইব্রাহীম (আঃ) যখন দেখিলেন, তাঁহার যুক্তি তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তখন তিনি মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায় তাহাদেরে ভৎর্সনা করিলেন—

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَلَا يَضُرُّكُمْ ◎ ......

ইব্রাহীম (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, এই সবগুলির জড়তা ও অক্ষমতা চাক্ষুষ দেখিবার পরও তোমরা পূজা ও উপাসনা করিতেছ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ ব্যতীত এমন কতগুলি জড়বস্তুর যেগুলি তোমাদের কোন প্রকার উপকার বা অপকার করিতে পারে না। (অর্থাৎ একেবারেই অক্ষম অচেতন।) ধিক্! তোমাদের উপর এবং ঐ সব মনগড়া মাবুদগুলির উপর যেগুলিকে উপাস্য বানাইয়া রাখিয়াছ আল্লার স্থলে। তোমরা কি জ্ঞানহারা হইয়া গিয়াছ ?"

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করিয়াছেন কি—ইব্রাহীম (আঃ) بل فعله كبيرهم هذا "তাহাদের বড়টাই এই কাণ্ড করিয়াছে"—এই সাময়িক দাবীটার উপর ভিত্তি করিয়া মূল সত্যকে কি সুন্দর ও সহজরূপে প্রকাশ করিতে পারিলেন এবং শ্রোতাদের ভ্রান্তি ধরাইয়া দিতে প্রয়াস পাইলেন * ইহাকে মিথ্যা বলা হয় না ; ইহাকে

---

* পূর্ব্ব বর্ণিত জনৈক বাঙ্গালী পণ্ডিত এই হাদীছখানার তাৎপর্য্য বিপরীত বুঝিয়া তথাকথিত "তফছীরুল কোরআনে" এই হাদীছখানার সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি

(অপর পৃষ্ঠার নীচে দেখুন)

বলা হয় فرض المحال لتبكيت الخصم "বিপক্ষকে সহজে নিরুত্তর করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত দাবী।" ইহা তর্ক শাস্ত্রের একটি বিশেষ প্রকৌশল। অবশ্য ইহার বাহ্যিক অর্থ যেহেতু অবাস্তব, তাই ইব্রাহীম (আঃ) হাশর ময়দানের ভয়-ভীতির সময় ইহাকে মিথ্যা গণ্য করিয়া আতঙ্কিত হইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আলোচ্য হাদীছের অর্থ ও উদ্দেশ্য ইহা প্রতিপন্ন করা নহে যে, ইব্রাহীম (আঃ) তিনটি ঘটনায় মিথ্যা বলিয়াছিলেন। "নাউজুবিল্লাহে মিন জালেকা" বরং এই হাদীছের তাৎপর্য্য হইল—ইব্রাহীম (আঃ) যে, হাশরের দিন এই বলিয়া শঙ্কা প্রকাশ করিবেন যে, "আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম" সেই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করতঃ উহার ব্যাখ্যা দ্বারা প্রতিপন্ন করা যে, এই বিষয় তিনটিও বস্তুতঃ মিথ্যা ছিল না, বরং এই ঘোষণা দেওয়া যে, ইব্রাহীম (আঃ) জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নাই।

বিবি হাজেরার বনবাস ও মক্কা নগরীর গোড়াপত্তন ঃ

১৬৩৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে**) বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের

নিজের স্বল্প জ্ঞানহেতু ভুলে পতিত হইয়া নানারূপ প্রলাপোক্তি করিয়াছেন—হাদীছকে এনকার করিয়াছেন, হাদীছ বর্ণনাকারীদের প্রতি ক্ষেপিয়াছেন। এমনকি চরম ধৃষ্টতায় বিশিষ্ট ছাহাবী আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি বেয়াদবী করতঃ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, এইটা আবু হোরায়রার গর্হিত বয়ান এবং বোখারী-মোসলেম শরীফে উল্লেখ হইয়া থাকিলেও পণ্ডিত মিঞা ইহাকে হাদীছ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না।

এই সকল প্রলাপোক্তির একমাত্র কারণ হইল হাদীছখানার মূল তাৎপর্য্যে পৌছিবার অসমর্থতা। তিনি বুঝিয়াছেন যে, ইহাতে হযরত ইব্রাহীমের মিথ্যা বলা প্রতিপন্ন হয়।

বস্তুতঃ ইহা এই হাদীছের বাস্তব তাৎপর্য্য নহে, বরং ইহা পণ্ডিত মিঞার অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী প্রসূত বক্র ও ভুল ধারণা হইতে সৃষ্ট। হাদীছখানার সঠিক তাৎপর্য্য পাঠক উপলব্ধি করুন।

পণ্ডিত সাহেব আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি ক্ষেপিয়াছেন, কিন্তু আনাছ (রাঃ), হাম্মাম (রাঃ) ও আবু ছায়ীদ (রাঃ) ছাহাবীগণের বর্ণিত হাদীছসমূহেও আছে যে, ইব্রাহীম (আঃ) নিজেই হাশরের দিন বলিবেন, আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম; এই সব হাদীছ সম্পর্কে তিনি কি বলিবেন এবং উক্ত ছাহাবীগণ সম্পর্কে কি মন্তব্য করিবেন?

**এই হাদীছ বর্ণনার প্রারম্ভে স্পষ্ট উল্লেখ নাই যে, এই বিবরণ ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন। কিন্তু ইহা অবধারিত যে, তিনি এই বিবরণ হযরত (দঃ) হইতেই শুনিয়াছেন। কারণ, প্রারম্ভে উহার উল্লেখ না থাকিলেও হাদীছখানার বিবরণের মধ্যে একাধিক স্থানে সে সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গর্ভে ইসমাইল (আঃ) জন্ম গ্রহণ করিলে মাতৃ জাতির মানবীয় স্বভাবের প্রবণতায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী ছারাহ্ (রাঃ) ও বিবি হাজেরার মধ্যে গরমিলের সৃষ্টি হইল। (হাজেরা (রাঃ) উহা দূর করায় সচেষ্ট হইলেন।) বিবি হাজেরাই প্রথম নারী যিনি পরিচারিকা নারীদের কোমরে পরিকর বা কোমরবন্ধ বাঁধার রীতি অবলম্বন করেন। তিনি সাধারণ পরিচারিকার ন্যায় কোমরে কাপড় বাঁধিয়া বিবি ছারার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন—বিবি ছারার মনের আবিলতা দূর করার উদ্দেশ্যে। (কিন্তু তাঁহার চেষ্টা নিস্ফল হইল, এমনকি বিবিদ্বয়ের মধ্যকার আবিলতায়) যখন ইব্রাহীম (আঃ) এবং বিবি ছারার মধ্যেও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হইল তখন (আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ ক্রমে) ইব্রাহীম (আঃ) শিশু পুত্র ইসমাইল ও বিবি হাজেরা (রাঃ)কে (দেশান্তরিত করার জন্য) লইয়া বাহির হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটি মোশকে পানি ছিল; তাঁহারা পথিমধ্যে উহা পান করিতেন এবং শিশু ইসমাইল মাতার দুগ্ধ পান করিত। এইভাবে তাঁহারা মক্কা নগরী যে স্থানে অবস্থিত সেখানে পৌঁছিলেন।

ইব্রাহীম (আঃ) মাতা ও শিশুকে বড় একটি বৃক্ষের নীচে রাখিলেন। তখন এই এলাকায় কোন মানুষ ছিল না এবং পানিরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। তিনি তাঁহাদের নিকট শুধু মাত্র একটি থলিয়ার মধ্যে কিছু খুরমা এবং মোশকের মধ্যে অল্প পরিমাণ পানি দিয়া আসিলেন। এই অবস্থায় শিশু ও তাহার মাতাকে তথায় রাখিয়া ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার (ফেলিস্তিনস্থ) গৃহজনের দিকে রওয়ানা হইলেন।

যখন ইব্রাহীম (আঃ) শিশু ও শিশুর মাতাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছিলেন তখন হাজেরা (রাঃ) তাঁহার পেছনে ছুটিলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিলেন—

يَا اِبْرَاهِيْمُ اَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا فِىْ هٰذَا الْوَادِىْ الَّذِىْ
لَيْسَ فِيْهِ اَنِيْسٌ وَلَا شَيْءٌ -

"হে ইব্রাহীম! আপনি কোথায় চলিয়া যাইতেছেন? অথচ আমাদিগকে এমন স্থানে রাখিয়া যাইতেছেন যেখানে কোন মানুষ নাই, পানাহারের কোন ব্যবস্থা নাই! বার বার এইরূপ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সেদিকে মোটেই তাকাইতেছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি ও গতি সম্মুখ দিকেই।"

অবশেষে হাজেরা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, آللهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا "আপনি কি আল্লার আদেশে এই ব্যবস্থা করিলেন? ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, نَعَمْ হাঁ। জবাব শুনিয়া হাজেরা (রাঃ) সান্ত্বনা লাভ করিলেন এবং নির্ভীকচিত্তে বলিলেন, إذن لا يضيعنا "তাহা-হইলে আমাদের কোন ভয় নাই—আল্লাহ আমাদিগকে হালাক করিবেন না।" বিবি হাজেরা (রাঃ) ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, الى من تتركنا—আপনি আমাদিগকে এই জনশূন্য এলাকায় কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছেন? ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছিলেন, الى الله—আল্লার আশ্রয়ে। ইহা শ্রবণে বিবি হাজেরা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, "رضيت با لله—আল্লার আশ্রয়ে আমি পূর্ণ সন্তুষ্ট" এই বলিয়া তিনি হযরত ইব্রাহীমের পেছন হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

ইব্রাহীম (আঃ) শিশুপুত্র ও তাহার মাতাকে ত্যাগ করিয়া পেছন দিকে না তাকাইয়া সম্মুখপানে অগ্রসর হইতেছিলেন। যখন গিরিপথের বাঁকে পৌঁছিলেন যেখান হইতে স্ত্রী-পুত্র চোখের নজরে পড়িবার সম্ভাবনা নাই, তখন কা'বা গৃহের (স্থানের) প্রতি মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাত উঠাইয়া দোয়া করিলেন—

رَبَّنَا إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ......

"হে পরওয়ারদেগার! আমি জনশূন্য মরুর বুকে আমার পরিজনের বসতি স্থাপন করিয়া যাইতেছি তোমার সম্মানিত ঘরের নিকটে, এই উদ্দেশ্যে যে, তাহারা নামাযকে (এবং তোমার এবাদৎ-বন্দেগীকে) ভাল ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবে। হে প্রভু! তুমি আরও লোকের মন এই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দাও যেন উহার জনশূন্যতা দূর হইয়া যায়। আর ফলফলাদি খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া পানাহারের ব্যবস্থা করিয়া দাও; যাহাতে তোমার নেয়ামত উপভোগ করিয়া মানুষ তোমার শোকরগুজারী করিবে। (১৩ পাঃ ১৮ রুঃ)

বিবি হাজেরা (রাঃ) হযরত ইব্রাহীমের পেছন হইতে নিজ স্থানে চলিয়া আসিলেন। মোশকের পানি নিজে পান করিতেন এবং শিশুকে বুকের দুধ পান করাইতেন। কিছু দিনের মধ্যেই পানি ফুরাইয়া গেল, তখন নিজেও

ভীষণভাবে তৃষ্ণার্ত্ত হইলেন এবং শুষ্কতার দরুন বুকের দুধ না থাকায় শিশুও পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িল। এমনকি চক্ষের সামনে শিশুপুত্র পিপাসায় ছটফট করিতে লাগিল। তখন হাজেরা (রাঃ) চোখের সামনে শিশুপুত্রের এই করুন অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন এবং নিকটতম "ছাফা" পর্ব্বতের উপর উঠিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন যে, কাহারও কোন খোঁজ পাওয়া যায় কি না; কিন্তু কোন কিছুর খোঁজই নাই। সুতরাং তিনি দ্রুত ছাফা পর্ব্বত হইতে নামিয়া উহারই সম্মুখস্থ "মারওয়া" পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। (এর মধ্যে তিনি শিশু ইসমাইলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছিলেন।) ছাফা পাহাড় হইতে নামিয়া একটু সম্মুখের স্থানটি অপেক্ষাকৃত নীচু, (তথা হইতে শিশুপুত্র দৃষ্টির আড়াল হইত, তাই) উহা অতিক্রম করিতে তিনি ক্লান্ত পরিশ্রান্তের ন্যায়ই দৌড়িয়া চলিলেন। অতঃপর "মারওয়া" পাহাড়ের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিকে তাকাইলেন, কিন্তু কোন কিছুর খোঁজ পাইলেন না। এইরূপে বিচলিত হইয়া তিনি (আল্লার নিকট ফরিয়াদ করিতে করিতে এবং আল্লাহকে ডাকিতে ডাকিতে) উক্ত পাহাড়দ্বয়ের মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন, এমনকি বারংবার একটি হইতে অপরটিতে যাওয়ার সংখ্যা সাতের সংখ্যায় পৌঁছিল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (দঃ) উক্ত ঘটনার প্রতি ইশারা করিয়া বলিয়াছেন, বিবি হাজেরা কর্ত্তৃক উক্ত পাহাড়দ্বয়ে আসা-যাওয়া করার স্মরণেই আজও হজ্জ সমাপনকারীগণ হজ্জের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে (বিভিন্ন দোয়া ও জিকির করতঃ) সাতবার সা'য়ী বা আসা-যাওয়া করিয়া থাকেন। (এমনকি উল্লেখিত নীচুস্থানটি যদিও বর্ত্তমানে সমতল* তবুও শরীয়তের নির্দ্দেশানুসারে উহাকে বিবি হাজেরার ন্যায় দৌড়িয়া অতিক্রম করিতে হয়।)

* বিগত ১৯৫০ সনে আমি নরাধমের আল্লার ঘরের মহান দরবারে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। তখন ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয় এবং উহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থান সম্পূর্ণরূপে হেরেম শরীফের মসজিদ হইতে বাহিরে ছিল। তখন পাহাড়দ্বয়ের পার্শ্ববর্ত্তী দালান-কোঠা ঘর-বাড়ী দ্বারা শহরের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বটে, কিন্তু পাহাড়দ্বয়ের এবং মধ্যবর্ত্তী ভূচিত্র পুরাতনকালেরই অনেকটা দৃশ্য বহন করিতেছিল, এমনকি দৌড়িয়া অতিক্রম করার নীচু স্থানটি তখনও প্রাচীন কালের ন্যায় নীচুই ছিল। যাতায়াতের পথ প্রাকৃতিক

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিবি হাজেরা (রাঃ) সপ্তম বার "মারওয়া" পাহাড়ে উঠিবার পর শিশুপুত্রের অবস্থা দেখার জন্য শিশুর নিকট চলিয়া আসার ইচ্ছা করিলে হঠাৎ একটি শব্দ শুনিলেন। তিনি পূর্ণ একাগ্রতার সহিত ঐ শব্দের প্রতি ধ্যান দিলেন এবং পুনরায় শব্দ শুনিলেন। এইবার তিনি বলিলেন, তোমার আওয়াজ ত শুনাইয়াছ; সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা তোমার নিকট থাকিলে সাহায্য কর। তখন তিনি (বর্ত্তমান) যমযম কূপের স্থানে একজন ফেরেশতা দেখিলেন; তিনি জিব্রাইল (আঃ)। ঐ ফেরেশতা স্বীয় পায়ের গোড়ালির আঘাতে তথায় গর্ত্ত করিলেন, উহা হইতে পানি উথলিয়া উঠিতে লাগিল। বিবি হাজেরা (রাঃ) আচম্বিত হইলেন এবং মাটি দ্বারা চতুর্দ্দিকে বাঁধ সৃষ্টি করতঃ হাউজের ন্যায় বানাইলেন; অতঃপর অঞ্জলি ভরিয়া মোশকে পানি ভরিতে লাগিলেন।

ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, উক্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া নবী (দঃ) বলিলেন, ইসমাইলের মাতাকে আল্লাহ রহম করুন—তিনি পানির চতুর্দ্দিকে বাঁধ না দিলে যমযমের ঐ পানি কূপ না হইয়া প্রবাহমান ঝরণায় পরিণত হইত।

বিবি হাজেরা (রাঃ) এই পানি পানে দিন কাটাইতে লাগিলেন; তাঁহার বুকেও দুধের সঞ্চার হইল; শিশুকে পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। জিব্রাইল (আঃ) তাঁহাকে এই সান্ত্বনাও দিয়াছিলেন যে, আপনি আশঙ্কা করিবেন না যে, এই পানি নিঃশেষ হইয়া আপনি আবার বিপদের সম্মুখীন হইবেন। জানিয়া রাখুন—এখানেই আল্লার ঘরের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে এবং এই শিশু স্বীয় পিতার সঙ্গে সেই ঘর পুনঃ নির্ম্মাণ করিবেন। এই ঘরের নির্ম্মাতাগণকে

পাহাড়ী এলাকার পাথরিয়া ভূমিই ছিল, সুরম্য অট্টালিকার আবরণে আবদ্ধ ছিল না, শুধু কেবল উপরে নব নির্মিত সাধারণ ছায়ার ব্যবস্থা ছিল।

১৯৫৫ ইং সালের পর বাদশাহ সউদ কর্ত্তৃক হেরেম শরীফের মসজিদ সম্প্রসারণের কাজে হাত দেওয়ায় উক্ত পাহাড়দ্বয় ও উহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থান সহ সমুদয় এলাকা মসজিদের সুরম্য দ্বিতল অট্টালিকার ভিতরে আসিয়া যাওয়াতে সব কিছুর দৃশ্য ও হাল অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ পাহাড়দ্বয়কে ভাঙ্গিয়া উহাদের অস্তিত্বকেই বিলোপ প্রায় করিয়া ফেলা হইয়াছে, না থাকার মত একটু নিদর্শন অবশিষ্ট রাখা হইয়াছে; যাহা দেখিয়াও কেহ উহাকে পাহাড় বলিয়া ভাবিতে পারিবে না এবং সমুদয় এলাকা কংক্রিটের ঢালাই হইয়া সমতল আকার ধারণ করিয়াছে। সম্পূর্ণ এলাকা মরমর পাথরের সুরম্য ফরশে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য দৌড়িয়া অতিক্রম করার স্থানটির সীমা চিহ্নিত রাখা হইয়াছে।

আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিবেন তাহা হইতে পারে না। ঐ সময় তথায় (তুফানে-নূহের ভগ্নাবশেষ) আল্লার ঘরের নিদর্শন শুধুমাত্র উহার ভিটা জমিনের উপর উচু টিলার ন্যায় ছিল, তাহাও পাহাড়ী বন্যার স্রোতে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

বিবি হাজেরা (রাঃ) একাকী এই এলাকায় বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যে (ইয়ামন দেশীয়) "জুরহুম" গোত্রের কিছু লোক এই এলাকা অতিক্রম করাকালে নিকটবর্ত্তী স্থানে বিশ্রাম নিল। তাহারা হঠাৎ দেখিতে পাইল, কতকগুলি পাখী কোন কিছুকে কেন্দ্র করিয়া উড়িতেছে। এতদৃষ্টে তাহারা অনুমান করিতে পারিল যে, এই পিপাসার্ত্ত জীবগুলি নিশ্চয় পানিকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে এবং তাহারা আশ্চর্য্য হইল যে, আমরা ত এই এলাকায় বহুবার আগমন করিয়াছি; এখানে পানি দেখি নাই। তৎক্ষাণাৎ তাহারা এক-দুইজন লোক পাঠাইল ঐ স্থান হইতে সংবাদ আনিবার জন্য। এই প্রেরিত দল কর্তৃক পানির সংবাদ আসিলে তাহারা সকলে তথায় উপস্থিত হইয়া বিবি হাজেরাকে দেখিতে পাইল। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা আপনার এই স্থানে বসতি স্থাপন করিতে চাই, অনুমতি দিবেন কি? বিবি হাজেরা (রাঃ) বলিলেন, অনুমতি দিতে পারি—কিন্তু এই কূপের উপর তোমাদের স্বত্ব হইবে না। তাহারা সম্মত হইয়া তথায় বসবাস আরম্ভ করিল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, বিবি হাজেরা লোকের সাহচর্য্যের আশা করিতেছিলেন, তিনি সেই সুযোগও পাইলেন। এই পর্য্যটক দলটি তথায় বসতি স্থাপন করিল, তাহারা নিজেদের আরও লোক খবর দিয়া তথায় আবাদ করিল; এমনিভাবে সেখানে কয়েকটি পরিবারের বস্তি হইল। এদিকে ইসমাইলের (আঃ)ও বয়স ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি "জুরহুম" গোত্র হইতে তাহাদের ভাষা "আরবী" শিক্ষা করিলেন। ফলে তিনি জুরহুম গোত্রের লোকদের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। ইসমাইল (আঃ) বয়স্ক হইলে তাহারা নিজেদের একটি মেয়েকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিল। বিবাহের পর ইসমাইল আলাইহেচ্ছালামের মাতা হাজেরা (রাঃ) ইন্তেকাল করিলেন।

ইসমাইলের বিবাহের (ও মাতার মৃত্যুর) পর একদা ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পরিজন পরিদর্শনে তথায় তশরীফ আনিলেন। ইসমাইল (আঃ) তখন বাড়ীতে ছিলেন না, তাঁহার স্ত্রীর নিকট ইব্রাহীম (আঃ) ইসমাইলের সংবাদ

জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রী বলিল, তিনি শিকার করিয়া আহার্য্যের ব্যবস্থায় কোথাও গিয়াছেন। অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রবধুকে তাহাদের জীবন যাত্রার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্রবধু বলিলেন, আমরা অতিশয় দুরবস্থা, দারিদ্র ও কষ্টে আছি। (পুত্রবধু শ্বশুর ইব্রাহীম (আঃ)কে চিনে নাই।) ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসিলে আমার সালাম জানাইও এবং বলিও, সে যেন তাহার ঘরের দরওয়াজার চৌকাঠ বদলাইয়া নেয়। এই বলিয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ) চলিয়া গেলেন।

ইসমাইল (আঃ) বাড়ী উপস্থিত হইলে পর তিনি স্বীয় পিতার আগমনের আভাস অনুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীতে কোন মেহমান আসিয়াছিল কি? স্ত্রী বলিল, হাঁ, (এবং আকৃতি প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া বলিল,) এমন আকৃতির এক বৃদ্ধ আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সে সম্পর্কে উত্তর দিয়াছি এবং আমাদের সাংসারিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি বলিয়াছি, আমরা অত্যন্ত কষ্ট ও দারিদ্রের মধ্যে আছি। ইসমাইল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন আদেশ করিয়া গিয়াছেন কি? স্ত্রী বলিল, হাঁ—আপনাকে সালাম জানাইবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন এবং আপনাকে আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলাইতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

এতদশ্রবণে ইসমাইল (আঃ) বলিলেন, সেই বৃদ্ধ আমার পিতা; তিনি এই কথার দ্বারা আমাকে তোমায় পৃথক করিয়া দেওয়ার আদেশ করিয়া গিয়াছেন, অতএব তুমি স্বীয় পিত্রালয়ে চলিয়া যাও। এই বলিয়া ইসমাইল (আঃ) স্ত্রীকে তালাক দিয়া দিলেন এবং ঐ গোত্রেরই অপর একটি মেয়েকে বিবাহ করিলেন।

কিছু দিন কাটিবার পর ইব্রাহীম (আঃ) পুনরায় আসিলেন। সেই দিনও ইসমাইল (আঃ) বাড়ী ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রীকে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন; স্ত্রী জানাইলেন, তিনি আহার্য্যের সন্ধানে বাহিরে গিয়াছেন। তাহাদের সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে, পুত্রবধু বলিলেন, আমরা ভাল ও স্বচ্ছলতায় আছি; এই বলিয়া আল্লার প্রশংসা করিলেন। পুত্রবধু তাঁহাকে পানাহারের জন্যও বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্যবস্তু কি? পুত্রবধু বলিলেন, গোশ্‌ত। পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, পানি। ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى اللَّحْمِ وَالْمَاءِ আয় আল্লাহ। তাহাদের জন্য গোশ্‌ত ও পানিতে বরকত—মঙ্গল (তথা আধিক্য ও অধিক জীবনী শক্তি) দান কর।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ সময় তথায় শস্য-ফসল ছিল না, নতুবা উহা সম্পর্কেও ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করিতেন।

ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের এই দোয়ার ফলেই শুধু গোশত ও পানির দ্বারা মক্কা অঞ্চলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকিতে পারে, অন্য কোন স্থানে শুধু এই দুই বস্তুর দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য টিকিতে পারে না। ইব্রাহীম (আঃ) তখন এই দোয়াও করিয়াছিলেন, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ হে আল্লাহ! তাহাদের খাদ্যে ও পানীয়ে বরকত (অধিক মঙ্গল) দান কর। নবী(দঃ) বলিয়াছেন, মক্কা শরীফে খাদ্যের ও পানীয়ের বরকত ইব্রাহীমের দোয়ার বদৌলতেই।

ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রবধুর সঙ্গে আলাপের পর বলিলেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসিলে আমার সালাম বলিও এবং বলিও যে, নিজ ঘরের চৌকাঠ বাহাল রাখে।

ইসমাইল (আঃ) বাড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকট কেহ আসিয়াছিলেন কি? স্ত্রী বলিলেন, হাঁ—এক নূরানী চেহারার বৃদ্ধ আসিয়াছিলেন, তিনি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; আমি যথাযথ উত্তর দিয়াছি। সাংসারিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিয়াছি—আমরা সুখে-শান্তিতেই আছি। ইসমাইল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন আদেশ করিয়া গিয়াছেন কি? স্ত্রী বলিলেন, হাঁ—আপনার নিকট সালাম বলিয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন, আপনি যেন নিজ ঘরের চৌকাঠ বহাল রাখেন। ইসমাইল (আঃ) বলিলেন, তিনি আমার পিতা; তোমাকে স্ত্রীরূপে বহাল রাখিবার আদেশ করিয়াছেন।

কিছু দিন পর ইব্রাহীম (আঃ) আবার আসিলেন। এইবার ইসমাইলের (আঃ) সাক্ষাৎ পাইলেন; তিনি যমযম কূপের নিকটে বৃক্ষের নীচে বসিয়া তীর বানাইতে ছিলেন। ইসমাইল (আঃ) ইব্রাহীম (আঃ)কে দেখামাত্র দাঁড়াইয়া গেলেন এবং পিতা-পুত্রের মধ্যে যে ব্যবহারের আদান-প্রদান হয় পরস্পর তাহাই করিলেন। অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, হে ইসমাইল। আল্লাহ আমাকে একটি আদেশ করিয়াছেন। ইসমাইল (আঃ) বলিলেন, স্বীয় প্রভুর আদেশ বাস্তবায়িত করুন। ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, তুমি আমার সাহায্য করিবে; তুমি আমার সাহায্য করিবে কি? ইসমাইল (আঃ) বলিলেন,

আমি নিশ্চয় আপনার সাহায্য করিব। ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ করিয়াছেন, এই উঁচু ভিটাটিকে ঘেরাও করিয়া একটি ঘর তৈরী করি। ঐ সময়েই উভয়ে বাইতুল্লাহ শরীফের ঘর প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেলেন। ইসমাইল (আঃ) পাথর আনিয়া দিতেন এবং ইব্রাহীম (আঃ) গাঁথুনী করিতেন। যখন দেওয়াল উঁচু হইয়া গেল তখন ইব্রাহীম (আঃ) একটি পাথর আনিলেন; ইব্রাহীম (আঃ) উহার উপর দাঁড়াইয়া নির্ম্মাণ কার্য্য করিতে লাগিলেন ⁂ এবং ইসমাইল (আঃ) তাঁহাকে গাঁথুনীর পাথর আনিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘর নির্ম্মাণ করিতেছিলেন এবং এই দোয়া করিলেন—

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই আমলটুকু কবুল করিয়া গ্রহণ করিয়া লউন; আপনি সব কিছু শুনেন এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছু জানেন।*

ব্যাখ্যা ঃ—ইব্রাহীম (আঃ) আল্লার দ্বীন তবলীগ করিতে করিতে মিশর পৌঁছিয়াছিলেন। মিশর এলাকায় তবলীগ করার পর সিরিয়া-অন্তর্গত ফেলিস্তিনে চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং তথায়ই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিলেন। মক্কার মরুভূমিতে ফেলিয়া আসা স্ত্রী-পুত্রকে দেখিবার জন্য ইব্রাহীম (আঃ) ফিলিস্তিনস্থ আবাসগৃহ হইতে আগমন করিতেন। ইসমাইল ও তাঁহার মাতাকে যখন মক্কার মরুভূমিতে রাখিয়া গিয়াছিলেন তখন ইসমাইলের (আঃ) বয়স ছিল দুই বৎসর (ফতহুলবারী ৬—৩০৮)। তারপর ইব্রাহীম (আঃ) সময় সময় পরিদর্শনে আসিতেন (ফতহুলবারী ৬—৩১১)। যখন ইসমাইল (আঃ) সাত বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন তখন স্বপ্নের নির্দ্দেশানুযায়ী কোরবাণীর ঘটনা সংঘটিত হইল। হযরত ইসমাইলের বয়স যখন ১৪ বৎসর তখন তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার মাতা বিবি হাজেরার

⁂ যেই পাথরটির উপর ইব্রাহীম (আঃ) দাঁড়াইয়া নির্ম্মাণ কার্য্য করিতেছিলেন ঐ পাথরটি অলৌকিকভাবে স্বয়ংক্রিয়রূপে পরিচালিত হইত, এইরূপে উহা দ্বারা মাচাং-এর কার্য্য হইতে ছিল। এখনও ঐ পাথরটি কা'বা শরীফের সন্নিকটে সুরক্ষিত আছে; উহার উপর হযরত ইব্রাহীমের পদ-চিহ্নের রেখাপাতও রহিয়াছে। ঐ পাথরকেই মকামে-ইব্রাহীম বলা হয়—যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে।

* হাদীছটি ৪৭৪, ৪৭৬ পৃঃ দুইস্থানে বর্ণিত হইয়াছে; উভয়ের সমষ্টির অনুবাদ হইয়াছে।

মৃত্যু হয়। (আহওয়ালে আম্বিয়া—১)। তারপরও ইব্রাহীম (আঃ) সময় সময় আসিতেন। তিনবারের উল্লেখ উপরের হাদীছেই আছে। যখন ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের বয়স ১০০ বৎসর এবং হযরত ইসমাইলের বয়স ৩০ বৎসর তখন কা'বা ঘর নির্ম্মাণের কার্য্য সমাধা করেন। (ফতহুলবারী ৬—৩১৩)।

ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) কর্ত্তৃক কা'বা ঘর নির্ম্মাণ কালে যে দোয়ার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে উহার পূর্ণ বিবরণ পবিত্র কোরআনে আছে—

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ - رَبَّنَا تَقَبَّلْ

مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ

ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ - وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا - إِنَّكَ

أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو......

অর্থ—একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা—যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল উভয়ে কা'বা গৃহের দেওয়াল উঠাইতে ছিলেন (এবং আল্লার দরবারে মিনতি করিয়া দোয়া করিতেছিলেন—) হে আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ হইতে (এই সামান্য প্রচেষ্টা ও আমল) কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সব কিছু শুনেন সব কিছু জানেন; (আমাদের দোয়া শুনিতেছেন এবং আমাদের অকপটতা ও আন্তরিকতা জ্ঞাত আছেন।) হে আমাদের প্রভু! আরও আমাদের দরখাস্ত যে, আপনি আমাদের উভয়কে আপনার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী, আপনার সন্তুষ্টির জন্য সর্ব্বস্ব বিলীনকারী বানাইয়া রাখুন এবং আমাদের উভয়ের বংশধরের মধ্য হইতে ঐরূপ একটি দল সৃষ্টি করুন যাহারা এইরূপ আত্মসমর্পণকারী ও সর্ব্বস্ব বিলীনকারী হয় এবং আমাদিগকে (এই কা'বা গৃহের) হজ্জের সমুদয় নিয়মাবলী শিক্ষা দিন এবং আমাদের প্রতি নেক দৃষ্টি রাখুন; একমাত্র আপনিই নেক দৃষ্টিবান দয়ালু। হে আমাদের প্রভু! আমাদের উভয়ের বংশধর হইতে যে বিশেষ দলটি দাঁড় করিবেন তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে রসুলরূপে মনোনীত করুন যিনি তাহাদিগকে আপনার কালাম পড়িয়া শুনাইবেন, এবং আপনার কেতাব (তথা কালাম) ও হেকমত (তথা আপনার প্রদত্ত শরীয়ত)

শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে বাহ্যিক ও আত্মিক কদর্য্যতা হইতে পাক-পবিত্র করিবেন ; নিশ্চয় আপনি সর্ব্বাধিক ক্ষমতাশালী সুকৌশলী। (১পাঃ ১৫রুঃ)

১৬৩৬। হাদীছ ঃ—আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ। ভূপৃষ্ঠে সর্ব্বপ্রথম কোন্ মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে ? হযরত (দঃ) বলিলেন, হেরেম শরীফের মসজিদ (তথা কা'বা শরীফ ও উহাকে কেন্দ্র করিয়া যে মসজিদ আছে।) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর কোন্ মসজিদ ? হযরত (দঃ) বলিলেন, মসজিদে আক্‌ছা (বাইতুল মোকাদ্দাসের মসজিদ)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উক্ত মসজিদদ্বয় নির্ম্মিত হওয়ার মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল ? হযরত (দঃ) বলিলেন, চল্লিশ বৎসর।*

হযরত (দঃ) ইহাও বলিলেন যে, তোমাদের জন্য বিধান এই যে, যে স্থানেই নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হয় সেই স্থানেই নামায আদায় করিবে ; মসজিদ বা অন্য যে কোন স্থানে নামায আদায় করিলেই নামাযের ছওয়াব লাভ করিবে।

হযরত ইব্রাহীমের দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক ঃ

ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ৭০ বৎসর বয়সে প্রথম পুত্র ইসমাইল (আঃ) ছোট বিবি হাজেরা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গর্ভে জন্ম লাভ করেন (ফতহুল-বারী ৬—৩১৩)। হযরত ইব্রাহীম ১২০ বৎসর বয়সে বড় বিবি ছারাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পক্ষে সন্তান লাভের সুসংবাদ লাভ করেন, তখন বিবি ছারার বয়স ছিল ৯০ বা ৯৯ (তফছীর মাওয়াহেবে রহমান, ১২—৫৯)। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা উল্লেখ আছে—

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ط قَالَ سَلَامٌ

একদা আমার প্রেরিত কতিপয় ফেরেশতা ইব্রাহীমের নিকট একটি সুসংবাদ লইয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা ইব্রাহীমকে সালাম করিলেন। ইব্রাহীমও উত্তরে সালাম করিলেন এবং

* ইব্রাহীম (আঃ) হেরেম শরীফের মসজিদ তথা উহার মূল কেন্দ্র কা'বা শরীফের পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আর ছোলায়মান (আঃ) মসজিদ আক্‌ছার পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উভয়ের ব্যবধান হাজার বৎসরের অধিক ছিল। কিন্তু উক্ত মসজিদদ্বয়ের মূল নির্ম্মেতা হযরত আদম (আঃ) ; হয়ত তাঁহার নির্ম্মাণে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল।

فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ۞ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۞

(তাঁহাদিগকে সাধারণ মেহমান ভাবিয়া) অবিলম্বে কাবাব করা গো-শাবক উপস্থিত করিলেন। কিন্তু যখন ইব্রাহীম দেখিলেন, তাঁহাদের হাত খাদ্যের প্রতি অগ্রসর হইতেছে না তখন তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় ধারণা বহির্ভূত ভাবিলেন এবং তাহাদের দরুন ভয় অনুভব করিলেন। আগন্তুকগণ বলিলেন, ভয় পাইবেন না; আমরা (ফেরেশতা। আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক) লুতের বস্তিবাসীদের প্রতি (তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য) প্রেরিত হইয়াছি। (পথি মধ্যে আপনাকে পুত্রের সুসংবাদ দানে আসিয়াছি।)

وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۞

ইব্রাহীমের স্ত্রী "ছারাহ্" নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন, (পুত্র হওয়ার খবরে) হাসিয়া উঠিলেন। তখন (ঐ ফেরেশতাদের মাধ্যমে) আমি বিবি ছারাহ্‌কে ইসহাক এবং ইসহাকের ঔরষে ইয়াকুবের জন্ম সম্পর্কে সুসংবাদ দিলাম।

قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۞

বিবি ছারাহ্ বলিলেন, কি বিপদ—আমার সন্তান হইবে! অথচ আমি বৃদ্ধা আর এই ত আমার স্বামীও বৃদ্ধ; ইহা ত একটা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার।

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۞

ফেরেশতাগণ বলিলেন, আল্লার কাজে আপনি তাজ্জব বোধ করিতেছেন? হে নবীর পরিবার! আপনাদের প্রতি ত আল্লার বিশেষ রহমত ও বরকত পূর্ব্ব হইতেই আছে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা প্রশংসা ভাজন মহিমান্বিত। (ছুরা হুদ, ১২ পাঃ ৭ রুঃ)

[২]

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ط قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۞ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ۞ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۞

হে মোহাম্মদ (দঃ)। আপনি তাহাদিগকে ইব্রাহীমের অতিথিগণের ঘটনা জ্ঞাত করুন। যখন অতিথিগণ ইব্রাহীমের নিকট উপস্থিত হইল এবং সালাম করিল। ইব্রাহীম (আগন্তুকদের খাদ্য স্পর্শ না করায়) বলিলেন, আমরা তোমাদের দরুন ভয় অনুভব করিতেছি।

আগন্তুকগণ বলিলেন, ভয় পাইবেন না, আমরা আপনাকে এক বিজ্ঞ পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করিতেছি।

ইব্রাহীম বলিলেন, তোমরা আমাকে এই সুসংবাদ শুনাইতেছ আমার বৃদ্ধ হওয়া সত্বেও—তোমরা আমাকে কি রকম সুসংবাদ দিতেছ ?

ফেরেশতাগণ বলিলেন, আমরা বাস্তব বিষয়ের সুসংবাদই আপনাকে দিয়াছি; আপনি নিরাশ হইবেন না। ইব্রাহীম (আঃ) উত্তর করিলেন, উদ্‌ভ্রান্ত লোক ব্যতীত নিজ পরওয়ারদেগারের রহমত হইতে কি কেহ নিরাশ হইতে পারে ?

(ছুরা হেজ্‌র—১৪ পাঃ ৪ রুঃ)

[৩]

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ط قَالَ سَلَامٌ ج قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۞

ইব্রাহীমের সম্ভ্রান্ত অতিথিগণের ঘটনার বিবরণ জ্ঞাত আছেন কি ? যখন তাঁহারা ইব্রাহীমের নিকট উপস্থিত হইলেন ও সালাম করিলেন; তখন তিনিও সালাম করিলেন এবং বলিলেন, আপনাদেরকে চিনিতে পারিলাম না।

فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ
سَمِينٍ ۝ فَقَرَّبَهٗٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا
تَأْكُلُوْنَ ۝
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ط قَالُوْا
لَا تَخَفْ ط وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝
فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ
فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ
عَقِيْمٌ ۝ قَالُوْا كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ط
إِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝

অতঃপর ইব্রাহীম নিজ পরিজনের নিকট গেলেন এবং অবিলম্বে একটি মোটা তাজা গোবৎস-কাবাব আনিয়া অতিথিদের সম্মুখে রাখিলেন। (তাঁহারা হাত অগ্রসর করে না দেখিয়া) তিনি বলিলেন, আপনারা খাইতেছেন না কেন?

ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহাদের এই অবস্থা দৃষ্টে ভীত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, ভয় পাইবেন না। তাঁহারা তাঁহাকে সুবিজ্ঞ পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন।

তাঁহার স্ত্রী উল্লাস-ধ্বনি করিতে করিতে সম্মুখে আসিলেন এবং কপাল চাপড়াইয়া বলিলেন, (আমি ত) বাঁঝা বৃদ্ধা (সন্তান হইবে কিরূপে)? তাঁহারা বলিলেন, (এই অবস্থায়ই সন্তান হইবে;) এইরূপই তোমার পরওয়ার-দেগার বলিয়াছেন; নিশ্চয় তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ। (২৬ পাঃ শেষ রুঃ)

পুনর্জীবিত করার দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকনঃ

এ সম্পর্কে কোরানের বিবরণ এই—

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهٖمُ رَبِّ أَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى......

অর্থ—একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা—ইব্রাহীম আবদার করিলেন, প্রভু! আমাকে স্বচক্ষে দেখাইয়া দিন, কিরূপে মৃতকে পুনর্জীবিত করিবেন!* আল্লাহ তায়ালা

---

* হযরত ইব্রাহীমের জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট—তাঁহার জিজ্ঞাসা ছিল পুনর্জীবিত করার আকার নিরূপণ সম্পর্কে—যেন চোখের সামনে উহা পরিদৃষ্ট হয়।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রশ্ন করিলেন, এ সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস নাই কি? ইব্রাহীম বলিলেন, বিশ্বাস ত অবশ্য অবশ্যই পূর্ণ মাত্রায় আছে, তবে উহার বাস্তবায়ন কি আকারে হইবে তাহা চাক্ষুস দেখিয়া ঐ আকার ও রূপ সম্পর্কে মানবীয় সুলভ নানাবিধ কল্পনার অবসান করতঃ মনকে স্থির করিয়া লইতে চাই। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আচ্ছা—তবে আপনি চারটি পাখী সংগ্রহ করুন এবং পালিয়া-পোষিয়া উহাদের সহিত ভালরূপ পরিচিত হউন। অতঃপর (এই পাখীগুলিকে জবাই করতঃ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া) এক একটার এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রাখিয়া আসুন। তারপর (পোষা পাখীকে ডাকার ন্যায়) ঐ পাখীগুলিকে ডাকুন; দেখিবেন, আপনার চোখের সামনে প্রত্যেকটি (পাখীর বিভিন্ন অংশগুলি একত্রিত হইয়া পুনর্জীবন লাভে) আপনার নিকট দৌড়িয়া আসিবে। (দেখার পূর্ব্বে ভাবিতে না পারিলেও) বিশ্বাস রাখিতেই হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বশক্তিমান সুকৌশলী। (৩ পাঃ ৩ রুঃ)

পাঠকবর্গ! উল্লেখিত আয়াতের যে, তফছীর করা হইল তাহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী বিখ্যাত সমস্ত তফছীরের কেতাবেই উল্লেখ আছে। এস্থানে প্রসিদ্ধ "তফছীর ইবনে কাছীর" হইতে বিবরণ পেশ করা হইতেছে—

পুনর্জীবিত করার নির্দ্দিষ্ট রূপ ও আকার মনে উপস্থিত করিয়া উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নহে। আল্লাহ মৃতকে জীবিত করিবেন—শুধু এতটুকুই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত; কি আকারে জীবিত করিবেন তাহা অতিরিক্ত বিষয় যাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা মানবকে আদিষ্ট করেন নাই। হযরত ইব্রাহীমের মনে উক্ত রূপ ও আকারের দৃশ্য অবলোকনের কৌতুক জন্মিয়াছিল নমরুদের সঙ্গে বিতর্ক হইতে—যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে।

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মৃতকে পুনর্জীবিত করার মূল বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ছিল না; উহার প্রতি অটুট বিশ্বাস ত মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত যাহা প্রত্যেক মোমেনের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্তরূপে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য্য; ইব্রাহীম (আঃ) পয়গাম্বর ছিলেন, তাঁহার ত ঐ বিশ্বাস পূর্ব্ব হইতে অসাধারণ মাত্রায় বিদ্যমাণ ছিল। সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ঠ যে হযরত ইব্রাহীমের জিজ্ঞাসা ঈমান পর্য্যায়ের বিষয় সম্পর্কে ছিল না এবং তাহা হইতে পারে না। অতএব হযরত ইব্রাহীমের জিজ্ঞাসার উপর তাঁহাকে তাঁহার ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করা অপ্রাসাঙ্গিকই গণ্য হইবে। তবুও আল্লাহ তায়ালা এস্থলে ইব্রাহীম (আঃ)কে সেই প্রশ্ন করিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যেন প্রকৃত বিষয় সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হইয়া যায়, যাহাতে সাধারণ শ্রোতাদের ভুল বুঝে পতিত হওয়ার এবং হযরত ইব্রাহীমের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা ও অছওয়াছা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ না থাকে।

فذكروا انه عمد الى اربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن اجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا قيل اربعة اجبل وقيل سبعة - قال ابن عباس واخذ رؤسهن بيده ثم امره الله عزوجل ان يدعوهن فدعاهن كما امره الله عزوجل فجعل ينظر الى الريش يطير الى الريش والدم الى الدم واللحم الى اللحم والاجزاء من كل طائر يتصل بعضها الى بعض حتى قام كل طائر على حدته واتينه يمشين سعيا ليكون ابلغ له فى الروية التى سالها وجعل كل طائر يجئ لياخذ راسه الذى فى يد ابراهيم عليه السلام فاذا قدم له غير راسه ياباه فاذا قدم اليه راسه تركب مع بقية جسده...

অর্থ—(এবন কাছীর (রঃ) বলেন—) উল্লেখিত ঘটনার বিবরণে পূর্ব্ববর্ত্তী তফছীরকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্রাহীম (আঃ) ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চারিটি পাখী গ্রহণ করিলেন, ঐগুলিকে জবাই করিলেন, তারপর টুকরা টুকরা করিলেন এবং পালকও উপড়াইয়া ফেলিলেন। সবগুলিকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া পুনঃ একত্র মিলাইয়া ফেলিলেন, অতঃপর কয়েক ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং এক এক ভাগ এক এক পাহাড়ে রাখিয়া আসিলেন। কাহারও মতে চার ভাগ করিয়া কাহারও মতে সাত বা দশ ভাগ করিয়া প্রতি ভাগ এক এক পাহাড়ে রাখিয়াছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পাখীগুলির মাথা ইব্রাহীম (আঃ) নিজ হস্তে রাখিয়া ছিলেন। অতঃপর মহামহিম আল্লাহ তাঁহাকে ঐ পাখীগুলি ডাকিতে বলিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) ঐগুলিকে ডাকিলেন। তখন ইব্রাহীম (আঃ) প্রত্যক্ষ করিতে ছিলেন যে, প্রতিটি পালক উড়িয়া আসিয়া অপরটার সহিত মিলিত হইতেছে, এমনকি রক্তের কণাগুলি পর্য্যন্ত একটা অপরটার সঙ্গে মিলিত হইতেছে, গোশতের এক একটা অংশ অপরটার সঙ্গে মিলিত হইতেছে—এইরূপে প্রত্যেকটি পাখীর অঙ্গ ও অংশ পরস্পর মিলিত হইল, এমনকি প্রত্যেকটি পাখী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিজ নিজ পায়ে দাঁড়াইয়া ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের দিকে আসিতে লাগিল—আল্লাহ তায়ালা

এরূপ ব্যবস্থা এই জন্য করিলেন যেন ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় আকাঙ্খিত দৃশ্য ভালরূপে দেখিতে পারেন।

অতঃপর প্রত্যেকটি পাখী হযরত ইব্রাহীমের হস্তে রক্ষিত মাথার সঙ্গে মিলনের জন্য আগাইয়া আসিল। ইব্রাহীম (আঃ) একটার সম্মুখে অপরটার মাথা পেশ করিলে মিলিত হইল না; উহার নিজ মাথা সম্মুখে ধরিলে বিনা দ্বিধায় মিলিত হইয়া গেল। এই সব ব্যাপার সবই আল্লার মহাশক্তি ও মহা-কুদরতে হইয়াছিল তাই আল্লাহ বলিলেন, "واعلم ان الله عزيز حكيم জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্ব্ব ক্ষমতার অধিকারী সুকৌশলী"। অর্থাৎ তিনি সর্ববশক্তিমান, কোন বিষয়ই তাঁহার ক্ষমতাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না এবং তাঁহার সম্মুখে কোন বিষয়ই অসম্ভব থাকে না; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন বিনা বাধায় উহা সম্পন্ন হয়। কেননা, তিনি সকলের উপর ক্ষমতার অধিকারী, তিনি হেকমতওয়ালা, বিজ্ঞ, তাঁহার হেকমত ও বিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে তাঁহার বাণীসমূহে, তাঁহার কার্য্যাবলীতে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত শরীয়তে এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত ব্যবস্থাপনায়। (এবনে কাছীর—১ম খণ্ড ৩১৫ পৃঃ)*

---

* বহু সমালোচিত পণ্ডিত সাহেব স্বীয় তথাকথিত তফছীরুল কোরআনে এই ঘটনাটিকেও বিকৃত রূপ দান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের সার হইল এই যে, চারিটি পাখীকে ইব্রাহীম (আঃ) পালিয়া নিজের আয়ত্তে করার পর ঐগুলিকে জীবিতাবস্থায় বিভিন্ন পাহাড়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন অতঃপর ডাক দিলে ঐগুলি উড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল।

পণ্ডিত সাহেবের এই প্রলাপ সম্পর্কে বিশেষ কিছু না বলিয়া পবিত্র কোরআন শরীফের বিবৃতি হইতে একটি বিশেষ শব্দের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি— ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا বাক্যে আল্লাহ তায়ালা "جزءا—জুয্‌আন" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহার অর্থ টুকরা বা অংশ। অতএব এই শব্দটি আমাদের পক্ষে বিরোধমান বক্তব্যের স্পষ্ট প্রমাণ; পণ্ডিত সাহেব এই শব্দটির অনুবাদও করেন নাই।

সবচেয়ে মজার ব্যপার এই যে, পূর্ব্বাপর তফছীরকারগণ ঘটনার বিবরণে উল্লেখিত যে বিবরণ দান করিয়াছেন পণ্ডিত সাহেব সেই বিবরণকে বাজে ও কল্পিত কাহিনী নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং উহার সমর্থনে "এবনে-কাছীর" নামক প্রসিদ্ধ তফছীরের নাম ভাঙ্গাইয়াছেন। পণ্ডিত সাহেবের এই Reference কতদুর সত্য তাহা খোদা তায়ালা জানেন। তফছীরে এবন-কাছীরে আমরা ঘটনার বিবরণ যাহা পাইয়াছি তাহা পূর্ব্বাপর তফছীরকার-গণের বিবৃতিরই অবিকল রূপ। তফছীরে এবন-কাছীরে এই বিবরণ সমর্থনীয় রূপেই উল্লেখ

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সুধি পাঠক! আল্লার জন্য সর্ববস্ব কোরবানকারী, বহু পরীক্ষায় পরীক্ষিত এবং আল্লার তরফ হইতে সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সনদ প্রাপ্ত আল্লার খলীল বা বিশেষ প্রিয় পাত্র ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তায়ালার প্রতি এবং তাঁহার অসীম কুদরতের প্রতি যে, কিরূপ অগাধ ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলেন তাহা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা অনাবশ্যক। অবশ্য বৈচিত্রময় ব্যাপারে দৃশ্য অবলোকন করার কৌতুক ও স্পৃহা জন্মা—বিশেষতঃ কোন রকম প্রয়োজনের সূত্র বিদ্যমান থাকাবস্থায় উহা অতি স্বাভাবিক ও সাধারণ ব্যাপার। ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ) আল্লাহ তায়ালার দরবারে সেই শ্রেণীর কৌতুক ও স্পৃহা নিবারণের আবদারই করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার মাধ্যমেই স্বীয় কুদরতের লীলা প্রকাশ্যরূপে দেখাইয়া সেই আবদার পূরণ করিয়াছিলেন এবং সেই ঘটনা আমাদের সম্মুখে বর্ণনা করিয়া আমাদেরও বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

আখেরাত তথা পরজীবনের সমুদয় বৃত্তান্ত যাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের ও ইসলামের বিশেষ অঙ্গ, যাহাকে "اليوم الاخر—আখেরাতের কাল বা জীবন" বলা হয়; সেই পরজীবনের উপর ঈমানের মূলই মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ইহাকেই "البعث بعد الموت—মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়া" নামে ব্যক্ত করা হয় যাহার প্রতি বিশ্বাসও ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া অনেক হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

এই পুনর্জীবন লাভের গোটা বিষয়টার প্রতিই অনেকে সন্দেহ বরং অস্বীকারের ভাব পোষণ করে—এই অজুহাতে যে, একটা মানুষ পঁচিয়া গলিয়া কিম্বা

আছে অন্য কোন রূপে নহে। আমরা যে এবন-কাছীরের উদ্ধৃতি প্রকাশ করিয়াছি; উহার পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করিয়া দিয়াছি, যে কেহ অনুসন্ধান করিতে পারেন। পণ্ডিত সাহেব কোন্ এবন-কাছীর দেখিয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই, তাই অনুসন্ধান সম্ভব হইল না।

পণ্ডিত সাহেব শ্রেণীর লোকদের একটি বাতিক রোগ আছে যে, কোরআন-হাদীছে বর্ণিত কোন অলৌকিক ঘটনাকে তাহারা অলৌকিক ও অসাধারণ রূপে গ্রহণ করিতে চান না; এই নীতি অনুসারেই পণ্ডিত সাহেব পবিত্র কোরআনে নবীগণের "মোজেষা" স্বরূপ যত ঘটনা উল্লেখ আছে সবগুলিকেই বিকৃত রূপ দান করিয়া পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ঘটনায় ত দেখা যায়, পণ্ডিত সাহেব আল্লার কুদরত সম্পর্কেও তদ্রূপ ঈমানই পোষণ করেন—সেখানেও তিনি কোন অলৌকিক ও অসাধারণ বিষয়কে স্থান দিতে রাজি নহেন। না-উজু বিল্লাহে মিন জালেকা—এইরূপ ধারণা হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাই।

ভস্ম হইয়া বা বিভিন্ন পশু পক্ষীর খাদ্য হইয়া ইত্যাদি ইত্যাদি আকারে ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার পর এবং অংশ সমূহ ধুলার কণা রূপে বাতাসে উড়িয়া দূরে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর উহাকে জীবিত করা সম্ভব হইবে কিরূপে?

ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের চাক্ষুস দৃষ্ট ঘটনা ঐ ধরণের সমুদয় প্রশ্নকে অহেতুক প্রতিপন্ন করিয়াছে। আল্লার কালাম কোরআনে উক্ত ঘটনার উল্লেখে এই বিষয়টিও অন্যতম বিশেষ উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের এই শ্রেণীর নমুনারূপে এই ঘটনা সংলগ্ন ও'যায়ের আলাইহেচ্ছালামেরও একটি ঘটনা পবিত্র কোরআনে আছে। এতভিন্ন এক ব্যক্তির শবদেহ আগুনে পুড়িয়া ছাই-ভস্মকে পিষিয়া ধুলিবৎ করতঃ পানিতে ও বাতাসে বিলীন করিয়া দেওয়ার পর তৎক্ষাণাৎ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পুনর্জীবিত করার ঘটনা হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এইসব ঘটনা জ্ঞাত হইয়া আখেরাত ও পুনর্জীবনের ঈমানকে দৃঢ় করা চাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—ইব্রাহীম (আঃ) পুনর্জীবিত করার দৃশ্য নিজ চোখে দেখিবার আব্দার কেন করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে তফছীরকারগণ লিখিয়াছেন যে, ইতিপূর্ব্বে বাবেল সিংহাসনের অধিপতি খোদায়ী দাবিদার নমরূদের সঙ্গে হযরত ইব্রাহীমের বিতর্ক বা বাহাছ হইয়াছিল। সেখানে মৃতকে পুনঃ জীবিত সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল, যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে।

নমরূদের সঙ্গে হযরত ইব্রাহীমের বাহাছঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرٰهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ۞ إِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۞

ঐ লোকটির অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছ কি? যে ইব্রাহীমের সহিত হুজ্জতি করিয়াছিল তাহার পরওয়ারদেগার সম্পর্কে—এই শক্তিতে মত্ত হইয়া যে, পরওয়ারদেগার আল্লাহ তাহাকে রাজত্ব দিয়াছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলিলেন, আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার (এত বড় শক্তিমান যে,) তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটাইয়া থাকেন।

তদুত্তরে সে বলিল, আমিও জীবিত করিয়া থাকি ও মারিয়া থাকি। এই বলিয়া সে তাহার কারাগার হইতে দুইজন কয়েদীকে আনিয়া একজনকে

হত্যা করিল অপর জনকে ছাড়িয়া দিল—জীবিত করার এবং মারিয়া ফেলার এই নমুনা সে দেখাইল। কিরূপ বুদ্ধিহীনতা! "احياء" অর্থ জীবন দান করা; আর তাহার কাজটা হইল, জীবিত মানুষটাকে বন্ধন হইতে ছাড়িয়া দেওয়া; ঐ নাদান উভয়কে এক পর্য্যায়ের গণ্য করিল। তদ্রূপ "اماتة" অর্থ মৃত্যু ঘটানো; আর তাহার কার্য্যটা হইল শুধু আঘাত করা—ইহাকে মৃত্যু ঘটানো বলা হইলে শৃগাল-কুকুরকেও সেই মর্য্যাদা দিতে হইবে। কারণ, উহাদের আঘাতেও মানুষের মৃত্যু ঘটে। তাহার মগজ-পঁচা বুদ্ধি দেখিয়া ইব্রাহীম (আঃ) অন্য একটি প্রমাণ পেশ করিলেন—

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ - وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⊙

ইব্রাহীম বলিলেন, আল্লাহ যিনি, তিনি ত সূর্য্যকে পূর্ব্বদিক হইতে উদিত করেন; তুমি (যদি আল্লাহ হইয়া থাক তবে) সূর্য্যকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত কর। ঐ কাফের এইবার হতভম্ব হইয়া রহিল। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা স্বৈরাচারিদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৩পাঃ ৩রুঃ)

এই ঘটনায় "احياء এহ্ইয়া—পুনর্জীবন দান" যাহা একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ ছিফৎ—গুণ বা পরিচয়; উক্ত ছিফৎ ও গুণ সম্পর্কে ইব্রাহীম (আঃ) বিভ্রান্তিকর অর্থ ও তাৎপর্য্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাই তিনি ইচ্ছা করিলেন যে, احياء এহ্ইয়া—পুনর্জীবন দানের বাস্তব অর্থ ও তাৎপর্য্য—যে অর্থে উহা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ ছিফৎ ও গুণ সেই অর্থ ও তাৎপর্য্যের বাস্তবরূপ কি তাহা তিনি নিজ চক্ষে প্রকাশ্য দিবালোকে দেখিয়া সে সম্পর্কে পূর্ণ ও বিস্তারিত অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন; যেন আগামীতে এইরূপ বিভ্রান্তিকর অর্থ ও তাৎপর্য্যের সম্মুখীন হইলে তখন তিনি চাক্ষুস দৃষ্ট তাৎপর্য্যের বিস্তারিত বিবরণের দ্বারা উহার খণ্ডন করিতে বিশেষভাবে সমর্থ হন; "شنیده کے بود مانند دیده—শ্রুত তাৎপর্য্য কি দৃষ্ট তাৎপর্য্যের সমান হইতে পারে?"

মূল আলোচ্য ঘটনা তথা পুনর্জীবন দানের দৃশ্য দেখাইবার প্রশ্নের দরুন ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে যে, ইব্রাহীম (আঃ) কি

এ সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন না? হযরত ইব্রাহীমের পক্ষে এইরূপ ধারণার কোন অবকাশই যে ছিল না তাহা সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ্ তায়ালা পূর্ব হইতেই জ্ঞাত। এতদসত্বেও আল্লাহ তায়ালা সেই প্রশ্ন করিলেন—اولم تؤمن—আপনি কি এ সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাশীল নহেন? হযরত ইব্রাহীমের নিকট এই প্রশ্নের উত্তর কি তাহাও আল্লাহ্ তায়ালা জ্ঞাত; তবুও প্রশ্ন করিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি যে উত্তর দিবেন সে উত্তর দ্বারা যেন চিরতরে সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে ঐ ভুল ধারণার অবসান হইয়া যায়।

এতদুদ্দেশ্যেই তথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ভুল ধারণা নিরসনের জন্য হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও একটি সাধারণ যুক্তি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এই—

১৬৩৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—ইব্রাহীম (আঃ)এর এই দরখাস্ত যে, "হে পরওয়ারদেগার! আমাকে প্রকাশ্যে দেখাইয়া দিন, কিরূপে মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন" এই জিজ্ঞাসা দৃষ্টে (যদি কেহ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলে যে, তিনি আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবন দান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী ছিলেন তবে তাহা ভিত্তিহীন প্রমাণিত করার জন্য) আমি বলিব, "ইব্রাহীম (আঃ) অপেক্ষা আমাদের সন্দেহ পোষণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত।"

অতঃপর হযরত (দঃ) লুৎ পয়গাম্বরের (ঘটনা ও তাঁহার অসাহয়তার করুণ কাহিনী স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার) প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, আল্লাহ রহম করুন (হযরত) লুতের প্রতি; তিনি (বাহ্যিক দিক দিয়া কিরূপ অসহায়তার মধ্যে আল্লার দ্বীন প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, শত্রুদের মোকাবিলায় স্বীয় গোষ্ঠীর লোকদের দ্বারা যে সাধারণ সহায়তাটুকু লাভ হইতে পারে তাহা হইতেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তিনি নিজের দেশ হইতে দূর এলাকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাই এক সময়) আক্ষেপে বলিয়াছেন, অন্ততঃ আমার গোষ্ঠীর লোকজনের মজবুত দল থাকিলে হয়ত তাহাদের বাহ্যিক সহায়তা লাভ হইত।

অতঃপর হযরত (দঃ) ইউছুফ পয়গাম্বরের ঘটনা স্মরণ করতঃ তাঁহার দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্যের প্রশংসায় বলিলেন, (বোধ হয়) আমিও যদি এত দীর্ঘ দিন কারাগারে কাটাইবার পর বাদশার তরফ হইতে মুক্তির আহ্বান পাইতাম তবে যখন তখন আহ্বানকারীর কথায় সাড়া দিয়া বসিতাম। (ইউছুফ (আঃ) কত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন যে, দশ বৎসর কারাগারে কাটাইবার পর

বাদশার আহ্বান সত্ত্বেও তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন না; পরিষ্কার বলিয়া দিলেন, আমার উপর যে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাইয়া উহার ফয়ছলা না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কারাগার ত্যাগ করিব না।)

ব্যাখ্যা ঃ—ইব্রাহীম (আঃ) সম্বন্ধে রসুলুল্লাহ (দঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহা একটি বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত কথা। ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন তৌহীদ ও একাত্ববাদের প্রতীক; তিনি আল্লার জন্য সর্ব্বস্ব কোরবান করার ব্যাপারে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া উহার প্রত্যেকটিতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, যদ্দরুন তাঁহাকে আল্লাহ তায়ালা সকলের নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী সকল পয়গাম্বরগণকে তাঁহারই আদর্শবাদী হওয়ার আদেশ ছিল, এমনকি নবীগণের সরদার হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)ও ঐরূপ আদিষ্ট ছিলেন—اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرهيم حنيفا "আমি অহী মারফৎ আপনার প্রতি আদেশ পাঠাইয়াছি যে, আপনি ইব্রাহীমের আদর্শে আদর্শবান হউন—যিনি একমাত্র আল্লার প্রতি নিজকে সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন" (১৪ পাঃ ২২ রুঃ)। তদুপরি হযরত ইব্রাহীমের আদর্শের উপর থাকিবার জন্য উম্মতে-মোহাম্মদীকেও আদেশ করা হইয়াছে—

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوا - قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا

"হে মোহাম্মদের উম্মৎ! ইহুদী-নাছারারা বলে, তোমরা ইহুদী-নাছারা হও তা হইলে তোমরা হেদায়েত ও সত্য-পথের পথিক সাব্যস্ত হইবে। (আল্লাহ বলেন,) তোমরা তাহাদেরে বলিয়া দাও, আমরা ইব্রাহীমের আদর্শ অবলম্বন করিব; যিনি একমাত্র আল্লার প্রতি নিজকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন।" (১ম পারা শেষ রুকু)

ইব্রাহীম (আঃ) যাঁহার আদর্শ এই শ্রেণীর—সেই ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে যদি ধারণা করা হয় যে, তিনি আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবন দান সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন তবে আমাদের (তথা তাঁহার আদর্শে আদর্শবাদী হওয়ার আদিষ্ট হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং উম্মতে মোহাম্মদী) সকলের সম্পর্কে ঐরূপ ধারণা তাঁহার তুলনায় অধিক সহজ হইবে না কি? অথচ মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এবং তাঁহার উম্মৎ সম্পর্কে এই ধারণা হইলে জগতে আর বাকি থাকিতে পারে কে, যাহার সম্পর্কে ঐ ধারণা না করা যায়? ইহা অতি জঘণ্য ধৃষ্টতা বৈ নহে? অতএব নিশ্চিতরূপে বলা যায়, ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ঐরূপ ধারণা জঘণ্য ধৃষ্টতাই বটে।

লুৎ (আঃ) সম্পর্কে হযরত (দঃ) যাহা বলিয়াছেন উহার উদ্দেশ্য তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা। তাঁহার ঘটনার বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে।

ইউছুফ আলাইহেচ্ছালাম সম্পর্কে হযরত (দঃ) যাহা বলিয়াছেন উহার উদ্দেশ্য শুধু মাত্র তাঁহার দৃঢ় মনোবলের প্রশংসা করা। আলোচ্য হাদীছের মূল তাৎপর্য্য ইহাই ; এস্থলে শব্দার্থের সূক্ষ্মার্থ বাহির করিতে যাইয়া মাথা ঘামান ঠিক হইবে না।

ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে কতিপয় বিশেষ ঘোষণা ঃ

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বহু মর্য্যাদাপূর্ণ ঘোষণা উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে এই ধরণের কতিপয় আয়াতের উদ্ধৃতি—

(১) وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ..... قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا -

"একটি স্মরণীয় ঘোষণা—ইব্রাহীম (আঃ)কে তাঁহার প্রভু কতিপয় বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন ; তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ; তখন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছেন, আমি আপনাকে বিশ্বের জন্য এমাম (অনুসরণীয়) বানাইব—আপনার আদর্শকে সারা বিশ্বের জন্য আদর্শ করিব।" (১ম পাঃ ১৫ রুঃ)

(২) وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ -

وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا - وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

"ইব্রাহীমের দ্বীন ও আদর্শ হইতে একমাত্র সে-ই বিচ্যুত হইবে যে প্রকৃতই জ্ঞানশূন্য আহ্‌মক। আমি ইব্রাহীম (আঃ)কে দুনিয়াতে বিশিষ্টরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছি এবং আখেরাতে ত তিনি বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে একজন। (তিনি স্বীয় প্রভুর এতই অনুরক্ত ছিলেন যে,) যে কোন পরিস্থিতিতে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে যে কোন বিষয়ে আনুগত্যের আহ্বান জানাইলে, তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, (দিলে, মুখে ও অষ্টাঙ্গে) আমি সারা জাহানের প্রভুর আনুগত্যে নিজকে বিলীন করিয়া দিয়াছি।" (১ম পাঃ শেষ রুঃ)

(৩) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ

مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا - وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۞

"ঐ ব্যক্তির ন্যায় উত্তম দ্বীন আর কাহারও হইতে পারে কি ? যে নিজের লক্ষ্যকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রতি নিবদ্ধ করিয়া নিয়াছে পূর্ণ একনিষ্ঠতার সহিত এবং ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের আদর্শের অনুসারী হইয়াছে—যে আদর্শে বক্রতার নামও নাই; (যে আদর্শের বদৌলতে) আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম(আঃ)কে স্বীয় "খলীল" বিশেষ বন্ধু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।" (৫ পাঃ ১৬ রুঃ)

(৪) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۞

"আমি প্রথম হইতেই ইব্রাহীম(আঃ)কে বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং আমি তাঁহার (ব্যক্তিত্ব) সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলাম।" (১৭পাঃ ৫রুঃ)

(৫) وَاذْكُرْ عِبٰدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ

وَالْاَبْصَارِ...... وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۞

"স্মরণ কর আমার বিশিষ্ট বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে। তাঁহারা ছিলেন জ্ঞান-বুদ্ধি ও কার্য্যক্ষমতায় শীর্ষ স্থানীয়; (যাহার মূল কারণ ছিল এই যে,) আমি তাঁহাদিগকে এই বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা সর্ব্বদা পরকালের জীবনকে স্মরণে রাখিতেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই আমার বাছাই করা মনোনীত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্যতম।" (২৩ পাঃ ১৩ রুঃ)

(৬) اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا - وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"নিশ্চয় ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন অতি বড় আদর্শবান অনুসরণীয় মানুষ, আল্লার প্রতি পূর্ণ অনুগত, একনিষ্ঠ—তৌহীদ ও একত্ববাদের বিপরীত কোন কিছুর লেশমাত্র তাঁহার মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন, আল্লার নেয়ামত সমূহের শোকরগুজার। আল্লাহ তাঁহাকে বাছাই করিয়া নিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সরল ও সঠিক পথের পথিক বানাইয়া ছিলেন। (আল্লাহ আরও বলেন যে,) আমি দুনিয়াতে তাঁহাকে দিয়াছিলাম সকল প্রকার কল্যাণ: আর আখেরাতে ত তিনি নিশ্চিতরূপে সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের অন্যতম হইবেন। তদুপরি অহী মারফৎ আপনাকে নির্দ্দেশ দিয়াছি যে, আপনি ইব্রাহীমের আদর্শের উপর চলিবেন যাঁহার মধ্যে চরম একনিষ্ঠতা ছিল এবং পূর্ণ তৌহিদ ও একত্ববাদের বিপরীত কোন কিছুর লেশমাত্র তাঁহার মধ্যে ছিল না।" (১৪ পাঃ শেষ রুকু)

ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে মোশরেকদের কুসংস্কার ঃ

মক্কার মোশরেকরা দ্বীনে-ইব্রাহীমের অনুসারী বলিয়া দাবী করিত। তাহাদের সেই দাবী ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত ও উল্টা দাবী। মোশরেকদের আকিদা বিশ্বাস ও কার্য্যকলাপ দ্বারা পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায়ই উক্ত দাবী অসামঞ্জস্য হওয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) একটি সামান্য বিষয়ের মাধ্যমে সেই সামঞ্জস্য হীনতা প্রমাণ করিয়াছেন—

১৬৩৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মক্কা বিজয়ের দিন) কা'বা শরীফে প্রবেশ করিয়া ইব্রাহীম (আঃ) ও মরয়্যাম (রাঃ)এর চিত্র দেখিতে পাইলেন। তখন তিরস্কার স্বরে হযরত (দঃ) বলিলেন, মক্কার লোকেরা ত এই কথা নিশ্চয় শুনিয়া থাকিবে যে, (রহমতের) ফেরেশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যেই ঘরে চিত্র থাকে।

চিত্রে হযরত ইব্রাহীমের হাতে তীর দেখান ছিল; সেই সম্পর্কে হযরত (দঃ) বলিলেন, তীর দ্বারা এস্‌তেক্‌সামের রীতির সঙ্গে ইব্রাহীমের কি সম্পর্ক ছিল ?

ব্যাখ্যা ঃ—তীর দ্বারা দুইটি হারাম কাজ করার রীতি মোশরেকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। একটি ছিল জুয়ারূপে তীর দ্বারা ভাগ বণ্টন—৭ বা ১০টি তীর হইত ; উহার কোনটায় ৫ সের, কোনটায় ৮ সের, কোনটায় ১৫ সের ইত্যাদি বিভিন্ন পরিমাণের সংকেত চিহ্ন থাকিত এবং কোনটায় ফাঁকা বা শূন্যের চিহ্ন থাকিত। কতিপয় লোক সমান অংশে টাকা দিয়া একত্রে একটি উট ক্রয় করিয়া উহার গোশ্‌ত ঐ তীর দ্বারা বণ্টন করিত ; এইরূপে যে, আবৃত স্থান হইতে অংশিদার প্রত্যেকে এক একটি তীর বাহির করিবে ; যাহার তীরে যে পরিমাণের চিহ্ন থাকিবে সে ঐ পরিমাণ গোশ্‌ত নিবে। যাহার তীরে শূন্যের চিহ্ন থাকিবে সে ফাঁকা যাইবে, অথচ ঐ উটের মূল্যে প্রত্যেকেই সমপরিমাণ টাকা দিয়াছে।

দ্বিতীয়টি ছিল, কোন কার্য্যের শুভ-অশুভ নির্ণয়। পুরোহিতের নিকট কতিপয় তীর থাকিত ; উহার কোনটিতে ভাল, কোনটিতে মন্দ এবং কোনটিতে ফাঁকার চিহ্ন থাকিত ; কেহ কোন কাজ করিতে বা কোথাও যাত্রা করিতে পুরোহিতের দ্বারা ঐ তীর বাহির করিত ; ফাঁকা চিহ্ন বাহির হইলে পুনরায় বাহির করিত, আর ভাল-মন্দের চিহ্নের দ্বারা উক্ত কার্য্য বা যাত্রার মঙ্গল-অমঙ্গল নির্দ্ধারিত করিত এবং উহাকে অবধারিত ও অখণ্ডনীয় বলিয়া বিশ্বাস করিত।

এই উভয় কার্য্যকেই "এস্‌তেক্‌সাম-বিল-আয্‌লাম" বলা হয় এবং ইহা হারাম বলিয়া পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। (ছুরা মায়েদা ১ম রুকু দ্রষ্টব্য)

মোশরেকরা চিত্রে ইব্রাহীমের হাতে ঐরূপ একটি তীর দেখাইয়া বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, তাহাদের প্রচলিত ঐ রীতি হযরত ইব্রাহীমেরই নীতি ও আদর্শ। হযরত (দঃ) এই ইঙ্গিতকেই ভিত্তিহীন মিথ্যা গর্হিত বলিয়াছেন। মোশরেকরা হযরত ইব্রাহীমের নামে এইরূপ বহু কুসংস্কারই গড়াইয়াছিল। উল্লেখিত হাদীছ এবং অনুরূপ আরও একখানা হাদীছ দ্বিতীয় খণ্ডে ৮৩৭ নম্বরে অনুদিত হইয়াছে।

হযরত ইব্রাহীমের একটি বিশেষ ঝারফুকের দোয়া ঃ

১৬৩৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পৌত্র হাসান এবং হোসাইনকে নিম্নে বর্ণিত দোয়াটি দ্বারা আল্লাহ তায়ালার হেফাজতে (রক্ষণাবেক্ষণে) সমর্পণ করিতেন এবং বলিতেন, তোমাদের বংশের আদি পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এই দোয়াটি দ্বারা তাঁহার পুত্রদ্বয় ইসমাইল ও ইসহাককে আল্লার হেফাজতে সমর্পণ করিতেন।

أُعِيذُ كُمَا* بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ

وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

"আল্লাহ তায়ালার মঙ্গল কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ কলেমা সমূহের আশ্রয়ে দিলাম তোমাদের উভয়কে সমস্ত শয়তান, ভূত-প্রেত হইতে এবং সাপ-বিচ্ছু বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ হইতে এবং সকল প্রকার বদনজর হইতে।"

---

* মেশকাত শরীফে বোখারী শরীফ ও মোসলেম শরীফের নামে আলোচ্য দোয়াটির মধ্যে এই শব্দই বিদ্যমান আছে। অর্থের দিক দিয়া এই শব্দটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। "كما" শব্দটি দ্বিবাচক। হাসান ও হোসাইন এবং ইসমাইল ও ইসহাক—দুই দুই জন একত্রে উদ্দেশ্য হওয়ায় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং ইব্রাহীম (আঃ) দ্বিবাচক শব্দ كما ই ব্যবহার করিয়াছিলেন। শুধু একটি বালকের উদ্দেশ্যে এই দোয়া পড়া হইলে সে ক্ষেত্রে নিয়ম মতে اعيذكَ (কাফ-জবর) এবং একটি বালিকার উদ্দেশ্য হইলে اعيذكِ (কাফ-জের) পড়িলে উদ্দেশ্যের সহিত শব্দের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে।

হযরত লুৎ (আঃ)

হযরত লুৎ (আঃ) ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামেরই ভাই-এর ছেলে—ভাতিজা ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম "হারান্"। তিনি বাল্যকাল হইতে ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের সাহচর্য্যে ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহার প্রচারিত সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং সেই সত্য ধর্ম্ম প্রচারে হযরত ইব্রাহীমের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও হিজরত করতঃ মাতৃভূমি ইরাক ত্যাগ করিয়া মিশরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। এবং হযরত ইব্রাহীমের সঙ্গে একযোগে কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। এমন কি তিনিও হযরত ইব্রাহীমের যুগেই নবুয়তপ্রাপ্ত হন।

তাঁহারা উভয়ে মিশরে এক সঙ্গে কাজ করার পর মিশর হইতে দুইজন দুই এলাকায় চলিয়া যান। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মিশর হইতে সিরিয়ার ফেলিস্তিনে চলিয়া আসেন, এমন কি সিরিয়াতেই তাঁহার মৃত্যুও হয়। অবশ্য তিনি সিরিয়া হইতে স্বীয় দেশ (বেবিলন—) বাবেলেও তবলীগ কার্য্যে আসিয়া থাকিতেন।

হযরত লুৎ (আঃ) মিশর হইতে ঐ এলাকায় আসিয়াছিলেন যাহাকে বর্ত্তমানে জর্দ্দান রাজ্য বা "ট্রান্সজর্দ্দান" বলা হইয়া থাকে। এই এলাকায় "সাদ্দুম" নামক একটি বস্তি ছিল এই বস্তিতেই তিনি আসিয়াছিলেন ; নিকটবর্ত্তী আরও কতিপয় বস্তি ছিল এইসব বস্তিতেই তিনি সত্য ধর্ম্মের তবলীগ করিয়া থাকিতেন। ঐ এলাকার লোকদের মধ্যে কুফর, শেরক ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে জুলুম, অত্যাচার—পথিক, আগন্তুক, মুসাফির, বিদেশী বণিক, ব্যবসায়ীগণকে লুণ্ঠন ইত্যাদি সাধারণ অপরাধও অগণিত রকমের ছিল। তাহাদের উল্লেখযোগ্য অপরাধ যাহা মানবতার চরম অবমাননা এবং মানব-বৈশিষ্ট্য লজ্জা-শরমের চরম বিপর্য্যয়কারী কুৎসিত ও ঘৃণিত ছিল—তাহা ছিল এই যে, তাহারা ছেলেদের সঙ্গে কু-কর্ম্মে অভ্যস্ত ছিল। এই কার্য্যে তাহারা এতই মত্ত ছিল যে, ইহার মোকাবিলায় নারী-সহবাসও তাহাদের নিকট উপেক্ষণীয় ছিল এবং তাহারা হাটে-মাঠে, রাস্তা-ঘাটে, মহফিল-মজলিসেও বিনা দ্বিধায় এই কুকর্ম্মে লিপ্ত হইত এবং ভূপৃষ্ঠে তাহারাই ছিল এই কু-কর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম উদ্যোক্তা। মানবতার এই চরম অবমাননা, লজ্জা-শরমের এই চরম বিপর্য্যয়ে হযরত লুৎ (আঃ) তাহাদিগকে তাহাদের অন্যায় অপরাধ বিশেষতঃ এই কু-কর্ম্ম হইতে বারণ করিবার শত চেষ্টা

করিয়াও ব্যর্থ হইলেন। অবশেষে তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার গজব নামিয়া আসিল—ভীষণ তর্জ্জন-গর্জ্জন, ভূকম্পা-ভূচাল ও উপর হইতে প্রস্তর বর্ষণের মধ্য দিয়া সমগ্র অঞ্চলের ভূখণ্ডকে উপরের দিকে উঠাইয়া উল্টাইয়া দিয়া সজোরে নিক্ষেপ করা হইল ; ফলে সব কিছু ধ্বংস হইয়া সম্পুর্ণ এলাকা সাগরে পরিণত হইয়া গেল। আজও মানচিত্রে উহা জর্দ্দানের মধ্যে আরবী ভাষায় "بحر ميت—বাহ্‌রে মাইয়েত্" বাংলা ভাষায় "মরু সাগর" ইংরাজীতে "Dead sea" নামে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহার পরিমাপ এই—দৈর্ঘ্য ৭৭ কিলো-মিটার তথা প্রায় ৫০ ইং মাইল, প্রস্থ ১২ কিলোমিটারের কিছু উর্দ্ধে তথা প্রায় ৯ ইং মাইল, গভীরতা ৪০০ মিটার তথা প্রায় পোয়া মাইল। পুরাতন ইতিহাসে উহাকে بحر لوط—লুৎ সাগর নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

চতুর্দ্দিকে স্থলভাগ বেষ্টিত, কোন সাগর মহাসাগরের যোগাযোগ হইতে বহু দূরে অবস্থিত—এই ভৌগলিক দৃশ্যটি বাস্তবিকই পুর্ব্ব ইতিহাসকে স্মরণ করাইয়া থাকে। ১৯৩৯—৪০ ইং সনের সমসাময়িক ভূতাত্ত্বিকগণ কর্ত্তৃক উক্ত সাগর কূল এলাকায় যে খনন কার্য্য চালান হইয়াছিল এবং উহাতে যে সব পুরাতন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তদ্দ্বারাও উল্লেখিত ইতিহাসের অনেক কিছু প্রমান পাওয়া গিয়াছে যে ইতিহাস সম্পর্কে চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বে পবিত্র কোরআন ঘোষণা দিয়াছিল। (কাছাছুল-কোরআন ১ম খণ্ড ২৩১ পৃঃ)

পবিত্র কোরআনে লুৎ আলাইহেচ্ছালামের ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা—

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ
الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۝

আর আমি লুৎকে এক বিশেষ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। যখন তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি লিপ্ত থাকিবে এই কদর্য ও নির্লজ্জ কাজে যাহা তোমাদের পূর্ব্বে বিশ্বজগতের আর কেহই করে নাই ? কি কুকাণ্ড! তোমরা নারীদেরকে ছাড়িয়া পুরুষের সঙ্গে যৌন চরিতার্থ কর। অধিকন্তু তোমরা অনাচারী জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ج
إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۝
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝ وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَطَرًا ط فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝

ঐ লোকগুলির পক্ষ হইতে উত্তর শুধু ইহাই ছিল যে, তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, লুৎ ও তাহার দলকে বস্তি হইতে দেশান্তরিত কর; তাহারা পবিত্রতাধারী দল সাজিয়াছে।

অতঃপর আমি রক্ষা করিয়াছিলাম লুৎকে এবং তাঁহার পরিজনকে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রক্ষা পায় নাই; সে আজাবে পতিতদের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। আমি তাহাদের উপর ভয়াবহ (পাথর) বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। খোঁজ লও, অপরাধীদের পরিণাম কি ঘটিয়াছিল।

(ছুরা আ'রাফ ৮ পাঃ ১৭ রুঃ)

[২]

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۝
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا
تَتَّقُونَ ۝ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ج
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ
الْعَالَمِينَ ۝ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ

লুৎ (আঃ) যাহাদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহারা নবীগণের আদর্শকে ঝুটলাইয়াছিল। যখন তাহাদের মঙ্গল-কামী লুৎ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা সংযত হইবে নাকি? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসুল। আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।

আমি তোমাদের নিকট সত্যপথ বাতলাইবার উপর কোন আজুরা চাই না। আমার আজুরা সারা জাহানের প্রভু আল্লার নিকট পাইব।

সারা বিশ্বের নজীর বিহীন কাজ—যৌন চরিতার্থের জন্য তোমাদের প্রভু কর্ত্তৃক সৃষ্ট তোমাদের স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া পুরুষদের সঙ্গে কু-কর্ম্মেই তোমরা লিপ্ত

رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ط بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ◎

থাকি কি ? শুধু ইহাই নহে, বরং তোমরা ত সীমালঙ্ঘনকারী জাতি হইয়াছ।

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ◎

তাহারা হুমকি দিল, হে লুৎ! তুমি যদি তোমার এই ধরণের প্রচার কার্য্য হইতে বিরত না থাক তবে নিশ্চয় তুমি দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইবে।

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ◎

লুৎ (আঃ) বলিলেন, তোমাদের কার্য্যের প্রতি আমি চরম ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করি।

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ◎

হে পরওয়ারদেগার! আমাকে এবং আমার পরিজনকে তাহাদের কার্য্যাবলীর অভিশাপ হইতে রক্ষা করিও।

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ◎ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ◎ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ◎ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ج فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ◎

সে মতে আমি লুৎকে এবং তাঁহার সমস্ত পরিজনকে রক্ষা করিলাম, কিন্তু লুতের স্ত্রী—বৃদ্ধা রক্ষা পাইল না, সে আজাবে পতিতদের শামিলই থাকিল। তারপর লুৎ ও তাঁহার পরিজন ভিন্ন সকলকে বিধ্বস্ত করিলাম এবং তাহাদের উপর বিশেষ ধরণের বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম; সতর্ককৃত ঐ বস্তিবাসীর উপর বর্ষিত বৃষ্টি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ط وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ط وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ◎

নিশ্চয় এই ইতিহাসে উপদেশমূলক নিদর্শন আছে। এতদসত্ত্বেও অনেকেই ঈমান আনে না। (আল্লাহ তাহাদিগকে সময় দিতেছেন ;) নিশ্চয় আপনার প্রভু ভীষণ পরাক্রমশালীও এবং দয়ালুও।

(ছুরা শোয়া'রা—১৯ পাঃ ১৩ রুঃ)

[৩]

এবং লুৎকে নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। স্মরণীয় ইতিহাস ; যখন তিনি তাঁহার এলাকার বাসিন্দাকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি নির্লজ্জ কুৎসিৎ কাজেই লিপ্ত থাকিবে ? অথচ তোমরা ত অজ্ঞান নও। তোমরা স্ত্রীকে ছাড়িয়া পুরুষদের সঙ্গে যৌন চরিতার্থ কর— কত বড় জঘণ্য কাজ। শুধু ইহাই নহে, বরং তোমরা একেবারেই নাদান।

তাঁহার এলাকার বাসিন্দারা উত্তরে এই সিদ্ধান্তই করিল যে, লুৎ-পরিবারকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক ; তাহারা পবিত্রতাশীল দল সাজিয়াছে।

অতঃপর লুৎকে এবং তাঁহার পরিজনকে বাঁচাইয়া নিলাম, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রক্ষা পাইল না ; তাঁহার আমল অনুযায়ী তাহাকে আজাবে পতিত দলের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছিলাম। সেই লোকদের উপর বিশেষ ধরণের (পাথর) বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। সতর্ককৃত লোকগুলির উপর বর্ষিত বৃষ্টি ভয়ঙ্কর ছিল। (১৯ পাঃ ১৯ রুঃ)

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ
الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝ أَئِنَّكُمْ
لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ
النِّسَاءِ ط بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ
قَرْيَتِكُمْ ج إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۝
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ز
قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ۝ وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ج فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۝

লুৎ আলাইহেচ্ছালামের দেশবাসীর উপর আজাবের ঘটনা বিচিত্রময় ছিল। ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের বয়ানে বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ হইয়াছে—কতিপয় ফেরেশতা মেহমানরূপে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন যাঁহাদের সম্মুখে তিনি গোশাবকের কবাব পেশ করিয়াছিলেন ; তাঁহারা উহা গ্রহণ না করায় ইব্রাহীম (আঃ) ভীত হইয়াছিলেন ; অতঃপর ফেরেশতাগণ নিজ পরিচয় দান পূর্ব্বক ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার স্ত্রী ছারাহ (রাঃ)কে পুত্র লাভের সুসংবাদ

দিয়াছিলেন। সেই ফেরেশতাগণই ছিলেন হযরত লুতের বস্তিবাসীদের উপর আজাবের বাহক। তাঁহারা যে, ঐ বস্তির উপর আজাব বর্ষণে যাইতেছেন তাহা হযরত ইব্রাহীমের নিকটও তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) সে সম্পর্কে কথা কাটাকাটি এবং ঐ বস্তিতে হযরত লুতের পরিবারবর্গ সম্পর্কেও প্রশ্নোত্তর করিয়াছিলেন।

ঐ ফেরেশতাগণ সুশ্রী বালক বেশে মেহমানরূপে হযরত লুতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। লুৎ (আঃ) তখন বাড়ীতে ছিলেন না; কোথাও গিয়াছিলেন। বাড়ী আসিয়া এই সব সুশ্রী যেবনের কুরি বালক শ্রেণীর বিদেশী মেহমানগণকে দেখিয়া দেশবাসীর চরিত্র ও অভ্যাস স্মরণে চিন্তায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। এদিকে নিজ ঘরেই ইঁদুর—তাঁহার স্ত্রী ছিলেন তাঁহার সম্পূর্ণ অসহযোগিণী; সে যাইয়া এইসব মেহমান সম্পর্কে দেশবাসীকে খবর দিয়া আসিল। দেশবাসী মাতালের ন্যায় ছুটিয়া আসিতে লাগিল। লুৎ (আঃ) অস্থির হইয়া পড়িলেন; কাহারও কোন সাহায্য সহায়াতা পাইবার আশা নাই। গুণ্ডারা উপস্থিত হইল; তিনি মেহমানগণকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টা করিলেন—কন্যাগণকে ঐ গুণ্ডা দলের সরদারদের বিবাহে দিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তাহারা সব কিছু অগ্রাহ্য করিল এবং একই কথা বলিল যে, আপনি ত জানেন—আমরা কি চাই।

হযরত লুতের অবস্থা চরমে পৌঁছিল তখম ফেরেশতাগণ গোপনে তাঁহার নিকট নিজেদের পরিচয় দান করিলেন এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া পরামর্শ দিলেন যে, আপনি স্বীয় পরিজন ও সঙ্গীগণকে লইয়া রাত্রে-রাত্রেই এই দেশ ত্যাগ করিবেন। ভোর হইতে না হইতেই এই দেশের উপর আল্লার আজাব আসিবে; অবশ্য আপনার স্ত্রী যাইবে না; তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবেন না।

যে সব বদমাশরা হযরত লুতের বাড়ী চড়াও করিয়াছিল আল্লাহ তায়ালা ঐ সময়েই তাহাদেরে অন্ধ করিয়া দিলেন এবং রাত্রি অতিবাহিত হইতেই স্থায়ী আজাব সমগ্র এলাকাকে গ্রাস করিল পবিত্র কোরআনের বর্ণন.—(২৭ পাঃ ৯রুঃ)

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ......

"বদমাশের দল লুৎ (আঃ)কে চাপ দিতে ছিল তাহার মেহমানগণকে হস্তগত করার জন্য; বস্—আমি তাহাদের চক্ষুগুলি নির্বাপিত করিয়া দিলাম; আমার আজাব ও সতর্ককরণের মজা ভোগ কর। আর প্রভাত আরম্ভেই সমগ্র এলাকায় স্থায়ী আজাব আসিয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۝

"লুৎ (আঃ) তাহাদিগকে আমার পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা সতর্ককরণকে সন্দেহ ও দ্বিধার দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। (২৭ পাঃ ৯ রুঃ)

ফেরেশতাদের পরামর্শ মতে লুৎ (আঃ) স্বজনগণকে লইয়া সিরিয়া দেশের উদ্দেশ্যে রাত্রেই এই বস্তি ছাড়িয়া গেলেন। প্রভাতে এই এলাকায় ভয়ঙ্কর ভূকম্প-ভূচালের তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ হইল, উপর হইতেও প্রস্তর বর্ষিতে লাগিল, সমগ্র দেশকে উপরে তুলিয়া উল্টাইয়া সজোরে নিপেক্ষও করা হইল। প্রভাতেই সমগ্র দেশ ধ্বংস হইয়া দেশবাসী পাপিষ্ঠরা ভূপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে মুছিয়া গেল —রহিল শুধু তাহাদের কুৎসিৎ কলঙ্কের কালীমা রেখা। এই সব কেচ্ছা-কাহিনী বা গল্পের ছড়া নহে, এই সব বাস্তব ইতিহাস; পবিত্র কোরআনে উহার বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ
لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا
مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَئِنَّكُمْ
لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ
السَّبِيْلَ - وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ
الْمُنْكَرَ ط فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ
اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ
كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ

লুৎকে নবীরূপে প্রেরণ করিয়া ছিলাম। যখন তিনি তাঁহার দেশবাসীকে বলিলেন, নিশ্চয় তোমরা এমন নির্লজ্জ কুৎসিৎ কাজে লিপ্ত যাহা তোমাদের পূর্ব্বে বিশ্বজগতের কেহই করে নাই। পুরুষ ছেলেদের সঙ্গে কু-কর্ম্ম, ডাকাতি এবং প্রকাশ্য মজলিসে কু-কর্ম্মে কি তোমরা ডুবিয়াই থাকিবে? দেশবাসীর উত্তর ইহাই ছিল যে, যদি তুমি সত্য-বাদী হও তবে আমাদের উপর আল্লার গজব নিয়া আস। লুৎ (আঃ) ফরিয়াদ করিয়া বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার। আমাকে এই দুষ্টদের মোকাবেলায় মদদ করুন। এদিকে যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ (পথিক বেশে) ইব্রাহীমের নিকট উপস্থিত হইলেন (পুত্রের) সুসংবাদ লইয়া; তখন তাঁহারা ইহাও

বলিলেন যে, আমরা ঐ বস্তিবাসীদেরে ধ্বংসের প্রোগ্রাম নিয়া যাইতেছি ; ঐ বস্তিবাসীরা স্বৈরাচারীদল হইয়াছে।

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, ঐ বস্তিতে ত লুৎ পয়গাম্বরও বাস করেন। তাঁহারা বলিলেন, সেখানে কে কে আছে তাহা আমরা ভালরূপেই জানি। আমরা তাঁহার এবং তাঁহার পরিজনের রক্ষা-ব্যবস্থা করিব ; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী—সে আজাব গ্রস্তদের মধ্যেই থাকিবে।

আমার প্রেরিত ঐ ফেরেশতাগণ যখন লুতের গৃহে উপস্থিত হইলেন তখন (যেহেতু তাহারা সুশ্রী বালক বেশে ছিলেন এবং লুৎ (আঃ) তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই, তাই) লুৎ (আঃ) ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মনও ভাঙ্গিয়া পড়িল। ফেরেশতাগণ বলিলেন, আপনি শঙ্কিত হইবেন না। আমরা আপনার এবং আপনার পরিজনের রক্ষা-ব্যবস্থা নিশ্চয় করিব ; অবশ্য আপনার স্ত্রী আজাবে পতিত দলভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখুন, এই বস্তিবাসীদের উপর আমরা আসমানী আজাব ফেলিব তাহাদেরই বদকারীর দরুন। নিশ্চয় আমি ঐ বস্তির এমন নিদর্শন রাখিয়া দিয়াছি যাহা বুদ্ধিমান লোকদের পক্ষে সুস্পষ্ট উপদেশ মূলক। (২০পাঃ, ১৬রুঃ)

انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ۝
وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ
بِالْبُشْرٰى قَالُوْا اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلِ هٰذِهِ
الْقَرْيَةِ - اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظَالِمِيْنَ ۝
قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ط قَالُوْا نَحْنُ
اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا - لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ
اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝
وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا
سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا
لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ - اِنَّا مُنَجُّوْكَ
وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ
الْغٰبِرِيْنَ ۝ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى اَهْلِ
هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ
بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝ وَلَقَدْ تَرَكْنَا
مِنْهَا اٰيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

[২]

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ
مُجْرِمِينَ ◎ إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ إِنَّا
لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ◎ إِلَّا امْرَأَتَهُ
قَدَّرْنَا ۙ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ◎
فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ◎
قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ◎ قَالُوا
بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ
وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ◎
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ
وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ
أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ◎
وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ
دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ◎

ইব্রাহীম (আঃ) আগন্তুক ফেরেশতা দলের মনোভাব অনুভব করিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের সম্মুখে আর কি প্রোগ্রাম আছে? তাঁহারা বলিলেন, আমরা এক অপরাধ-পরায়ণ জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছি ; অবশ্য লুৎ-পরিবারকে বাঁচার সুব্যবস্থা নিশ্চয় করিব, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রক্ষা পাবে না। তাহার জন্য সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছি, সে আজাবে পতিতদলেই থাকিবে।

প্রেরিত ফেরেশতাগণ লুতের গৃহে পৌঁছিলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমরা তোমাদেরে চিনিতে পারি নাই। তাঁহারা বলিলেন, আমরা অন্য কিছু নহি, বরং আপনার নিকট সেই ব্যাপারটা নিয়াই আসিয়াছি যেইটা সম্বন্ধে এই দেশবাসী সন্দেহ করিয়া আসিতেছে। আমরা আপনার নিকট অবশ্যম্ভাবী প্রোগ্রাম লইয়া আসিয়াছি। আমরা যাহা বলিতেছি তাহা সত্য।

অতএব আপনি স্বীয় পরিজন সহ রাত্রের অংশেই এই দেশ ত্যাগ করিবেন ; আপনি সকলের পেছনে থাকিবেন। আপনার দলের কেহ যেন পেছন দিকে না তাকায় ; যথাসম্ভব আপনারা আদিষ্ট স্থানে যাইয়া পৌঁছিবেন। আমি লুৎকে এই সিদ্ধান্তও জানাইয়াছিলাম যে, ভোর হইতে না হইতেই এই দেশবাসী সমূলে ধ্বংস হইবে।

وَجَاءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۞

ঘটনার প্রথম অংশের বিবরণ—ঐ দেশবাসীরা (আগন্তুক ছদ্মবেশী যৌবনের কুরী ছেলেদের উদ্দেশ্যে) স্ফুর্ত্তির সহিত উল্লাসিত মনে উপস্থিত হইল।

قَالَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ۞

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ۞

লুৎ (আঃ) তাহাদেরে বলিলেন, দেখ। ইহারা আমার মেহমান ; তাঁহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া আমাকে অপমান করিও না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ; আমাকে অপদস্ত করিও না।

قَالُوْۤا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۞

তাহারা লুতের উপর দোষ চাপাইল, আমরা ত পূর্ব্বেই আপনাকে নিষেধ করিয়াছি, দুনিয়া ভর মানুষের যাবেতাকে স্থান দিবেন না। (তাহাদিগকে স্থান না দিলে অপদস্ত হইতেন না।)

قَالَ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِىْۤ اِنْ كُنْتُمْ

فٰعِلِيْنَ ۞

লুৎ (আঃ) তাহাদের বড়দেরকে ইহাও বলিলেন, আমার কন্যাগণ আছে; তোমরা যদি চাও বিবাহ করিয়া নিয়া যাও ; আমাকে অপদস্ত করিও না।

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ

يَعْمَهُوْنَ ۞

আল্লাহ শপথ করিয়া বলেন যে, তাহারা ত তখন মাতলামির জোশে পাগল হইয়া গিয়াছিল, (এই সব কথা তাহাদের উপর ক্রিয়া করিবে কিরূপে ?)

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ۞

ফলে প্রভাত হইতেই প্রচণ্ড শব্দের গর্জ্জন তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا

عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۞

সঙ্গে সঙ্গে ঐ বস্তিকে উল্টাইয়া উপর দিক নীচে, নীচের দিক উপরে করিয়া দিলাম এবং তাহাদের উপর শক্ত কাঁকর পাথরের বৃষ্টিও বর্ষণ করে ছিলাম।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ۝
وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ۝

এই ঘটনায় তথ্যানুসন্ধানীদের জন্য অনেক কিছু নিদর্শন রহিয়াছে এবং ঐ এলাকাটি মক্কাবাসীর সিরিয়া যাতায়াতের রাস্তার উপরই অবস্থিত।

(১৪ পাঃ ৪ রুঃ)

[৩]

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ
وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي
قَوْمِ لُوطٍ ۝ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ
أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۝

ইব্রাহীম যখন (আগন্তুকদের পরিচয় লাভে) নির্ভয় হইলেন এবং পুত্র লাভের সুসংবাদে সন্তুষ্টি লাভ করিলেন তখন ইব্রাহীম লুতের দেশবাসী সম্পর্কে আমার নিকট পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। বাস্তবিক—ইব্রাহীম ছিলেন ধৈর্য্যশীল অতিশয় কোমল হৃদয় নম্র স্বভাবের।

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ج
إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ج وَإِنَّهُمْ
آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۝

(তখন বলা হইল,) হে ইব্রাহীম! আপনি এই বিষয়ে নিবৃত্ত থাকুন। নিশ্চয় এ সম্পর্কে আপনার প্রভুর অকাট্য ফরমান আসিয়া গিয়াছে এবং লুতের দেশবাসীর উপর অপ্রতিরোধ্য আজাব আসিবেই।

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا
سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ
هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝

অতঃপর আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ যখন (সুশ্রী বালক বেশে) উপস্থিত হইল লুতের গৃহে তখন তাহাদেরকে নিয়া তিনি বিব্রত হইলেন, দুর্ব্বল ও ভীত হইয়া পড়িলেন এবং হায়-হুতাশ করিয়া বলিলেন, আজিকার দিনটি (আমার পক্ষে) ভয়ানক কঠিন দিন।

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ط

এদিকে তাঁহার দেশবাসী তাঁহার গৃহের প্রতি ছুটিয়া আসিতে লাগিল;

তাহারা পূর্ব্ব হইতেই কু-কর্ম্মে অভ্যস্ত ছিল। লুৎ (আঃ) তাহাদের সর্দ্দারদেরকে বলিলেন, আমার কন্যাগণকে তোমরা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিয়া নিতে পার—তাহারা তোমাদের জন্য বৈধ হইবে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করিয়া আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপদস্ত করা হইতে বারণ থাক, তোমাদের মধ্যে একজনও কি সুবোধ মানুষ নাই?

দেশবাসীরা বলিল, আমাদের প্রয়োজন নাই আপনার কন্যাদের; আমরা কি চাই তাহা আপনি ভাল রূপেই জানেন।

লুৎ (আঃ) অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, হায়—যদি তোমাদিগকে শায়েস্তা করার শক্তি আমার থাকিত বা আমি কোন মজবুত পৃষ্ঠপোষকের সহায়তা পাইতাম! আগন্তুক ফেরেশতাগণ তখন নিজেদের পরিচয় দানে লুৎ (আঃ) কে বলিলেন, আমরা আপনার মহান প্রভুর প্রেরিত। এই বদমাশরা আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। অতএব আপনি নিজ পরিজনকে লইয়া রাত্র থাকিতে এই দেশ হইতে চলিয়া যান এবং আপনাদের কেহ পেছনদিকে ফিরিয়া যেন না দেখে। অবশ্য আপনার স্ত্রী—তাহার উপরও পড়িবে সেই আজাব যাহা

وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ط
قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ
ضَيْفِيْ ط اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ۝

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ
مِنْ حَقٍّ ج وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ۝
قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ
اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۝
قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ
لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ
بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ
اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ط اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا
مَآ اَصَابَهُمْ ط اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ط

دَانَ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ط اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ۞

فَلَمَّا جَاۤءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا

سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً

مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ ۞ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ

رَبِّكَ - وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

بِبَعِيْدٍ ۞

(ছুরা হুদ—১২ পাঃ ৭ রুকু)

দেশবাসীর উপর আসিবে।* তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত সময় হইল প্রভাত। প্রভাত কি অতি নিকটবর্ত্তী নহে ?

(আল্লাহ তায়ালা বলেন,) অতঃপর যখন উপস্থিত হইল আমার ফরমান তখন ঐ দেশটাকে উল্টাইয়া উপরকে নীচ নীচকে উপর করিয়া দিলাম। এতদ্ভিন্ন ঐ বস্তিবাসীদের উপর পাথর-বৃষ্টিও বর্ষণ করিয়াছিলাম ; পাথর-খণ্ড গুলি বৃষ্টির ধারায় বর্ষিত হইয়াছিল ; ঐ পাথর আপনার প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য নিদর্শনযুক্ত ছিল। ঘটনাস্থল ঐ বস্তি মক্কার স্বৈরাচারীদের হইতে অধিক ব্যবধানে নহে ; (উহা দেখিয়া তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।)

হযরত ইসমাইল (আঃ)

ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের পুত্র ছিলেন ইসমাইল (আঃ)। তাঁহার বংশধর হইতে একমাত্র পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম। বাইতুল্লাহ শরীফ তৈরী করিতে ইসমাইল (আঃ) স্বীয় পিতা হযরত ইব্রাহীমের সঙ্গে একত্রে আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করিয়াছিলেন—

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ........

"হে আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার। আমাদের বংশধরদের মধ্য হইতে একজন রসুল পাঠাইও যিনি তাহাদিগকে তোমার কেতাবের আয়াত সমূহ

* হযরত লুৎ আলাইহেচ্ছালামের স্ত্রী আজাব হইতে রক্ষা পাইল না যেরূপ হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের স্ত্রী আজাব হইতে রক্ষা পাইয়াছিল না। নিজে কাফের হইলে কাহারও কোন সম্পর্ক যে নাজাতের জন্য ফলপ্রদ হয় না তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই দুইটি নারীর ঘটনাকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বিশেষরূপে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার বিবরণ হযরত ইব্রাহীমের বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠ করিয়া শুনাইবেন, কিতাবের বিস্তারিত শিক্ষা এবং কর্ম্ম-জ্ঞান দান করিবেন। শরীয়ত তথা আল্লাহ-প্রদত্ত আদর্শের শিক্ষাদান করিবেন, এবং তাহাদের ভিতর-বাহির, বাহ্যিক ও আত্মিক পরিচ্ছন্নতার তথা চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা করিবেন। হে প্রভু। তুমি সর্ব্বশক্তিমান সুকৌশলী—তুমি সব কিছুই করিতে পার।"

ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাইল (আঃ) উভয়ের মিলিত এই দোয়ার প্রার্থনীয় রসুলই হইলেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। এই বিষয়টি এক হাদীছে উল্লেখ আছে যে—"আমি আমার পিতা ইব্রাহীমের দোয়ারই বাস্তবরূপ।" এই হাদীছে আলোচ্য আয়াতের দোয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাইলের পর দুনিয়াতে বহু সংখ্যক রসুলের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বশেষ রসুল হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে উক্ত দোয়ার বাস্তবরূপ সাব্যস্ত করা হইলে; অন্য কোন রসুলকে সাব্যস্ত করার মধ্যে অসুবিধা এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) উভয়ে মিলিতভাবে বলিয়াছেন—"আমাদের বংশধর হইতে"। অতএব এই দোয়ার রূপে রূপায়িত ঐ রসুলই হইতে পারেন যিনি বংশীয় সূত্রে উভয়ের সঙ্গে মিলিত হন। হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পুর্ব্ববর্ত্তী নবীগণ ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক আলাইহেচ্ছালামের বংশ হইতে ছিলেন; ইসমাইল আলাইহেচ্ছালামের বংশে কোন নবী আসেন নাই; একমাত্র সর্ব্বশেষ রসুল হযরত মোহাম্মদ (দঃ)ই তাঁহার বংশের ছিলেন। অতএব হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইল উভয়ের মিলিত বংশের রসুল একমাত্র সর্ব্বশেষ রসুল হযরত মোহাম্মদ (দঃ)ই ছিলেন, তাই তিনিই উক্ত দোয়ার বাস্তবরূপ হিসাবে নির্দ্ধারিত।

হযরত ইসহাক (আঃ)

ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের দ্বিতীয় পুত্র—যিনি তাঁহার বড় বিবি ছারাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার তরফে ছিলেন তিনিই ইসহাক (আঃ)। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই ফেরেশতাগণ দুনিয়াতে তাঁহার শুভাগমন সম্পর্কে তাঁহার পিতা ইব্রাহীম (আঃ) ও মাতা ছারাহ্ (রাঃ)কে সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। এমনকি তিনি যে পূর্ণ বয়স প্রাপ্তির সুযোগ পাইবেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ফেরেশতাগণ এই সুসংবাদও দিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঔরসে এক ছেলে জন্মগ্রহণ করিবেন তাঁহার নাম হইবে "ইয়াকুব"। এই ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে যাহা হযরত ইব্রাহীমের বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইয়াকুব (আঃ)

হযরত ইসহাকের পুত্র ইয়া'কুব (আঃ); তাঁহার সময়কাল খৃষ্ট সনের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে। তাঁহার আর এক নাম ছিল "ইসরাইল"। ইহা ইব্রাণী ভাষা—"ইছরা" শব্দ আরবী "আব্‌দ" শব্দের অর্থে এবং "ইল্" "আল্লাহ" অর্থে। এই সূত্রে "ইসরাইল" অর্থ "আবদুল্লাহ"—আল্লার বান্দা বা দাস।

এই নামের সূত্রে তাঁহার বংশধরকে "বনী-ইসরাইল" ইছরাইলের তথা ইয়া'কুবের বংশধর বলা হয়। পবিত্র কোরআন নাজেল হওয়ার যুগে বিশ্বের বিশেষতঃ আরবের দুইটি বিশেষ সম্প্রদায়—ইহুদী ও নাছারা উক্ত বনী-ইসরাইল নছলেরই ছিল এবং বহু ঐতিহাসিক ঘটনাবিশিষ্ট প্রসিদ্ধ নবী মুছা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) তাহাদের মধ্য হইতে ছিলেন। তাই অনেক অনেক ঘটনার সংশ্লিষ্টে পবিত্র কোরআনের অগণিত স্থানে বনী-ইসরাইলের উল্লেখ ও সম্বোধন রহিয়াছে।

হযরত ইব্রাহীমের জন্মদেশ ইরাক ছিল বটে, কিন্তু তথা হইতে হিজরত করতঃ অবশেষে সিরিয়ায় ফিলিস্তিনে বসবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ইসহাক (আঃ) এবং তাঁহার পুত্র ইয়াকুব (আঃ) এবং তাঁহার বংশধর বনী-ইসরাইলও সিরিয়ার বাসিন্দাই ছিল। এই সূত্রে বনী-ইসরাইলগণ মূলতঃ সিরিয়ার অধিবাসী ছিল। হযরত ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফ (আঃ) ভাগ্যচক্রে মিশরে উপনীত হইয়াছিলেন। ঘটনার বিবর্ত্তনে তিনি মিশরের অধিপতি হইয়া স্বীয় মাতাপিতা ও ভাইবোনদেরকে মিশরে নিয়া আসিলেন। এইরূপে এশিয়ার অন্তর্গত সিরিয়া হইতে বনী-ইছরাইলদের পূর্বপুরুষরা আফ্রিকার অন্তর্গত মিশরে চলিয়া আসিলে তথায় তাঁহাদের আবাদী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বহু যুগ অতিক্রমের পর বনী-ইছরাইলদের মধ্যে সেই মিশরে হযরত মুছা আলাইহেচ্ছালামের আবির্ভাব হইল। তিনি তৎকালীন মিশর অধিপতি ফেরাউনের কবল হইতে বনী-ইছরাইলগণকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে লইয়া মিশর হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন; যেই ঘটনা সংশ্লিষ্টেই ফেরাউন ধ্বংস হইয়াছিল। কালক্রমে বনী-ইছরাইলরা সিরিয়ায় পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল এবং তাহারাই মিশরেরও মালিক হইয়াছিল। এই সব ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে; হযরত মুছা (আঃ)এর বর্ণনায় ইনশাআল্লাহ তায়ালা উদ্ধৃত হইবে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)

ইয়া'কুব আলাইহেচ্ছালামের পুত্র ছিলেন ইউসুফ (আঃ)। হযরত ইউসুফের ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সর্বাধিক সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত ঘটনা। এই ঘটনার আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, পবিত্র কোরআনে অন্যান্য নবীগণের ঘটনা টুকরা টুকরা অংশ অংশরূপে বিভিন্নস্থানে উল্লেখ হইয়াছে ; পূর্ণ ঘটনা একত্রে উল্লেখ হয় নাই। হযরত ইউসুফের ঘটনা সুদীর্ঘ হওয়া সত্বেও পূর্ণ ঘটনা একত্রে ধারাবাহিকরূপে উল্লেখ হইয়াছে। পবিত্র কোরআন এই ঘটনাকে احسن القصص—অতি উত্তম কাহিনী বা ইতিহাস নামে আখ্যায়িত করিয়াছে।

হযরত ইউসুফের ইতিহাস এমনই এক বিচিত্রময় ইতিহাস যে, উহার মধ্যে উপদেশমূলক বহু উপাদান এবং আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের নিদর্শন নিহিত রহিয়াছে, তাহাই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ -

"নিশ্চয় ইউসুফ এবং তাঁহার ভাইদের ঘটনায় (উপদেশ লাভের এবং আল্লার কুদরতের এবং মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সত্যবাদিতার) বহু নিদর্শন রহিয়াছে—বিশেষতঃ জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য।"

ইহুদীরা মক্কাবাসীদেরে পরামর্শ দিয়াছিল যে, নবুয়ত ও অহীপ্রাপ্তির দাবীদার মোহাম্মদকে ইউসুফ নবীর ইতিহাস জিজ্ঞাসা কর যাহা এমন ইতিহাস যে, আসমানী এলম ছাড়া উহা বলা কঠিন, অতএব এই প্রশ্নের দ্বারাই মোহাম্মদের সত্য-মিথ্যার প্রমাণ হইয়া যাইবে। সেমতে তাহাই করা হইল এবং সেই প্রশ্নের উত্তরেই হযরত ইউসুফের পূর্ণ ইতিহাস সম্বলিত এই সুদীর্ঘ ছুরা নাজেল হইয়াছিল। অতএব এই বিবরণ প্রশ্নকারীদের পক্ষে বিশেষরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সত্যতার উজ্জল প্রমাণ ছিল। আর এই ঘটনা বিশেষরূপে একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত যে, "আল্লাহ যাকে চান বাঁচাইতে কে পারে তাকে মারিতে ? এবং আল্লাহ যাকে চান উঠাইতে কে পারে তাঁকে নামাইতে ?"

এতদ্ভিন্ন এই ঘটনার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের যে, কত নিদর্শন রহিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। হযরত ইউসুফের ভাইগণ তাঁহাকে প্রাণে বধ করার জন্য অন্ধকূপে ফেলিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে বাঁচাইয়া

রাখিয়াছিলেন। হযরত ইউস্থফ (আঃ) ক্রীতদাস রূপে মিশরের বাজারে বিক্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে মিশর-অধিপতি বানাইয়াছিলেন—ইত্যাদি ইত্যাদি বিচিত্রময় কুদরতের লীলার বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

হযরত ইউস্থফের ইতিহাসের জন্য অন্য কোন বই-পুস্তক বা গ্রন্থের আবশ্যক নাই, পবিত্র কোরআনের বিবরণই যথেষ্ট। অতএব এখানে পবিত্র কোরআনের বিবরণের অনুবাদই করা হইবে, অবশ্য সংক্ষিপ্ততার জন্য আয়াতসমূহ উল্লেখ করা হইবে না ; ১২—১৩ পাঃ ছুরা ইউস্থফের মধ্যে সমস্ত আয়াত বিদ্যমান রহিয়াছে।

হযরত ইয়া'কুব আলাইহেচ্ছালামের বিভিন্ন স্ত্রীর পক্ষ হইতে বার জন ছেলে ছিল ; তন্মধ্যে হযরত ইউস্থফ (আঃ) এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়্যামীন এই দুই জন এক মাতার ঔরষের ছিলেন, অন্যান্য ভ্রাতাগণ বিভিন্ন মাতার পক্ষের ছিলেন। হযরত ইয়া'কুব (আঃ) ইউস্থফ এবং তাঁহার সূত্রে তাঁহার ভ্রাতা বিনয়্যামীনকে সর্ব্বাধিক ভালবাসিতেন। ইউস্থফের প্রতি ত তাঁহার প্রেম ও মহব্বত ছিল এবং এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কারণ ইউস্থফের উপর নূরে নবুয়তের যে উজ্জল আভা ছিল তাহা হযরত ইয়া'কুব (আঃ) স্পষ্টরূপে দেখিতেছিলেন—যাহা অন্য কোন পুত্রের উপর ছিল না ; এতদ্ভিন্ন বাল্যকালেই তাঁহার মাতা ইন্তেকাল করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে এত অধিক ভালবাসিতেন। তদুপরি ইউস্থফের একটি স্বপ্ন যাহা তাঁহার প্রাধান্যতারপূর্বাভাস এবং স্পষ্ট প্রমাণ ছিল উহার দরুন সেই ভালবাসা আরও অধিক হইয়া গেল।

ইউস্থফের প্রতি পিতার এই ভালবাসা অন্যান্য বড় ভাইদের পক্ষে বিষতুল্য পরিগণিত হইল। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সুদীর্ঘ ঘটনার সূচনা ইহা হইতেই।

(ছুরা ইউস্থফের অনুবাদ)

ভুমিকা ঃ—আলিফ লা—ম্-রা—।(এস্থানে তোমাদের সম্মুখে যাহা পেশ করা হইবে।) এই সব এমন এক কেতাবের আয়াত সমূহ যে কেতাবের সত্যতা অকাট্যতা ও বিবরণ অতি উজ্জল ও সুস্পষ্ট। আমি উহাকে আরবী ভাষায় কোরআনরূপে নাজেল করিয়াছি যেন (উহার প্রথম সম্বোধক) তোমরা (আরববাসী) সহজে ও ভালরূপে বুঝিতে পার ; (তোমাদের মাধ্যমে সারা বিশ্ব উহা বুঝিতে সক্ষম হইবে।) এই কোরআনের অহী মারফৎ আমি আপনাকে এক উত্তম কাহিনী বয়ান করিয়া শুনাইব, অবশ্য আপনিও ইতিপূর্ব্বে উহার খবর রাখিতেন না।

ঘটনার প্রকাশ্য সুচনা

একদা ইউসুফ স্বীয় পিতাকে বলিলেন, আমি (স্বপ্নে) এগারটি নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্য্যকে আমার সম্মুখে নত হইতে দেখিয়াছি। এতচ্ছ্রবনে পিতা ইয়াকুব (অঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে বৎস। তোমার ভাইদের নিকট এই স্বপ্ন প্রকাশ করিও না, নতুবা তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (তোমাকে আল্লাহ তায়ালা যেরূপ স্বপ্ন দেখাইয়াছেন বাস্তবেও) তদ্রূপ তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার (শ্রেষ্ঠত্ব দান করতঃ) বিশেষত্ব প্রদান করিবেন এবং বিশেষরূপে তোমাকে স্বপ্ন ব্যাখ্যার গভীর জ্ঞান দান করিবেন এবং তোমাকে আরও নেয়ামত (তথা নবুয়ত) দান পূর্ব্বক তোমার উপর এবং ইয়া'কুবের বংশধরের উপর নেয়ামত দান-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন ; যেরূপ তোমার পুর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপর করিয়াছিলেন। তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগার সর্ব্বজ্ঞ হেকমতওয়ালা।

ঘটনার আরম্ভ ঃ

বাস্তবিকই ইউসুফ ও তাঁহার ভাইদের ঘটনায় বহু নিদর্শন ছিল জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য। একদা এই ভ্রাতাগণ একত্রে পরামর্শ করিয়া বলিল, ইউসুফ ও তাঁহার ভ্রাতা "বিনয়্যামীন"ই আমাদের পিতার অধিক ভালবাসার পাত্র, অথচ (আমরা শক্তিশালী এবং সংখ্যায় বেশী—) আমরা হইতেছি একটি দল! (আমাদের দ্বারা পিতার স্বার্থ অধিক উদ্ধার হইতে পারে, তবুও পিতা তাহাদেরকে অধিক ভালবাসেন ;) নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভুলে আছেন।

অতএব সকলের প্রচেষ্টায় ইউসুফকে হত্যা করিয়া ফেলা হউক কিম্বা কোন দূরদেশে ফেলিয়া আসা হউক ; ইহাতে তোমাদের পিতার দৃষ্টি তোমাদের প্রতি নিবদ্ধ হইবে এবং এই ব্যবস্থাবলম্বনে তোমাদের সবকিছু শুধরাইয়া যাইবে।

তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, ইউসুফকে প্রাণে বধ না করিয়া কোন একটি অন্ধকূপে ফেলিয়া দেওয়া হউক ; (পার্ব্বত্য অঞ্চলের কূপে পানি কম হয়, তাই সে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবে এবং) কোন পথিক তথা হইতে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাইবে। যদি তোমরা কিছু করিতে ইচ্ছা কর তবে এই ব্যবস্থাবলম্বন কর। (এই কথার উপর সকলে একমত হইয়া তদবীরে লাগিয়া গেল।)

ইউসুফ (আঃ)কে কূপে ফেলিবার ঘটনা ঃ

একদা ভ্রাতাগণ সকলে মিলিতভাবে পিতার নিকট বলিতে লাগিল, আপনি ইউসুফ সম্বন্ধে আমাদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেন না কেন ? অথচ নিঃসন্দেহে আমরা তাহার শুভাকাঙ্খী। অতএব তাহাকে আগামী কল্য আমাদের সঙ্গে যাইতে দিবেন ; সে আমাদের সঙ্গে (জঙ্গলে যাইয়া) ফল-ফলাদি খাইবে এবং খেলাধুলা করিবে ; আমরা তাহার হেফাজত করিব নিশ্চয়।

পিতা বলিলেন, এই ভাবিয়া আমি নিশ্চয় চিন্তিত হই যে, তোমরা ইউসুফকে আমার চোখের আড়ালে লইয়া যাইবে এবং আশঙ্কাও করি যে, তোমাদের উদাসীনতার সুযোগে (জঙ্গলে) তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলে নাকি।

তাহারা বলিল, আমাদের একদল মানুষ থাকা সত্ত্বেও যদি তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিতে পারে তবে ত আমাদের মুখ দেখাইবার স্থান থাকিবে না।

যখন তাহারা ইউসুফকে (নিজেদের নির্দ্ধারিত স্থানে) নিয়া গেল এবং তাহাকে অন্ধকূপের তলদেশে ফেলিবার সব রকম ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া নিল, তখন আমি ইউসুফকে গোপনে জ্ঞাত করিলাম, (তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই, তাহাদের এই সব তদবীর সত্ত্বেও তুমি বাঁচিয়া থাকিবে, এমনকি এইরূপ দিনও আসিবে যে, তাহাদের উপর তোমার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং) তুমি তাহাদিগকে তাহাদের এই অপকর্ম্মের বিবরণ জানাইয়া তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিবে। এখন তাহারা উহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। (অতঃপর তাহারা ইউসুফকে অন্ধকূপে নিপেক্ষ করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল)।

পিতার নিকট ভাইদের মিথ্যা প্রবঞ্চনা ঃ

ভ্রাতাগণ সন্ধার পর কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, বাবাজান ! আমরা সকলে দৌড়-প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মাল-সামানের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম ; ইত্যবসরে তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে—আপনি ত আমাদিগকে বিশ্বাস করিবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী হইয়া থাকি। আর তাহারা ইউসুফের জামার উপর মিথ্যা-রক্ত (তথা অন্য কিছুর রক্ত) মাখাইয়া নিয়া আসিল। (খোদার লীলা— তাহারা জামাটিকে বাঘে খাওয়া মানুষের জামার ন্যায় চিড়িয়া ফাড়িয়া লয় নাই, উহা ছিল সম্পূর্ণ আস্ত— ইহা লক্ষ্য করিয়া) পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন,

(তাহাকে বাঘে খায় নাই,) বরং তোমরাই নিজে নিজে একটা কথা গড়াইয়া লইয়াছ ; অতএব পুর্ণ ধৈর্য্য ধারণ ছাড়া আর আমার গতিক কি ? আর তোমরা যাহা বলিতেছ সেই ব্যাপারে আল্লাহই হইতেছেন সাহায্য প্রার্থনার স্থল।

কূপ হইতে ইউসুফের বাঁচিয়া আসার ঘটনা :

এদিকে একদল সওদাগর পথিক কূপটির নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদের পানিবাহক ভিশ্‌তীকে পানি আনিবার জন্য ঐ কূপে পাঠাইল ; সে ঐ কূপে ডোল ফেলিল। (বালক ইউসুফ ঐ ডোল ধরিয়া কূপ হইতে উঠিয়া আসিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া) চীৎকার করিয়া উঠিল যে, এ দেখি একটি বালক! দলের লোকগণ ইউসুফকে লাভজনক বস্তুরূপে গোপন রাখিল (যেন কেহ খোঁজ পাইয়া দাবী না করে।) অথচ আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সব কার্য্যকলাপ জ্ঞাত হইতেছিলেন। (তাহারা ইউসুফকে লইয়া মিশর পৌঁছিল) এবং তাঁহাকে কম মূল্যে—মাত্র কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রয় করিল ; তাহারা (ইউসুফকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাই তাহারা) তাঁহার প্রতি অনুরাগী ছিল না।

মিশরে ইউসুফের প্রাথমিক অবস্থা :

মিশরে যে ব্যক্তি ইউসুফকে ক্রয় করিল (সে ছিল মিশরের উজিরে আজম তথা প্রধান শাসনকর্ত্তা এবং সে নাকি নিঃসন্তান ছিল ;) সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, বিশেষ সুনজরের সহিত তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ; হয়ত আমাদের উপকারে আসিবে অথবা আমরা তাহাকে ছেলে বানাইয়া নিব। এইরূপে মিশরে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত (করার সূচনা) করিলাম। এই সব করার মধ্যে এই উদ্দেশ্যও ছিল যে (তাঁহাকে নবুয়ত দেওয়া হইবে এবং মোজেযা স্বরূপ) আমি তাঁহাকে স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান দান করিব। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা নিজ কার্য্য ও ইচ্ছা প্রয়োগে সম্পূর্ণ সতন্ত্র ও প্রবল, কিন্তু অধিকাংশ লোক সে সম্পর্কে অজ্ঞ। (আল্লাহ তায়ালা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন উহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন ইউসুফের ঘটনা। ইউসুফ নিরুপায় নিঃসহায়রূপে কূপে নিক্ষিপ্ত হইল, তারপর বাজারে বিক্রিত হইল। আল্লাহ তায়ালার কুদরতের লীলা—সেই ইউসুফকে শুধু ক্ষমতায়ই প্রতিষ্ঠিত করিলেন না, বরং আল্লাহ বলেন,) অতঃপর যখন ইউসুফ পূর্ণ বয়সে পৌঁছিলেন তখন আমি

তাঁহাকে এল্‌ম এবং হেক্‌মত দান করিলাম। (তথা তাঁহাকে শরীয়তের জ্ঞান এবং নবুয়ত দান করিলাম।) সৎ ও খাঁটী কর্ম্মশীল ব্যক্তিবর্গকে আমি এইরূপেই পুরস্কৃত করিয়া থাকি। (যেই ইউসুফ মিশর রাজ্যের ক্ষমতাসীম, শরীয়তের জ্ঞানী এবং নবুয়তের আসনে আসীন হইয়াছেন সেই ইউসুফের প্রথম জীবনের কাহিনী কিছু বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার সেই জীবনের দুঃখ-যাতনা ভোগের বিচিত্রময় ধারাবাহিক বিবরণ আরও শুন।—)

ক্রেতার গৃহে ইউসুফের দারুন পরীক্ষা ঃ

(মিশরের উজিরে আজম যিনি ইউসুফকে খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং স্বীয় স্ত্রীর নিকট তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন। ইউসুফ যখন যৌবনে পড়িলেন তখন) যেই স্ত্রীলোকটির গৃহে ইউসুফ বসবাস করিতেন সে-ই নিজে ইউসুফকে নিজের প্রতি ফুসলাইতে লাগিল, এমনকি একদিন ঘরের সব দরওয়াজাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, হে ইউসুফ! আমি তোমাকে বলি—তুমি আমার প্রতি আস। (আল্লাহ তায়ালার ভয় অন্তরে জাগ্রত থাকিলে যে, কোন পরিস্থিতিই মানুষকে বিপথগামী করিতে পারে না, তাহার এক বিরাট নমুনা স্থাপন করিয়াছিলেন ইউসুফ (আঃ)।) ইউসুফ (এইরূপ পরিস্থিতিতেও পরিস্কার) বলিলেন, আল্লাহ আমাকে এই মহাপাপ হইতে রক্ষা করুন। আমার পরওয়ারদেগার (আল্লাহ) আমাকে কত উত্তম অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। (এমন উপকারী জন প্রভুর আদেশ বিরোধী ও অসন্তুষ্টির কাজ করার ন্যায় অন্যায় অপরাধ আর কি হইতে পারে?) ইহা সুনিশ্চিত যে, অন্যায়কারীর ভালাই কখনও হয় না।

(কি সাংঘাতিক পরিস্থিতি ও অগ্নি পরীক্ষা। একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রতি লক্ষ্য রাখাই ঐ পরিস্থিতিতে ইউসুফকে রক্ষা করিতে পারিয়াছে।) স্ত্রীলোকটির অন্তরে ত ইউসুফের প্রতি অভিলাস পূর্ণ মাত্রায় গাঁথিয়া গিয়াছিলই; যদি ইউসুফ স্বীয় প্রভুর অভিজ্ঞান (তথা ইহা যে, গোনার কাজ আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির কাজ তাহা) প্রত্যক্ষ না করিতেন তবে তাঁহার অন্তরেও খেয়াল সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র ছিল না * আমি ইউসুফকে এই ধরণের জ্ঞান দান করিয়াছিলাম;

---

* বস্তুতঃ যে কোন রকম পরিস্থিতিতে যত অভিলাসপূর্ণ গোনাহই হউক না কেন আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁহার ভয় অন্তরে জাগ্রত থাকিলে ঐ গোনাহের প্রতি

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

উদ্দেশ্য ছিল—তাঁহাকে মন্দ ও নির্লজ্জতার কাজ—ছোট বড় সমস্ত গোনাহ হইতে অস্পৃশ্য রাখা। তিনি আমার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন ছিলেন।

(আবদ্ধ দরওয়াজার ভিতরে যে উদ্দেশ্যের প্রতি ইউসুফকে ডাকা হইতেছিল,) ইউসুফ উহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য) দরওয়াজার প্রতি দৌড়িয়া ছুটিলেন *। স্ত্রীলোকটিও তাঁহার পেছনে ছুটিল, পেছন হইতে জামা টানিয়া ধরিলে উহা ছিড়িয়া গেল। উভয়ে দৌড়িয়া দরওয়াজার বাহিরে গৃহস্বামীকে উপস্থিত পাইল।

ইউসুফের প্রতি চরম আঘাত কিন্তু সত্যের জয়ঃ

(গৃহস্বামীকে উপস্থিত দেখা মাত্র) স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যে কু-কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছে জেল ভোগ বা কঠিন

আকর্ষণ মোটেই জন্মিতে পারে না। মানুষ তাহার অন্তরে ঈমান তথা আল্লার বিশ্বাস ও ভয় থাকাবস্থায় যেনা—ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান ইত্যাদি কোন গোনাহতেই লিপ্ত হইতে পারে না। অতএব মানুষের অন্তরে আল্লার বিশ্বাস ও ভয় সৃষ্টি করাই হইল অপরাধ প্রবণতা বন্ধ করার একমাত্র উপায়, অন্য কোন উপায়ে যে তাহা সম্ভব নহে উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান জগতের অবস্থা যাহা জ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

* ইউজুফ (আঃ) এই পরিস্থিতিতে একটি অতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে, তিনি দরওয়াজা বন্ধ দেখিয়া হাত-পা ছাড়িয়া নিষ্কর্ম্মারূপে বসিয়া থাকেন নাই, বরং যেস্থানে তিনি ছিলেন ঐস্থান হইতে যেহেতু দরওয়াজা পর্যন্ত ছুটিয়া আসিতে সামর্থবান ছিলেন কোন বাধা ছিল না, তাই তিনি সামর্থ্যজনক কর্ত্তব্যটুকু পালন করিতে ইতস্ততঃ না করিয়া সম্মুখপানে দৌড়িলেন ; অমনিই আল্লার রহমতে বন্ধ দরওয়াজা খুলিয়া গেল। এই দৃষ্টান্তটিকে লক্ষ্য করিয়া দার্শনিক কবি মাওলানা রুমী এক সুন্দর উপদেশমূলক কথা বলিয়াছেন—

گرچه رخنه نیست عالم را پدید - خیره یوسف وار میباید دوید

"নিজকে রক্ষা করার জন্য যদি জগতের সমস্ত পথও বন্ধ দেখ কোনদিকে ছিদ্র না দেখ তবুও কিন্তু খবরদার—তুমি হতাশ হইয়া হাত পা ছাড়িয়া দিয়া নিজকে কলুষে ফেলিও না, বরং ইউসুফের তদবীর ও ব্যবস্থা অবলম্বন করতঃ সম্মুখপানে দৌড়িয়া ছুটিতে থাক।"

এই ব্যবস্থাবলম্বনে আল্লাহ তায়ালার রহমতের সাহায্যে সহজে অধিক সাফল্য লাভ হইয়া থাকে। একটি হাদীছে-কুদছিতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে বান্দা আমার প্রতি এক বিঘত পরিমিত অগ্রসর হইবে আমি (তথা আমার রহমত) তাহার প্রতি এক হাত অগ্রসর হইব। যে এক হাত অগ্রসর হইবে আমি তাহার প্রতি এক বাঁও অগ্রসর হইব ; যে আমার প্রতি হাটিয়া অগ্রসর হইবে আমি তাহার প্রতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইব, যে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবে ; আমি তাহার প্রতি দৌড়িয়া অগ্রসর হইব।

শাস্তি ভোগ ছাড়া তাহার সাজা কি হইতে পারে ? (অর্থাৎ ইউসুফ আমার সঙ্গে কু-কর্ম্ম করিতে চাহিয়াছিল ; তাহাকে শাস্তি দেওয়া আদশ্যক।) ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, (আমি অপরাধী নহি, বরং) সে-ই নিজে আমা দ্বারা মতলব হাসিলের জন্য আমাকে ফুসলাইতেছিল। এই সম্পর্কে ঐ স্ত্রীলোকটিরই আপন জনের মধ্য হইতে একজন (অভিনব ধরনের) সাক্ষ্যদাতা (দুগ্ধপোষ্য শিশু ইউসুফের সত্যতার সাক্ষ্য স্বরূপ একটি যুক্তির অবতারণা করিয়া বলিল,) যদি ইউসুফের জামা সম্মুখ দিকে ছিড়া হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্যবাদীনী এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইবে। আর যদি তাঁহার জামা পিছন দিকে ছিড়া হয় তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যাবাদীনী এবং ইউসুফ সত্যবাদী সাব্যস্ত হইবেন।

যখন গৃহস্বামী দেখিতে পাইল যে, তাহার জামা পেছন দিক হইতে ছিড়া তখন সে স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া বলিল, ইহা তোমাদের নারী জাতির ধূর্ত্ততা। তোমাদের দূর্ত্ততা বাস্তবিকই অতি সাংঘাতিক। (ইউসুফ (আঃ)কে বলিলেন,) হে ইউসুফ ! যাহা ঘটিয়াছে উহার জন্য মনে কিছু করিও না। (স্ত্রীকে ইহাও বলিলেন যে,) তুমি নিজের অন্যায়ের ক্ষমাপ্রার্থনা কর ; বস্তুতঃ তুমিই অপরাধী।

(এদিকে ঘটনা গোপন রহিল না—জানাজানি হইয়া গেল, এমনকি) শহরের কতিপয় নারী (দোষারোপ করতঃ) বলিল, আজীজের (তথা উজিরে আজমের) স্ত্রী তাহার পরিচারককে ফুসলাইয়া থাকে তাহার হইতে মতলব সিদ্ধির জন্য ; পরিচারকের প্রতি আসক্তি তাহার অন্তরের অন্তস্থলে ঘর করিয়া নিয়াছে ; আমরা তাহাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত মনে করি। আজীজের স্ত্রী তাহাদের ঐ দোষারোপ শুনিতে পাইয়া তাহাদের নিকট নিমন্ত্রণ পাঠাইল এবং তাহাদের জন্য ছুরি-চাকু দ্বারা কাটিয়া খাইবার মত খাদ্য সামগ্রী ফলের ব্যবস্থা রাখিল। তাহারা উপস্থিত হইলে পর তাহাদের প্রত্যেককে এক একখানা ছুরি দিল এবং ইউসুফকে বলিল, তুমি একটু তাহাদের সম্মুখে আসিয়া যাও। (বস্তুতঃ ইউসুফ ছিলেনই এত সুশ্রী ও সুন্দর যে,) তাহারা যখন তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল তখন তাহাদের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া রহিয়া গেল, এদিকে তাহাদের হাত কাটিয়া গেল এবং তাহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, ছোবহানাল্লাহ্—এ ত মানুষ জাতীয় নহে—এ ত ফেরেশতা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। তখন আজীজের স্ত্রী নিজের ওজর প্রকাশ করতঃ বলিল, এ-ই সেই ব্যক্তি যাহার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলে।

শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তাহাকে ফুসলাইতেছি সত্য, কিন্তু সে সম্পুর্ণ পাক পবিত্র রহিয়াছে। আগামীতেও যদি সে আমার আদেশ পুরা না করে নিশ্চয় তাহার কারাবরণ করিতে হইবে এবং অপদস্ত হইতে হইবে। (নিমন্ত্রিত নারীরাও হযরত ইউসুফকে পরামর্শ দিল যে, তুমি তোমার গৃহকর্ত্রীর কথা রক্ষা কর।)

ইউসুফ (আঃ) কর্ত্তৃক এক বিরাট আদর্শ স্থাপন ঃ

এই পরিস্থিতি এবং এই হুমকি-ধমকি! এর মোকাবিলায় ইউসুফ (আঃ) যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কেয়ামত পর্য্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে এবং সারা বিশ্বের জন্য এক যুগান্তকারী উপদেশ রূপে পরিগণিত হইবে ; তাঁহার তৎকালীন উক্তি পবিত্র কোরআনের ভাষায় শুনুন, তিনি বলিলেন—

"হে আমার প্রভু পরওয়ারদেগার! জেলখানা ও কারাগার আমার নিকট উত্তম ও শ্রেয় ঐ কার্য্য অপেক্ষা যে কার্য্যের প্রতি এই নারীগণ আমাকে আহ্বান করিতেছে। প্রভু! তুমি আমাকে তাহাদের ফন্দি-ফেরেব হইতে বাঁচাইয়া রাখ ; যদি তুমি আমাকে বাঁচাইয়া না রাখ তবে আমি তাহাদের প্রতি ঝুকিয়া পড়িতে পারি এবং অজ্ঞানদের দলভুক্ত হইয়া যাইতে পারি।"

(ইউসুফের আন্তরিকতা ও কাকুতি-মিনতির) ফলে তাঁহার প্রভু-পরওয়ার-দেগার তাঁহার দোয়া কবুল করিলেন এবং নারীদের ফন্দি-ফেরেব তাঁহার উপর ক্রিয়াশীল হইতে দিলেন না ; নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু শ্রবণকারী এবং জ্ঞাত।

ইউসুফ (আঃ)কে কারাগারে প্রেরণ ঃ

(ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের সততা ও সত্যতা অকাট্যরূপেই প্রমাণিত ও স্বীকৃত ছিল, কিন্তু আজীজ তথা উজীরে আজমের পরিবার সম্পর্কে একটা খারাপ চর্চ্চা হইতে লাগিল, সুতরাং) অতঃপর ইউসুফের সততা ও সত্যতার বিভিন্ন দলীল প্রমাণ দেখা সত্বেও (ঐ চর্চ্চা বন্ধ করার জন্য) সকলে ইহাই সাব্যস্ত করিল যে, ইউসুফকে কিছু দিনের জন্য কারাগারে দিয়া দেওয়া হউক।

জেলখানার মধ্যে তৌহীদের তবলীগ ঃ

ইউসুফ (আঃ) যখন কারাগারে গেলেন তখন (রাজ্যপতির) দুইজন পরিচারকও (রাজার পানাহারে বিষ মিশ্রণ অভিযোগে) কারাগারে পতিত হইল। (পরিচারকদ্বয় একদা দুইজনে একটি স্বপ্ন দেখিল। তাহারা হযরত

ইউসুফের জ্ঞান-গুণ এবং নূরাণী চেহারায় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিল, তাই তাঁহার নিকট স্বপ্ন ব্যক্ত করতঃ) তাহাদের একজন বলিল, আমি স্বপ্নে দেখি আমি যেন আঙ্গুর হইতে চাপিয়া রস বাহির করিতেছি। (বস্তুতঃ ছিলও সে রাজার পানীয় সংগ্রহকারক।) অপরজন বলিল, আমি দেখিয়াছি, আমি যেন মাথায় রুটির বোঝা উঠাইয়া রাখিয়াছি আর কতকগুলি পাখী উহা খাইতেছে। স্বপ্ন বর্ণনান্তে তাহারা বলিল, আপনি আমাদিগকে এই স্বপ্নের অর্থ বলিয়া দিন; আমরা আপনাকে সৎ সাধুলোক গণ্য করি। (এই সুযোগে) ইউসুফ (আঃ) তাহাদিগকে (তৌহীদের দাওয়াত দিবেন, তাই তাহাদিগকে আকৃষ্ট করার জন্য) বলিলেন, (আমি স্বপ্নের অর্থ ভালরূপেই বলিতে পারিব; আমাকে ত আল্লাহ তায়ালা এমন জ্ঞান দান করিয়াছেন যে,) তোমাদের খাদ্য যাহা তোমাদিগকে আহার করিতে দেওয়া হয় উহা তোমাদের নিকট পৌঁছিবার (এবং তাহা দৃষ্টিগোচর হইবার) পূর্ব্বেই আমি উহার পূর্ণ বৃত্তান্ত বলিয়া দিতে পারি; এই অসাধারণ বিদ্যাটা আমার প্রভু পরওয়ারদেগার কর্ত্তৃক আমাকে প্রদত্ত।

আমি তোমাদিগকে একটি বিশেষ কথা শুনাইতেছি—আমি ঐরূপ লোকদের মতবাদকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়াছি যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, পরকালকেও অস্বীকার করে। পরন্তু আমি আমার পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের মতবাদের অনুসারী। আমাদের জন্য কখনও সম্ভব হইতে পারে না যে, আমরা আল্লার সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করি। (এই সত্যের সন্ধান লাভ) ইহা হইতেছে আমাদের ও বিশ্বমানবের উপর আল্লার একটি অনুগ্রহ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অনেক লোকে এই নেয়ামতের কদর (উহাকে গ্রহণ) করে না।

হে আমার কারাগারের সঙ্গীদ্বয়। বল দেখি—বিভিন্ন প্রভু গ্রহণ করা ভাল না—এক অদ্বিতীয় পরম পরাক্রমশালী আল্লাহকে মাবুদরূপে গ্রহণ করা ভাল?

তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যত কিছুর উপাসনা কর (সে সবই অবাস্তব—) সেগুলির আছে শুধু নাম, যাহা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষরা নির্দ্ধারিত করিয়াছ, আল্লাহ ঐগুলি সম্পর্কে কোন দলীল-প্রমাণ নাজেল করেন নাই।

জানিয়া রাখ, হুকুমের মালিক আর কেহ নাই এক আল্লাহ ব্যতীত; তিনি এই হুকুম করিয়াছেন যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা করিও না—ইহাই হইতেছে সঠিক ও সুদৃঢ় ধর্ম্ম, কিন্তু অনেক লোক তাহা বুঝে না।

অতঃপর তিনি স্বপ্নের তা'বীর বলিলেন—হে আমার সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন (যে প্রথম স্বপ্ন দেখিয়াছে সে নির্দোষ সাব্যস্ত হইবে এবং তাহার চাকুরী বহাল থাকিবে ; ফলে) সে রাজাকে (পূর্বমত) সুরা পান করাইবার কাজ করিবে। দ্বিতীয় জন (যে দ্বিতীয় স্বপ্ন দেখিয়াছে সে দোষী সাব্যস্ত হইয়া) তাহার শূলদণ্ড হইবে এবং (শূলীকাষ্ঠে) পক্ষীদল তাহার মাথার মগজ খাইবে। তোমরা যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে উহার ফয়ছালা ইহাই নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

ইউসুফের কারাগার হইতে বাহির হওয়ার সুচনা ঃ

(আসামীদ্বয়ের মধ্যে) যাহার সম্পর্কে ধারণা ছিল, সে (নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইয়া) খালাস হইবে তাহাকে ইউসুফ (আঃ) বলিয়া দিলেন, তোমার মনিব—রাজার নিকট আমার উল্লেখ করিও। (অতঃপর তাহাই হইল যে, ঐ ব্যক্তি খালাস পাইয়া চাকুরীতে পুনঃ বহাল হইল, কিন্তু) তাহার মনিব তথা রাজার নিকট যে ইউসুফের উল্লেখ করিবে তাহা শয়তান তাহাকে ভুলাইয়া দিল, ফলে ইউসুফ আরও কতেক বৎসর কারাগারে রহিলেন।

তারপর একদা রাজা বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গরু—ঐগুলিকে অন্য সাতটি জীর্ণ শীর্ণ গরু খাইয়া ফেলিতেছে। আরও দেখিলাম সাতটি তাজা সবুজ রঙ্গের শস্য ছড়া আর সাতটি শুষ্ক। (রাজা এই স্বপ্ন বর্ণনা করিয়া বলিল,) হে আমার দরবারস্থ লোকগণ! তোমরা আমার এই স্বপ্নের অর্থ বলিয়া দাও যদি তোমরা স্বপ্নের তাবীব দানে অভ্যস্ত হও।

উপস্থিত সকলে বলিল, এইগুলি হইতেছে বিবিধ জল্পনা-কল্পনার সমষ্টিগত (বাস্তবহীন) স্বপ্ন। অধিকন্তু আমরা স্বপ্নের তাবীর দানে অভিজ্ঞ নহি। (পূর্ব্বোল্লেখিত আসামীদ্বয়ের) যে ব্যক্তি খালাস হইয়াছিল (—যাহাকে ইউসুফ (আঃ) বলিয়াছিলেন যে, তোমার মনিব রাজার নিকট আমার উল্লেখ করিও, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল) এবং অনেক দিন পর (রাজার এই স্বপ্নের ঘটনা উপলক্ষে স্বপ্নের তাবীর দানে অভিজ্ঞ ইউসুফের কথা) স্মরণ হইল, সে বলিল, আপনাদিগকে এই স্বপ্নের অর্থ জানাইতে পারিব, আমাকে (কারাগারে একজন লোকের নিকট) পাঠাইয়া দিন ; (তাহাই করা হইল)।

(সে কারাগারে ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,) হে ইউসুফ! হে সত্যের প্রতীক! আমাদিগকে তাবীর দান করুন এই স্বপ্ন

সম্পর্কে—সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গরুকে জীর্ণ শীর্ণ সাতটি গরু খাইয়া ফেলিতেছে এবং সাতটি তাজা সবুজ শস্য ছড়াকে অপর সাতটি শুষ্ক ছড়া জড়াইয়া ধরিয়া শুষ্ক করিয়া দিয়াছে। এই স্বপ্নের অর্থ কি তাহা আপনি আমাকে বলিয়া দিন, আমি লোকদের নিকট যাইয়া তাহাদেরকে বলিব—তাহারাও জানিয়া যাইবে।

(ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া) হযরত ইউসুফ বলিলেন, এই দেশে তোমরা অনবরত সাত বৎসর ফসল বপন করিতে থাক (এই সাত বৎসরের ফসল ভাল জন্মিবে) এবং শস্য কাটিয়া আনিবার পর উহাকে ছড়া ও গুচ্ছের মধ্যেই থাকিতে দিবে, অল্প কিছু মাড়াইয়া লইবে যে পরিমাণ আহারের আবশ্যক মনে কর। (অবশিষ্ট ফসলগুচ্ছ ও ছড়া সহ গুদামজাত করিয়া রাখিবে, কারণ) এর পরই সাতটি বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষের আসিবে ; প্রথম সাত বৎসরের রক্ষিত সমুদয় ফসল এই সাত বৎসরে খাইয়া নিঃশেষ করিবে ; শুধু কেবল অল্প পরিমাণ যাহা (অতি কষ্টে) তোমরা সামলাইয়া রাখিবে (জমি বপনের জন্য)। দ্বিতীয় সাত বৎসর পর আবার সুদিন আসিবে যাহাতে মানুষ পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টির সাহায্য পাইবে এবং ফলফলাদির রস চাপিয়া জমা করার সুযোগও পাইবে।

(রাজ্যপতির স্বপ্নের এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা যাহার উপর লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন রক্ষা নির্ভর করে—ইহা শুনিতে পাইয়া রাজা হযরত ইউসুফের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন) এবং রাজা আদেশ করিলেন যে, (এই ব্যাখ্যাদানকারী) ব্যক্তিকে আমার নিকট এখনই নিয়া আস।

হযরত ইউসুফের আত্ম-মর্য্যাদাবোধের পরিচয় ঃ

ঘটনার বিবরণ দানকারীদের মতে এই সময় হযরত ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের কারাবাসের বৎসর দশের অঙ্ক পূর্ণ করিয়াছিল। এত দীর্ঘকাল কারাবাসের পর স্বয়ং রাজ্যপতির পক্ষ হইতে দূত প্রেরণ এবং সম্মানে রাজ দরবারের নৈকট্য লাভের প্রতি আহ্বান মানুষের পক্ষে কিরূপ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু হযরত ইউসুফের নজরে আত্ম-মর্য্যাদার মূল্য এতই অধিক ছিল যে, বর্ত্তমান মান-মর্য্যাদা লাভের উদীয়মান সুযোগ তাঁহাকে উল্লাস ও উৎফুল্লতায় মাতাইতে পারিল না। দশ বৎসর পূর্ব্বের কাহিনী তাঁহার মনে গাঁথিয়া ছিল যে, তাঁহার উপর অপবাদ চাপান হইয়াছিল। প্রকাশ্যে ঐ ঘটনার ফয়ছালা করিয়া স্বীয় মান-মর্য্যাদা ও পবিত্রতা প্রমাণ করিতে হইবে।

বাস্তবিকই এই অদম্য আত্ম-মর্য্যাদাবোধের ধারণাও করা যায় না, যাহার মোকাবিলায় দীর্ঘ দশ বৎসর কারাবাসের পর খালাস পাওয়াকেও উপেক্ষা করা হইয়াছে। হযরত ইউসুফের এই বিরাট মনোবল ও মহতী গুণের প্রশংসায়ই রসুলে করীম (দঃ) বলিয়াছেন, যাহা ১৬৩৭ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে—

وَلَوْ لَبِثْتُ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ

"ইউসুফ (আঃ) যে দীর্ঘকাল কারাবাসে কাটাইইয়াছেন এত দীর্ঘকাল যদি আমি কারাবাসে কাটাইতাম এবং পরে রাজার পক্ষ হইতে দূত আসিয়া আমাকে ডাকিত তবে নিশ্চয় আমি ঐ ডাকে সাড়া দিয়া বসিতাম।"

হযরত ইউসুফের ধৈর্য্য ও মনোবল পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় লক্ষ্য করুন। যখন (কারাগারে) হযরত ইউসুফের নিকট রাজদূত উপস্থিত হইল (এবং রাজার আহ্বান জানাইল) তখন তিনি বলিলেন, তুমি তোমার মনিব রাজার নিকট ফিরিয়া যাও এবং জিজ্ঞাসা কর—যে সকল নারীগণ (দাওয়াত খাওয়াকালে আমাকে দেখিয়া) নিজ নিজ হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল তাহাদের কোন খোঁজ লওয়া হইয়াছে কি? (অর্থাৎ তাহাদিগকে খোঁজ করিয়া তাহাদের নিকট ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেই আমার সততা ও সত্যতা প্রমাণিত হইয়া যাইবে। কারণ, তাহাদের সম্মুখে ঘটনার মূল—আজীজের স্ত্রী নিজেই স্বীকারোক্তি করিয়াছিল যে, সে নিজেই আমাকে ফুসলাইয়াছিল, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ পবিত্র রহিয়াছি। অধিকন্তু ঐ নারীদের দ্বারা আমার কারাবাসের আসল কারণও জানা যাইবে; তাহাদের সম্মুখেই আজীজের স্ত্রী আমাকে হুমকি দিয়াছিল, আমি তাহার কথামত কাজ না করিলে আমাকে কারাবাস ভোগ করিতে হইবে, সুতরাং সেই নারীগণকে খোঁজ করিতে হইবে এবং আমার ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করিতে হইবে, তারপর আমি রাজ দরবারে যাইতে পারি এর পূর্ব্বে নহে।) আমার পরওয়ারদেগার নারী জাতির ফন্দি-ফেরেব সব জানেন। (সুতরাং তাঁহার নিকট ত আমার পবিত্রতা প্রমাণিত আছেই, এখন তদন্তের দ্বারা মানুষ চোখেও উহা দেখাইতে হইবে।)

হযরত ইউসুফের সততার সাক্ষ্য ঃ

(ঐ স্ত্রীলোকগণকে খোঁজ করিয়া আনা হইল।) রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘটনা কি ছিল যখন তোমরা ইউসুফকে ফুসলাইয়া ছিলে?

তাহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, আল্লাহ্ পানাহ্—আমরা তাহার মধ্যে বিন্দু-মাত্র ত্রুটির সূত্র পাই নাই। আজীজের স্ত্রীও তখন স্পষ্ট বলিয়া ফেলিল, এখন ত বাস্তব ও সত্য স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়াই গিয়াছে (এখন সত্য গোপনের চেষ্টা বৃথা, অতএব আমিও স্বীকার করিতেছি,) আমিই তাহার দ্বারা মতলব হাসিলের জন্য তাহাকে ফুসলাইয়াছিলাম এবং সে সম্পূর্ণ খাঁটী ও সত্যবাদী।

সাক্ষ্য প্রমাণের পর হযরত ইউসুফের উক্তি :

অতঃপর ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, আমি এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণের তৎপরতা এই জন্য দেখাইয়াছি যে, গৃহকর্ত্তা "আজীজ" যেন উপলব্ধি করিতে পারেন যে, আমি তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাহার সঙ্গে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই এবং ইহাও যেন স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া যায় যে, (নিজের মধ্যে ত্রুটি না থাকিলে) খেয়ানতকারী বিশ্বাসঘাতকদের ফন্দি-ফেরেবকে আল্লাহ তায়ালা শেষ পর্য্যন্ত চলিতে দেন না।

(যাহারা আল্লাহওয়ালা হন তাঁহারা নিজকে সংযত ও সতর্ক রাখার উদ্দেশ্যে নিজকে সর্ব্বদা কিরূপ গণ্য করিয়া থাকেন, হযরত ইউসুফের পরবর্ত্তী উক্তি দ্বারা তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইউসুফ (আঃ) ইহাও বলিলেন,) আমি আমার নফছ ও প্রবৃত্তি সম্পর্কে এরূপ বলিতে চাইনা, যে উহা দোষমুক্ত (দোষের সম্ভাবনাই উহার মধ্যে নাই।) নিশ্চয় মানুষের নফছ এবং প্রবৃত্তি তাহাকে মন্দের দিকে পরিচালিত করিতে চায়; অবশ্য যাহার প্রতি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার দয়া করেন। আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ক্ষমাশীল দয়ালু।

মিশর রাজ্যে হযরত ইউসুফের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা :

(সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণের পর) রাজা বলিলেন, তাহাকে (ইউসুফকে) আমার নিকট নিয়া আস, আমি তাহাকে আমার বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে মনোনীত করিব। ইউসুফ (আঃ) আসিলেন, এবং রাজা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, নিশ্চয় আপনি আজ হইতে বিশ্বাসভাজন অতি মর্য্যাদাশালীরূপে রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করিলেন। ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, আমাকে রাজ্যের সম্পদ-ভাণ্ডারের কর্ত্তৃত্ব পদে নিয়োগ করুন। (সম্মুখে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসিতেছে এখন হইতে সতর্কতাবলম্বন আবশ্যক;) আমি (সমস্ত সম্পদ) ভালরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিব, ঐ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আছে।

(আল্লাহ্ বলেন,) এইরূপে মিশরে আমি ইউসুফের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিলাম। (একদিন তিনি এই দেশেই কারাগারের কয়েদী ছিলেন ; আজ তিনি এই দেশের বিশিষ্ট কর্ত্তা—) তিনি যথায় ইচ্ছা তথায় বিশেষ মর্যাদার সহিত থাকিতে পারেন। (এই ঘটনায় প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত হয়,) আমি আমার বিশেষ রহমত যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারি এবং ইহাও প্রমাণিত হয়, সদাচারী লোকদের কর্ম্মফলকে আমি (দুনিয়াতেও) নষ্ট হইতে দেই না, আর আখেরাতের কর্ম্মফল ত কতইনা উত্তম হইবে তাহাদের পক্ষে যাহারা ঈমান এবং তাক্ওয়া অবলম্বনকারী।

হযরত ইউসুফ সমীপে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাইদের উপস্থিতি ঃ

(ইউসুফ (আঃ) মিশরের ধন ও সম্পদ-ভাণ্ডারের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণের উদ্দেশ্যই ছিল আগত মহা দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা এবং সেই সময়ে জনসাধারণের সেবা ও খেদমত করা। তিনি স্বীয় পরিকল্পনানুসারে কাজ চালাইতে লাগিলেন। সাত বৎসর পর সমগ্র দেশ ভীষণ দুর্ভিক্ষে পতিত হইল, এমনকি মিশরের নিকটস্থ সিরিয়ায়ও দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া পড়িল। হযরত ইউসুফের দেশ এবং তাঁহার মাতা-পিতা ভাই-বোনদের বাসসস্থান সিরিয়ার "কানআন" (কেনান) অঞ্চলেও দুর্ভিক্ষ পড়িল। দুর্ভিক্ষের সময় লোকদিগকে মিশরের সরকারী ভাণ্ডার হইতে খাদ্য ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হইল। সাত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই উদ্দেশ্যেই সরকারী ভাণ্ডারকে পুষ্ট করা হইতেছিল। এই সব বিষয়ের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন ইউসুফ (আঃ)।

আল্লাহ তায়ালার মহিমার বিচিত্র লীলা আরম্ভ হইল—দেশ-বিদেশে এই দুর্ভিক্ষের সময় মিশর রাজের খাদ্য বিক্রয়ের খবর ছড়াইয়া পড়িল এবং দূর দূর হইতে লোকের আগমন আরম্ভ হইল। এরই মধ্যে হযরত ইউসুফের ঐ ভ্রাতাগণও আসিল (যাহারা তাঁহাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল ;) তাহারা (অন্যান্য লোকদের ন্যায় খাদ্যবস্তু ক্রয়ে) হযরত ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল। হযরত ইউসুফ তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনে নাই।

(দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যবস্তু বিক্রয়ে কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন স্বাভাবিক এবং তদবস্থায় খাদ্য গ্রহণকারী প্রত্যেক পরিবারের জনসংখ্যার বিবরণ দান আবশ্যক ; এই ধরণের কোন ব্যাপারে তাহারা বাড়ীতে অবস্থানকারী বৈমাত্রেয় ভাই "বিনয়্যামীন"-এর নাম উল্লেখ করিয়া থাকিবে, যে ছিল ইউসুফের সহোদর ভাই।)

হযরত ইউসুফ তাহাদিগকে মাল-ছামান ঠিক করিয়া দিয়া বলিলেন, আবার আসিতে বৈমাত্রেয় ভাইকে সঙ্গে করিয়া আনিবে, তোমরা ত দেখিতেছ, আমি প্রত্যেক আগন্তুকের জন্য বরাদ্দকৃত পরিমাণ পুরাপুরিভাবে দিয়া থাকি এবং আমি উত্তমরূপে আতিথেয়তা করি। যদি তাহাকে আনিতে না পার তবে আমার নিকট রেশন পাইবে না বরং তোমরা আমার নিকটেও আসিও না। তাহারা ভাবিল, পিতাকে বুঝ-প্রবোধ দানে আমরা এই কাজ করিতে পারিব।

হযরত ইউসুফ (ভাইদের সম্পর্কে এই কাজও করিলেন যে,) স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহকগণকে বলিয়া দিলেন, তাহারা মূল্যরূপে যাহা প্রদান করিয়াছে উহা (গোপনে) তাহাদের মাল-ছামানের মধ্যে রাখিয়া দিও ; আশা করা যায়—তাহারা বাড়ী যাইয়া যখন এইসব দেখিবে তখন আমাদের সহৃদয়তা অনুভব করিয়া পুনরায় আমাদের নিকট আসিতে বিশেষরূপে আগ্রহশীল হইবে।

ভ্রাতাগণের মিশর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ

তাহারা যখন পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল তখন পিতাকে বলিল, আগামীর জন্য আমাদের রেশন বন্ধ কয়িয়া দেওয়া হইয়াছে (যদি বিনয়্যামীনকে সঙ্গে লইয়া না যাই।) অতএব ছোট ভাইকে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে পাঠাইবেন ; তবেই আমরা রেশন আনিতে পারিব। আমরা বিশেষরূপে তাহার হেফাজত করিব।

পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, বিনয়্যামীন সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি ঐরূপ বিশ্বাসই করিব যেরূপ তাহার ভ্রাতা (ইউসুফ) সম্বন্ধে পূর্ব্বে করিয়াছি। (অর্থাৎ মনে ত বিশ্বাস জন্মে না, তোমাদের কথা শুনিলাম মাত্র ;) সুতরাং আসল বিশ্বাস ইহাই যে, আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম হেফাজতকারী এবং তিনি সর্ব্বাধিক দয়ালু।

অতঃপর যখন তাহারা মাল-ছামান খুলিল তখন দেখিতে পাইল, খাদ্য বস্তুর মূল্য তাহারা যাহা কিছু দিয়া ছিল তাহা তাহাদিগকে ফেরৎ দিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারা বলিল, হে পিতা। আর কি চাই! এই দেখুন—আমাদের প্রদত্ত মূল্য আমাদিগকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। (আমরা ছোট ভাইকে নিয়া পুনরায় তথায় যাইব) বাড়ীর সকলের রেশন আনিব, ভাইকে হেফাজতে রাখিব এবং (ভাইকে সঙ্গে নেওয়ায়) এক উটের বোঝা অতিরিক্ত লাভ করিব। এইবার আমরা যাহা আনিয়াছি তাহা ত অল্প দিনের জন্য মাত্র।

দ্বিতীয়বার ভ্রাতাগণের মিশর যাত্রা ঃ

(এইবার যাত্রাকালে পূর্ব্ব বর্ণিত মর্ম্মানুসারে ছোট ভাই বিনয়্যামীনকে সঙ্গে নেওয়ার প্রস্তাব করিলে) পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, তাঁহাকে আমি কিছুতেই দিতে পারিনা যাবৎ না তোমরা আমার নিকট আল্লার কসম করিয়া অঙ্গীকার দেও যে, নিশ্চয়ই তাহাকে আমার নিকট প্রত্যার্পন করিবে, অবশ্য যদি বিপদ-আপদে বেষ্টিত হইয়া অপারগ হও তবে তাহা ভিন্ন কথা। (তাহারা তাহাই করিল) যখন তাহারা মজবুত ওয়াদা-অঙ্গীকার করিল তখন ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, আমাদের সমুদয় আলোচনা আল্লার হাওলা রহিল।

ইয়াকুব (আঃ) পুত্রগণকে এই উপদেশও দিলেন, হে পুত্রগণ! মিশর শহরে প্রবেশ করিতে সকলে একত্রে একই দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া বিভিন্ন দ্বারে প্রবেশ করিও। ইহা একটি বাহ্যিক তদবীর বা ব্যবস্থা অবলম্বন মাত্র—কোন অঘটন ঘটিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য; যেমন বদ-নজর লাগার আশঙ্কা বা বিদেশীদের ভীড় দেখিয়া দেশীয় লোকদের উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা। নতুবা) আল্লাহ তায়ালার হুকুম (বা তকদীর)কে হটাইবার ব্যবস্থা করা উদ্দেশ্য নহে। একমাত্র আল্লার হুকুমই চলিবে, অতএব তাঁহার উপরই আমার সম্পূর্ণ ভরসা এবং যাহারা ভরসা করিতে চায়—আল্লার উপরই ভরসা করা চাই।

আর যখন তাহারা স্বীয় পিতার উপদেশ মতে (বিভিন্ন দ্বার ও পথে) মিশরে প্রবেশ করিল (তখন পিতার উপদেশ বাস্তবায়িত হইল ;) অবশ্য এই ব্যবস্থা আল্লার কোন হুকুমকে ঠেকাইতে পারে না, কিন্তু ইয়াকুবের মনে ছেলেদের পক্ষে বাহ্যিক তদবীর স্বরূপ একটা বিষয় আসিয়াছিল তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। (তিনি এই তদবীর খোদার হুকুম রদকারীরূপে গ্রহণ করেন নাই ;) তিনি ছিলেন বিশেষ এল্‌ম ও জ্ঞানসম্পন্ন, যেহেতু আমি তাঁহাকে বিশেষ এল্‌ম ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম, কিন্তু অনেক লোকই মূল তাৎপর্য্য বুঝিতে পার না। (ফলে বাহ্যিক তদবীরকে বাস্তব কর্ত্তাপদের মর্য্যাদা দেয়।)

হযরত ইউসুফ সমীপে বিনয়্যামীনের উপস্থিতি ঃ

হযরত উইসুফের নিকট (তাঁহার সহোদর ভাই বিনয়্যামীনকে লইয়া) যখন (বৈমাত্রেয়) ভাইগণ উপস্থিত হইল তখন তিনি (গোপনে) স্বীয় ভাইকে (আদর যত্নে) নিজের নিকটে স্থান দিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমার

সহোদয় ভ্রাতা (ইউসুফ)। (আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর মেহেরবাণী করিয়াছেন যে, দীর্ঘদিন পর আমাদের মিলনের সুযোগ দিয়াছেন। অতএব (বৈমাত্রেয় ভাইদের দ্বারা যত দুঃখ-যাতনা পৌছিয়াছে সব ভুলিয়া যাও,) তাহারা যত কিছু করিয়া আসিতেছিল সে সম্পর্কে মনে দুঃখ রাখিও না।

বিনয়্যামীনকে রাখিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা ঃ

অতঃপর যখন ইউসুফ (আঃ) তাহাদের মাল-ছামান ঠিক করিয়া দিলেন তখন ভাই (বিনয়্যামীন)-এর মাল-ছামানের মধ্যে (আমলাদের দ্বারা গোপনে রৌপ্য নির্ম্মিত) একটি পানি পানের পেয়ালা রাখিয়া দিলেন। তারপর (ভাইদের কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেলে) এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, হে কাফেলার লোকগণ। তোমরা চুরি করিয়াছ। তাহারা পেছন দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের কি জিনিষ হারাইয়াছে ? তাহারা বলিল, রাজার একটি পেয়ালা (যদ্দারা পানিও পান করা হয়) খাদ্য শস্যও মাপিয়া দেওয়া হয় উহা হারাইয়াছে ; যে ব্যক্তি উহা বাহির করিতে পারিবে তাহাকে এক উটের বোঝা পরিমাণ খাদ্য শস্য পুরস্কার দেওয়া হইবে, এ সম্পর্কে আমি (সরকারের পক্ষে) দায়িত্ব লইতেছি।

তাহারা বলিল, খোদার কসম—আপনারাও জানেন যে, আমরা এই দেশে কোন দুষ্কর্ম্মের উদ্দেশ্যে আসি নাই এবং চুরির অভ্যাসও আমাদের নাই।

রাজকীয় লোকগণ বলিল, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও (অর্থাৎ তোমাদের কাহারও নিকট হইতে ঐ পেয়ালা বাহির হয়) তবে তাহার পরিণাম কি হওয়া চাই ? তাহারা বলিল, যে ব্যক্তির মাল-ছামানের মধ্যে উহা পাওয়া যাইবে সে ব্যক্তি নিজেই ঐ কার্য্যের পরিণামরূপে গোলাম হইয়া থাকিবে; আমরা এরূপ অন্যায়কারীকে এই শাস্তিই দিয়া থাকি—আমাদের দেশের আইন ইহাই।

এই কথার উপর (কাফেলাওয়ালাদের তল্লাশী লওয়া হইবে—) প্রথমে অন্যান্যদের মাল-ছামানের তল্লাশী লওয়া হইল অতঃপর ঐ ছোট ভাই-এর মাল-ছামানের মধ্য হইতে সেই পেয়ালা বাহির করা হইল।

(আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইউসুফ নিজ ভ্রাতাকে রাখিয়া দিতে সক্ষম হউক এই উদ্দেশ্যে) আমি ইফসুফের জন্য ঐরূপ গোপন কৌশল করিয়াছিলাম। মিশরের রাজার আইন মতে (চুরি সুত্রেও) ইউসুফ নিজ ভ্রাতাকে রাখিতে

পারিত না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইয়াছে (যে, ইউসুফের এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হউক, তাই স্বয়ং কাফেলাওয়ালাদের হাতে বিচার অর্পিত হইল; তাহারা নিজেদের আইনে রায় দিল যাহা হযরত ইউসুফের আকাঙ্খা পূরণে সহায়ক হইল। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,) আমি যাহাকে ইচ্ছা উচ্চ মর্য্যাদা দান করিয়া থাকি। সকল বিজ্ঞের উপরে আছেন বিজ্ঞতম একজন— আল্লাহ তায়ালা।

বৈমাত্রেয় ভাইগণ (বিরক্তি ভাবাপন্নরূপে) বলিল, সে যদি চুরি করিয়া থাকে তবে তাহার সম্ভাবনাও আছে; তাহারই এক সহোদর বড় ভাই ছিল সে পূর্ব্বে একবার চুরি করিয়াছিল।* (ভ্রাতাগণ যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছিল ইউসুফ (আঃ) তাহা বুঝিতেছিলেন।) ইউসুফ (আঃ) একটি কথা মনে মনে বলিলেন—তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন না, তিনি (মনে মনে) বলিলেন, তোমরা ত অধিক অপরাধী, (তোমরা আমাদেরকে হত্যা করার ব্যবস্থা করিয়াছিলে।) তোমরা (আমাদের দুই ভাই-এর চুরি সম্পর্কে) যাহা বলিতেছ (উভয় ঘটনাই যে, বস্তুতঃ চুরি ছিল না) তাহা আল্লাহ তায়ালা ভালরূপেই জানেন।

বিনয়্যামীনকে ছাড়াইয়া আনিবার চেষ্টা ঃ

অতঃপর তাহারা বিশেষ অনুরোধের সহিত বলিল, হে আজীজ↑ এই ছেলেটির বৃদ্ধ পিতা আছে; (সে তাহার জন্য পাগল।) অতএব তাহার স্থলে আমাদের এক জনকে রাখিয়া দেন; আমরা আপনাকে অত্যন্ত ভদ্র ও কোমল স্বভাবের দেখিতেছি। হযরত ইউসুফ বলিলেন, আমরা আল্লার পানাহ্

---

* এই উক্তিতে তাহারা হযরত ইউসুফকেই ইঙ্গিত করিতেছিল; যাহার ঘটনা এই যে, শিশুকালে ইউসুফের ফুফু তাঁহার অনুরাগীনী হইয়া তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিবার ফন্দি করিয়াছিল; রূপার একটি চেইন গোপনে ইউসুফের কোমরে গুঁজিয়া প্রচার করিল, চেইন চুরি হইয়াছে। অতঃপর উহা ইউসুফের কোমর হইতে বাহির হওয়ায় ঐ দেশের নিয়মানুসারে ফুফুর মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাকে তাহার নিকটই থাকিতে হইয়াছিল। ভ্রাতাগণ সেই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছিল এবং তাহাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এক মায়ের পেটের দুই ভাই; বড় ভাই এক সময় চুরি করিয়াছিল এখন ছোট ভাইও হয়ত চুরি করিয়াছে।

↑ মিশরের তৎকালীন সাধারণ ভাষায় দেশ শাসনের কর্মকর্ত্তাগণকে "আজীজ" বলা হইত যেরূপ বর্ত্তমানে আমাদের দেশে "মন্ত্রী" বা "উজীর" বলা হইয়া থাকে।

চাই যে, আমরা আমাদের বস্তু যাহার নিকট পাইয়াছি সে ভিন্ন অন্য একজনকে রাখিয়া নেই। কারণ, এমতাবস্থায় আমরা অন্যায়কারী সাব্যস্ত হইব।

তাহারা যখন বিনয়্যামীনের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল তখন তাহারা তথা হইতে চলিয়া আসিল এবং পরস্পর পরামর্শ করিল। তাহাদের মধ্যে সকলের বড় যে ছিল সে বলিল, তোমাদের স্মরণ নাই কি যে, তোমাদের পিতা আল্লার কসম দিয়া তোমাদের হইতে ওয়াদা-অঙ্গীকার লইয়াছিলেন? এবং তোমরা পূর্ব্বে একবার ইউসুফ সম্পর্কে কি কেলেঙ্কারী করিয়াছিলে? অতএব আমি এখানেই থাকিয়া যাইব; দেশে যাইব না, যাবৎ স্বয়ং পিতাই আমাকে অনুমতি দেন বা আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য কোন ফয়ছালার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বোত্তম ফয়ছালাকারী। তোমরা পিতার নিকট যাও এবং পিতাকে বুঝাইয়া বল, হে আব্বাজান! আপনার ছেলে চুরি করিয়ছে, আমরা যাহা জানি তাহাই বলিলাম। (চুরির অপরাধে সে আটক রহিয়াছে, সে যে চুরি করিবে তাহা পূর্ব্বে জানি না) এবং গায়েবের কথা আমরা জানিতে পারি না।

(আপনার যদি কোন রকম সন্দেহ হয় তবে) ঐ এলাকাবাসীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলার লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যাহাদের সঙ্গে আমরা আসিতেছিলাম। আমরা নিশ্চয় সত্য বলিতেছি। পিতা পূর্ব্বের অভিজ্ঞতানুসারে বলিলেন, এইসব কিছুই নহে, বরং তোমরা একটা ঘটনা গড়াইয়া লইয়াছ। সুতরাং পূর্ণরূপে ধৈর্য্যধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়। আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ, বিনয়্যামীন—তাহাদের সকলকে এক সঙ্গেই আমার নিকট পৌছাইয়া দিবেন, তিনি হইতেছেন সর্বজ্ঞ হেকমতওয়ালা। (ইয়াকুব (আঃ) নবী, তাঁহার সম্মুখে আগাম ঘটনার অভাস ভাসিয়া উঠিল; উহারই বিবৃতি মুখেও ফুটিল, ইউসুফের বিচ্ছেদের পুরান আঘাতও তাজা হইয়া উঠিল।) তিনি সকল হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন এবং ভীষণ অনুতাপের স্বরে বলিলেন, হায় আফছোছ! ইউসুফের জন্য। বিচ্ছেদ যাতনায় কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চক্ষু সাদা (দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত) হইয়া গিয়াছিল এবং চিন্তায় শ্বাস-রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সকলে তাঁহকে (বিরক্তি ভরে) বলিল, খোদার কসম—আপনি ত এক ইউসুফের চিন্তা করিতে করিতে রসাতলে যাইবেন বা জীবন হারাইয়া বসিবেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমার সব কিছু দুঃখ-যাতনা, আবেদন-নিবেদন একমাত্র

আল্লাহ তায়ালার হুজুরে পেশ করিতেছি—তোমাদেরকে ত কিছু বলিতেছিনা। আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তোমরা ততটুকু জান না।

ইউসুফ ও বিনয়্যামীনের খোঁজে গমন ও ইউসুফের পরিচয় দান ঃ

পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, হে পুত্রগণ। তোমরা বাহির হও; ইউসুফ ও তাহার ভাইকে লাভ করার খোঁজে লাগিয়া যাও; নিরাশ হইও না। নিশ্চয় কাফের জাত ব্যতীত অন্য কেহ আল্লাই রহমত হইতে নিরাশ হয় না।

(ভ্রাতাগণ বিনয়্যামীনকে মিশরে ছাড়িয়া ছিল, তাই তথায় উপস্থিত হইল এবং রেশনের বাহানায় মিশরের সরকারী কর্ম্মকর্ত্তা আজীজের নিকট পৌছিল; তিনি ছিলেন ইউসুফ (আঃ)।) তাহারা তথায় পৌছিয়া বলিল, হে আজীজ (মন্ত্রী মহোদয়)! আমরা পরিবারবর্গ লইয়া (দুর্ভিক্ষের দরুন) বিপদে পড়িয়াছি, আমরা অল্প পরিমাণ পুঁজি লইয়া আসিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া আমামিগকে পুরাপুরি রেশন দিয়া দেন এবং অবশিষ্ট মূল্য আমাদিগকে দান করেন তথা মাফ করিয়া দেন। দানকারীদিগকে আল্লাহ অবশ্যই প্রতিফল দিবেন।

ইউসুফ (আঃ) এইবার ভ্রাতাগণকে বলিলেন, স্মরণ আছে কি? তোমাদের অজ্ঞতার অবস্থায় ইউসুফ ও তাহার সহোদর ভ্রাতার প্রতি কি ব্যবহার করিয়াছিলে? তাহারা হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনিই কি ইউসুফ? তিনি বলিলেন, হাঁ—আমি ইউসুফ এবং এই বিনয়্যামীন আমার ভাই; আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। বাস্তবিক—যাহারা গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং বিপদে ধৈর্য্যধারণ করে সেই মহতী লোকদের প্রতিদানকে আল্লাহ তায়ালা নষ্ট হইতে দেন না।

ভ্রাতাগণ তখন স্বীকারোক্তি করিল—খোদার কসম, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং আমরা নিশ্চয় অপরাধ করিয়াছি।

ভ্রাতাদের ক্ষমা ঘোষণা এবং পিতার নিকট নিদর্শন প্রেরণ ঃ

ইউসুফ (আঃ) ভ্রাতাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণায় বলিলেন, তোমাদের উপর আজ কোন ভর্ৎসনা নাই, আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন; তিনি সর্ব্বাধিক মেহেরবান। (ইউসুফ (আঃ) আরও বলিলেন,) আমার এই জামাটি পিতার নিকট লইয়া যাও, ইহা পিতার চোখের উপর রাখিলেই তাঁহার হারান দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিবে। অতঃপর তোমাদের পরিজন সকলকে আমার এখানে নিয়া আস।

পিতা কর্ত্তৃক ইউসুফের সুঘ্রাণ প্রাপ্তি ঃ

(যখন হযরত ইউসুফের জামা লইয়া ভ্রাতাদের) কাফেলা মিশর ত্যাগ করিল মাত্র, তখনই (সুদূর "কান্‌আ'ন" দেশে) পিতা ইয়াকুব (আঃ) (গৃহবাসীদের নিকট) বলিলেন, যদি তোমরা আমার কথাকে বার্দ্ধক্যের বিভ্রম গণ্য না কর তবে শুন—নিশ্চয় আমি ইউসুফের সুঘ্রাণ অনুভব করিতেছি। উপস্থিত সকলে বলিল. খোদার কসম—আপনি ত পুরাতন বিভ্রান্তির মধ্যেই আছেন।

অতঃপর যখন (ইউসুফের) সুসংবাদবাহক আসিয়া পৌছিল এবং ইউসুফের জামা পিতার চোখের উপর রাখিল তৎক্ষণাৎ তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল। পিতা ইয়াকুব (আঃ) তখন বলিলেন, আমি পূর্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম, আমি আল্লার তরফ হইতে এমন সব বিষয় অবগত হই যাহা তোমরা জান না।

যখন সমস্ত ঘটনা খুলিয়া গেল তখন হযরত ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ পিতা হযরত ইয়াকুবের নিকট বিনয় করিয়া বলিল, হে আমাদের স্নেহশীল পিতা! আমাদের জন্য আল্লার দরবারে আমাদের গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আমরাই ছিলাম অপরাধী। পিতা বলিলেন, এখন আমি তোমাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করিব ; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।

(অতঃপর মাতাপিতা পরিবারবর্গ কেনান হইতে মিশর যাত্রা করিলেন।)

মাতাপিতা সকলের ইউসুফ (আঃ)এর নিকট উপস্থিতি ঃ

(পিতামাতার আগমন সংবাদে ইউসুফ (আঃ) তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়া রহিলেন।) যখন সকলে ইউসুফের নিকট পৌছিলেন, ইউসুফ (আঃ) স্বীয় মাতাপিতাকে নিজের সঙ্গে রাখিলেন এবং বলিলেন, সকলে মিশর শহরে চলুন, তথায় ইনশাআল্লাহ আরাম ও শান্তিতে থাকিবেন। গৃহে পৌছিয়া ইউসুফ (আঃ) পিতামাতাকে রাজকীয় উচ্চাসনে স্থান দিলেন। (সকলের অন্তরে ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার ঢেউ খেলিতেছিল, এমনকি শ্রদ্ধা নিবেদনের তৎকালীন জায়েয ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী) সকলে হযরত ইউসুফের সম্মুখে সেজদায় পড়িয়া গেলেন।

এই দৃশ্যকে লক্ষ্য করিয়া ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, হে পিতা! এই ঘটনাই আমার অতীত স্বপ্নের তাৎপর্য্য—চন্দ্র-সূর্য্য, এগার নক্ষত্র আমার সম্মুখে সেজদা করার স্বপ্নের তাৎপর্য্য এই ঘটনাই ; চন্দ্র-সূর্য্য অর্থ মাতা-পিতা, এগার নক্ষত্র অর্থ এগার ভ্রাতা।) আমার পরওয়ারদেগার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিলেন।

আমার পরওয়ারদেগার আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন—আমাকে কারাগার হইতে বাহির করিয়াছেন এবং শয়তান কর্তৃক আমার ও ভ্রাতাগণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির পরও আপনাদের সকলকে দূরদেশ হইতে নিয়া আসিয়া মিলিত করিয়াছেন। আমার প্রভু যাহা করিতে ইচ্ছা করেন সূক্ষ্ম তদবীরের দ্বারা তাহা বিনা বাধায় করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ হেকমতওয়ালা।

হযরত ইউসুফের দোয়া ঃ

...... فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ -

"হে আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার! আপনি আমার প্রতি বহু অনুগ্রহ করিয়াছেন—আমাকে রাজকীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানের বাস্তব জ্ঞান দান করিয়াছেন। হে আসমান-জমিন তথা সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা! আপনিই আমার অভিভাবক ইহকালে ও পরকালে। চিরকাল আমাকে খাঁটী মোসলেম তথা আপনার তাবেদাররূপে রাখিবেন, এই অবস্থায়ই মৃত্যু দান করিবেন এবং নেক লোকদের শামীল রাখিবেন।"* আমীন!

---

* হযরত ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের কাহিনীর বিরাট অংশের উল্লেখযোগ্য মহিলাটি সর্বসাধারণ্যে "জোলেখা" নামে পরিচিতা। সেই জোলেখার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে নানারূপ উপকথা বর্ণিত আছে। এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইউসুফ (আঃ) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই জোলেখার স্বামীর ইন্তেকাল হইয়া যায়। সে যেহেতু নপুংসক ছিল, তাই জোলেখা তখনও কুমারী ছিলেন। স্বয়ং রাজার মাধ্যমে হযরত ইউসুফের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর ইউসুফ(আঃ) কৌতুক করিয়া একদিন বলিলেন, তুমি যাহা চাহিয়াছিলে বর্ত্তমান ব্যবস্থা তাহা অপেক্ষা কত উত্তম হইয়াছে! জোলেখা লজ্জিত স্বরে ওজর বর্ণনা করিলেন।

আর এক বর্ণনায় আছে, একদা জোলেখা অভাবে পড়িয়া হযরত ইউসুফের দরবারে আসিলেন এবং তাঁহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসার যোগ্য ঐ মহান আল্লাহ যিনি তাঁহার তাবেদারীর বদৌলতে গোলামকে বাদশাহ বানান এবং তাঁহার নাফরমানির পরিণামে বাদশাহকে গোলাম বানান। ইউসুফ (আঃ) তাঁহার প্রয়োজন পুরা করিয়া দিলেন এবং পরে তাঁহার সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হইলেন। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরতে তাঁহার কৌমার্য্য ও সৌন্দর্য্য পুনঃ দান করিলেন।

এক বর্ণনায় আছে—বিবাহের পর জোলেখার প্রতি হযরত ইউসুফের মহব্বত অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছিল। আর জোলেখার মহব্বত কম হইয়া গিয়াছিল। ইউসুফ (আঃ) এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আপনার অছিলায় আল্লার মহব্বত এই পরিমাণ লাভ হইয়াছে যে, উহার সম্মুখে অন্য সব মহব্বত ম্লান হইয়া গিয়াছে।

হযরত আইউব (আঃ)

হযরত আইউবের বংশ ও সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম বোখারীর মতামত সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আইউব আলাইহেচ্ছালামের সময়কাল মূছা আলাইহেচ্ছালামের এবং হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের সময় কালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ছিল, তথা হযরত মূছার পূর্ব্বে এবং হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের পরে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই মতকেই সমর্থন করেন।

হযরত আইউবের বংশ তালিকা সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণের মতামতও উল্লেখিত সিদ্ধান্তের অনুকুল। তাহাদের মত এই যে, আইউব (আঃ) হযরত ইব্রাহীমের বংশধর। হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রী ছারাহ (রাঃ)এর পক্ষের পুত্র হযরত ইসহাকের এক পুত্র ছিল ইয়াকুব যাহার অন্য নাম ইস্রায়ীল ; তাঁহার হইতে বনী ইস্রায়ীলের বংশ। হযরত ইসহাকের আর এক পুত্র ছিল "ঈসু" তাহারই অন্য নাম ছিল"আদুম"; আইউব(আঃ) তাঁহারই বংশের একজন। আইউব (আঃ) দুই বা তিনজন পিতা-পিতামহের মাধ্যমে আদুমের সঙ্গে মিলিত হন।

হযরত আইউবের বংশ পরিচয় লাভের পর তাঁহার আবাস-ভূমির খোঁজ সহজেই লাভ হয়। কারণ তিনি "আদুমী" বংশের লোক। আদুমী জাতির অবস্থান যে অঞ্চলে ছিল সেই অঞ্চলটি এশিয়ার অন্তর্গত (বর্ত্তমান জর্দ্দান রাজ্যের আওতাভুক্ত) মরু সাগর—"Dead sea" ও আকোবা উপসাগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত—উত্তরে মরুসাগর ও ফেলিস্তিন, দক্ষিণে আকোবা উপসাগর ও মাদয়ান, পশ্চিমে সাইনা উপত্যকা, পূর্ব্বে আরবের উত্তর সীমান্ত ও "মাওয়াব." অঞ্চল।

অবশ্য আদুমী জাতির আবাস অঞ্চল পরবর্ত্তীকালে আরও বিস্তার লাভ করিয়া মরুসাগর হইতেও উত্তরে অনেক দূর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল ; যাহার কতিপয় শহরের নাম "তৌরাত" কেতাবেও উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে "বোছ্‌রা" (ইরাকস্থিত "বছরা" নহে) শহরের নামও আছে। আরব ভূখণ্ডের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ফেলিস্তিনের নিকটবর্ত্তী মরু সাগর হইতে প্রায় একশত মাইল উত্তরে—মরুসাগর ও দামেশকের মধ্যবর্ত্তীস্থলে অবস্থিত ; এখনও বোছ্‌রা নামেই প্রসিদ্ধ। হযরত রসুলে করীমের যুগেও "বোছরা" গুরুত্বপুর্ণ শহর ছিল। আইউব (আঃ) এই "বোছ্‌রা" শহরেরই অধিবাসী। (আরজোল-কোরআন ২য় খণ্ড ১, ২৮, ৩৮ পৃঃ)

কোরআন শরীফ হযরত আইউব আলাইহেচ্ছালামের বিশেষ কোন ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। শুধু কেবল তাঁহার একটি ব্যক্তিগত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে

যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তিনি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি ধনে-জনে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন। সেই পরীক্ষায় তিনি অসীম ধৈর্য্য ও ছবরের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। কষ্ট-যাতনা ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রমকারী ছিল, কিন্তু তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ধৈর্য্য ও ছবরকে ভঙ্গ করেন নাই। আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে বহাল রাখিয়াই নয় শুধু, বরং বিপদের কঠোরতা ও আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার প্রতি অধিক ধাবিত হইলেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতেই তাঁহাকে ছবরের সুফল প্রদান করিয়াছিলেন। বিশ্ববাসীকে ধৈর্য্য ও ছবর শিক্ষা দান এবং উহার প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ইতিহাস পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন—

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

আইউবের ঘটনা স্মরণ কর; যখন তিনি স্বীয় প্রভুকে ডাকিলেন, হে প্রভু! আমার উপর কষ্ট-যাতনা পড়িয়াছে; আপনি সকল দয়ালের শ্রেষ্ঠ দয়াল; আমাকে কষ্ট-যাতনা হইতে রক্ষা করুন।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ۝

আমি তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিলাম, সেমতে তাঁহার কষ্ট-যাতনা সমূলে দূর করিয়াদিলাম; তাঁহার হারান পরিজনবর্গ পুনঃ দান করিলাম এবং ঐ পরিমাণ তৎসঙ্গে আরও দান করিলাম, ইহা আমার রহমত ছিল। এই ঘটনায় অনেক শিক্ষা রহিয়াছে এবং আল্লার গোলামীকারীদের জন্য ধৈর্য্যের সুফল লাভের চিরস্মরণীয় নিদর্শন রহিয়াছে।

(ছুরা আম্বিয়া—১৭ পাঃ ৬ রুঃ)

[২]

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ

আমার বিশিষ্ট বান্দা আইউবের ঘটনা স্মরণ কর। যখন তিনি স্বীয় প্রভুকে ডাকিলেন, হে প্রভু! শয়তান আমাকে কষ্ট-যাতনায় ফেলিয়াছে।

(আমাকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ বলেন, তাঁহাকে বলিলাম,) নিজ পা দ্বারা জমিনে আঘাত করুন। (তাহাতে তৎক্ষণাৎ তথায় এক পানির ঝরণা বাহির হইল; আল্লাহ তায়ালা বলিলেন,) ইহা আপনার গোসলের জন্য ঠাণ্ডা পানির স্থান এবং পান করিবার জন্য। (আইউব (আঃ) ঐ পানিতে গোসল এবং উহা পান করিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন। এইরূপে) আমি তাঁহাকে রোগ হইতে মুক্তি দিয়াছি। আর তাঁহার পরিজনবর্গ এবং আরও অধিক সমপরিমাণ দান করিয়াছি। (ইহা ছিল তাঁহার প্রতি) আমার বিশেষ রহমত স্বরূপ এবং জ্ঞানী লোকদের জন্য স্মরণীয় উপদেশ স্বরূপ।

الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ۞ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ۞

আরও (এক অনুগ্রহ যে, আইউবকে সুযোগ দিয়াছিলাম,) এক মুষ্ঠি তৃণগুচ্ছ হাতে লইয়া উহা দ্বারা মারুন এবং কসম ভঙ্গ করিবেন না। নিশ্চয় আইউবকে আমি ধৈর্য্যশীল পাইয়াছিলাম; নিশ্চয় তিনি ছিলেন অতি মহৎ বান্দা, আমার প্রতি বিশেষ অনুরাগী।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۞

(ছুরা ছাদ—২৩ পাঃ ১৪ রুঃ)

আইউব (আঃ) আল্লার আদেশে ঐ পানিতে গোসল করিলেন এবং ঐ পানি পান করিলেন; সেই অছিলায় আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে রোগমুক্ত করিলেন।*

---

* বহু সমালোচিত পণ্ডিত তাঁহার অভ্যাসের দাসত্বে اُرْكُضْ শব্দের অর্থে অভিধান গ্রন্থের নাম ভাঙ্গাইয়া এই তফছীর করিয়াছেন যে, আল্লাহ আইউবকে আদেশ করিলেন—"তুমি দ্রুত পদে পলায়ন কর; এই দেখ গোসল করার ও পান করার পানি এখানে মৌজুদ আছে।"

পণ্ডিত সাহেবের এই উদ্ভট অপব্যাখ্যা সম্পর্কে এইটুকুই জিজ্ঞাস্য যে, দীর্ঘ তেরশত বৎসরে শত শত তফছীর বিশেষজ্ঞ ইমামগণের কেহ আপনার এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন কি? করিয়া থাকিলে তাঁহার নাম কি? এবং কোন তফছীরের মধ্যে তাহা লিপিবদ্ধ আছে?

আমরা যে তফছীর বর্ণনা করিয়াছি তাহা ইবনে জরীর, রুহুল মায়ানী, দোররুল মনছুর ইত্যাদি তফছীর ময়দানের প্রসিদ্ধ কেতাব সমূহেই বর্ণিত আছে। অধিকন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ)এর চাচাত ভাই—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও উক্ত তফছীর বর্ণিত হইয়াছে। (দোররে মনছুর)

এইরূপে হযরত আইউবের শারীরিক বিপদ দূরীভূত হইল; তিনি পূর্ণ স্বাস্থ্য পুনঃ লাভ করিলেন। অতঃপর তাঁহার ধন-জনের ক্ষতি পূরণও হইল। কাহারও মতে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তায়ালার কুদরতে জীবিত হইয়া উঠিল তদুপরি আরও সন্তান জন্ম লাভ করিল। অধিকাংশের মতে মৃতগণ জীবিত হয় নাই, কিন্তু নূতনভাবে যে সন্তান-সন্ততি জন্মিয়াছিল তাহারা গুণে-জ্ঞানে এবং সংখ্যায় পূর্ব্ব সন্তানগণ অপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল।

ধন-দৌলতের দিক দিয়াও তাঁহার পূর্ব্বাপেক্ষা বহু আধিক্য লাভ হইল এমনকি আল্লাহ তায়ালার কুদরতে ঘাটে-মাঠে তাঁহার উপর স্বর্ণ-পতঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া পড়িত—যেমন প্রথম খণ্ডে ২০৩ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আইউবের স্ত্রী অতিশয় নেককার এবং স্বামীভক্ত ছিলেন। হযরত আইউব কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে সকল বন্ধু-বান্ধবই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রী তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করেন নাই, ঐ অবস্থায় তিনি জানে-প্রাণে তাঁহার খেদমতে লাগিয়া থাকিতেন। একদা তাঁহার দ্বারা কোন একটু ত্রুটি হইয়া গেল। রুগ্ন আইউব (আঃ) তাহাতে ভীষণ চটিয়া গেলেন, এমনকি কসম করিয়া বসিলেন যে, সুস্থ হইলে তিনি তাঁহাকে এক শত বেত্রাঘাত করিবেন। রাগের সময় কসম খাইয়া বসিয়াছেন, কিন্তু যেহেতু স্ত্রীর খেদমত ও ত্যাগ সম্পর্কে তিনি বে-খবর ছিলেন না, স্ত্রীর অপরাধও সামান্য ছিল, তাই পরবর্ত্তীকালে আইউব (আঃ) নিজেও এই কসমে অনুতপ্ত ছিলেন নিশ্চয়; এতদ্ভিন্ন এইরূপ স্বামীভক্ত নেককার স্ত্রী সামান্য ত্রুটিতে বেত্রাঘাত খাইবেন তাহাও অসহণীয়। এদিকে কসম ভঙ্গ করাও সাধারণ ব্যাপার নহে।

এইসব ব্যাপারেও হযরত আইউবের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ হইল—আল্লাহ তায়ালা কসম পূরণের বিধানে শুধু তাঁহার পক্ষে এক বিশেষ সংশোধনী দিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আদেশ করিলেন, একশত তৃণের গুচ্ছ হাতে লইয়া উহা দ্বারা স্ত্রীকে একবার মারুন; তাহাতেই একশত বেত্রাঘাত করার কসম পূর্ণ গণ্য হইবে। অন্য কাহারও পক্ষে এই নিয়মে কসম পুরা হইবে না—ইহা শুধু হযরত আইউবের জন্য আল্লার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।*

---

* পূর্ব্বোল্লেখিত পণ্ডিত সাহেব এস্থলেও অপব্যাখ্যার সমাবেশ করিয়াছেন এবং স্বভাবগত অভ্যাসের দাস হইয়া "لا تحنث" শব্দে আভিধানিক পাণ্ডিত্য দেখাইতে যাইয়া

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে চারিটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে—(১) হযরত আইউবের কষ্ট-যাতনা, (২) ঠাণ্ডা পানির ঝর্ণা, (৩) পরিজনবর্গ এবং আরও তৎপরিমাণ অধিক প্রদত্ত হওয়া, (৪) একমুষ্ঠি তৃণগুচ্ছ দ্বারা প্রহার করতঃ কসম ভঙ্গ করা হইতে নিষ্কৃতি লাভ। এই চারিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিবরণ আবশ্যক। নিম্নে এই সব বিষয়ের সমষ্টিগত একটি বিবরণ দান করা হইতেছে।

আইউব (আঃ) ধনে-জনে, স্বাস্থ্যে-সম্পদে, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে পুষ্ট ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহ তায়ালার শোকরগুজারী করিয়া থাকিতেন। আল্লাহ

একটি মনগড়া সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "حنث" শব্দের আসল অর্থ "পাপ, গোনাহ"। অতঃপর তিনি সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন, "স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "কসম ভঙ্গ করা" অর্থ ঐ শব্দের আসল তাৎপর্য্য নহে। এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়াই একটা আজগুবি গোজামিলকে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যারূপে প্রাধান্য দিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় তিনি বাংলা ভাষায় পাণ্ডিত্যের জোরে অন্যান্য ভাষাকেও ঠেলিয়া নিয়া যাইতে চেষ্টা করেন এবং লাগামহীন ভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। তিনি যদি আরবী ভাষায় সাধারণ জ্ঞানও রাখিতেন তবে তিনি ঐরূপ বাস্তবের বিপরীত স্বপ্ন দেখিতেন না।

আরবী ভাষায় কোন শব্দের আসল অর্থ এবং উহার উপঅর্থ জানিতে হইলে কোন পণ্ডিতের গবেষনার আবশ্যক হয় না, উহার জন্য বিশেষ অভিধান বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই শ্রেণীর সর্ব্বাধিক সুপ্রসিদ্ধ অভিধান "আছাছোল বালাগাহ" হইতে আলোচ্য 'حنث" শব্দ সম্পর্কে একটু উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি—

حنث فى يمينه حنثا - وقع فى الحنث ومن المجاز بلغ الغلام الحنث (وكانوا يصرون على الحنث العظيم) وهو الذنب استعير من حنث الحانث الذى هو نقيض البر -

অর্থাৎ—حنث শব্দের আসল অর্থ "কসম ভঙ্গ করা", পক্ষান্তরে উহার একটি উপঅর্থ হয় গোনাহ ও পাপের অর্থ ; وكانوا يصرون على الحنث العظيم এই আয়াতে ঐ উপঅর্থই উদ্দেশ্য হইয়াছে। গোনাহ ও পাপের উপঅর্থটি حنث শব্দের আসল অর্থ "কসম ভঙ্গ করা" হইতে হাওলাত স্বরূপ লওয়া হয়।

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন, পণ্ডিত সাহেব তাহার গোজামিলপূর্ণ ব্যাখ্যায় শুধু যে তফছীর বিশেষজ্ঞ ইমামগণের বরখেলাফ করিয়াছেন তাহাই নহে, বরং আভিধানিক বিষয়াবলীতেও ভুল সিদ্ধান্তের ও অবাস্তব তথ্যের আশ্রয় লইয়াছেন। এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে পবিত্র কোরআনের তফছীরকার সাজা কি সমীচীন হইয়াছে?

তায়ালা তাঁহার মর্ত্তবা আরও বাড়াইবার জন্য এবং বিশ্ববাসীকে ধৈর্য্যের স্বরূপ দেখাইবার জন্য তাঁহাকে পরীক্ষায় ফেলিলেন। তাঁহার শস্য-ফসল সব নষ্ট হইয়া গেল, পশুপাল মরিয়া গেল, আওলাদ-ফরজন্দ নিখোঁজ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল বা আকস্মিক দুর্ঘটনায় মরিয়া গেল, নিজে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন, এমতাবস্থায় বন্ধু-বান্ধব সব আলগ হইয়া গেল; শুধু স্ত্রী তাঁহার নিকট রহিলেন।

হযরত আইউবের রোগ সম্পর্কে অনেক বিবরণই দেখা যায়, কোনটা অতিরঞ্জিতও মনে হয়। কোরআন-হাদীছে নির্দ্দিষ্ট রোগের উল্লেখ নাই। এ সম্পর্কে দুইটি বিষয় সুস্পষ্ট—(১) রোগ অতি কঠিন ছিল, (২) এই শ্রেণীর রোগ নিশ্চয় ছিল না যাহা সর্ব্ব-সাধারণের ঘৃণার কারণ হয়; আল্লাহ তায়ালা পয়গাম্বরগণকে এইরূপ অবস্থায় ফেলেন না যাহাতে তাঁহার প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে, নতুবা নবুয়তের উদ্দেশ্য—সর্ব্ব-সাধারণের হেদায়েত কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে।

কষ্ট-যাতনা ও রোগ-শোকের বাহ্যিক ও নিকটবর্ত্তী কার্য্যকারণ কোন কিছু থাকে বটে, কিন্তু অনেক সময় সব কিছুর গোড়ায় অন্য একটি মূল কার্য্যকারণ এই থাকে যে, কোন গোনাহ ও আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি ভাজন কাজ করা হইয়াছে তদ্দরুন বিপদ আসিয়াছে—শাস্তির জন্য বা গোনাহ মাফ হইয়া যাওয়ার জন্য। এই মূল কার্য্যকারণ তথা "গোনাহ"এর মূল সূত্র হইল শয়তান; মানুষ শয়তানের প্ররোচনায়ই গোনাহ করিয়া বসে। এইরূপে সূত্রের সূত্র হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে রোগ-শোক, কষ্ট-যাতনার মূল সূত্র দাঁড়ায় শয়তান।

হযরত আইউবের রোগ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বস্তুতঃ তাঁহার মর্ত্তবা বাড়াইবার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ ছিল, তাঁহার কোন গোনাহের কারণে ছিল না। কিন্তু আইউব (আঃ) নম্রতা বশে ভাবিলেন, শয়তানের কারসাজিতে আমার দ্বারা কোন ত্রুটি হইয়াছে যার ফলে বিপদ আসিয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন,

مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ "শয়তান আমাকে কষ্ট-যাতনা পৌঁছাইয়াছে।"

আইউব (আঃ) নবী হইয়াও কষ্ট-যাতনায় নিজকে অপরাধী গণ্য করিয়াছেন, শয়তানকে শত্রুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে এই আদর্শ অবলম্বন করা অতি কল্যাণময় ও মঙ্গলজনক। কারণ এই উপলব্ধির ফলে বিপদ-আপদের ন্যায় কঠিন সময়েও মানুষের জন্য এনাবত-ইলাল্লাহ তথা

আল্লার প্রতি রুজু ও আল্লাহনুগত্যের পথ সহজ হইয়া যায় এবং বিপদের কারণে (মায়াজাল্লাহ) আল্লার প্রতি বিরূপ ভাব সৃষ্টি না হইয়া শয়তানের প্রতি শক্রতার ভাব বাড়িয়া যায় যাহা মানুষের জন্য মঙ্গলজনক। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—"إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا—নিশ্চয় জানিও, শয়তান তোমাদের ঘোর শত্রু, তোমরা সর্ব্বদা তাহাকে শত্রুই গণ্য করিও।"

আইউব (আঃ) যে সব বিষয়ে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন উহা পবিত্র কোরআনের বিঘোষিত পরীক্ষণীয় বিষয়ই ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ - وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ◎ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ......

অর্থ—আর জানিয়া রাখিও, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব (কম বা বেশী) কিছু পরিমাণ ভয়-ভীতি দ্বারা (তথা শত্রুর বা বিপদের আক্রমণ দ্বারা) এবং অনাহারীর দ্বারা (তথা খাদ্য-খাবার অভাব অনটনের দ্বারা) এবং ধন-সম্পদ, জন-ফরজন্দ ও ফল-মূলের বিনষ্টতার দ্বারা। সুসংবাদ শুনাইয়া দিন ঐ সব ছবর ও ধৈর্য্যাবলম্বনকারীদেরে যাঁহারা বিপদের সময় মনে-মুখে পুর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিয়া থাকে, আমরা সকলেই আল্লাহ তায়ালার (তথা আমরা আল্লাহ তায়ালার সর্বপ্রকার সত্তাধিকারের আওতাভুক্ত; অতএব তিনি আমাদিগকে যে কোন অবস্থায় রাখিতে পারেন; তাহাতে আমাদের কিছু ভাবিবার নাই।) এবং নিশ্চয় আমরা সকলে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ফিরিয়া যাইব, (অতএব আমাদের ইহকালীন দুঃখ-কষ্ট বিফল যাইবে না, তাঁহার নিকট পৌছিলে তিনি নিশ্চয় আমাদিগকে ছবরের মেওয়া দান করিবেন।)

এইরূপ ধৈর্য্যশীলদের প্রতি তাঁহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে শত ধন্যবাদ এবং রহমত; তাঁহারাই সঠিক পথের পথিক। (২ পাঃ ৩ রুঃ)

আইউব (আঃ) সীমাহীন বিপদে পড়িলেন, কিন্তু বিপদের স্রোতে ভাসিয়া প্রভুহারা হইলেন না, বরং সেই স্রোত তাঁহাকে অধিক দ্রুত ধাবিত করিল প্রভুর প্রতি। বিপদাবস্থায় তাঁহার এনাবত-ইলাল্লাহ—আল্লাহনুরাগ অধিক বৃদ্ধি পাইল, তিনি পুর্ণ ধৈর্য্য ও ছবরের পরিচয় দিলেন, ফলে আল্লাহ তায়ালার বিঘোষিত নীতির বিকাশ আরম্ভ হইল—ছবরে মেওয়া ফলনের রীতি বাস্তবায়িত হইল।

প্রথমে আল্লাহ তায়ালা গায়বী-মদদে হযরত আইউবের আরোগ্যের ব্যবস্থা করিলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত আইউবকে বলিলেন, "আপনি মাটির উপর পদাঘাত করুন"। আইউব (আঃ) তাহা করিলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তায়ালার কুদরতে তথায় ঠাণ্ডা পানির ঝর্ণা আবিষ্কার হইল। যেরূপ হযরত ইসমাইলের শৈশবে তাঁহার জন্য যমযম কূপের সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা আজও বিদ্যমান আছে।

আইউব (আঃ) আল্লাহ তায়ালার এত নেয়ামত লাভ করিলেন, ইহা তাঁহার ছবরের জাগতিক ফল ছিল। তাহাই আল্লাহ তায়ালা সকল নেয়ামত উল্লেখান্তে বলিয়াছেন— إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب "নিশ্চয় আইউব আমার নিকট বড়ই ছাবের ও ধৈর্য্যশীল প্রমাণিত হইয়াছিলেন, তিনি ছিলেনও অতি মহৎ বান্দা, আমার প্রতি রুজুকারী ও অনুরাগী।"

হযরত মূছা (আঃ)

বনী-ইস্রায়ীল বংশের প্রসিদ্ধ রসুল মূছা (আঃ) এবং তাঁহারই বয়োজ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা হারুন (আঃ)। তাঁহাদের পিতার নাম ছিল এম্‌রান। ইস্রায়ীল তথা হযরত ইয়াকুবের সঙ্গে মাত্র তিন জন পিতা-পিতামহের মাধ্যমে হযরত মূছার বংশ মিলিত হয়; তথা হযরত মূছার পিতামহের পিতামহ ছিলেন ইয়াকুব (আঃ)।

হযরত মূছার পয়গাম্বরীর যমানায় তাঁহার সাধারণ সম্পর্ক সুয়েজ ও সুয়েজ উপসাগরের পূর্ব্বপারে সাইনা বা সীনা উপত্যকা, ফেলিস্তিন, সিরিয়া ইত্যাদির সঙ্গে ছিল, কিন্তু তাঁহার জন্ম ছিল সুয়েজের পশ্চিমপারস্থিত মিশরে।

বনী-ইস্রায়ীলের আসল আবাস ভূমি ফেলিস্তিনের "কান্‌আন" শহর এলাকায়, কিন্তু হযরত ইয়াকুবের শেষ আমলে হযরত ইউসুফের ঘটনায় তাঁহারা তথা হইতে মিশরে আসিয়াছিলেন ; বিবরণ হযরত ইউসুফের বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত মূছার জন্ম ঃ

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হযরত ইউসুফ (আঃ) খৃষ্ট সনের প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উহার কতেক বৎসর পরই ত বনী ইস্রায়ীল মিশরে আবাদ হইল। এর প্রায় ৩০০ × ৩৫০ বৎসর পরে হযরত মূছার জন্মের যুগ। ঐ যুগে মিশরের রাজাগণের প্রত্যেকেরই উপাধি হইত "ফেরাউন"। খৃষ্টপূর্ব্ব ১২৯২ হইতে ১৩২৫ পর্য্যন্ত যে ফেরাউনের রাজত্ব ছিল

তাহারই আমলে মিশরে হযরত মূছার জন্ম হয়। উক্ত হিসাব মতে হযরত মূছার জন্ম খৃষ্টপূর্ব্ব (১২০০) দ্বাদশ শতাব্দির যুগে। (কাছাছোল কোরআন)

কাহারও মতে তাঁহার জন্ম খৃষ্টপূর্ব্ব (১৬০০) ষষ্ঠদশ বা (১৭০০) সপ্তদশ যুগে এবং তাহাদের মতে মিশরে হযরত ইউসুফের প্রবেশ খৃষ্টপূর্ব্ব (২০০০) বিংশ শতাব্দির যুগে ছিল (আরজোল কোরআন)। হযরত মূছার জন্মের সঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত; ঐ সবের বিবরণ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে।

হযরত মুছার জন্ম এমন কঠিন সময়ে হইয়াছিল যখন মিশরস্থ দুর্দ্ধর্ষ রাজা ফেরাউনের অর্ডিনান্স বলে বনী-ইস্রায়ীল বংশের নবজাত প্রত্যেকটি ছেলে সন্তানকে মারিয়া ফেলা হইত। কারণ, জ্যোতিষগণ তাহাকে খবর দিয়া ছিল যে, এই বনী-ইস্রায়ীল বংশে জন্মগ্রহণকারী একজন পুরুষের হাতে তাহার ধ্বংস ও অবসান ঘটিবে, তাই সে উহার মোকাবিলায় ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের অবলীলা—ঐ সময়েই হযরত মূছা (আঃ) উক্ত ফেরাউনেরই শাসন এলাকায় তাহারই রাজ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং শুধু বাঁচিয়াই রহিলেন না, বরং সেই ফেরাউনের গৃহেই দীর্ঘ ৩০ বৎসর আদর যত্নে প্রতিপালিত হইলেন। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই—

আপনাকে মূছা ও ফেরাউনের ঘটনা ঠিক ঠিক শুনাইব মোমেনদের জন্য।

نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى
وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

নিশ্চয় ফেরাউন অতিশয় স্বেচ্ছাচারী হইয়াছিল দেশের উপর এবং দেশের অধিবাসীগণকে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল; উহাদের একটি দল (তথা বনী ইস্রায়ীল)কে হীন ও দুর্ব্বল করিয়া রাখাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। সে তাহাদের মেয়েগণকে জীবন্ত রাখিত (দাসী বানাইয়া) আর ছেলে সন্তান-গুলিকে জবাই করিত; নিশ্চয় সে ছিল মস্ত বড় ফছাদকারী।

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ
وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً
مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي
نِسَاءَهُمْ ط إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝

(আল্লাহ বলেন, এদিকে আমার ইচ্ছা এই ছিল যে, আমি বিশেষ অনুগ্রহ করি ঐ দলের উপর যাহাদিগকে হীনবল করিয়া রাখা হইতেছিল এবং তাহাদিগকে প্রাধান্য দান করি এবং তাহাদিগকে দেশের উত্তরাধিকারী করি। এবং তাহাদিগকে দেশের শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি ; আর ফেরাউন ও তাহার উজির হামান এবং তাহাদের লোক-লস্করকে দেখাইয়া দেই ঐ পরিস্থিতি যাহার আশঙ্কা তাহারা করিতেছিল।

(মুছা জন্মগ্রহণ করিলেন) আমি মুছার জননীর অন্তরে এই নির্দ্দেশ-মর্ম্ম ঢালিয়া দিয়াছিলাম যে, মুছাকে দুগ্ধপান করাইয়া লালন-পালন করিতে থাক। যখন মুছার উপর (ফেরাউন লোকদের) আশঙ্কা বোধ করিবে তখন তাহাকে (সিন্দুকে রাখিয়া) নদীতে ভাসাইয়া দিও ; কোন ভয় ও চিন্তা করিও না। নিশ্চয় আমি তাহাকে তোমার নিকট ফিরাইব এবং তাহাকে রসুল বানাইব।

(পরবর্ত্তী ঘটনার) শেষে এই ঘটিল যে, ফেরাউনেরই স্ত্রী মুছাকে উঠাইয়া নিল ; (ছেলে বানাইয়া উপকার ও লাভের পাত্ররূপে তাঁহাকে পাইবে এই আশায়, কিন্তু) শেষফলে তিনি তাহাদের পক্ষে শত্রু ও চিন্তার কারণ হইলেন। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান ও তাহাদের লোকজন ঠকার কাজ করিয়া ছিল।

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ
اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ
أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝
وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ
أَرْضِعِيهِ ج فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ
فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا
تَحْزَنِي ج إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ
لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ط إِنَّ فِرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ۝

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ
عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ط لَا تَقْتُلُوْهُ - عَسٰى
اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

ফেরাউনের স্ত্রী (নদীর তীরস্থ বাগানের ঘাটে ভাসমান সিন্দুক হইতে শিশু মুছাকে উঠাইয়া ফেরাউনকে) বলিলেন, আমার ও তোমার নয়ন-জুরান আদরের বস্তু হইবে এই শিশুটি—ইহাকে হত্যা করিও না। সে আমাদের উপকারে আসিবে বা তাহাকে আমরা ছেলে বানাইব। তাহারা (মুছাকে পালনের শেষফল) অবহিত ছিলনা।

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى
فٰرِغًا ط اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ
لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(ঘটনার প্রারম্ভে মুছা-জননী আল্লার এলহাম মতে ফেরাউনের আশঙ্কায় মুছাকে সিন্দূকে রাখিয়া দরিয়ায় ভাসাইয়া দেওয়াকালে (মুছা-জননীর মন ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িল; হয়ত সে ঘটনাটা প্রকাশই করিয়া বসিত যদি আমি (আল্লাহ) তাহার অন্তরকে দৃঢ় না রাখিতাম—এই উদ্দেশ্যে যে, সে যেন আমার উপর অবিচল বিশ্বাসী হয়।

وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ فَبَصُرَتْ
بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

মুছা-জননী মুছার ভগ্নিকে বলিল, মুছার (সিন্দুকের) অনুসরণ কর। সেমতে ভগ্নি তাঁহাকে দূরে দূরে থাকিয়া দেখিল; তাহার পরিচয় সম্পর্কে ফেরাউনী লোকদের অনুভূতি ছিল না।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ
قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ

(আল্লাহ বলেন, মুছাকে মাতার নিকট ফিরাইতে) আমি পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, মুছা কোন ধাত্রীর দুগ্ধ পান করিবে না। (সেমতে ফেরাউনী লোকগণ সঙ্কটে

পড়িলে) ঐ ভগ্নি বলিল, আমি তোমাদিগকে এমন লোকের সন্ধান দিতে পারি যাহারা এই শিশুকে যত্নে লালন-পালন করিবে।

এই সূত্রে আমি মুছাকে তাহার মাতার নিকট ফিরাইয়া দিলাম যেন সে সান্তনা লাভ করে এবং তাহার চিন্তা দূর হয় এবং সে দেখিয়া লয় যে, আল্লার ওয়াদা নিশ্চয় বাস্তবায়িত হয়, কিন্তু অধিকাংশ লোক সেই জ্ঞান রাখে না।

যখন মুছা পূর্ণ বয়স্ক, পাকা-পোক্তা হইলেন তখন তাঁহাকে পরিপক্ক জ্ঞান ও এলম দান করিলাম ; সৎকর্ম্মশীলগণকে এইরূপেই পুরস্কৃত করি।

(২০ পাঃ ৫ রুঃ)

بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ وَهُمْ لَهٗ نَاصِحُوْنَ ۝
فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ
عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ
وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۝
وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰۤى
اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ
نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

উক্ত ঘটনাকে আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র হযরত মুছার উপর বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ সমূহের ফিরিস্তিদানের প্রথম নম্বরে উল্লেখ করিয়াছেন। যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত মুছাকে নবুয়ত প্রদান করিয়া ফেরাউনকে তবলীগ করিতে যাইতে বলিলেন, হযরত মুছা স্বীয় ভ্রাতা হারুনকে নবুয়ত দানের দরখাস্ত করিলেন। তাঁহার সেই দরখাস্তে মঞ্জুরী দান করতঃ আল্লাহ তায়ালা মুছাকে বলিলেন—

নিশ্চয় আমি পূর্ব্বে তোমার প্রতি আরও অনুগ্রহ করিয়াছি—যখন আমি (তোমাকে ফেরাউন হইতে বাঁচাইবার জন্য) তোমার মাতার অন্তরে বিশেষ এলহাম করিয়াছিলাম যে, শিশু মুছাকে সিন্দুকে রাখিয়া উহাকে দরিয়ায় ভাসাইয়া দাও ; দরিয়া উহাকে কুলে ঠেকাইবে। তথা হইতে তাহাকে এমন এক ব্যক্তি উঠাইয়া নিবে যে, আমারও

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰۤى ۙ
اِذْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّكَ مَا يُوْحٰۤى ۙ
اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ
فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ
يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۔
وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۝

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ
أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ط
فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ
عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ط

শত্রু মুছারও শত্রু। আমি তোমার উপর স্নেহ ও মমতার আভা ঢালিয়া দিয়াছিলাম; (তোমাকে আমার তত্ত্বাবধানে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যেও এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

আর একটি স্মরণীয় ঘটনা—তোমার ভগ্নি (সিন্দুকের অনুসরণে) চলিতেছিল, অতঃপর সে ফেরাউনী লোকগণকে বলিল, আমি এমন লোকের সন্ধান দিব, যে এই শিশুকে সযত্নে পালন করিবে। এইরূপে আমি তোমাকে তোমার মাতার নিকট ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম যেন তোমাকে পাইয়া তাহার চক্ষু জুড়ায় এবং সব চিন্তা-ভাবনা দূর হয়।

১৬৪০। **হাদীছ**ঃ—আবু মুছা আশয়া'রী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পুরুষদের মধ্যে ত অনেকই কামেল সিদ্ধ ও সুখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে সিদ্ধ ও খ্যাতিসম্পন্না হইয়াছেন একমাত্র ফেরাউনের স্ত্রী "বিবি আছিয়া" এবং এম্‌রানের কন্যা "বিবি মরিয়াম"; আর আয়েশার মর্য্যাদা সর্বোপরি। সমস্ত নারীদের মধ্যে আয়েশার মর্য্যাদা এরূপ বড় যেরূপ সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে "ছারীদের" মর্যাদা।

ব্যাখ্যাঃ—গোশত ও উহার সুরুয়ার মধ্যে রুটির ছোট ছোট টুক্‌রা ভিজাইয়া একপ্রকার খাদ্যবস্তু তৈরী করা হয় উহাকেই "ছারীদ" বলা হয়। আরব দেশে উহা অতি জনপ্রিয় ও উচ্চাঙ্গের খাদ্য। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার উচ্চ মর্য্যাদা বুঝাইবার জন্য হযরত (দঃ) এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত মুছার মিশর ত্যাগঃ

হযরত মুছা (আঃ) ফেরাউনের লালন-পালনে রাজকীয় সুখ-শান্তির মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার বয়স ত্রিশে পৌঁছিল। তাঁহার নিজের সম্পর্কে পূর্ণ অনুভূতি ছিল যে, তিনি একজন বনী-ইস্রাইল বংশীয় এবং মিশরীয় কিবতীগণ

বনী-ইস্রাইলদের প্রতি যে অত্যাচার অবিচার করিয়া যাইতেছিল—তাহাদিগকে শুধু পরাধীনই নয়, বরং দাস-দাসীতে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলেন। এইসব অনুভূতির প্রতিক্রিয়া যে, হযরত মুছাকে বিব্রত ও বিচলিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সুত্রের একটি ঘটনার ফলেই হযরত মুছা আকস্মিকভাবে মিশর ত্যাগ করিয়া মাদ্‌য়ানের দিকে চলিয়া যান। উক্ত ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ।

একদা মুছা (আঃ) নিরবাচ্ছন্নতার মুহূর্তে শহর এলাকায় প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন দুই ব্যক্তি বিবাদ করিতেছে—একজন মুছার সমাজের অপরজন শত্রুপক্ষীয় তথা মিশরীয় ক্বিবতী। নিজ পক্ষীয় লোকটি শত্রুপক্ষীয় লোকটির বিরুদ্ধে মুছার সাহায্য প্রার্থনা করিল। (মিশরীয়রা বনী-ইস্রাইলকে অত্যাচার করে তাহা মুছা (আঃ) জানিতেন এবং মনের আগুন মনেই রাখিতেন; এই ঘটনায় চাক্ষুশরূপে ইস্রাইলী ব্যক্তির সম্পুর্ণ নিরপরাধতা এবং মিশরীয় ব্যক্তির নির্ম্মম ব্যবহার দেখিয়া মুছা ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন;) তিনি মিশরীয় লোকটিকে একটি ঘুঁষি মারিলেন; যাহাতে তাহার দফা-রফা হইয়া গেল। (তাহাকে শায়েস্তা করার ইচ্ছা ছিল, হত্যার ইচ্ছা ছিল না। তাই মুছা অনুতপ্ত হইয়া) বলিলেন, (এইরূপ ধৈর্য্যচ্যুত করা) ইহা শয়তানের কাজ; নিশ্চয় সে স্পষ্ট শত্রু ও বিভ্রান্তকারী। মুছা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকটও ক্ষমা প্রার্থনায়

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ
غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا
رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ - هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ
وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ج فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ
مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ
فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ - قَالَ
هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ عَدُوٌّ
مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ◎ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ
نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ط اِنَّهٗ هُوَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ◎ قَالَ رَبِّ بِمَا
اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا
لِّلْمُجْرِمِيْنَ ◎

বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার। আমি অপরাধ করিয়াছি তুমি আমায় ক্ষমা কর। তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন ; নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু। মুছা আরও বলিলেন, হে প্রভু! আমার উপর তোমার অসংখ্য অনুগ্রহ, অতএব প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কখনও (ঝগড়া-বিবাদী) অপরাধপরায়নদের সাহায্য করিবনা।

(কেহ না দেখায় হত্যাকারীর পরিচয় গোপন থাকিল।) মুছা শহরেই রহিলেন, সন্ত্রস্ততার মধ্যে রাত্রি কাটাইলেন। ইতিমধ্যে পুনরায় ঐ ইস্রায়ীলী ব্যক্তি যে পূর্ব্বের দিন সাহায্যপ্রার্থী ছিল (তাহাতে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল) সে-ই আজ আবার (এক মিশরীয়ের সঙ্গে বিবাদে) মুছাকে চিৎকার করিয়া ডাকিতেছে। মুছা তাহাকে ভৎসনা করিলেন—নিশ্চয় তুমি স্পষ্টতই দুষ্টলোক ; (প্রতি দিন তোমার ঝগড়া বাঁধে।) অতঃপর যখন মুছা (বারণকরনার্থে ধরিতে চাহিলেন ঐ ব্যক্তিকে, যে মুছা ও ইস্রায়ীলী উভয়ের শত্রু (তথা মিশরীয় ; তখন সাহায্য-প্রার্থী ইস্রায়ীলী ব্যক্তি ভাবিল, মুছা আমাকে রাগ করিয়াছে আমাকেই মারিবে ; এই ভয়ে) সে বলিয়া উঠিল, হে মুছা। গতকল্য তুমি এক ব্যক্তিকে খুন করিয়াছ, আজ ঐরূপে আমাকে খুন করবার চাও! তুমি ত দেশে শুধু নিজের জোরবাজি করিয়া চলিতে চাও, সংশোধনীয় কাজ করার ইচ্ছা তোমার মোটেও নাই।

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا
يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ
بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ط قَالَ لَهُ
مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ۝ فَلَمَّا
أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ
عَدُوٌّ لَهُمَا ۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ
أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا
بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ
تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ۝

(এই ঘটনায় পূর্ব্ব দিনের হত্যাকারীরূপে মুছার নাম ফাস হইয়া সংবাদ ফেরাউনের দরবারে পৌছিল।

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ

রাজ্যসভায় মূছার প্রাণদণ্ড সাব্যস্ত হইল।) এক ব্যক্তি (ফেরাউনেরই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু অন্তরে মূছার ভালবাসা; সে গোপনে) শহরের দূর প্রান্তের পথে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, হে মূছা! রাজ্যসভায় তোমার সম্পর্কে পরামর্শ হইতেছে, তোমাকে হত্যা করিবে; তুমি এই দেশ ছাড়িয়া যাও। আমি তোমার মঙ্গলকামী; তোমাকে সব বলিয়া দিলাম।

মুছা ঐ দেশ হইতে বাহির হইয়া ভয়-ভীতি ও ত্রাসের মধ্যে দোয়া করিলেন, হে পরওয়ারদেগার। জালেমদের হইতে আমাকে নাজাত দিন। যখন মুছা "মাদ্‌য়ান" এলাকার প্রতি পথ ধরিলেন তখন বলিলেন, আশাকরি আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন।

يَسْعَىٰ ـ قَالَ يٰمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ
يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ
إِنِّي لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ۝ فَخَرَجَ
مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ـ قَالَ رَبِّ
نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ
عَسَىٰ رَبِّيْ أَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَاءَ
السَّبِيْلِ ۝

হযরত মুছার মাদ্‌য়ান উপস্থিতি ঃ

"মাদ্‌য়ান" এলাকার ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য শোয়ায়েব আলাইহেচ্ছালামের বিবরণে বর্ণিত হইবে। এস্থানে শুধু এতটুকু বলা আবশ্যক যে, মিশর এলাকা বিশেষতঃ যে এলাকায় উহার রাজধানী উহা সুয়েজ উপসাগরের পশ্চিম কূল হইতেও বেশ কিছু ব্যবধানে অবস্থিত। সুয়েজ উপসাগরের অপর পারে সাইনা উপত্যকা, উহার পর আকোবা উপসাগর, উহা পার হইয়া পূর্ব্ব কূলে উহার দক্ষিণ মাথা তথা লোহিত সাগর হইতে উহার আরম্ভস্থল সংলগ্নে লোহিত সাগরের উপকূলীয় দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকের বিস্তীর্ণ এলাকাটিই "মাদ্‌য়ান"।

সেকালে সুয়েজ খাল ছিল না, অতএব মিশর এলাকা হইতে পূর্ব্ব দিকে ফেলিস্তিন, সিরিয়া, আরব ইত্যাদি এশিয়ার অঞ্চলে সরাসরি স্থলপথে আসা যাইত। মিশর হইতে পূর্ব্ব দিকে সাইনা উপত্যকা অতিক্রম করিয়া ফেলিস্তিন এলাকায়,

অতঃপর দক্ষিণ দিকে অকোবা উপসাগরের কূল বহিয়া "মাদ্‌য়ানে" পৌছার জন্য স্থলপথের যোগাযোগ ছিল, কিন্তু এই সমস্ত এলাকা পর্ব্বতময় মরু অঞ্চল; উক্ত পথ অতিক্রম করিতে অন্ততঃ প্রায় হাজার মাইল চলিতে হইত।

মুছা (আঃ) ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া মাদ্‌য়ানে পৌছিলেন। তখন তথায় শোয়ায়েব (আঃ) নবী ছিলেন। একটি বিশেষ ঘটনা সূত্রে মুছা (আঃ) হযরত শোয়ায়েবের নিকটে পৌছিলেন এবং তথায় তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। হযরত শোয়ায়েবের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহও হইল এবং দীর্ঘ দশ বৎসর তথায় রহিলেন। উক্ত ঘটনা পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় এইরূপ—

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ
عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۝
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ
تَذُودَانِ ج قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ط قَالَتَا
لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝
فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى
الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ
إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝
فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى
اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي

মুছা (আঃ) মাদ্‌য়ানে একটি কূপের নিকট পৌছিয়া দেখিলেন, একদল লোক কূপের পানি পশুপালকে পান করাইতেছে; আর দুইটি রমণী নিজেদের পশু থামাইয়া রাখিতেছে। মুছা রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ব্যাপার কি? তাহারা বলিল, আমরা পানি পান করাইতে (কূপে) যাই না যাবৎ রাখালরা চলিয়া না যায়। আর (আমাদের কূপে আসার হেতু) আমাদের পিতা বৃদ্ধ।

মুছা (আঃ) (ইহা শুনিয়া) নিজে তাহাদের পশু-পালকে পানি পান করাইলেন। অতঃপর গাছের ছায়ায় আসিয়া আল্লার হুজুরে বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে যাহা দান কর—আমার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়া দাও আমি উহারই প্রত্যাশী।

ইতিমধ্যেই উক্ত রমণীদ্বয়ের একজন লজ্জা-শরমে ভারাক্রান্ত অবস্থায় মুছার নিকট আসিয়া বলিল, আপনাকে আমার পিতা ডাকিতেছেন; আপনি আমাদের

يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ
لَنَا ط فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ
الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ
الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

قَالَتْ إِحْدٰهُمَا يٰاَبَتِ
اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ ۝

قَالَ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ
إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰى أَنْ
تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ج فَإِنْ
أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ج وَمَا
أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ط سَتَجِدُنِيْ
إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ط
أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ

পশুপালকে পানি পান করাইয়াছেন উহার প্রতিদান দেওয়ার জন্য। সেমতে যখন মুছা রমণীর পিতার নিকট আসিলেন এবং (মিশর ও তথা হইতে পলায়নের) ঘটনা ব্যক্ত করিলেন তখন তিনি বলিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত হও ; ঐ জালেম দল হইতে নাজাত পাইয়াছ। (এখানে তাহাদের শাসন নাই। এই বৃদ্ধ ছিলেন শোয়ায়েব (আঃ)।)

উক্ত রমণীদ্বয়ের একজন বলিল, হে পিতা! এই লোককে চাকুরীতে রাখুন ; শক্তিমান বিশ্বাসী লোকই চাকুরীতে শ্রেয় ; (এই লোকটির উভয় গুণই আছে। শোয়ায়েব (আঃ) নবী ; তিনি মুছাকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু প্রকাশ না করিয়া) তিনি বলিলেন, আমার ইচ্ছা—আমার কন্যাদ্বয়ের একটিকে তোমার বিবাহে প্রদান করা এই শর্ত্তে যে, তুমি ৮ বৎসর আমার চাকুরী করিবে (তাহার আজুরা মহরানা গণ্য হইবে।) আর যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর তবে তোমার উদারতা হইবে ; আমি তোমার উপর চাপ প্রয়োগের ইচ্ছা রাখি না। ইনশাআল্লাহ আমাকে ন্যায় নিষ্ঠাবান পাইবে।

মুছা বলিলেন, আচ্ছা—আমার ও আপনার মধ্যে এই কথাই সাব্যস্ত রহিল ; নির্ধারিত দুইটা পরিমাণের যে কোনটাই আমি পূর্ণ করি আমার

উপর উহার অধিকের জন্য কোন চাপ দেওয়া হইবে না। আমাদের কথার উপর আল্লাহ সাক্ষী রহিলেন।
(২০ পাঃ রুঃ)

عَلَىَّ ط وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۝

হযরত মুছার মাদ্‌য়ান ত্যাগ ও পথিমধ্যে নবুয়ত প্রাপ্তি ঃ

মুছা (আঃ) চাকুরীর মেয়াদ (দশ বৎসর) শেষ করিয়া শর্ত্ত পুরা করিলেন; অতঃপর শ্বশুর শোয়ায়েব আলাইহেচ্ছালামের অনুমতি প্রাপ্তে স্ত্রীকে লইয়া নিজের আদি ভূমি সিরিয়া বা তৎকালীন বনী-ইস্রাইল-দেশ মিশর পানে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে যখন তিনি সুয়েজ উপসাগর ও আকোবা উপসাগরের মধ্যস্থ সাইনা উপত্যকা অঞ্চলে "তুর" পর্ব্বতমালার এলাকাস্থ "তুয়া" নামক মরুদ্যানে পৌঁছিলেন তখন এই ঘটনা ঘটিল যে, অত্যধিক শীতের কারণে কষ্টবোধ করিতে লাগিলেন, এদিকে রাত্রের অন্ধকারে রাস্তাও খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। এমতাবস্থায় হঠাৎ কিছু দূরে আগুনের ন্যায় প্রজ্জলিত একটি বস্তু দেখিতে পাইয়া উহাকে আগুন বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন এবং সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা এস্থানে অপেক্ষা কর; আমি ঐ অগ্নির স্থানে যাইয়া পথের খোঁজ নিয়া আসিব এবং কিছু অগ্নিও নিয়া আসিব, যেন তোমরা উহার তাপ লইয়া শীতের কষ্ট লাঘব করিতে পার।

যখন মুছা (আঃ) ঐ অগ্নির নিকটবর্ত্তী আসিলেন তখন তথায় একটি বৃক্ষ হইতে এক মহান আহ্বান শুনিতে পাইলেন এবং স্নেহময় সম্ভাষণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নির্বাচিত ও মনোনিত হওয়ার সনদ পাইয়া নবুয়ত প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফেরাউনের হেদায়েতের জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হওয়ারও আদিষ্ট হইলেন। মুছা (আঃ) নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া স্বীয় জেষ্ঠ ভ্রাতা হারুনের জন্যও নবুয়তের দরখাস্ত করিলেন। আল্লাহ তায়ালা দরখাস্ত মনজুর করিলেন এবং হযরত হারুনকে সঙ্গে লইয়া ফেরাউনের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। এই বিবরণ পবিত্র কোরআনের তিন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে—

অতঃপর যখন মুছা চাকুরীর মেয়াদ সমাপ্ত করিলেন এবং নিজ স্ত্রীকে লইয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তুর পর্ব্বতের দিকে একটা আগুন দেখিলেন। নিজ পরিবারবর্গকে বলিলেন, তোমরা

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا

এস্থানে অপেক্ষা কর। আমি একটু দূরে আগুন দেখিয়াছি ; আমি তথায় যাইয়া তোমাদের জন্য হয়ত রাস্তার খবর আনিব, অথবা এক খণ্ড অগ্নি-অঙ্গার ; তোমরা উহার তাপ লইতে পারিবে।

যখন মুছা (আঃ) ঐ অগ্নির স্থানে উপস্থিত হইলেন তখন মরুদ্যানের ডান দিকে বরকতপূর্ণ ভূখণ্ডস্থিত একটি বৃক্ষ হইতে আহ্বান ও ঘোষণা শুনিতে পাইলেন—"হে মূছা। নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি কর, আমি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার মহান আল্লাহ্।"

আর তোমাকে একটি মোজেযা দিতেছি ; তোমার হাতের লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দাওত ; (মাটিতে পড়িয়াই উহা ৮০ গজ লম্বা অজগর হইয়া দ্রুত ছুটাছুটি করিতে লাগিল।) যখন মুছা দেখিলেন, উহা এত বড় হইয়াও সরু সর্পের ন্যায় দ্রুত ছুটাছুটি করে তখন (মানবীয় স্বভাবে সর্পের ভয়ে) তিনি দৌড়িয়া সরিয়া পড়িলেন—পশ্চাৎদিকে ফিরিয়াও দেখিলেন না। (আহ্বান আসিল—) হে মুছা! সম্মুখে আসিয়া যাও, কোন ভয় করিও না, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। আরও বলিলেন—

হে মুছা! তোমার হাত জামার ভিতরে বগলতলে প্রবেশ করাইয়া বাহির করিয়া আন ; দেখিবে উহা অতি উজ্জল—(শ্বেত) রোগের কারণে নয়। হাতের

إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ط فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ط يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۔ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ۞

اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ز

وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ
الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ
رَّبِّكَ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ ط
إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝
قَالَ رَبِّ إِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ
نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۝
وَأَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّيْ
لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا
يُّصَدِّقُنِيْ - إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ
يُّكَذِّبُوْنِ ۝
قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ
وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ
إِلَيْكُمَا - بِاٰيٰتِنَا - أَنْتُمَا وَمَنِ
اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ۝

পরিবর্ত্তনে ভয় হইলে তাহার জন্য পুনঃ তুমি হাতকে বগলের সঙ্গে মিলাইও; দেখিবে, উহা স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে। এই দুইটি মোজেযা তোমার সত্যতার প্রমাণ ও ছনদ স্বরূপ দান করতঃ তোমাকে ফেরাউন ও তাহার পরিষদের প্রতি প্রেরণ করিতেছি; তাহারা নাফরমান জাতি হইয়াছে।

মুছা (আঃ) আরজ করিলেন, প্রভু! আমি ফেরাউন গোষ্টির একজন লোক হত্যা করিয়াছিলাম; আমার ভয় হয় তাহারা আমাকে (পাইলে) মারিয়া ফেলিবে। আমার ভ্রাতা "হারুন" আমার তুলনায় অধিক বাক-পটু তাঁহাকে আমার সঙ্গে রসুলরূপে প্রেরণ করুন; তিনি আমার সমর্থন করিবেন; ফলে আমার কথা জোরদার হইবে; আমার ভয় হয় তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে।

আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, এখনই তোমার ভ্রাতার (নবুয়ত) দ্বারা তোমার শক্তি বৃদ্ধি করিব এবং তোমাদেরকে বিশেষ প্রভাব দান করিব; ফলে তাহারা (ক্ষতি করিতে) তোমাদের কাছেও ভিড়িতে পারিবে না। আমার প্রদত্ত (সত্যবাদিতার) নিদর্শণ লইয়া তাহার নিকট যাও। তোমাদের এবং তোমাদের অনুসারীদেরই জয় হইবে।

(ছুরা কাছাছ—২০ পাঃ ৭ রুঃ)

[২]

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي
آنَسْتُ نَارًا ط سَآتِيكُم مِّنْهَا
بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ
لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

স্মরণীয় ঘটনা—মুছা স্বীয় স্ত্রী ও সঙ্গীগণকে বলিলেন, আমি কিছু দূরে আগুন দেখিয়াছি। (তোমরা এস্থানে থাক) আমি তথা হইতে পথের খোঁজ নিয়া আসিব বা জ্বলন্ত-অঙ্গার নিয়া আসিব ; তোমরা উহার তাপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ
مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ط
وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

যখন মুছা ঐ অগ্নির নিকটে আসিলেন তখন তাঁহাকে সম্ভাষণ জানাইয়া বলা হইল, বরকতপূর্ণ হউক যাহারা এই অগ্নির (ন্যায় উজ্জ্বল নূরের ব্যবস্থাপকরূপে উহার) মধ্যে আছে (তথা ফেরেশতা) এবং যে উহার পার্শ্ববর্ত্তী আছে (তথা মুছা)। অধিকন্তু (বলা হইল,) সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার মহান আল্লাহ হইতেছেন পবিত্রতাময় মহামহিমান্বিত। (আর যাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সবই স্থূল বস্তু ; এইসব মহান আল্লাহ নহেন, বরং তাঁহার কুদরতের লীলা মাত্র।)

يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝

হে মুছা! নিশ্চয় জানিও, আমি হইতেছি, মহান আল্লাহ তায়ালা প্রবল পরাক্রমশালী মহা প্রজ্ঞাময়।

وَأَلْقِ عَصَاكَ ط فَلَمَّا رَآهَا
تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا
وَلَمْ يُعَقِّبْ ط يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ
إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۝

আর তোমার লাঠি মাটিতে ফেল ত। অতঃপর যখন উহাকে (বড় অজগররূপে) সরু সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিলেন তখন তিনি ভয়ে সরিয়া পড়িলেন, পিছনে তাকাইলেনও না। আহ্বান আসিল, হে মুছা! ভয় পাইও না ; আমার নিকট রসুলগণের ভয় পাওয়ার কারণ নাই।

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

অবশ্য যে অন্যায় করে (সে ভীত হইতে পারে, কিন্তু) তৎপর খারাপের পরিবর্ত্তে ভাল করিলে (তথা গোনার পরে তওবা করিলে তাহারও গোনাহ মাফ হইবে, ভয়-ভীতির কারণ থাকিবে না ;) নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল দয়ালু।

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ط إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝

আর তুমি নিজ হাতকে জামার ভিতর বক্ষে প্রবেশ কর, উহা রোগ ব্যতিরেকে উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইবে। এই দুইটি সহ নয়টি মোজেযা লইয়া ফেরাউন ও তাহার পরিবারবর্গের প্রতি যাও। তাহারা নাফরমান জাতিতে পরিণত হইয়াছে। (১৯ পাঃ ১৬ রুঃ)

[৩]

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝

মুছার ঘটনা কি আপনি জানেন ? যখন তিনি পথিমধ্যে দূর হইতে একটি আগুন রূপ বস্তু দেখিয়া নিজ পরিজনকে বলিলেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর ; আমি দূরে একটা আগুন দেখিয়াছি ; আশা করি উহা হইতে কিছুটা অংশ তোমাদের জন্য নিয়া আসিব ; অথবা তথায় আগুনের সন্ধান পাইব।

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى ۝ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ج إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

মুছা ঐ আগুনের নিকটবর্ত্তী আসিলে ঘোষণা শুনিলেন, নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ; তুমি পায়ের জুতাদ্বয় খুলিয়া ফেল ; তুমি ত এক পবিত্র প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছ। আর শুন, আমি তোমাকে

وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ◎

মনোনীত করিয়াছি, (রসুলরূপে), অতএব প্রেরিত অহী মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর—

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ◎ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ◎ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ◎

নিশ্চয় আমি হইতেছি আল্লাহ, আমি ব্যতীত মাবু'দ আর কেহই নাই, অতএব বন্দেগী একমাত্র আমারই করিবে এবং আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্য নিয়া "নামায" উত্তমরূপে আদায় করিবে। "কেয়ামত" নিশ্চয় আসিবে, আমি উহার আগমন তারিখ গোপন রাখিতে ইচ্ছা করি। (নির্দ্ধারিত সময় উহা সংঘটিত হইবেই;) যেন প্রত্যেক ব্যক্তি কর্ম্ম অনুসারে ফল লাভ করিতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি উহা বিশ্বাস করে না এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে কেয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন হইতে কোন মতেই বিরত রাখিতে না পারে, অন্যথায় তুমি ধ্বংসের সম্মুখীন হইবে।

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ◎ قَالَ هِىَ عَصَاىَ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ◎

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিলেন, হে মুছা! তোমার ডান হস্তের ঐ জিনিষটা কি? মুছা বলিলেন উহা আমার লাঠি; উহার উপর আমি ভর করিয়া থাকি এবং উহা দ্বারা আমার মেষ পালের জন্য বৃক্ষের পাতা পাড়িয়া থাকি; উহা আরও অনেক কাজে আসে।

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ◎ فَاَلْقٰهَا

আল্লাহ বলিলেন, হে মুছা! লাঠিটা মাটিতে ফেল ত; মুছা উহাকে মাটিতে ফেলিলেন; তৎক্ষণাৎ উহা

(৮০ গজ লম্বা) অজগর হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, ইহাকে ধরিয়া ফেল, ভয় পাইও না। এখনই উহাকে প্রথম অবস্থায় ফিরাইয়া দিব।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিলেন, নিজ হস্তকে বগলের সঙ্গে মিলিত কর ; উহা রোগ ব্যতিরেকে উজ্জ্বলরূপে বাহির হইবে। ইহা আমার শক্তির ও তোমার সত্যতার দ্বিতীয় নিদর্শন। আমার বৃহত্তম নিদর্শনের আরও কতকগুলি তোমাকে দেখাইবার ইচ্ছা রাখি। তুমি ফেরাউনের নিকট যাও ; নিশ্চয় সে সীমা লঙ্ঘন করিয় ছে।

মুছা দোয়া করিলেন, হে প্রভু! আমার সিনা খুলিয়া দাও ; (তোমার বাণী ভালরূপে বুঝিতে পারি, প্রচারে মনোবল পাই, ভয়-ভীতি না আসে।) আর আমার সব কাজ আমার জন্য সহজ করিয়া দাও ; আমার মুখের জড়তা দূর করিয়া দাও ; যেন সকলে আমার কথা ভালরূপে বুঝিতে পারে। আর আমার লোকদের মধ্য হইতেই আমার একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর—আমার ভ্রাতা হারুনকে মনোনীত কর ; তাহার দ্বারা আমার বাহুবল বাড়াইয়া দাও এবং তাহাকেও আমার সঙ্গে আমার কর্ত্তব্যে নিয়োগ কর ; যেন আমরা উভয়ে মিলিয়া বেশী

فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ◎ قَالَ خُذْهَا
وَلَا تَخَفْ- سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا
الْاُوْلٰى ◎
وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ
تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ اٰيَةً
اُخْرٰى ◎ لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا
الْكُبْرٰى ◎ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ
اِنَّهٗ طَغٰى ◎

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ◎
وَيَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ ◎ وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِّنْ لِّسَانِىْ ◎ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ◎
وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ
هٰرُوْنَ اَخِى ◎ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِىْ ◎
وَاَشْرِكْهُ فِىْٓ اَمْرِىْ ◎ كَىْ
نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذْكُرَكَ

পরিমাণে তোমার পবিত্রতা প্রচার এবং তোমার জিকির করিতে পারি; তুমি আমাদের সব অবস্থা দেখিতেছ। আল্লাহ বলিলেন, হে মুছা! তোমার দরখাস্ত পুরা করিলাম।……

আর আমি তোমাকে গঠন করিয়াছি আমার নিজের (কাজের) জন্য; তুমি ও তোমার ভ্রাতা (তোমাদের সত্যতা প্রমাণে) আমার প্রদত্ত নিদর্শন মোজেযা গুলি লইয়া রওয়ানা হও; আমাকে স্মরণে রাখিতে অবহেলা করিও না। তোমরা যাও ফেরাউনের নিকট। নিশ্চয় সে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তোমরা তাহাকে নম্রভাবে বুঝাও; হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করিবে, অথবা পরিণামের ভয় করিবে।

উভয়ে আরজ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাদের আশঙ্কা হয় সে আমাদেরে আক্রমণ করিয়া বসে বা কোন অসঙ্গত কার্য্য করিয়া বসে!

আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, তোমরা ভয় পাইও না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি—সব (কথাবার্ত্তা) শুনিতে থাকিব, (সব অবস্থা) দেখিতে থাকিব।

তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট পৌছিয়া তাহাকে এই বল যে, আমরা তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা প্রভুর তরফ হইতে রসুলরূপে আসিয়াছি। বনী ইস্রায়ীলগণকে আমাদের সঙ্গে ছাড়িয়া দাও, তাহাদিগকে আর যাতনা

كَثِيرًا ۝ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسَى ۝ ……

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۝ اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِاٰيٰتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۝ اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۝ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۝

قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَّطْغَى ۝

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ۝

فَأْتِيٰهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ - قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ

দিও না। আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি তোমার প্রভুর তরফ হইতে আমাদের সত্যতার প্রমাণ লইয়া। স্মরণ রাখিও—যাহারা সত্যের অনুসরণ করিবে তাহাদের জন্যই শান্তি। আমাদিগকে অহী মারফৎ জ্ঞাত করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি সত্যকে মিথ্যা বলিবে এবং অস্বীকার করিবে নিশ্চয় তাহাকে আজাব ভোগ করিতে হইবে।

رَبِّكَ - وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ
الْهُدٰى * اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَا
اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ
وَتَوَلّٰى *

(ছুরা ত্বা-হা—১৬ পাঃ ১০ × ১১ রুঃ)

ফেরাউনের নিকট হযরত মুছা ও হারুনের উপস্থিতি ঃ

আল্লাহ তায়ালার আদেশানুসারে মুছা (আঃ) ও হারুন (আঃ) উভয়ে ফেরাউনের নিকট আল্লার আদেশ পৌঁছাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ফেরাউন ত হযরত মুছার মুখে নবুয়তের দাবী শুনিয়াই অবাক হইয়া গেল যে, কিছু দিন পূর্ব্বে তুমি আমাদেরই লালন-পালনে ছিলে ; খুনের অপরাধী হইয়া পলাইয়া গিয়াছিলে, এখন বলিতেছ,—তুমি নবী হইয়াছ ? এইরূপে ফেরাউন প্রতিবাদ করতঃ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। আর মুছা (আঃ) যে তাহাকে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের আহ্বান জানাইতেছিলেন তাহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং হযরত মুছাকে তাঁহার সত্যতার প্রমাণ দেখাইতে বলিল। মুছা (আঃ) তাঁহার লাঠি এবং হাতের মোজেযা দেখাইলেন। ফেরাউন এবং তাহার পরিষদমণ্ডলি ঐ সব মোজেযাকে "যাদু" সাব্যস্ত করিল এবং দেশের বড় বড় যাদুকরদের দ্বারা হযরত মুছার প্রতিদ্বন্দিতা করিতে প্রস্তুত হইল। পবিত্র কোরআনে বহু স্থানে উক্ত ঘটনা বর্ণিত আছে ; কতিপয় উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

মুছা (আঃ) যখন আমার প্রদত্ত প্রমাণ সমূহ লইয়া ফেরাউনগোষ্ঠির নিকট পৌঁছিলেন তখন তাহারা বলিল, এইসব ত জালিয়াতি যাদু ভিন্ন আর কিছু নহে। (আল্লাহ আছেন, তিনি নবী পাঠান, মোজেযা প্রদান করেন—)

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا
بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ
مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ

آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ * وَقَالَ مُوسَىٰ
رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ
مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ
الدَّارِ ط إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ *
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ
مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي ج
فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ
فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ
إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ
الْكَاذِبِينَ *
وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ
إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ *
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي
الْيَمِّ ج فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

এইসব কথা ত আমাদের চৌদ্দ পুরুষের মধ্যেও শুনি নাই। মুছা (আঃ) বলিলেন, আমার পরওয়ারদেগার ভালরূপে জানেন—কে তাঁহার নিকট হইতে সত্য দ্বীন নিয়া আসিয়াছে এবং কে পরিণামে সাফল্য লাভ করিবে। ইহা ধ্রুব সত্য যে, পরিণামে স্বৈরাচারিরা সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না।

ফেরাউন তার পরিষদকে বলিল, আমি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোন মাবুদ আছে ইহা আমি ধারণাও করি না। অতঃপর সে (লোকদিগকে প্রভাবান্বিত করার উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ করিয়া উজীর) হামানকে বলিল, আগুনে পুড়িয়া পাকা পোক্তা ইট তৈরী কর, তদ্দারা একটা উঁচু বালাখানা (মানমন্দির) তৈরী কর ; উহার উপর উঠিয়া আমি দেখিব, মুছার খোদার খোঁজ পাই না কি! আমার ত বিশ্বাস, মুছা মিথ্যাবাদীদের একজন।

ফেরাউন এবং তাহার লোক-লস্কররা দুনিয়ার মধ্যে মিছামিছি আত্মগর্ব্বে ফুলিয়াছিল ; তাহাদের ধারণা ও বিশ্বাস এই ছিল যে, তাহাদের আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

পরিণামে আমি ফেরাউন ও তাহার লোক-লস্করকে পাকড়াও করিলাম এবং দরিয়ায় ডুবাইয়া দিলাম। চিন্তা কর স্বৈরাচারীদের পরিণাম কি ঘটিয়াছিল! আর আমি তাহাদিগকে সরদার

الظّٰلِمِيْنَ * وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ
اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ
لَا يُنْصَرُوْنَ * وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ
الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ
مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ *

বানাইয়াছিলাম ; তাহারা লোকদিগকে দোযখের দিকে পরিচালিত করিত, তাই কেয়ামতের দিন তাহারা সাহায্যকারী পাইবে না, শুধু তাই নহে—এই দুনিয়াতেই আমি তাহাদের পিঠে লা'নতের ছাপ লাগাইয়া দিয়াছি, আর কেয়ামতের দিন তাহাদের যে দুরবস্থা হইবে তাহা ত আছেই।

(ছুরা কাছাছ—২০ পাঃ ৭ রুঃ)

[২]

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى
وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ
بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا
مُّجْرِمِيْنَ * فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ
مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ
مُّبِيْنٌ *

(পূর্ব্বোল্লেখিত রসূলগণের) পরে আমি মুছা এবং হারুনকে পাঠাইলাম আমার পক্ষ হইতে তাঁহাদের সত্যতার কতিপয় নিদর্শন দিয়া (বিশেষরূপে) ফেরাউন ও তাহার পরিবারবর্গের প্রতি। কিন্তু তাহারা গোড়ামী করিল, বস্তুতঃ তাহারা ছিলই অপরাধপরায়ণ দল। যখন আমার পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট সত্য উদ্ভাসিত হইল তখনও তাহারা বলিল, ইহা ত স্পষ্ট যাদু।

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ
لَمَّا جَآءَكُمْ ۭ اَسِحْرٌ هٰذَا ۭ وَلَا
يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ *

মুছা (আঃ) বলিলেন, সত্য তোমাদের নিকট উদ্ভাসিত হওয়ার পরও তোমরা উহা সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য কর? যাদু কি এরূপ হয়? কোন যাদুকর (নবুয়তের দাবী করিয়া কোন যাদুর মধ্যে) কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا

তাহারা বলিল, তুমি আমাদের নিকট আসিয়াছ আমাদিগকে ঐ ধর্ম্ম-মত হইতে হটাইবার জন্য যে ধর্ম্ম-মতের উপর

وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا وَتَكُوْنَ
لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِى الْاَرْضِ ط
وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ *

আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণকে পাইয়াছি ; আর এইজন্য যে, দেশের মধ্যে তোমাদের দুই জনের সরদারী কায়েম হউক ? আমরা তোমাদিগকে কস্মিনকালেও বিশ্বাস করিব না।

(ছুরা ইউনুছ—১১ পাঃ ১৩ রুঃ)

[৩]

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى
بِاٰيٰتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ
فَظَلَمُوْا بِهَا ج فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ *

তারপর আমি পাঠাইলাম মুছাকে আমার প্রদত্ত প্রমাণাদি দিয়া ফেরাউন ও তাহার সরদারদের প্রতি। তাহারা ঐসব প্রমাণের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিল (উহা উপেক্ষা করিল)। ফলে সেই ফাছাদকারীদের পরিণাম কি ঘটিয়াছিল, তাহা তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখ।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ
رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ * حَقِيْقٌ
عَلٰى اَنْ لَّا اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ
اِلَّا الْحَقَّ ط قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ
مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْ
اِسْرَآئِيْلَ *

মুছা (আঃ) বলিলেন, হে ফেরাউন। আমি সারা জাহানের প্রভুর পক্ষ হইতে রসুল নিয়োজিত হইয়াছি। আমার কর্ত্তব্য, আমি আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে সত্য বৈ আর কিছু বলিব না ; আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি, আমি তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আমার সত্যতা প্রমাণের নিদর্শন নিয়া আসিয়াছি, অতএব বনী-ইস্রায়ীলীগণকে আমার সঙ্গে ছাড়িয়া দাও।

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ
فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ *

ফেরাউন বলিল, তুমি যদি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তবে উহা প্রকাশ কর যদি তুমি সত্যবাদী হও।

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِينَ *

সেমতে মুছা স্বীয় লাঠি ফেলিয়া দিলেন; তৎক্ষণাৎ উহা স্পষ্টতঃ (৮০গজ লম্বা) অজগর হইয়া গেল। এতদ্ভিন্ন মুছা নিজ হস্ত বগলের নীচ হইতে বাহির করিলে উহা সমস্ত দর্শকের সমক্ষে উজ্জল ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيمٌ ۝ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِينَ ۝ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيمٍ ۝

ফেরাউনগোষ্টির সাহেব-সরদাররা তাহাদের সর্ব্ব-সাধারণকে বুঝাইল যে, নিশ্চয় এই ব্যক্তি বড় বিজ্ঞ যাদুকর; সে তোমাদিগকে দেশান্তর করিতে চায়, সুতরাং তোমাদের পরামর্শ কি?

তাহারা সকলে মিলিয়া ফেরাউনকে পরামর্শ দিল যে, মুছা ও তাহার ভ্রাতাকে এখনকার মত অবকাশ দেওয়া হউক, আর নগরে নগরে লোক সংগ্রহকারীদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হউক; তাহারা সমস্ত বিজ্ঞ যাদুকরগণকে নিয়া আসিবে।

(৯ পাঃ ৩ রুঃ)

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوسٰى ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْ أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى ۝

ফেরাউন বলিল, হে মুছা! তোমরা যে প্রভুর কথা বল সেই প্রভু কে? মুছা বলিলেন, সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুকে উহার আকার-আকৃতিতে রূপায়িত করিয়াছেন অতঃপর প্রত্যেককে উহার উপযোগী খাদ্য-খাদক, কাজ-কর্ম্ম চাল-চলন ইত্যাদির প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্তরূপে পরিচালিত করিয়াছেন যিনি, তিনিই আমাদের প্রভু।

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْأُوْلٰى ۝

ফেরাউন (প্রভু হওয়ার দাবীদার; মুছার মুখে সে বাস্তব প্রভুর পরিচয় ও

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ ج
لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسَى ◎ الَّذِىْ
جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ
لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً ط فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ
نَّبَاتٍ شَتّٰى ◎ كُلُوْا وَارْعَوْا
اَنْعَامَكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّاُولِى النُّهٰى ◎ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ
وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ
تَارَةً اُخْرٰى ◎

গুণাগুণ শুনিয়া ভয় পাইল যে, এই পরিচয়ে ত আমার দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে, তাই ঐ আলোচনা এড়াইবার উদ্দেশ্যে অন্য প্রশ্ন তুলিয়া সে) বলিল, পূর্ব্ব যুগের লোকদের অবস্থা কি হইবে ? (অনেকে ত "প্রভু" অস্বীকার করিত। মুছা (আঃ) এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপ করতঃ বাস্তব প্রভুর আরও গুণাবলী উল্লেখ করিলেন। যেন ফেরাউনের দাবীর অসারতা সুস্পষ্ট হয়।) মুছা (আঃ) বলিলেন, পূর্ব্ব যুগীয় লোকদের সংবাদ আমার প্রভুর নিকট লিখিত রহিয়াছে ; আমার প্রভু উহা হইতে অজ্ঞ নহেন, তিনি উহা ভুলিবেনও না। (প্রভুর আরও গুণাবলী শুন,) তিনি তোমাদের বসবাসের জন্য জমিনকে বিছানার ন্যায় করিয়াছেন, উহার মধ্যে চলাফেরার জন্য বিভিন্ন পথ বানাইয়া দিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন। (আল্লাহ বলেন,) সেই পানি দ্বারা আমি বিভিন্ন শ্রেণীর বহু রকম উদ্ভিদ মাটি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি ; তোমরা উহা খাও, তোমাদের পশু পালকেও উহাতে চরাও। নিশ্চয় এই সমস্তের মধ্যে (প্রভুর পরিচয়ের) বহু নিদর্শন রহিয়াছে জ্ঞানবানদের জন্য। (আল্লাহ আরও বলেন,) আমি এই জমীন হইতেই তোমাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছি (জমীনের উদ্ভিদ হইতে খাদ্য, উহা খাইয়া রক্ত, রক্ত হইতে বীর্য্য, বীর্য্য দ্বারা মানব দেহ সৃষ্ট।) এবং এই জমীনের মধ্যেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনিব এবং ইহা হইতেই পুনঃ তোমাদিগকে বাহির করিব। (যেমন বীজ জমীনেই জন্মে, আমার জমীনেই ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ জন্মে।)

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ
وَأَبَىٰ ۝ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا
مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ۝
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ
نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ
وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝
فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ
ثُمَّ أَتَىٰ ۝
قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ
وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ۝
فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ
وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ۝

আমি (মুছার মাধ্যমে আমার পরিচয়ের) সব রকম নিদর্শনই ফেরাউনকে দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু সে অমান্য ও অস্বীকার করিল। সে বলিল, হে মুছা! তুমি যাদুর দ্বারা আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে তাড়াইতে আসিয়াছ? আমরাও তোমার বিরুদ্ধে অনুরূপ যাদুর ব্যবস্থা করিতেছি। অতএব উভয়ের মধ্যে সময় নির্দ্ধারিত কর; আমরা বা তুমি—কেহই উহার ব্যতিক্রম করিবেনা, ঐ সময়ে উভয় পক্ষ মাঝামাঝি এক স্থানে সমবেত হইবে।

মুছা (আঃ) বলিলেন, তোমাদের উৎসব দিবস নির্দ্ধারিত রহিল, বেলা এক প্রহরে সমস্ত লোক সমবেত হইবে।

ফেরাউন চলিয়া গেল এবং নিজের ফন্দি-ফিকির সম্পন্ন করিয়া নির্দ্ধারিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল।

মুছা (আঃ) উপস্থিত সকলকে উপদেশ দানে বলিলেন, তোমাদের ভয়াবহ অবস্থা হইবে; তোমরা (আল্লাহ প্রদত্ত মোজেযাকে "যাদু" বলিয়া) আল্লার উপর মিথ্যারোপ করিও না; অন্যথায় তিনি তোমাদিগকে আজাব দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিবেন। মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারী ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

উপদেশের ফলে লোকদের মধ্যে (মুছা সম্পর্কে) মতভেদ সৃষ্টি হইল এবং গোপন সলা-পরামর্শ চলিল।

قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ◎ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ◎

তাহারা বলিল, মুছা ও হারুন তাহারা তুইজন যাত্নকর, তোমাদিগকে যাত্নর জোরে তোমাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া তোমাদের সুশৃঙ্খল ধর্ম্মমতটাকে নষ্ট করিয়া দিতে চায়, অতএব তোমরা সমবেত ভাবে সকল প্রকার তয়-তদবীর লইয়া প্রতিরোধের জন্য সারিবদ্ধ হইয়া একতাবদ্ধতার সহিত উপস্থিত হও। আজ বিজয়ী দলেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ◎ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ ◎

একটি স্মরণীয় ঘটনা—যখন তোমার পরওয়ারদেগার মুছাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি একটি স্বৈরাচারী জাতি তথা ফেরাউন জাতির নিকট যাও; তাহারা কি সংযত হইবে না?

قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ؕ وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ◎ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ◎

মুছা (আঃ) বলিলেন, আমার ভয় হয়, (আমি একা হইলে) তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। আমার মতে ত সঙ্কোচবোধ আছেই, তত্নপরি আমার মুখও চালু নয়—মুখে তোৎলামী আছে, অতএব (আমার ভ্রাতা) হারুনকেও নবুয়ত দান করুন। তত্নপরি আমার উপর তাহাদের একটি (খুনের) অপরাধের দাবী আছে। আমার ভয় হয়, তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ◎ فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ

আল্লাহ বলিলেন, না না—কিছুই করিতে পারিবে না, তোমরা আমার প্রদত্ত দলীল-প্রমাণ, আদেশাবলী লইয়া যাত্রা কর, আমি তোমাদের সঙ্গে

আছি ; সব শুনিতে থাকিব। তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা সারা জাহানের প্রভুর রসুল ; প্রভুর আদেশ—তুমি বনী-ইস্রায়ীলগণকে আমাদের সঙ্গে ছাড়িয়া দাও।

(মুছা (আঃ) ফেরাউনকে নবুয়তের দাবী জানাইলেন) ফেরাউন বলিল, আমরা ত তোমাকে শিশুকাল হইতে লালন-পালন করিয়াছি এবং আমাদের মধ্যেই তুমি নিজ বয়সের অনেক বৎসর কাটাইয়াছ, তারপর তুমি একটা জঘন্য কাজ করিয়াছিলে (এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে) তুমি ত বড়ই অকৃতজ্ঞ।

মুছা (আঃ) বলিলেন, ঐ কাজ করিয়াছি, তখন উহা আমার অসর্কতায় সংঘটিত হইয়াছিল। অতঃপর তোমাদের ভয়ে তোমাদের হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম। পরে আমার পরওয়ার দেগার আমাকে বিশেষ জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং আমাকে রসুল নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

আর (লালন-পালন করার) যে উপকার আমার প্রতি দেখাইতেছ—তাহা তোমারই কারণে ছিল যে, তুমি বনী-ইস্রায়ীলকে দাস বানাইয়া রাখিয়াছিলে। (তাহাদের ছেলে সন্তান তুমি মারিয়া ফেলিতে।)

ফেরাউন বলিল, (তোমার উল্লেখ্য) সারা জাহানের পরওয়ার-

فقولا انا رسول رب العلمين لا
ان ارسل معنا بنى اسرائيل ط
قال الم نربك فينا وليدا
ولبثت فينا من عمرك سنين ۝
وفعلت فعلتك التى فعلت
وانت من الكفرين ۝
قال فعلتها اذا وانا من
الضالين ط ففررت منكم لما
خفتكم فوهب لى ربى حكما
وجعلنى من المرسلين ۝
وتلك نعمة تمنها على ان
عبدت بنى اسرائيل ط
قال فرعون وما رب العلمين ط

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ۝ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ۝

দেগারের পরিচয় কি ? মুছা বলিলেন, সমস্ত আসমান, জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুর সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা যিনি, তিনিই সারা জাহানের পরওয়ারদেগার ; যদি বিশ্বাস কর (তবে এই পরিচয় যথেষ্ট।) ফেরাউন দরবারস্থিত সকলকে বলিল, তোমরা শুনিতেছ কি ? (যে আমি ভিন্ন অন্য প্রভু আছে।) মুছা আরও বলিলেন, তোমাদের সকলের এবং তোমাদের বাপ-দাদার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা—তিনিই সারা জাহানের প্রভু।) ফেরাউন বলিল, তোমাদের এই (দাবীদার) রসুল যে (স্বীয় দাবী মতে) তোমাদের প্রতি প্রেরিত, নিশ্চয় পাগল। (নতুবা আমাদের বাপ-দাদা তুলিয়া কথা বলিতে ভয় পাইত।)

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

মুছা(আঃ) বলিলেন, (যিনি আমার প্রভু) তিনি চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়-অস্ত, উদয়-অস্তের কাল ও স্থান এবং সমগ্র পৃথিবীর প্রভু।* বিবেক বুদ্ধি থাকিলে ইহাতেই প্রভুকে চিনিতে পারিবে।

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ۝

(প্রভুর গুণ ও পরিচয় শ্রবণে প্রভুত্বের দাবীদার ফেরাউন নিরোত্তর দিশাহারার ন্যায় হুমকিদানে বলিল,) যদি তুমি, আমি ভিন্ন অন্য মাবুদ গ্রহণ কর তবে নিশ্চয় তোমাকে কারারুদ্ধ করিব।

---

* অর্থাৎ—সমগ্র সৌরজগত যাহা লক্ষ লক্ষ বস্তুর সমবায় ; এই সব বস্তু বিভিন্ন অবস্থার ও বিভিন্ন পর্য্যায়ে রহিয়াছে, বিভিন্ন গতিতে চলিতেছে। এই সবের গতিবিধি এবং উহাও বিদ্যমান শৃঙ্খলা ইত্যাদি সব কিছু তাঁহার প্রভুত্বের অধীন। আছে কি আর কেহ যে এই সবের মধ্যে বিন্দু মাত্র অধিকার খাটায় ? ইহা অতি উজ্জ্বল ও অকাট্য পরিচয় বাস্তব প্রভুর। তোমাদের বিবেক বুদ্ধি থাকিলে এই সূত্রে প্রভুকে সহজেই চিনিতে পারিবে।

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ◎
قَالَ فَأْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ◎
فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ
مُّبِيْنٌ ◎ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ
بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ◎
قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ
عَلِيْمٌ ۙ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ
اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ◎
قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ
فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۙ يَاْتُوْكَ
بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ◎

মুছা (আঃ) বলিলেন, আমি যদি (সত্যতার) স্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারি তবুও (কারাভোগ)? ফেরাউন বলিল, সত্যবাদী হইলে প্রমাণ পেশ কর।

মুছা (আঃ) স্বীয় লাঠি মাটিতে ফেলিলেন, উহা স্পষ্ট অজগর হইয়া গেল। আরও তিনি নিজ হস্ত বগলের তলদেশ হইতে বাহির করিলে উহা দর্শকদের সম্মুখে ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।

ফেরাউন তাহার পরিষদকে বলিল, নিশ্চয় এই ব্যক্তি বিজ্ঞ যাদুকর, তাহার ইচ্ছা—যাদুর জোরে তোমাদেরে দেশান্তরিত করিবে; তোমরা (তাহার সম্পর্কে) কি পরামর্শ দেও?

পরিষদ বলিল, তাহাকেও তাহার ভ্রাতাকে এখন অবকাশ দেন এবং নগরে নগরে সংগ্রহকারী লোক পাঠাইয়া দেন, তাহারা প্রত্যেক বিজ্ঞ যাদুকরকে আপনার নিকট উপস্থিত করিবে।
(ছুরা শোয়ারা—১৯ পাঃ ৬ + ৭ পাঃ)

হযরত মুছা ও যাদুকরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ

ফেরাউনের লোক-লস্করগণ বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বড় বড় বিজ্ঞ যাদুকর সংগ্রহ করিল, সেই যুগও ছিল যাদু বিদ্যার উন্নতির সেরা যুগ। সমবেত প্রচেষ্টায় এক দল সেরা যাদুকর ফেরাউনের দরবারে সংগৃহীত হইল। যাদুকরগণ জয়ী হইতে পারিলে ফেরাউন তাহাদিগকে প্রচুর পুরস্কার দিবে—সে সম্পর্কে কথাবার্তা বলিয়া সময়মত নির্দিষ্ট স্থানে যাদুকরগণ উপস্থিত হইল। তাহারা হযরত মুছাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আপনার লাঠি প্রথমে ফেলিবেন, না—আমাদেরটা প্রথমে ফেলিব? মুছা (আঃ) বলিলেন, তোমরাই ফেল।

তাহারা নিজেদের কতিপয় লাঠি ও দড়ি মাটিতে ফেলিল এবং যাদুর দ্বারা লোকদের নজরবন্দি করিয়া দিল; ফলে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ লোকদের চোক্ষে এইরূপ দেখাইতে ছিল যেন ঐ লাঠি ও রশিগুলি সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে। এইরূপে তাহারা এক মস্ত বড় যাদুর অবতারণা করিল।

মুছা (আঃ) সব কিছুই উপলব্ধি করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি এই ভয় করিলেন যে, যাদুকররা দর্শকদের নজরবন্দি করিয়া যাহা দেখাইল আমার মোজেযাও ত সেই শ্রেণীরই, এমতাবস্থায় দর্শকদের নজরে হক ও না-হক, মোজেযা ও যাদুর পার্থক্য উদ্ভাসিত হইবে কি না? আল্লাহ তায়ালা হযরত মুছার নিকট অহী পাঠাইলেন, আপনি কোন প্রকার আশঙ্কা না করিয়া আপনার লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দেন। মুছা (আঃ) স্বীয় লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে উহা এক অজগর হইয়া যাদুকরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সব কিছুকে গিলিয়া ফেলিল।

অবস্থা দৃষ্টে প্রতিদ্বন্দ্বি যাদুকররা সর্ব্বাধিক প্রভাবান্বিত হইল। তাহারা যাদুর বাস্তব অবস্থা ও উহার শক্তি সীমা ইত্যাদি ভালরূপে জানিত। সুতরাং তাহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিল যে, মুছা (আঃ) যাহা দেখাইয়াছেন তাহা যাদু নহে, অলৌকিক শক্তি; নতুবা উহা বাস্তব অজগরে পরিণত হইয়া আমাদের যাদুর বস্তুসমূহ খাইয়া ফেলিতে পারিত না। অধিক এই হইত যে, তাঁহার লাঠিও আমাদের লাঠিগুলির ন্যায় বা উহা অপেক্ষা বড় আকারের সাপের মত দেখাইত; বাস্তব সাপে পরিণত হইত না, যদ্দরুণ উহা আমাদের যাদুকে ভক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। যাদুর দ্বারা কোন বস্তুর প্রকৃত পরিবর্ত্তন ঘটে না, শুধুমাত্র দর্শকের নজরে একটি বস্তুর উপর অপর বস্তুর আকার ও রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং নজরবন্দির কারণে উহা দৃষ্ট হইয়া থাকে—প্রকৃত প্রস্তাবে উহা দৃষ্ট রূপের বস্তুতে পরিণত হয় না। যেমন আলোচ্য—ঘটনায় যাদুকরদের লাঠি ও দড়িগুলি আগে পরে সব সময় প্রকৃত প্রস্তাবে নির্জীব লাঠি ও দড়িই রহিয়াছে, অবশ্য নজরবন্দির দরুণ কিছু সময়ের জন্য দর্শকদের চোখে ঐগুলোর উপর সাপের আকৃতি ও রূপ দৃষ্ট হইয়াছিল মাত্র, ঐগুলো প্রকৃত প্রস্তাবে সাপ হইয়াছিল না। পক্ষান্তরে হযরত মুছার লাঠি বিশেষ সময়ের জন্য হইলেও বাস্তব সাপে পরিণত হইয়াছিল, নির্জীব লাঠি জীবন্ত অজগরে পরিণত হইয়াছিল, সে মতেই উহার পক্ষে যাদুকরদের বস্তু সমূহ গলধঃ করা সম্ভব হইয়াছিল। এবং ইহা যে, নজরবন্দি ও ভোজের বাজি ছিল না, তাহা

যাদুকরগণ নিজেদের বিজ্ঞতার দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করিতেছিল। ফলে তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব সমক্ষে ঐ প্রতিদ্বন্দ্বি যাদুকরগণ খাঁটি ঈমান গ্রহণের ঘোষণা পূর্ব্বক প্রভু পরওয়ারদেগারের দরবারে নিজকে ঢালিয়া দিবার নিদর্শনস্বরূপ সেজদায় পড়িয়া গেল। উক্ত ঘটনার বিবরণ নিম্নের আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে—

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ
وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى
قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ
وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ
اَنَّهَا تَسْعٰى ۝
فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ۝
قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ۝
وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا
صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ
وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ۝

যাদুকররা বলিল, হে মুছা। প্রথমে আপনি লাঠি ফেলিবেন ; না—আমরা প্রথমে ফেলিব ?

মুছা (আঃ) বলিলেন, বরং তোমরাই ফেল। তখন তাহাদের নিক্ষিপ্ত দড়ি-গুলি এবং লাঠিগুলি যাদুর বলে (দর্শকদের, এমনকি) মুছা (আঃ) এর দৃষ্টিতেও দেখাইতেছিল, যেন ঐগুলি (সাপের ন্যায়) ছুটাছুটি করিতেছে।

মুছা (আঃ) মনে আশঙ্কা বোধ করিলেন ; (ইহা ভেলকি বাজী, কিন্তু দেখিতে আমার মোজেযার অনুরূপই ; দর্শকরা পার্থক্য করিতে পারিবে কি ? আল্লাহ বলেন,) আমি মুছাকে বলিলাম, ভয় পাইবেন না ; নিশ্চয় আপনিই হইবেন জয়ী। আপনার ডান হস্তের বস্তুটা মাটিতে ফেলুন ; উহা যাদুকরদের গঠিত সব কিছু গিলিয়া ফেলিবে। তাহারা যাহা বানাইয়াছে তাহা শুধু যাদুকরের ভেলকি-বাজী। যাদুকর (মোজেযার সম্মুখে) আসিয়া কখনও জয়ী হয় না।

[২]

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ
مَّعْلُوْمٍ ۙ وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ

যাদুকর দলকে নির্দিষ্ট দিনটিতে একত্রিত করা হইল এবং লোকদের মধ্যে ঢোল-শোহরত করা হইল যে,

مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ
إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ◎
فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا
لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ
كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ◎
قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ
الْمُقَرَّبِينَ ◎
قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ
مُلْقُونَ ◎
فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا
بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ◎
فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ◎

তোমরা সকলে একত্রিত হইবে। যদি যাদুকরদল জয়ী হয় তবে আমরা সকলে তাহাদের তরিকা তথা ফেরাউনের প্রভুত্ত স্বীকারের উপরই থাকিব।

যাদুকর দল যখন ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইল তখন তাহারা ফেরাউনকে বলিল, আমরা কি বড় পুরস্কার লাভ করিব, যদি আমরা জয়ী হইতে পারি?

ফেরাউন বলিল, নিশ্চয়, অধিকন্তু তোমরা রাজ দরবারে নৈকট্য লাভ কারীদের মধ্যে গণ্য হইবে।

(মুছা (আঃ) ও যাদুকর উভয় পক্ষ) ময়দানে আসিলে মুছা (আঃ) যাদুকর দলকে বলিলেন, ফেল; যাহা কিছু তোমাদের ফেলিবার আছে।

যাদুকর দল তাহাদের দড়ি ও লাঠিগুলি মাটিতে ফেলিল এবং ফেরাউনের জয়ধ্বনি দিয়া বলিল, নিশ্চয় আমরাই জয়ী হইব। অতঃপর মুছা (আঃ) স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করিলেন, তৎক্ষণাৎ আচম্বিতে উহা (বড় অজগর হইয়া) যাদুকরদের বানাওটি বস্তুগুলি গিলিয়া ফেলিল। (১৯ পাঃ ৭ রুঃ)

[৩]

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا
إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ
الْغَالِبِينَ ◎ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ

যাদুকর দল ফেরাউনের দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিল, যদি আমরা জয়ী হইতে পারি তবে আমরা নিশ্চয় বড় পুরস্কার লাভ করিব ত? ফেরাউন বলিল—হাঁ, তদুপরি তোমরা রাজ

الْمُقَرَّبِيْنَ ۞

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ

وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ۞

قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا

اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ

وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ۞

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ

اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ

مَا يَاْفِكُوْنَ ۞ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ

مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ

وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۞

(ছুরা আ'রাফ ৯ঃ পাঃ ৪ রুঃ)

দরবারে বিশেষ নৈকট্যের অধিকারী হইবে।

যাদুকরগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মুছা। আপনি ফেলিবেন, না আমরা ফেলিব? মুছা বলিলেন, তোমরাই ফেল। যাদুকররা যখন (লাঠি ও দড়ি) ফেলিল তখন তাহারা (যাদুর দ্বারা) দর্শকদের চোখে ভেলকী লাগাইয়া দিল এবং যাদুর চাপে তাহাদেরে ভীত করিয়া দিল, (ফলে লাঠি ও দড়ি দর্শকদের চোখে সাপের ন্যায় দেখাইল।*) যাদুকররা একটা বড় রকমের যাদু উপস্থিত করিল।

আর আমি মুছার নিকট ওহী পাঠাইলাম, আপনি স্বীয় লাঠি ফেলুন; তৎক্ষণাৎ উহা বড় অজগর হইয়া যাদুকরদের বানাওটির বস্তুসমূহকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। হক ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল এবং তাহাদের বানাওটির অবসান ঘটিল। পরিণামে ফেরাউন-গোষ্ঠি উপস্থিত ক্ষেত্রেই পরাজিত হইল এবং অপমানিত হইল।

যাদুকরগণের ঈমান ও ফেরাউনের ভীতির উত্তর ঃ

যাদুকররা হযরত মুছার মোজেযা দেখিয়া সহজেই তাঁহার সত্যতা উপলব্ধি করিল; তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব সমক্ষে খাঁটী ঈমানের ঘোষণা দান পূর্ব্বক সেজদায়

* যাদুর শক্তি এতটুকুই—ভেলকীবাজী, নজরবন্দি এবং মানসিক চাপ প্রয়োগের দ্বারা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর ন্যায় দেখাইতে পারে মাত্র। ইহা কোন বড় কথা নহে—মানুষ সাধারণতঃ বায়ুরোগ, মস্তিস্কের শুষ্কতা ইত্যাদির চাপেও নানারকম বস্তু বা রং চোখে দেখিতে পায় যাহা বাস্তবে মোটেই নাই।

পড়িয়া গেল। ফেরাউন তাহাদের প্রতি ভীষণ চটিয়া গেল। সে বলিল, মনে হয় তোমরাও মুছার দলেরই ; মুছা ওস্তাদ, তোমরা শাগের্দ। সকলে মিলিয়া এই ফন্দি করিয়াছ যে, প্রথমে একজন আসিয়াছ, অতঃপর অবশিষ্টরা আসিয়া সর্ব্ব সমক্ষে পরাজয় বরণে নিজেদের দলেরই বিজয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পাইয়াছ। আচ্ছা! আমি তোমাদিগকে এই কার্য্যের সমোচিত শাস্তি দিতেছি—আমি তোমাদেরে শূলদণ্ড দিব, বুঝিতে পারিবে কিরূপ মজা লাগে।

ফেরাউনের ভীতি প্রদর্শনের উত্তরে যাতুকরগণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় শোনাই উত্তম ; নিম্নের আয়াত সমূহে লক্ষ্য করুন—

তৎক্ষণাৎ যাতুকর দল সেজদায় পড়িল এবং ঘোষণা করিল, আমরা মূছা ও হারুণের (বর্ণিত) প্রভু-পরওয়ার -দেগারের উপর ঈমান আনিলাম।

ফেরাউন (ভীষণ চটিয়া গিয়া) বলিল, তোমরা মূছার প্রতি ঈমান আনিলে—আমার অনুমতির পূর্ব্বেই (মনে হয়) নিশ্চয় মূছা তোমাদেরই প্রধান, সে-ই তোমাদের যাতু বিদ্যার ওস্তাদ (তোমরা একই দল)। সুতরাং আমি তোমাদের এক দিকের হাত অপর দিকের পা কাটিয়া শাস্তি দিব এবং তোমাদিগকে শূলে চড়াইয়া হত্যা করিব। তোমাদের প্রভু আর আমার মধ্যে কে অধিক কঠোর ও স্থায়ী শাস্তি দিতে পারে তাহা জানিতে পারিবে।

তাঁহারা ফেরাউনকে উত্তর দিলেন, আমাদের নিকট (মূছার সত্যতার) যে সব সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে ঐ সবের উপর এবং আমাদিগকে যিনি পয়দা করিয়াছেন তাঁহার উপর তোমাকে

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْا
اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ۝
قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ
لَكُمْ ط اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ
عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ج فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ
وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ
فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ - وَلَتَعْلَمُنَّ
اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ۝
قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا
جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا

প্রাধান্য দিতে আমরা আদৌ প্রস্তুত নহি; অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা করিয়া ফেলিতে পার; তুমি ত শুধুমাত্র এই পার্থিব জীবনের উপর হুকুম চালাইবে।

নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তার উপর, আমাদের আশা—তিনি আমাদের সব অপরাধ মাফ করিবেন, তোমার চাপে পড়িয়া যাদুর ব্যাপারে যাহা করিয়াছি তাহাও মাফ করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হইলেন মঙ্গলময় অবিনশ্বর চিরস্থায়ী।

ইহা অবধারিত যে, যে ব্যক্তি তাহার পরওয়ারদেগারের দরবারে উপস্থিত হইবে অপরাধী হইয়া, তাহার জন্য জাহান্নাম নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তথায় (কঠোর আজাব ভোগ করিতে থাকিবে।) তাহার সম্পুর্ণ মৃত্যুও ঘটিবে না, আবার (কষ্ট-যাতনা লক্ষ্য করিলে) উহাকে জিন্দেগীও বলা চলে না। পক্ষান্তরে যে ঈমানদার সৎকর্ম্মশীলরূপে উপস্থিত হইবে তাহাদের জন্য উচ্চ মর্য্যাদা রহিয়াছে তথা চিরস্থায়ী বেহেশত যাহার নিম্নদেশে নহর বহিয়া চলিবে; তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। আত্মশুদ্ধি লাভকারীদের প্রতিদান এইরূপই হইবে। (১৬পাঃ ১২রুঃ)

[২]

যাদুকর দল সেখানেই সেজদায় পড়িল। তাহারা ঘোষণা করিল, আমরা

فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ط اِنَّمَا
تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○
اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا
خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ
السِّحْرِ ط وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○
اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ
لَهٗ جَهَنَّمَ ط لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ○
وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ
الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ
الْعُلٰى ○ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط
وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ○
وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ○

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - رَبِّ
مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ -
قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ
اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ
مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا
مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ -
لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ
مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ -
قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ -
وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا -
رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ -

সারা জাহানের স্থষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তার প্রতি ঈমান আনিলাম, তথা হযরত মূছা ও হারুনের (বর্ণিত) প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতি।

ফেরাউন (চটিয়া গিয়া) বলিল, আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা মূছার প্রতি ঈমান আনিয়াছ ? (তোমরা সব এক দলের) নিশ্চয় এই ঘটনা তোমাদের একটা বড় ষড়যন্ত্র। এই দেশবাসীকে দেশান্তর করার উদ্দেশ্যে এই অভিসন্ধি আঁাটিয়াছ। আচ্ছা—ইহার পরিণাম শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

নিশ্চয় আমি তোমাদের এক দিকের হাত অপর দিকের পা কাটিয়া দিব, অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় তোমাদের সকলকে শূলে চড়াইয়া মারিব।

তাঁহারা বলিলেন, (ভয় নাই : মৃত্যু হইলে) আমরা আমাদের প্রভুরই নিকট পৌঁছিব। তোমার নিকট আমাদের অপরাধ একমাত্র এই ত যে, আমাদের পরওয়ারদেগারের আদেশাবলী আমাদের নিকট পৌঁছিলে আমরা উহার উপর ঈমান আনিয়াছি।

অতঃপর তাঁহারা মোনাজাত করিলেন, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! ধৈর্য্যধারণের শক্তিবলে আমাদের পরিপূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদের মৃত্যু যেন তোমার অনুগত দাস অবস্থায়ই আসে।

(ছুরা আ'রাফ—৯ পাঃ ৪ রুঃ)

[৩]

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ ۙ قَالُوْآ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۔ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۔ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۔ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۔ قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۔ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۔ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

(ছুরা শোয়ারা—১৯ পাঃ ৭ রুঃ)

যাতুকর দল সেজদায় পড়িল। তাহারা ঘোষণাও করিল যে, আমরা সারা জাহানের প্রভু তথা মুছা ও হারুনের বর্ণিত প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

ফেরাউন ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, তোমরা আমার অনুমতি লইবার পূর্ব্বেই তাহার উপর ঈমান আনিয়া ফেলিলে? নিশ্চয় মুছা তোমাদেরই প্রধান—যে তোমাদিগকে যাতু শিখাইয়াছে।(তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছ;) অচিরেই পরিণাম বুঝিতে পারিবে।

তোমাদের এক দিকের হাত অপর দিকের পা কাটিয়া দিব এবং নিশ্চয় তোমাদিগকে শূলে চড়াইয়া মারিব।

তাঁহারা বলিলেন, মৃত্যুতে কোনই ক্ষতি নাই; (মৃত্যু হইলে) আমরা আমাদের প্রভুর নিকটই পৌঁছিব—(প্রভুর জন্য প্রাণ দিয়া প্রভুর দরবারে পৌঁছিলে ত খুশীর সীমা নাই।) আমরা আশা রাখি, আমাদের প্রভু আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করিবেন; ইহার বদৌলতে যে, আমরা উপস্থিতদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মোমেন হইয়াছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ঈমানের জন্য জীবন দানে প্রস্তুত যাতুকরদের সর্ব্বশেষ অবস্থা কি হইয়াছিল? কাহারও মত এই যে, ফেরাউন তাহার হুমকি কার্যে পরিণত করিয়াছিল এবং তাঁহারা দৃঢ় চিত্তে উহা বরণ করিয়াছিলেন, ঈমান ছাড়েন নাই।

তফছীর "রুহুল মায়া'নী" এই মতামতকে তুর্ব্বল সাব্যস্ত করিয়া বিপরীত মতকে প্রাধান্য দিয়াছে যে, ফেরাউন শাস্তি প্রয়োগে সাহসী হয় নাই।

বনী-ইস্রায়ীলের মধ্যে ঈমানের বিস্তার ঃ

মূছা আলাইহেচ্ছালামের বিজয়ে যাদুকর দল ত ঈমান আনিলই বনী-ইস্রায়ীলদেরও একদল লোক ঈমান আনিল ; অবশ্য তাহারা ফেরাউনের ভয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে সাহস করে নাই। মূছা (আঃ) তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা স্থাপনের উপদেশ দিলেন ; তাহারা আল্লাহ তায়ালার দরবারে আবেদন নিবেদন করিতে লাগিল। পবিত্র কোরআনে ইহার বিবরণ এই—

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰىٓ اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ط وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ج وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۝

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ج رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ لا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(ছুরা ইউনুছ—১১ পাঃ ১৪ রুঃ)

মূছার বংশধর হইতে কিছু সংখ্যক লোক ঈমান আনিল—তাহাও ফেরাউন ও তাহার দলবলের ভয়ে ভীত অবস্থায় যে, তাহারা (জানিতে পারিলে) তাহাদিগকে কষ্ট-যাতনা দিবে। বস্তুতঃ ফেরাউন ছিলও দেশের মধ্যে অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ এবং সীমা অতিক্রমকারী।

মূছা (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, হে আমার জাতি ; যদি তোমরা বাস্তবিকই আল্লার উপর ঈমান আনিয়া থাক, তবে তাঁহার উপরই ভরসা কর। (সেই ঈমানের মোকাবিলায় সব কিছু বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হও) যদি তোমরা বাস্তবিকই মোসলমান তথা আল্লার অনুগত হইয়া থাক।

তাহারা হযরত মূছার আহ্বানে সাড়া দিয়া বলিল, আমরা আল্লার উপর পূর্ণ ভরসা স্থাপন করিলাম। হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার। আমাদিগকে জালেমদের দ্বারা অত্যাচারিত হইতে দিও না এবং নিজ রহমতে আমাদিগকে কাফেরদের হইতে রক্ষা কর।

বনী-ইস্রায়ীলদের মধ্যে নামাযের ব্যবস্থা করার নির্দ্দেশ ঃ

হযরত মূছার জয়লাভ এবং কিছু লোকের ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহ তায়ালা মূছা ও হারুন (আঃ)কে নির্দ্দেশ দিলেন, এখন বনী-ইস্রায়ীলগণকে লইয়া মিশরেই অবস্থান করুন এবং তাহাদের মধ্যে নামাযের সুব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে নামাযী বানাইতে চেষ্টা করুন। নিম্নের আয়াতে এই বিবরণই রহিয়াছে—

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

আর আমি মূছা ও হারুনের প্রতি ওহী পাঠাইলাম যে, তোমরা (এখন) নিজ জাতির ঘর-বাড়ী বাসস্থান মিশরেই রাখ এবং ঐ সব ঘর-বাড়ীর মধ্যেই নামাযের জায়গার ব্যবস্থা কর এবং সকলে নামাযের পাবন্দি কর। আর খাঁটী মোমেনগণকে সুসংবাদ দান কর। (ছুরা ইউনুছ—১১ পাঃ ১৪ রুঃ)

মুছা (আঃ) ও বনী-ইস্রায়ীলের প্রতি ব্যবস্থাবলম্বন ঃ

ফেরাউন ও তাহার দলবল হযরত মূছার সাফল্যে অগ্নি-যাতনা অনুভব করিতে লাগিল। সকলে ফেরাউনকে মুছার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য চাপ দিল। ফেরাউন এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিল যে, মুছার জাতি বনী-ইস্রায়ীলকে শাস্তি দান এবং দুর্ব্বল করার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদের ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলা হউক এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখিয়া দাসীরূপে ব্যবহার করা হউক। বনী-ইস্রায়ীলগণ এ সম্পর্কে হযরত মুছার নিকট ফরিয়াদ জানাইলে তিনি তাহাদেরে ছবর ও ধৈর্য্যের উপদেশ দিলেন এবং অচিরেই আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক ব্যবস্থাবলম্বনের আশ্বাস দিলেন। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই—

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۚ قَالَ

ফেরাউনগোষ্টির একদল লোক ফেরাউনকে বলিল, আপনি কি মুছা এবং তাহার জাতিকে ছাড়িয়া দিবেন—তাহারা দেশের ঐক্য নষ্ট করিবে, আপনাকে এবং আপনার মনোনীত মা'বুদের উপাসনাকে পরিত্যাগ করিবে?

سَنُقَتِّلُ اَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ
نِسَاءَهُمْ ج وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ ۝

ফেরাউন বলিল, (হুকুম জারী করিতেছি,) তাহাদের ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলিব এবং মেয়ে সন্তান জীবিত রাখিয়া দাসী বানাইব। আর (ইহা সহজই হইবে;) আমরা ত তাহাদের উপর প্রবল।

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا
بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ج اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ
يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

মুছা (আঃ) নিজ জাতিকে বলিলেন, তোমরা ছবর ও ধৈর্য্য ধারণ কর এবং আল্লার সাহায্য প্রার্থনা কর। সমগ্র ভূমণ্ডলের মালিক আল্লাহ, তিনি নিজ বান্দাগণ হইতে যাহাকে ইচ্ছা করেন উহার ক্ষমতা দান করেন। (তাঁহার ইচ্ছা বিভিন্ন কারণে বিভিন্নরূপে পরিচালিত হয়; জাগতিক উন্নতির দ্বারা আল্লার প্রিয় অপ্রিয় হওয়ার বিচার হয় না। অবশ্য) শুভ পরিণাম একমাত্র খোদাভীরুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট।

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ
تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ط
قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

বনী-ইস্রায়ীলগণ বলিল, আপনার আবির্ভাবের পূর্ব্বেও আমরা কষ্ট-যাতনা ভোগ করিয়াছি, আপনার আবির্ভাবের পরেও সেই দুঃখ-কষ্টই ভোগ করিব! মুছা (আঃ) সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আশা করি, তোমাদের পরওয়াদেগার তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিবেন এবং তোমাদিগকে তাহাদের স্থলে ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতাশীন করিবেন; অতঃপর তিনি দৃষ্টি রাখিবেন, সুযোগপ্রাপ্তে তোমরা দায়িত্ব পালনে কিরূপ কাজ কর। ৯ পাঃ ৫ রুঃ

ফেরাউনগোষ্ঠির উপর আল্লার গজবঃ

হযরত মুছার সত্যতা এবং তাঁহার নবুয়তের দাবী স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া গেল, এমনকি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বি যাদুকরদল তাঁহার প্রতি ঈমান আনিল। ফেরাউন ও তাহার দলবলের অন্তরেও হযরত মুছার সত্যতার ছাপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ফেরাউনের স্বৈরাচারী স্বভাব, গোড়ামী এবং স্বার্থান্ধতা তাহাকে যাদুকরদলের ন্যায় সত্যের সামনে নত হইতে দিল না এবং তাহার দলবলও তাহারই পথ অবলম্বন করিল। এ সম্পর্কেই কোরআনের বর্ণনা এই—

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَجَحَدُوْا بِهَا......

অর্থঃ—যখন ফেরাউনগোষ্ঠির নিকট আমার বিভিন্ন নিদর্শন দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হইল তখনও তাহারা এই বলিল যে, এসব স্পষ্ট যাদু। তাহারা (মুছার সত্যতার) নিদর্শন সমূহকে (ঐরূপ) অমান্য ও অস্বীকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে (অনিচ্ছা সত্বেও) একীন ও বিশ্বাসের রেখাপাত হইয়াছিল; (অবশ্য তাহারা অন্তরের সেই উদিত একীনকে গ্রহণ করে নাই) তাহাদের স্বৈরাচারী স্বভাব এবং গোঁড়ামীর কারণে। ফলে সেই স্বৈরাচারীদের পরিণতি কি হইয়াছিল তাহাই দেখিবার জিনিষ। (ছুরা নমল—১৯ পাঃ ১৬ রুঃ)

ফেরাউন নিজকে ও দলবলকে আখেরাতের আজাবে ত ঠেলিয়া দিলই দুনিয়াতেও লা'নত ও অভিসাপে পতিত হইল। পবিত্র কোরআনেই রহিয়াছে—

..... وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ۝

"মুছাকে আমি (তাঁহার সত্যতার উপর) আমার প্রদত্ত নিদর্শনসমূহ এবং স্পষ্ট প্রমাণ সহ ফেরাউন ও তাহার দলবলের প্রতি পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু (ফেরাউন তাহা অমান্য করিল এবং) ফেরাউনের দলের লোকেরা ফেরাউনের পরামর্শেই চলিল; অথচ ফেরাউনের পরামর্শ ভাল ছিল না—তাহাদের জন্য ধ্বংসকারী ছিল। ফেরাউন (দুনিয়াতে যেমন দলের নেতৃত্ব দিতেছিল তদ্রূপ) কেয়ামতের দিন তাহার দলবলের আগে আগে থাকিয়া (নিজেও জাহান্নামে পতিত হইবে,) তাহাদিগকেও জাহান্নামে পতিত করিবে; জাহান্নাম কতইনা খারাপ জায়গা। ফেরাউন ও তাহার দলবলের উপর দুনিয়াতেও লা'নত ও অভিসাপের ছাপ মারিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেয়ামতের দিনও তাহাই ভোগ করিবে। কতইনা খারাব পরিণতি তাহাদের।" (ছুরা হুদ—১২ পাঃ ৯ রুঃ)

ফেরাউন ও তাহার দলবল অন্যায় ও স্বৈরাচারিতার দরুন দুনিয়াতেই নানা প্রকার গজবে পতিত হইয়াছিল, পবিত্র কোরআনে উহার বিবরণ এই—

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ◎

আমি ফেরাউনগোষ্টিকে পাকড়াও করিয়াছিলাম দুর্ভিক্ষ এবং শস্য-ফসল, ফল-ফলাদির ক্ষয়ক্ষতির দ্বারা এই উদ্দেশ্যে যে, তাহাদের সুবুদ্ধি আসিবে।

فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا
لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ◎

কিন্তু (তাহাদের অবস্থা কি জঘন্য।) যখনই (পরীক্ষা স্বরূপ) তাহাদের একটু ভাল অবস্থা দেখা দিত তখন বলিত, আমরা ত এই অবস্থার উপযুক্ত; আর যদি (স্বৈরাচারিতার ফলে) খারাব অবস্থার সম্মুখীন হইত, তবে উহাকে মুছা ও তাঁহার সঙ্গীগণের অশুভতার পরিণতি বলিয়া থাকিত।

اَلَا اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ◎

স্মরণ রাখিও, তাহাদের অশুভতা আল্লাহ তায়ালা ভালরূপেই জানেন (যে, তাহাদেরই কৃত-কর্ম্মের ফল।) যদিও অধিকাংশ লোক ইহা বুঝে না।

وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ
اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ
بِمُؤْمِنِيْنَ ◎

তাহারা (হযরত মুছাকে) আরও বলিল, আমাদের উপর যাদু চালাইবার জন্য যে কোন রকম আশ্চর্য্য বস্তুই পেশ করনা কেন আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হইব না।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ
وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ

ফলে তাহাদের উপর প্লাবনকারী ভীষণ বন্যা, শস্য-ফসল ফল-মুল ধ্বংস-কারী পঙ্গপালের আক্রমণ, গুদামজাত খাদ্যদ্রব্য বিনষ্টকারী কীট-পোকা, শরীর ও মাথার উকুনের প্রাদুর্ভাব, অত্যধিক ব্যাঙের উপদ্রব, পানীয় বস্তু রক্তে

وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝

পরিণত হওয়া—নানা রকমের গজব প্রকাশ্য মোজেযা ও কুদরতের নিদর্শন-রূপে পাঠাইয়াছি, কিন্তু তাহারা গোঁড়ামী করেছে এবং তাহারা ছিলই অপরাধ পরায়ণ জাতি। (৯পাঃ ৬ রুঃ)

এই আয়াতে দেখা যায়, ফেরাউন-জাতি হযরত মূছার ডাকে সাড়া না দেওয়ায় তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার সাত প্রকার গজব আসিয়াছিল—

(১) দুর্ভিক্ষ ও দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট (২) শস্য-ফসল, ফল-মূল উৎপন্নের ক্ষতি ও ধ্বংস (৩) ভীষণ বন্যা ও প্রলয়ঙ্কর তুফান (৪) দেশে পাঙ্গপালের অসাধারণ আক্রমণ (৫) কীট-পোকার এত উপদ্রব যে, সাধারণ জীবন যাত্রা কষ্ট-যাতনাপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং গুদামজাত দ্রব্য নষ্ট হইতেছিল (৬) ব্যাঙের আধিক্য ও উপদ্রব এত অধিক যে, ঘর-বাড়ী হাড়ি-পাতিল, থাল-বাসণ, ঘটি-বাটি, বিছানাপত্র সর্ব্বদা ব্যাঙে পরিপূর্ণ থাকিত; যদ্দরুণ সাধারণ জীবন যাপন সঙ্কটময় হইয়া গিয়াছিল। (৭) যে কোন স্থান হইতে পানি পান ও ব্যবহার করিবার জন্য সম্মুখে আনিলেই পানি রক্তে পরিণত হইয়া যাইত।

এই সাতটি ঘটনা তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার গজব স্বরূপ ছিল এবং হযরত মুছার পক্ষে তাঁহার মোজেযা ছিল। এই সাতটি ভিন্ন তাহাদের সম্মুখে হযরত মুছার আরও দুইটি প্রধান মোজেযা ছিল—(১) হযরত মুছার হাতের লাঠি অজগরে পরিণত হওয়া (২) তাঁহার হাত বগলের নীচ হইতে বাহির করিলে উহা উজ্জ্বল ঝক ঝক করা। এই নয়টি বিশেষ বিশেষ মোজেযা আল্লাহ তায়ালা মুছা (আঃ)কে দান করিয়াছিলেন ফেরাউন জাতির সম্মুখে তাঁহার সত্যতা প্রমাণের জন্য। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই—

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ۝ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ......

অর্থঃ—নিশ্চয় আমি মুছাকে স্পষ্ট নয়টি মোজেযা ও প্রমাণ দিয়াছিলাম; যখন তিনি বনী-ইস্রায়ীলদের মধ্যে নবীরূপে আসিয়াছিলেন—সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ বনী-ইস্রায়ীলদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পার।

তখন ফেরাউন মুছাকে বলিয়াছিল, হে মুছা! তোমার প্রতি আমার ধারণা যে, যাদুর দরুণ তোমার বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। (তাই তুমি নবুয়তের দাবী করিতেছ।) মুছা (আঃ) বলিলেন, নিশ্চয় তুমি জান, এই ঘটনা-বলী তিনিই ঘটাইয়াছেন যিনি সমস্ত আসমান-জমিনের স্বষ্টিকর্ত্তা। তিনি এই সব ঘটাইয়াছেন তোমাদের শুভ বুদ্ধি উদয়ের উদ্দেশ্যে, কিন্তু হে ফেরাউন! (তোমাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে বলিয়া দেখা যায় না, তাই তোমার সম্পর্কে আমার নিশ্চিত ধারণা যে, তুমি ধ্বংসে পতিত হইবে। (১৫ পাঃ ১২ রুঃ)

উল্লেখিত বিপদাপদ ও ঘটনা সমূহের দরুণ ফেরাউনগোষ্টি হযরত মুছার প্রতি আকৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু শুভ বুদ্ধি লইয়া নহে, বরং মোনাফেকী এবং শুধু জান বাঁচাইবার উদ্দেশ্য লইয়া। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই—

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يٰمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
عِنْدَكَ - لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ
بَنِىْ اِسْرَائِيلَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوْهُ
اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ۞ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ.........

"যখন তাহাদের উপর আজাব আসিল, তখন তাহারা বলিল, হে মুছা! আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট আমাদের জন্য দোয়া করুন ঐ অবস্থার জন্য যাহার ওয়াদা তিনি আপনার নিকট করিয়াছেন (যে, আপনি দোয়া করিলে আজাব হটাইয়া দিবেন)। আপনি আমাদের হইতে আজাব হটাইয়া দিতে পারিলে নিশ্চয় আপনার প্রতি ঈমান আনিব এবং বনী-ইস্রায়ীলকে আপনার সঙ্গে ছাড়িয়া দিব। (আল্লাহ বলেন—মুছার দোয়ায়) যখন আমি তাহাদের উপর হইতে আজাব দূর করিলাম, নির্দ্ধারিত সময়ের জন্য—(যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ঢিল দিয়া দেখিবার ছিল; (তখনই তাহারা পূর্ব্ব অঙ্গিকার ভঙ্গ করিল। ফলে আমি তাহাদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলাম যে, তাহাদিগকে ডুবাইয়া মারিলাম এই জন্য যে, তাহারা আমার নিদর্শন সমূহকে ঝুঁলাইয়াছিল এবং ঐসবকে উপেক্ষা করিয়াছিল। (ছুরা আরাফ—৯ পাঃ ৬ রুঃ)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي
رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ
مِنْهَا يَضْحَكُونَ ۝

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ
أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۔ وَأَخَذْنَاهُمْ
بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا
رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۔ إِنَّنَا
لَمُهْتَدُونَ ۝

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ
إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۝

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—আমি মুছাকে বিভিন্ন নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তাহার দলবলের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রেরিত—রস্থল।

মুছা যখন আমার নিদর্শন সমূহ তাহাদের নিকট উপস্থিত করিলেন তখন তাহারা আশ্চর্য্যজনকভাবে ঐ সবকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিল।

পূর্ব্বেরটার চেয়ে পরেরটা বড়—এইরূপে নিদর্শন সমুহ দেখাইয়াছি ও তাহাদিগকে আজাবে ফেলিয়াছি এই উদ্দেশ্যে যে, তাহারা ফিরিয়া আসিবে।

আজাবে পতিত হইলেই মুছা (আঃ)কে বলিত, হে যাদুকর; আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট আমাদের জন্য ভাল অবস্থার দোয়া করুন যাহার ওয়াদা তিনি আপনার নিকট করিয়াছেন; আমরা (বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেই) সৎপথে আসিয়া যাইব।

(আল্লাহ তায়ালা বলেন,) যখনই আমি তাহাদিগকে বিপদমুক্ত করিয়াছি তখনই তাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিত।

(ছুরা যুখ্‌রোফ—২৫ পাঃ)

ফেরাউনের প্রতি এক ব্যক্তির বিশেষ নছিহত ঃ—

ফেরাউন এবং তাহার দলবল ও পরিষদবর্গ হযরত মুছার ব্যাপার লইয়া ব্যতিব্যস্ত ছিল। একদা পরামর্শ সভায় ফেরাউন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিল যে,

মুছার দলকে দুর্ব্বল রাখার উদ্দেশ্যে ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলার এবং মেয়ে সন্তানকে দাসী বানাইয়া রাখার পূর্ব্ববর্ত্তী আইন বহাল রাখা হইবে এবং স্বয়ং মুছাকে হত্যা করা হইবে। এই কথা শ্রবণে ফেরাউন পরিবারেরই একজন লোক যে গোপনে হযরত মুছার প্রতি ঈমান রাখিত সে ফেরাউনকে লক্ষ্য করিয়া এক বিশেষ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিল। উহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে—

আমি মুছাকে আমার প্রদত্তনিদর্শন সমূহ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ পাঠাইয়াছিলাম—ফেরাউন, হামান ও কারুন প্রমুখের প্রতি। তাহারা তাঁহাকে যাদুকর মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল।

মুছা যখন আমার পক্ষ হইতে সত্যের আহ্বান লইয়া তাহাদের নিকট পৌঁছিলেন, তখন তাহারা সাব্যস্ত করিল যে, মুছার প্রতি ঈমান রাখে যাহারা তাহাদের ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলা এবং মেয়ে সন্তান জীবিত (দাসীরূপে) রাখা (বহাল) হউক। (এই অভিসন্ধি তাহারা করিল কিন্তু রসুলের বিরুদ্ধে) কাফেরদের অভিসন্ধি নিস্ফল হইতে বাধ্য।

আর ফেরাউন বলিয়াছিল, তোমরা কেহ আমাকে এই সিদ্ধান্তে বাধা দিও না—আমি মুছাকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিব, সে তাহার প্রভুকে ডাকিয়া বাঁচিবার ব্যবস্থা করুক। আমার আশঙ্কা হয় যে, সে তোমাদের প্রচলিত ধর্ম্মকে বিগড়াইয়া দিবে। অথবা দেশে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করিবে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۙ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ
هَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۝
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا
قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ
وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ
مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي
أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ
يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ۝

এই হুমকির খবরে মুছা বলিয়াছিলেন, যিনি আমারও প্রভু, তোমাদেরও প্রভু আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি প্রত্যেক স্বৈরাচারী হইতে—যে হিসাব-নিকাশের দিনকে বিশ্বাস করে না।

ফেরাউন পরিবারের একটি লোক যে গোপনে ঈমান গ্রহণ করিয়াছিল সে ফেরাউনের পরিষদমণ্ডলীকে বলিল, তোমরা কি একটি লোককে মারিতে চাও এই অপরাধে যে, সে বলে আমার প্রভু আল্লাহ? অথচ সে তোমাদের নিকট তোমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে বহু দলীল-প্রমাণ নিয়া আসিয়াছে। আরও একটা কথা—যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে মিথ্যার পরিণাম তাহাকেই ভুগিতে হইবে, আর যদি সে সত্য হয় তবে আজাবের যেসব সতর্কবাণী সে শুনাইতেছে উহার কিছুটা তোমাদের উপর আসিবেই। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সীমা লঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে (উদ্দেশ্য সাধনের শেষ প্রান্তে) পৌঁছিতে দেন না।

ঐ ব্যক্তি আরও বলিল, হে আমার জাতি! আজ তোমাদের হাতে রাজকীয় ক্ষমতা, তোমরা দুনিয়াতে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী কিন্তু আল্লার গজব যদি আসিয়া পড়ে তবে আমাদের সাহায্য কারী কে আছে? (তোমাদের ক্ষমতা ও আল্লার মোকাবিলায় কিছুই না)।

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ
بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ
لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝
وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ
فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ
رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ
جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ط
وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ج
وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ
الَّذِي يَعِدُكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝
يَٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا
مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا ط

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا
أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝

ফেরাউন বলিল, আমি যাহা ভাল বুঝি তাহাই বলি এবং আমি তোমাদিগকে সঠিক পথেই চালাই।

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَٰقَوْمِ إِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۝
مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ
وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ط وَمَا اللَّهُ
يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۝

মোমেন ব্যক্তি সমগ্র জাতির প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিল—হে আমার জাতি! আমার ভয় হয়, তোমরাও ঐরূপ দিনের সম্মুখীন হইয়া পড় নাকি যেরূপ দিনের সম্মুখীন হইয়াছিল বহু জাতি—নূহের জাতি, আ'দের জাতি, ছামুদের জাতি, তাহাদের পরে আরও অনেক। (প্রত্যেকেই নিজে ধ্বংস টানিয়া আনিয়াছিল) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাও হয় না, বান্দাদের অত্যাচার করার।

وَيَٰقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ
التَّنَادِ ۝ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ج
مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ج وَمَن
يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য ভয় করি—(পুনর্জীবিত হইয়া উঠা, হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি ভয়ঙ্কর ঘটনাবলী দৃষ্টে) ডাকাডাকি (হায়-হুতাশ, চীৎকার হৈ-হল্লা) হওয়ার দিনকে—যে দিন তোমরা বিচ্ছিন্নরূপে ছুটাছুটি করিবে, কিন্তু আল্লার আজাব হইতে রক্ষা পাইবার কোন আশ্রয় তোমাদের থাকিবে না। (সেই আজাব এড়াইয়া হেদায়েতের পথ ধর না কেন? বাস্তবিকই) যাহাকে আল্লাহ গোমরাহী হইতে বাঁচাইয়া না লন তাহাকে কেহ সৎপথে পারে না আনিতে। (ছুরা মোমেন—২৪ পাঃ ৯ রুঃ)

ফেরাউনের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰهَٰمَانُ ابْنِ لِي
صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ لا

(এই যুক্তিপূর্ণ আহ্বান এড়াইতে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করিয়া) ফেরাউন তাহার প্রধান উজীরকে বলিল, হে

হামান। আমার জন্য উঁচু মঠ তৈরী করত ; দেখি উহার সাহায্যে আসমানে পৌঁছিতে পারি কি না এবং মুছার খোদার খোঁজ আনিতে পারি কি না। আমি মুছাকে মিথ্যুকই মনে করি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ফেরাউনের (ধৃষ্টতা ও) অসৎ কার্য্যাবলী (নফছ-শয়তানের প্ররোচনায়) এইরূপেই তাহার চোখে সুন্দর দেখাইত এবং সে সৎপথ হইতে বিচ্যুত হইত। ফেরাউনের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। ২৪ পাঃ ৯ রুঃ

اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ
مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ط
وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ
عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ط وَمَا كَيْدُ
فِرْعَوْنَ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ ۝

ফেরাউনের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির উল্লেখ পবিত্র কোরআনের অন্যত্রও আছে—

ফেরাউন ঘোষণা দিল, হে আমার পরিষদমণ্ডলী! আমি ভিন্ন তোমাদের অন্য মা'বুদ আছে—ইহার খোঁজ আমার নাই। অতএব হে হামান! আমার জন্য পোক্তা ইট দ্বারা উঁচু ইমারত তৈরী কর, উহাতে চড়িয়া মুছার খোদার খোঁজ আনিতে পারি নাকি? আমি ত মুছাকে মিথ্যাবাদীই মনে করিতেছি।

(ছুরা কাছাছ—২০ পাঃ ৭ রুঃ)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ
مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ ج
فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ
فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى
اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ
الْكٰذِبِيْنَ ۝

মোমেন ব্যক্তির উদাত্ত আহ্বান ঃ

(ঐ মোমেন ব্যক্তি ফেরাউনের ধৃষ্টতাপুর্ণ কথায় দমিল না, সে পুনরায় আহ্বান করিল,) হে আমার জাতি! তোমরা আমার কথায় সাড়া দাও; আমি তোমাদিগকে সঠিক পথই দেখাইব।

وَقَالَ الَّذِىْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ
اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

হে আমার জাতি! ইহকালের অস্থায়ী জেন্দেগী অল্প দিনের মাত্র। নিশ্চয় আখেরাত বা পরকালই স্থায়ী ও চিরকালের বাসস্থান। যে কেহ পাপ করিয়াছে তাহাকে তাহার পাপের ধারা অনুসারে (আখেরাতে) শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আর যে কোন স্ত্রী বা পুরুষ ভাল কাজ করিয়াছে এবং সে মোমেনও ছিল তবে সে বেহেশতে স্থান লাভ করিবে, তথায় বে-হিসাব নেয়ামত ভোগ করিবে।

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۞ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۞ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۞

হে আমার জাতি! কি আশ্চর্য্য ও অনুতাপের কথা, আমি ত তোমাদের মুক্তির পথের আহ্বান জানাইতেছি; আর তোমরা আমাকে দোযখের দিকে ডাকিতেছ—তোমরা আমাকে ডাকিতেছ আল্লাহদ্রোহিতা ও আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রতি এবং মিছামিছি বস্তুকে আল্লার শরীক সাব্যস্ত করার প্রতি। আর আমি তোমাদিগকে ডাকি মহান আল্লার প্রতি যিনি সর্ব্বশক্তিমান, দয়ালু ক্ষমতাশীল।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ

সুনিশ্চিত কথা যে, যাহাদের পূজার প্রতি তোমরা আমাকে ডাক তাহারা দুনিয়া বা আখেরাত কোন দিক দিয়াই পূজা ও জপনার উপযুক্ত নহে। ইহাও সুনিশ্চিত যে, আমাদের সকলকেই আল্লার দরবারে যাইতে হইবে। ইহাও সুনিশ্চিত যে, তখন স্বৈরাচারীরা

وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝ فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ط وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۝ فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا ط وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۝

(২৪ পাঃ ৯ × ১০ রুঃ)

দোযখবাসী হইবে। (আজ লক্ষ্য করিলে না ;) ভাবী জীবনে তোমরা অবশ্যই আমার কথা স্মরণ করিবে, (কিন্তু সেই স্মরণে ফল হইবে না। সত্যের আহ্বানে তোমরা শত্রু হইবে ; আমি ভীত নহি।) আমি আমার সব কিছু আল্লার হাওয়ালা করিতেছি। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাগণের হাল-অবস্থা নিরীক্ষণকারী।

আল্লাহ তায়ালা ঐব্যক্তিকে তাহাদের সমুদয় অপচেষ্টার কুফল হইতে বাঁচাইয়া রাখিলেন। ফেরাউনগোষ্টিকে কঠিন আজাব ঘিরিয়া ধরিল, (তখনও আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে রক্ষা করিলেন।)

ফেরাউনের আস্ফালন ঃ

হযরত মুছার অপরাজেয় মোজেযা তদুপরি মোমেন ব্যক্তির যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা ইত্যাদি মিশরবাসীদের অন্তরে নিশ্চয় রেখাপাত করিতেছিল। ফেরাউনের অন্তরকেও যে, দুর্ব্বল না করিয়াছিল এমন নহে, যার ফলে সে হযরত মুছার সত্যবাদিতার সুস্পষ্ট বিকাশে বেশামাল হইয়া তাঁহাকে প্রাণে বধ করার শুধু হুমকিই দিল ; উহার জন্য কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের সাহস করিতেছিল না।

কিন্তু আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থান্ধতা মারাত্মক ব্যধি। যে মানুষ উহাকে জয় করিতে না পারে তাহার সম্মুখে যুক্তি-তর্ক, দলীল-প্রমাণ, এমনকি নিজের বিবেক-বুদ্ধিও ব্যর্থ হয়। ফেরাউনের অবস্থা তাহাই ছিল। সে ক্ষমতা ও প্রাধান্য বজায় রাখিতে নিজের খোদায়ী দাবী এবং হযরত মুছাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জোর প্রচার চালাইল। পবিত্র কোরআনে এই বিষয়টিকেই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে—فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى "ফেরাউন জনসমাবেশের ব্যবস্থা করিল এবং এই ঘোষণা দিল যে, আমিই তোমাদের প্রধান প্রভু।

ধন-দৌলতের পূজারী বল-ক্ষমতার মদে মত্ত দূরাচার ও স্বৈরাচারীগণ এবং ইহ-জীবনকেই সর্ব্বশেষ লক্ষ্য-স্থলরূপে গ্রহণকারীগণ সাধারণতঃ যে মাপ কাঠি হক ও বাতেল—সত্য ও মিথ্যার বিচার করিয়া থাকে ফেরাউনও মিশরবাসীদের

সম্মুখে সেই মাপকাঠিই তুলিয়া ধরিল। সে বলিল, যেহেতু সব রকমের বল-ক্ষমতা ও ধন-দৌলত আমার আছে, তাই আমিই হইব হিরো, আমিই হইব পুজারী। তাই ব্যক্তিগত জীবন যতই কদর্য্য কলুষময়, জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার ও ব্যভিচারপূর্ণ হউক না কেন—সর্ব্বোপরি স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা প্রভু-পরওয়ারদেগার হইতে যতই দূরবর্ত্তী, তাঁহার যতই নাফরমান হউক না কেন। পক্ষান্তরে মুছার নিকট যেহেতু ঐ দুই জিনিষ তথা ধন-দৌলত ও বল-ক্ষমতা নাই সুতরাং তিনি কিছুই নহেন, তাঁহার মধ্যে অন্য গুণ-গরিমা যতই থাকুক না কেন।

ফেরাউনের সেই বিভ্রান্তিকর বিবৃতির নকলই নিম্ন আয়াতে দেওয়া হইয়াছে—

ফেরাউন স্বজাতীয়দের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়া বলিল, হে আমার জাতি! তোমরা কি দেখ না, এবং চিন্তা কর না যে, সমগ্র মিশর রাজ্য আমারই এবং এইসব নদী-নহর আমারই অধিকারে প্রবহমান। (মুছা কি আমার সমকক্ষ ?) বরং আমি অতি উচ্চ এই বেটা হইতে ; সে ত একজন নিকৃষ্ট লোক (তোত্‌লা) কথাবার্ত্তাও বুঝাইয়া বলিতে সক্ষম নয়। (সে খোদার প্রতিনিধি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলে) তাহার হাতে স্বর্ণ-কঙ্কন পরান হয় নাই কেন ? (সে কালে শাহী প্রতিনিধি ব্যক্তিবর্গকে পদকরূপে স্বর্ণ-কঙ্কন হস্তে পরান হইত।) (কিম্বা শাহী জুলুসের মত) তাহার সঙ্গে ফেরেশতাগণের দল আসে নাই কেন ? ফেরাউন তাহার জাতিকে প্রভাবান্বিত করিয়া আয়ত্তে আনিয়া ফেলিল ; তাহারা তাহারই অনুসারী রহিল। বস্তুতঃ তাহারা পুর্ব্ব হইতেই ফাছেক জাতি ছিল।

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ
يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ
الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ۚ اَفَلَا
تُبْصِرُوْنَ ۝ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا
الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ۝
فَلَوْلَا اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ
ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ
مُقْتَرِنِيْنَ ۝
فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ۚ
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝

(২৫ পাঃ ১১ রুঃ)

ফেরাউনের প্রতি হযরত মুছার বদ-দোয়া ঃ

মুছা (আঃ) যখন দেখিলেন এবং একিন করিতে বাধ্য হইলেন যে, ফেরাউন ঈমান গ্রহণ করিবে না, তাহার কারণে তাহার পরিষদমণ্ডলী এবং মিশরবাসী সর্ব্ব-সাধারণও ঈমানের পথে আসিবে না, বনী-ইস্রায়ীলগণও ঈমানের পথে আসিতে পারিবে না। তখন তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা হারুন (আঃ) এই দুর্দ্ধর্ষ, পথের কাঁটা ফেরাউনের ধ্বংসের জন্য আল্লার দরবারে দোয়ার হাত উঠাইলেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের দোয়া গ্রহণ করিয়া নিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশও করিলেন যে, দোয়া কার্য্যকরী হওয়া সম্পর্কে কোনরূপ ব্যতিব্যস্ততা ও চাঞ্চল্য না দেখাইয়া নিজ কর্তব্য কাজে দৃঢ়রূপে নিয়োজিত থাক। এই বিষয়ের বিবরণ নিম্ন আয়াতে রহিয়াছে—

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ◎

মুছা আল্লার হুজুরে বলিলেন—হে পরওয়ারদেগার! ফেরাউন ও তাহার দলবলের ঐ ধন-দৌলত ও শান-শওকতের সাজ-সরঞ্জাম আপনিই তাহাদিগকে জাগতিক জীবনে দিয়াছেন; (ছিনাইয়া নেওয়ার ক্ষমতাও আপনার আছে) হে পরওয়ারদেগার! (এই সব নেয়ামতের) ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা লোকদেরকে আপনার পথ হইতে দূরে সরাইতেছে। (নেয়ামতের ফল উল্টা ফলিতেছে) সুতরাং হে পরওয়ারদেগার! তাহাদের ধন-দৌলত ধ্বংস করিয়া দেন। আর (মুখে মুখে ঈমানের অঙ্গীকার করিয়া আজাবকে থামাইবার যে সুযোগ তাহারা পাইতেছে উহাও বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন—) তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়া দেন; যেন ভীষণ আজাব আসিয়া পড়ার পূর্ব্বে (মিছামিছি) ঈমানের কথা মুখেও না আনে।

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا

মুছা (আঃ) দোয়া করিতেছিলেন; হারুন (আঃ) "আমীন" বলিতেছিলেন

فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(ছুরা ইউনুস— ১১ পাঃ ১৪ রুঃ)

তাই) আল্লাহ তায়ালা উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের দোয়া মঞ্জুর করা হইল। তোমরা নিজ কর্ত্তব্য কাজে দৃঢ় থাক। (দোয়ার ফলের জন্য ব্যতিব্যস্ততা ও চাঞ্চল্য দেখাইয়া) অজ্ঞ লোকদের অনুসারী হইও না।

আলেমগণ বলিয়াছেন, এই দোয়া এবং উহা গৃহীত হওয়ার সংবাদের পর দীর্ঘ ৪০ বৎসর মুছা ও হারুন (আঃ) তবলীগ কার্য্যে পূর্ণ মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং বিরুদ্ধ পার্টির উপর আল্লার গজব আসে নাই। দীর্ঘ ৪০ বৎসর পর এই দোয়ার ফল প্রকাশ পায়; ফেরাউন ও তাহার দলবল সমুদ্রে ডুবিয়া ধ্বংস হয়।

ফেরাউনের ধ্বংস কাহিনীঃ

সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরের (তফছীর রুহুল মায়া'নী ছুরা ত্বা-হার এক বর্ণনানুসারে ২০ বৎসরের) অধিক কাল মুছা ও হারুন (আঃ) ফেরাউন ও তাহার দলবলকে সত্যের ডাক শুনাইলেন। তাহারা সত্যের ডাকে সাড়া দিবে এরূপ সদিচ্ছা উদয়ের আভাষও তাহাদের মধ্যে দেখা গেল না; সর্ব্বদা সত্যকে উপেক্ষাই নয় শুধু, পরাজিত করার ষড়যন্ত্রেই তাহারা সর্ব্বশক্তি ব্যয় করিতেছিল। তাই প্রয়োজন হইল—মানবজাতির দেহ বা অন্ততঃ মিশরবাসী ও বনী-ইস্রায়ীল জাতির সমষ্টিগত দেহবিশেষকে সুস্থ করা ও সুস্থ রাখার খাতিরে ফেরাউনগোষ্টির অংশবিশেষকে অস্ত্রোপচারে বিচ্ছিন্ন করন ও চিরতরে তাহার বিলুপ্তি ঘটান।

সেমতে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে সেই অস্ত্রোপচার তথা গজব আসিল; ফেরাউন দলবল সহ ধ্বংস হইল, বিশ্ব বুক হইতে তাহাদের অস্তিত্ব চিরতরে মুছিয়া গেল। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে—

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ۝

(ছুরা আ'রাফ—৯ পাঃ ৬ রুঃ)

(ফেরাউনও তাহার দলবল সত্যের বিরোধিতা ছাড়িল না) তাই তাহাদের কর্ম্মের সমুচিত শাস্তি দানের ব্যবস্থা করিলাম; তাহাদেরে সমুদ্রে ডুবাইয়া মারিলাম এই জন্য যে, তাহারা আমার নিদর্শন ও আদেশাবলীকে ঝুটলাইয়াছিল এবং ঐসবকে উপেক্ষা করিতেছিল।

[২]

(আল্লাহ বলেন,) ফেরাউন ও তাহার দলবল দেশের মধ্যে অনধিকার শ্রেষ্ঠত্ব চালাইয়া ছিল এবং তাহাদের ধারণা ছিল যে, আমার নিকট তাহাদের ফিরিয়া আসিতে হইবে না। ফলে আমি ফেরাউনকে এবং তাহার লোক-লস্করগুলিকে পাকড়াও করিলাম এবং সমুদ্রবক্ষে ডুবাইয়া মারিলাম। চিন্তা করিয়া দেখ, কি ঘটিয়া গেল স্বৈরাচারী-দের পরিণাম। (২০ পাঃ ৭ রুঃ)

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۞

[৩]

(আল্লাহ তায়ালা বলেন,) ফেরাউন-গোষ্টি যখন আমার ক্রোধানলে পতিত হওয়ার কার্য্য করিল তখন আমি তাহাদের কার্যের সমুচিত দণ্ড দিলাম; তাহাদের সকলকে একত্রে ডুবাইয়া মারিলাম এবং তাহাদিগকে করিয়া রাখিলাম পরবর্ত্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত ও অগ্রণী—যাহাদেরকে দেখিয়া শিক্ষা হয়।

فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۙ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞

(ছুরা যুখরোফ—২৫ পাঃ ১১ রুঃ)

[৪]

অতঃপর ফেরাউন (সত্যের ডাক হইতে) ফিরিয়া গিয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। সকলকে একত্র করিয়া ঘোষণা দিল, "আমিই তোমাদের প্রধান প্রভু"। ফলে আল্লাহ তাহাকে পাকড়াও করিলেন ইহ-পরকালের আদর্শ শাস্তি দানে। বাস্তবিকই তাহার ঘটনায় উপদেশ রহিয়াছে ভয়-ভীতসম্পন্নলোকদের জন্য।

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ * فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ * فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ * إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ *

(ছুরা নাজেয়াত—৩০ পাঃ)

ইহকালের চুড়ান্ত আজাবের সঙ্গে পরকালের অভিশাপ ঃ

ফেরাউন ও তাহার দলবল ইহকালের চুড়ান্ত শাস্তি তথা ধ্বংসের সঙ্গে পরকালের দিক দিয়াও সাধারণ পাপীদের হইতে ভিন্নরূপে চিরতরে অভিশাপ ও আজাবের সম্মুখীন হইয়া রহিল। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ—

وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝

সারা দুনিয়ার মানুষের মুখে তাহাদের প্রতি লা'নত ও অভিশাপ চলিতে থাকিবে এবং কেয়ামতের দিন ত তাহারা অত্যন্ত দুরবস্থার সম্মুখীন হইবেই। (২০ পাঃ ৭ রুঃ)

[২]

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۝ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

আর ফেরাউনগোষ্টিকে ঘেরাও করিয়া নিল কঠিন আজাব। প্রতিদিন সকাল-বিকাল তাহাদিগকে (দোযখের) আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আর যে দিন হাশর-ময়দান কায়েম হইবে সেদিন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা-গণকে আদেশ করিবেন, ফেরাউন-গোষ্টিকে সর্ব্বাধিক কঠিন আজাবে ঠেলিয়া দাও। (২৪ পাঃ ১০ রুঃ)

ধ্বংসের বিস্তারিত ইতিহাস ঃ

ফেরাউন ও তাহার দলকে একত্রে ধ্বংস করিবার এক বিচিত্রময় ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা করিলেন। আল্লাহ তায়ালা মুছা (আঃ)কে আদেশ করিলেন, সুযোগমতে এক রাত্রে বনী-ইস্রায়ীলকে লইয়া মিশর হইতে চলিয়া যাও।

মুছা (আঃ) একদা রাত্রিবেলা বনী-ইস্রায়ীলগণকে লইয়া মিশর হইতে পলায়ন করিলেন। পলায়নের প্রারম্ভে হযরত মুছার পরিকল্পনায় কোন নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যস্থল ছিল কি না এবং থাকিলে তাহা কোন স্থান ছিল কোরআনে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু কোরআনের বিভিন্ন বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, মুছা (আঃ) বনী-ইস্রায়ীলকে নিয়া মিশর হইতে পলায়ন করিয়া "তুর"

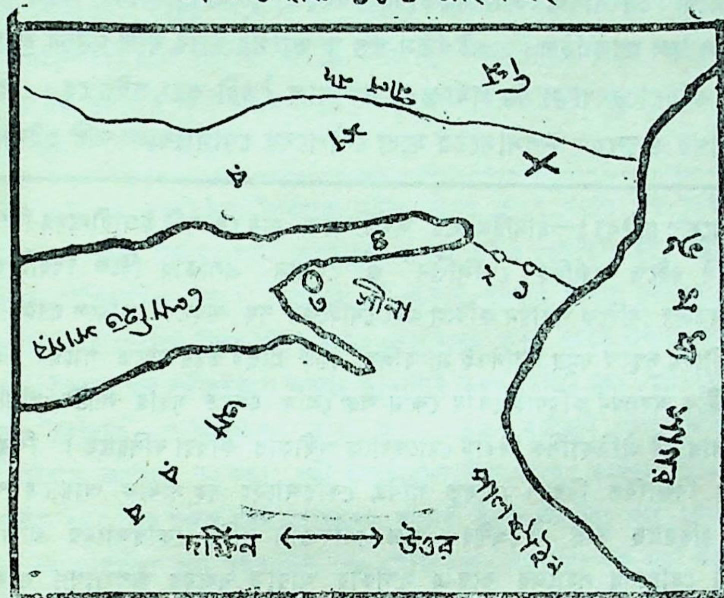
নামক পর্ব্বতের এলাকায় পৌঁছিয়াছিলেন। পলায়ন পথে বনী-ইস্রায়ীলদের সম্মুখে একটি সমুদ্র উপস্থিত হইল। তাহারা সমুদ্র উপকুলে উপস্থিত, এমতাবস্থায় পেছন দিকে তাকাইয়া দেখিল, ফেরাউন সৈন্য-সামন্ত সহ তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। সেই মুহূর্ত্তে আল্লাহ তায়ালা মুছা (আঃ)কে আদেশ করিলেন, আপনি স্বীয় "আছা"—লাঠি দ্বারা সমুদ্র বক্ষে আঘাত করুন। মুছা (আঃ) তাহাই করিলেন ; তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের পানি অস্বাভাবিকরূপে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল ; এক এক খণ্ডের উভয় পার্শ্বে পানি পর্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল—বাহিয়া পড়িল না ; এইভাবে মধ্যে মধ্যে পথ আবিষ্কৃত হইল। মুছা (আঃ) সঙ্গীগণকে লইয়া ঐ সব পথে সমুদ্র পার হইয়া আসিলেন। অতঃপর দোয়া করিলেন, এই পথ পুনঃ পানি ভর্তি হইয়া যাউক ; যেন ফেরাউন তাহাদের ন্যায় এই পারে আসিতে না পারে। আল্লাহ তায়ালা মুছা (আঃ)কে এই দোয়ায় বাধাদানে বলিলেন, সমুদ্রকে বর্ত্তমান অবস্থার উপরই থাকিতে দিন।

অতঃপর ফেরাউন তথায় পৌঁছিয়া নব আবিষ্কৃত পথ দেখিতে পাইল এবং উহা অতিক্রম করিতে লাগিল। মধ্যস্থলে পৌঁছিবা মাত্রই সমুদ্রের পানি স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া গেল, ফেরাউনগোষ্টি ডুবিয়া মরিল। হযরত মুছার সঙ্গী বনী-ইস্রায়ীল কূলে দাঁড়াইয়া ফেরাউনগোষ্টির এই দশা চাক্ষুস দেখিতেছিল।

উহা কোন সমুদ্র তাহা কোরআন-হাদীছে উল্লেখ নাই, কিন্তু মিশর এলাকা—যথা হইতে মুছা (আঃ) যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তুর পর্বত এলাকা—যথায় তিনি প্রথমে পৌঁছিয়াছিলেন, এই দুই এলাকার মধ্যে লোহিত সাগর তথা উহার সুয়েজ উপসাগর শাখাটি বিদ্যমান, যে শাখা হইতে সুয়েজ খাল খনন করা হইয়াছে। লোহিত সাগরের এই অংশ প্রায় ৩০ মাইল প্রস্থ। এই উপসাগর ভিন্ন আর কোন সমুদ্র তথায় নাই, তাই সমস্ত তফছীরকারকগণ লোহিত সাগরকেই উক্ত ঘটনার স্থলস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এস্থলে লোহিত সাগর বলিতে উহার ঐ অংশ উদ্দেশ্য যাহা সুয়েজ উপসাগর নামে পরিচিত।

আলোচ্য ঘটনাস্থলের মানচিত্র

স্কেল ১ ইঞ্চি ১৮১ মাইল ইং



(১) তিমছাদ হ্রদ (২) মোররাত হ্রদ (৩) তুর পর্ব্বত (৪) সুয়েজ উপসাগর × চিহ্নিত স্থানটি বনীইস্রায়ীলগণের আবাসভূমি—"জশন" বা "গোশেন" অঞ্চল।

মানচিত্রের বিবরণ ঃ

ভূগোল প্রসিদ্ধ লোহিত সাগরকে আরবীতে বাহ্‌রে-আহ্‌মার (লাল সমুদ্র) এবং বাহ্‌রে-ক্বোলজুম বলা হয়। ইহা আরব সাগর হইতে আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্য দিয়া ভূমধ্য সাগরের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে মিলিত হয় নাই, বরং ১৩১০ মাইল দৈর্ঘ্যে প্রবাহিত হইয়া অপেক্ষাকৃত সরু দুইটি উপসাগরে বিভক্ত হইয়াছে; একটি উত্তর-পূর্ব দিকে কম-বেশ ১২৫ মাইল দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ প্রায় ১৫ মাইল প্রস্থে; উহাকে আকোবা উপসাগর বলা হয়। অপরটি উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ২০০ মাইল দৈর্ঘ্যে এবং সাধারণতঃ ৩০ মাইল প্রস্থে; উহাকে সুয়েজ উপসাগর বলা হয়। সুয়েজ উপসাগরের শেষ প্রান্ত হইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত ১০০ মাইল স্থল পথ ছিল, অবশ্য এই ১০০ মাইলের মধ্যে দুইটি হ্রদ ছিল (১) তিমছাহ হ্রদ (২) মোররাত হ্রদ। কিন্তু এই হ্রদগুলির মধ্যেও স্থল ভাগের বিরাট ব্যবধান ছিল—সুয়েজ

উপসাগরের তীর ও প্রথমটির মধ্যে প্রায় ১৫ মাইল এবং প্রথম ও দ্বিতীয়টির মধ্যে প্রায় ১৫ মাইল এবং দ্বিতীয়টি হইতে ভূমধ্য সাগরের মধ্যে প্রায় ৩০ মাইল স্থল ভাগ ছিল। এই তিন খণ্ড ভূ-ভাগের উপর খাল খননে হ্রদদ্বয়কে একত্রিত করিয়া ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত সুয়েজ খাল তৈরী করা হইয়াছে। যদ্দারা ভূমধ্য সাগর ও সুয়েজ উপসাগরের মধ্যে নৌপথের যোগাযোগ সৃষ্টি হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—মানচিত্র দৃষ্টে অবশ্য দেখা যায় যে, বনী ইস্রায়ীলদের মিশরস্থিত আবাসভূমি হইতে পূর্ব্বদিক "ফেলিস্তিন" ও "কেনান" এলাকার দিকে বিরাট স্থলভাগ ছিল। অতএব সেদিকে পলায়ন করিলে এবং সেদিকের পথ অবলম্বন করিলে হযরত মুছা ও তাঁহার সঙ্গীদের সম্মুখে সমুদ্র আসিতই না বলিয়া একটি প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। এমনকি এই বিষয়টিকে অবলম্বন করিয়াই কোন কোন অজ্ঞ লোক হযরত মুছার লাঠির দ্বারা সমুদ্র খণ্ডিত করার এই ঐতিহাসিক বিরাট মোজেযাকে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু উক্ত মোজেযার বিস্তারিত বিবরণ যেহেতু পবিত্র কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তাই ঐ শ্রেণীর অজ্ঞ লোকগুলি পবিত্র কোরআনের প্রতি অটুট ঈমানধারী মোসলেম সমাজের ভয়ে এ সম্পর্কীয় আয়াত সমূহের অপব্যাখ্যা ও অবাস্তব গোঁজামিল দিয়া সর্ব্ব-সাধারণকে ধোকা দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছে। তদুপরি আলোচ্য ঘটনা প্রস্তাবিত লোহিত সাগরের কোন্ অংশে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা না জানিয়া একটা মিথ্যা কল্পিত মানচিত্র সাজাইয়া লোহিত পার হওয়া প্রসঙ্গটির প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়াছে। সুতরাং নিম্নে কতিপয় মোটা মোটা ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক সত্যকে পাঠক সমক্ষে তুলিয়া ধরা হইতেছে যদ্দারা অবাস্তব ও কাল্পনিক বিষয়াবলীর অবসান হইবে।

(১) মুছা (আঃ) ও বনী-ইস্রায়ীলগণ মিশর হইতে পলায়ন করিয়া ফেলিস্তিন ও কেনান এলাকার দিকে গিয়াছিলেন ইহার কোন প্রমাণ কোরআন-হাদীছ বা ইতিহাসভাণ্ডারের কোথাও কেহ দেখাইতে সক্ষম হইবে না। অতএব ঐরূপ কথার উপর ভিত্তি করিয়া পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যাকে বিকৃত করা এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত তফছীর বিশেষজ্ঞগণকে ভুল পথের পথিক সাব্যস্ত করা বোকামী বৈ আর কি হইতে পারে?

অধিকন্তু ফেলিস্তিন এলাকায় তখন বনী-ইস্রায়ীলের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বসবাস ছিল না, বরং তথায় "আমালেকা" নামক এক দুর্দ্ধর্ষ জাতির দখল ছিল। এই তথ্য পবিত্র কোরআনে (ছুরা মায়েদা, ৬ পাঃ ৮ রুঃ) স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহার উল্লেখ সম্মুখে পাইবেন। এই তথ্য দৃষ্টে বনী-ইস্রায়ীলদের মিশর ত্যাগকালে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের কথা বলিয়া তাহাদের লক্ষ্যস্থল ফেলিস্তিন এলাকা সাব্যস্ত করা নিছক ভুল

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আকোবা উপসাগর ও সুয়েজ উপসাগরের মধ্যবর্ত্তী ত্রিভুজ আকারের যে স্থল ভাগটি দেখা যায় উহাই পার্ব্বত্য মরু অঞ্চল বিশিষ্ট সাইনা বা সীনা উপত্যকা।

সীনা উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে তথা মূল লোহিত সাগর হইতে সুয়েজ উপসাগরের উৎপত্তি ও উভয়ের সংযোগ স্থলের নিকটবর্ত্তী সুয়েজ উপসাগরের তীরে "তূর" পর্ব্বত অবস্থিত।

---

(২) মুছা (আঃ) বনী-ইস্রায়ীলগণকে লইয়া মিশর ত্যাগ করার পর তাহাদের প্রথম উপস্থিতি স্থল সীনা পর্ব্বত তথা কোহেতুর বা তুর পর্ব্বত এলাকা—ইহা সর্ব্ব-স্বীকৃত ও সর্ব্ব-সম্মত ঐতিহাসিক সত্য। এতদ্ভিন্ন এই সত্যের সমর্থনে পবিত্র কোরআনে কতিপয় তথ্যও পাওয়া যায়—(ক) মিশর ত্যাগ করতঃ ফেরাউনের কবল হইতে উদ্ধার পাওয়ার পর বনী-ইস্রায়ীলদের জন্য শরীয়তরূপে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে মুছা (আঃ) যে আসমানী কেতাব "তৌরাত" পাইয়াছিলেন তাহা র তে যাইয়াই লাভ করিয়াছিলেন। (খ) "তৌরাত প্রাপ্তির পর যখন বনী-ইস্রায়ীলগণ উহা গ্রহণ করিয়া নিতে গড়িমশি করিয়াছিল তখন "তূর পর্ব্বত"কেই তাহাদের মাথার উপর উঠাইয়া ধরা হইয়াছিল এবং উহার ভয় দেখাইয়া বলা হইয়াছিল যে; তৌরাতকে গ্রহণ কর এবং গ্রহণ করার স্বীকৃতি দান কর। এই তথ্যদ্বয়ের প্রমাণ পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় বর্ণিত রহিয়াছে।

(৩) "তূর পর্ব্বত" সুয়েজ উপসাগরের পূর্ব্বকূলে অবস্থিত এবং উহার অবস্থান সুয়েজ উপসাগরের গোড়ার দিকে তথা মূল লোহিত সাগর হইতে সুয়েজ উপসাগরের উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্ত্তী। অর্থাৎ তূর পর্ব্বত এলাকা বরাবর সুয়েজ উপসাগরের পশ্চিম কূলস্থ মিশরের এলাকা বনী-ইস্রায়ীলদের আবাস ভূমি গোশেন অঞ্চল হইতে অনেক দক্ষিণে অবস্থিত। মানচিত্রে এই বিষয়গুলি ভালরূপে অনুধাবন করুন।

উল্লেখিত তথ্য সমূহ দৃষ্টে সুনিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, মুছা (আঃ) বনী-ইস্রায়ীলগণকে লইয়া মিশর ত্যাগ করতঃ ফেলিস্তিন বা কেনান এলাকায় উপস্থিত হন নাই, বরং বোধ হয় তখন ঐ এলাকার উদ্দেশ্যও করেন নাই, অতএব সেদিকের পথ অবলম্বন করার প্রস্তাব একেবারেই অবাস্তব। তিনি মিশর ত্যাগ করতঃ উপস্থিত হইয়াছিলেন তূর পর্ব্বত এলাকায়। তাঁহার এই উপস্থিতি তাঁহার ইচ্ছাকৃতও হইতে পারে। কারণ এই এলাকাটি শুধু তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিতই ছিল না, বরং তাঁহার নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা ভাজন ও শান্তিনিকেতনও ছিল—যেহেতু এই এলাকায়ই তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এস্থান হইতে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াই তিনি মিশর গমন করিয়াছিলেন; শুধু তাহাই নহে বরং তাঁহার নবুয়ত প্রাপ্তির ঘটণাকালে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এই এলাকাটি "بقعة مبارکة—বরকত তথা কল্যাণ ও মঙ্গলপূর্ণ অঞ্চল" এবং "وادي المقدس—

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বনী-ইস্রায়ীল ও হযরত মুছার অনেক ঘটনাবিশিষ্ট এই পর্ব্বতটি পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায় "তূর" নামে ব্যক্ত হইয়াছে, আরবী মানচিত্রেও ইহাকে তূর নামে উল্লেখ করা হয়। বাংলা মানচিত্রে ইহাকে সাইনা পর্ব্বত

পাক পবিত্র মহান প্রান্তর" নামে আখ্যায়িত ও ঘোষিত হইয়াছিল; (পবিত্র কোরআন মারফৎ এই সবের বিস্তারিত আলোচনা ২৬৯—২৭৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।) এই এলাকার এইসব বৈশিষ্ট্যকে ভুলিয়া যাওয়া হযরত মুছার পক্ষে কি সম্ভব ছিল? অতএব স্বাভাবিকরূপেই তিনি এই এলাকার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং ফেরাউনের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে নাজাত হাসিল করিয়া ফেরাউনের ক্ষমতা বহির্ভুত এই মঙ্গলময় পবিত্র এলাকায় আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন—এরূপ বলা হইলে নিশ্চয়ই তাহা অস্বাভাবিক হইবে না।

আর ইহাও বলা যাইতে পারে যে, হযরত মুছার কোন নির্দ্দিষ্ট ইচ্ছা ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারিত গোপন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার বাধ্যবাধকতায় তিনি এই এলাকার প্রতি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আর একটি তথ্য :—তূর পর্ব্বত এলাকার প্রতি আসিতে মিশরস্থিত বনী-ইস্রায়ীলের আবাস ভূমি গোশেন অঞ্চল হইতে পূর্ব্বদিকে কম-বেশ শতেক মাইল অগ্রসর হইয়া তারপর দক্ষিণ দিকে তূর পর্ব্বত এলাকায় পৌছিলে এই পথে সমুদ্র আসিবে না অবশ্য, কিন্তু এই রাস্তায় যে পথ অতিক্রম করিতে হইবে তাহা মানচিত্রের সরল রেখারূপেই প্রায় ৩০০ মাইল। তদুপরি পর্ব্বতমালার আবরণ ও বেষ্টনের দরুণ যে তাহা আরও কতদূর দীর্ঘ হইতে পারে তাহা আল্লাহই জানেন; সর্ব্বাধিক বড় কথা এই যে, লক্ষ লক্ষ নরনারীকে লইয়া সেই জনশূন্য পানাহারের ব্যবস্থাবিহীন মরু ও পার্ব্বত্য অঞ্চলটি সাধারণভাবে মানুষের জন্য অতিক্রমোপযোগী ছিল কি না তাহাই কে জানে। পক্ষান্তরে গোশেন অঞ্চল হইতে তূর পর্ব্বত এলাকায় পৌছিবার দ্বিতীয় একটি পথ—গোশেন অঞ্চল হইতে সুয়েজ উপসাগরকে বামে রাখিয়া দক্ষিণ দিকে মিশর অঞ্চলের উপর দিয়া অগ্রসর হওয়ার পর সুযোগ সুবিধা মতে কোন স্থানে সুয়েজ উপসাগর পার হইয়া তূর পর্ব্বত এলাকায় পৌছিয়া যাওয়া—এই পথটি প্রথম পথ অপেক্ষা দুরত্বের দিক দিয়াও কম এবং অতিক্রম করার দিক দিয়াও সহজসাধ্য; অবশ্য এই পথে শুধু অনধিক ৩০ মাইল প্রশস্থ সমুদ্র তথা সুয়েজ উপসাগর পার হইতে হইবে। সে যমানায়ও যেহেতু এই উপসাগরের পশ্চিম কূলের ন্যায় উহার পূর্ব্ব কূলেও আবাদি ছিল যেমন পবিত্র কোরআনের ৯ পা: ৬ রুকুর একটি বিবরণীতে আভাস পাওয়া যায়, অতএব উহা পার হওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকাই স্বাভাবিক।

সুতরাং যদি মুছা (আ:) নিজস্ব পরিকল্পনারূপে তূর পর্ব্বত এলাকার প্রতি অগ্রসর হইয়া থাকেন; তবে তিনি সুয়েজ উপসাগর পার হওয়ার ব্যবস্থা পাইবেন আশায় এই দ্বিতীয়

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বলা হইয়াছে। ইহাও ভুল নয়, কারণ পবিত্র কোরআনেই ইহাকে তূরে সীনীন ও তূরে সাইনা নামেও অভিহিত করা হইয়াছে, তূর শব্দের আভিধানিক অর্থ পর্ব্বত, তাই তূর সাইনা অর্থ সাইনা পর্ব্বত।

পথেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। আর যদি বলা হয় যে, হযরত মুছার গতিবিধি সবই একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারিত গোপন ব্যবস্থার নিয়মাধীনে চলিতেছিল, তবে ত আর কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা ত এই ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমেই ফেরাউন ও তাহার দলবলকে ডুবাইয়া মারার পরিকল্পনা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেমতে মুছা (আ:) বনী-ইস্রায়ীলগণকে লইয়া রাত্রিবেলা পলায়নকালে তাড়াহুড়ার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছানুপাতিক সমুদ্র সম্মুখে আসিবার পথই অবলম্বন করিয়া বসিলেন।

পবিত্র কোরআন ছুরা ত্বা-হা ১৬ পা: ১৩ রুকুর যে আয়াত সম্মুখে উদ্ধৃত ও অনুদিত হইতেছে উহার সুস্পষ্ট মর্ম্ম দৃষ্টে বলিতে হয় যে—সমুদ্র সম্মুখে আসিবে সেই পথ অবলম্বন করা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা মুছা (আ:)কে পূর্ব্বাহ্নেই অবগত করিয়াছিলেন এবং সমুদ্র পার হওয়ার জন্য উহার মধ্যে পথ সৃষ্টি করাও অবগত করিয়াছিলেন। অতএব সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার প্রকাশ্য নির্দ্দেশ মোতাবেক অবগতির সহিতই হইয়াছিল; সুতরাং ফেলিস্তিন ও কেনান এলাকার পথ অবলম্বন করার কথা নিতান্তই অবান্তর।

সুপ্রসিদ্ধ তফছীর রুহুল মায়া'নীতে বলা হইয়াছে, সমুদ্রে শুষ্ক পথ করিয়া নেওয়া সম্পর্কে অহী পূর্ব্বাহ্নে—রাত্রিবেলা রওয়ানা হইয়া যাওয়ার আদেশ সম্বলিত অহীর সঙ্গেই হইয়াছিল; ইহাই অধিকাংশ তফছীরকারগণের অভিমত (১৬ খণ্ড ২৩৭ পৃ:)। তফছীর বয়ানুল-কোরআন ছুরা শোয়া'রার মধ্যেও এই আয়াতের বরাত দানে বলা হইয়াছে যে, রাত্রিবেলা রওয়ানা হওয়ার আদেশ আসিবার সঙ্গেই সমুদ্রে পথ করিয়া নেওয়ার আদেশও ছিল।

ফলে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল যে, মুছা (আ:) বনী ইস্রায়ীলগণসহ সুয়েজ উপসাগর কূলে আসিয়া ঠেকিলেন উপস্থিত পার হওয়ার কোন ব্যবস্থা পাইতেছিলেন না; এমতাবস্থায় দেখা গেল, ফেরাউন লোক লস্কর সহ দ্রুত আসিয়া পৌছিতেছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আল্লার উপস্থিত আদেশে লাঠির দ্বারা সমুদ্র খণ্ডিত হওয়ার মোজেযা সংঘটিত হইল। সমুদ্র বক্ষে নব আবিষ্কৃত পথ বহিয়া মুছা (আ:) সঙ্গীগণ সহ পার হইয়া আসিলেন। পিছে পিছে ফেরাউন দলবল সহ তথায় পৌছিল এবং হযরত মুছার অনুসরণে সেই নব আবিষ্কৃত পথেই অগ্রসর হইল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ঐ সমুদ্র তথা সুয়েজ উপসাগর কম-বেশ ৩০ মাইল প্রস্থ। যখন ফেরাউন ও তাহার দলবল সকলে পূর্ণরূপে সমুদ্রের মাঝে আসিয়া পড়িল তখনই আল্লার আদেশে সমুদ্র স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া গেল তাহারা সকলে ডুবিয়া ধ্বংস হইল।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সমুদ্রবক্ষে নব আবিষ্কৃত পথে বনী-ইস্রায়ীলদের পার হইয়া যাওয়া এবং ঐ পথেই ফেরাউনগোষ্টির ডুবিয়া মরা—উভয়ের ইতিহাস পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে বর্ণিত আছে। যথা—

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنٰكُمْ وَأَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ *

হে বনী-ইস্রায়ীল! স্মরণ কর, আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিখণ্ডিত করিয়াছিলাম; সেমতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া নিয়াছিলাম আর ফেরাউন-গোষ্টিকে ডুবাইয়া দিয়াছিলাম—যাহা তোমরা চাক্ষুষ দেখিতেছিলে।

(ছুরা বাকারাহ্—১ পাঃ ৬ রুঃ)

[২]

وَجَاوَزْنَا بِبَنِىْٓ إِسْرَآئِيْلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ط حَتّٰىٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ أَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا إِسْرَآئِيْلَ

আর আমি বনী-ইস্রায়ীলকে সমুদ্র পার করাইয়া নিলাম; তাহাদের পিছে পিছে ধাওয়া করিল ফেরাউন ও তাহার লোক-লস্কর জুলুম-অত্যাচার করার উদ্দেশ্যে। অবশেষে সে যখন ডুবিয়া যাইতেছিল তখন সে বলিল আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যাঁহার প্রতি বনী-ইস্রায়ীলগণ ঈমান আনিয়াছে তিনি ভিন্ন আর কোন মা'বুদ

ঘটনার এই বিবরণ শুধু যে, তফছীরকারগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়া আসিতেছে তাহাই নহে, বরং ঐতিহাসিকগণও উহা বর্ণনা করিয়াছেন—(১) الكامل فى التاريخ আল-কামেল ১ম খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা। ইহা ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বের স্বনাম ধন্য সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামাহ এবনে আছীরের সঙ্কলিত ৪০০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ।

(২) البداية والنهاية—আল-বেদায়াতু ওয়ান-নেহায়াহ্ ১ম খণ্ড ২৭১ পৃষ্ঠা। ইহা ৬০৬ বৎসর পূর্ব্বের সুপ্রসিদ্ধ মোফাচ্ছের, মোহাদ্দেছ ও ঐতিহাসিক আল্লামাহ এমাদুদ্দীন (রঃ) কর্তৃক সঙ্কলিত।

পূর্ব্বেই স্মরণ করানো হইয়াছে যে, "সুয়েজ উপসাগর" একটি ভৌগলিক উপনাম মাত্র, বস্তুতঃ উহা লোহিত সাগরেরই অংশ বিশেষ। অতএব পূর্ব্বাপর সমস্ত মোসলেম ঐতিহাসিকগণ এবং সমস্ত তফছীরকারগণ ঐক্যমতরূপে যাহা বলিয়া আসিতেছেন যে, ফেরাউন ও তাহাদের দলবল লোহিত সাগরে ডুবিয়া ধ্বংস হইয়াছিল তাহাই বাস্তব ও অখণ্ডনীয়।

وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ *
آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ
وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ * فَالْيَوْمَ
نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ
خَلْفَكَ اٰيَةً ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ
النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ *

নাই। আর আমি মোসলমানদের দলভুক্ত হইতেছি।

(আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতার মাধ্যমে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,) এতক্ষণে! (ঈমানের কথা!)—অথচ এতদিন পর্য্যন্ত নাফরমানীতেই কাটাইলে আর ফাছাদকারীদের দলভুক্ত থাকিলে? (আজাবে আক্রান্ত অবস্থার ঈমান গৃহিত নহে।) অবশ্য তোমার লাশকে উদ্ধার করিয়া নিব; (উহা রক্ষিত থাকিবে) এই উদ্দেশ্যে যে, তুমি যেন তোমার পরবর্ত্তী বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শনরূপে বিদ্যমান থাক; বস্তুতঃ মানব সমাজের অনেকেই আমার কুদরতের নিদর্শন সমূহ হইতে গাফেল থাকে।*

(ছুরা ইউনুছ—১১ পাঃ ১৪ রুঃ)

[৩]

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى -
اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ
طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخٰفُ
دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى *

আমি মুছার নিকট অহী পাঠাইয়াছিলাম, রাত্রিবেলা আমার বান্দা (বনী-ইস্রায়ীল)গণকে লইয়া (মিশর হইতে চলিয়া যাও; তারপর (পথিমধ্যে সমুদ্র আসিবে উহাতে লাঠি মারিয়া) তাহাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে শুষ্ক পথ করিয়া লইও—ধরা পরিবার ভয়ও করিবে না, ডুবিয়া মরিবার আশঙ্কাও করিবে না। (মুছা (আঃ) তাহাই করিলেন।)

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ

অতঃপর ফেরাউন তাহার লোক-লস্কর লইয়া তাহাদের পিছনে ধাওয়া

* ফেরাউনের লাশ সমুদ্রগর্ভ হইতে ভাসিয়া উঠিয়াছিল এবং ঢেউয়ের দ্বারা কূলে আসিবার পর উহা রক্ষিত রহিয়াছিল। আজও উহা মিশরের মিউজিয়মে আছে। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়াছি, পানিতে ডুবিয়া মরায় নিদর্শন এখনও তাহার লাশে বিদ্যমান রহিয়াছে।

فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۞
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ۞

করিল এবং শেষ ফলে ভয়ঙ্কররূপী সমুদ্র তাহাদিগকে ঘিরিয়া নিল। আর ফেরাউন তাহার জাতিকে পথভ্রষ্ট করিয়া ধ্বংসের পথে নিয়াছিল—তাহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করে নাই।

[৪]

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ
أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞

আর মুছার নিকট অহী পাঠাইলাম আমার বান্দা—নবী-ইস্রায়ীলগণকে লইয়া রাত্রে মিশর হইতে চলিয়া যাও। স্মরণ রাখিও, অবশ্যই তোমাদের পেছনে ধাওয়া করা হইবে (মুছা (আঃ) তাহাই করিলেন ; ফেরাউন সংবাদ পাইল।)

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ
حَاشِرِينَ ۚ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ
قَلِيلُونَ ۙ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ۙ
وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ط

অবিলম্বে ফেরাউন (লোক-লস্কর সংগ্রহের জন্য) শহরে-বন্দরে পেয়াদা পাঠাইল—এই বলিয়া যে, মুছার দল আমাদের তুলনায় কম সংখ্যক, তাহারা আমাদেরে ক্রোধান্বিত করিয়াছে, অথচ আমরা অস্ত্রধারী বিরাট দল। (তাহাদেরে পাকড়াও করা সহজ। লোক-লস্কর লইয়া ফেরাউন মুছার পেছনে ছুটিল।)

فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۙ
وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۙ كَذَلِكَ ۖ
وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۞
فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ۞ فَلَمَّا تَرَاءَ

আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীকে বলেন, দেখ। ফেরাউন ও তাহার হোমড়া-চোমড়াগণকে পানির ঝরণা ও ফোয়ারায় সুসজ্জিত বাগ-বাগিচা, অগাধ ধন-সম্পদ ও জাকজমক পুর্ণ গৃহ-অট্টালিকা হইতে এইরূপে বাহির করিয়া আনিলাম। (এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া) ঐ সবের মালিক বানাইয়া দিলাম বনী-ইস্রায়ীলগণকে।

الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰی
اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ * قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ
مَعِیَ رَبِّیْ سَیَهْدِیْنِ *

ফেরাউনগোষ্টির ধ্বংসের বিবরণ এই যে, মুছা (আঃ) রাত্রিবেলা বনী-ইস্রায়ীলসহ পলায়ন করিলেন ;) ফেরাউন লোক-লস্করসহ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদেরে ধাওয়া করিল। (এবং দ্রুতগতির যানবাহনে তাহাদের নিকটবর্ত্তী পৌঁছিয়া গেল) যখন উভয় দল পরস্পর দেখা যাইতে লাগিল, (এদিকে মুছার সম্মুখে সমুদ্র ;) তখন মুছার সঙ্গীগণ বলিল, আমরা ত ধরা পড়িয়া গেলাম। মুছা বলিলেন, কস্মিনকালেও নয় ; আমার সঙ্গে আমার পরওয়ারদেগারের সাহায্য রহিয়াছে—তিনি আমাকে সুব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিবেন।

فَاَوْحَيْنَآ اِلٰی مُوْسٰی اَنِ
اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ
فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ *

আমি মুছার প্রতি অহী পাঠাইলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রের উপর আঘাত কর। (তিনি তাহা করিলে ;) তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের পানি খণ্ড খণ্ড হইয়া পানির এক একটা খণ্ড বড় বড় পর্ব্বতের ন্যায় খাড়া রহিয়া গেল। (মাঝে মাঝে শুষ্ক পথ সৃষ্টি হইল ; মুছা (আঃ) সঙ্গীগণ সহ পার হইলেন।)

وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ *
وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰی وَمَنْ مَّعَهٗٓ
اَجْمَعِيْنَ * ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ *

আল্লাহ বলেন, অপর দল—ফেরাউনগোষ্টিকেও তথায় পৌঁছাইলাম। মুছা ও তাঁহার সব সঙ্গীদেরে বাঁচাইয়া নিলাম ; তারপর (সে পথেই) অপর দল—ফেরাউনগোষ্টিকে ডুবাইয়া মারিলাম।

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً ۖ وَمَا كَانَ
اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ * وَاِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ *

এই ঘটনার মধ্যে (উপদেশ লাভের) নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু অনেক লোকে এইরূপ ঘটনায় বিশ্বাসী নহে। জানিয়া রাখিও, নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার তিনি সর্ব্বশক্তিমান ক্ষমতাশালী দয়ালু।

(১৯ পাঃ ৮ রুঃ)

[৫]

আমার বান্দাগণকে লইয়া রাত্রে রওয়ানা হও; তোমাদের শত্রু তোমাদের ধাওয়া করিবেই। (সমুদ্রে সৃষ্ট পথে পার হইয়া মুছা(আ:) সেই পথ বিলুপ্তির দোয়া করিলে আল্লাহ বলিলেন,)

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ *

সমুদ্রকে (উহাতে সৃষ্ট পথ এবং খণ্ডিত পানি পর্ব্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকার) শান্ত অবস্থায় থাকিতে দাও। নিশ্চয় ফেরাউনের সম্পূর্ণ দলটি (এই পথেই) ডুবিয়া মরিবে।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ط إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ *

(আল্লাহ তায়ালা বিশ্বাবাসীকে উপদেশ গ্রহণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করার জন্য বলেন,) ঐ ফেরাউনগোষ্টি ঝরণা ও ফোয়ারায় সুসজ্জিত কত বাগ-বাগিচা খেত-ক্ষামার জাকজমকপূর্ণ গৃহ-অট্টালিকা এবং আরও কত ভোগ-বিলাসের সামগ্রি যাহাতে তাহারা মত্ত ছিল—সেই সব তাহারা ছাড়িয়া আসিয়াছিল ঐরূপেই। (তাহারা ত ডুবিয়া মরিল;) আর কালক্রমে ঐ সবের মালিক বানাইয়া দিলাম অপর পক্ষ (তথা বনী-ইস্রায়ীলগণ)কে। (ছুরা দোখান—২৫ পারা ১৪ রুঃ)

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ لا وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ لا وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ لا كَذَٰلِكَ - وَأَوْرَثْنَهَا قَوْمًا آخَرِينَ *

মুক্তি লাভের পর বনী-ইস্রায়ীল :

পরাধীনতা এবং বিজাতীয় প্রভাব ও পরিবেশ মানুষের মন-মগজ, ভাবধারা ও চিন্তাধারাকে কিরূপে বিকৃত করিয়া ফেলে উহার একটি প্রকৃষ্ট স্বরূপ বনী-ইস্রায়ীলদের মুক্ত জীবনের প্রাথমিক একটি ইতিহাসে দেখা যায়।

বনী-ইস্রায়ীলগণ নবীগণের বংশ ছিল, শেরক ও মুর্ত্তি পূজা তাহাদের জাতীয় চরিত্রের বিপরীত ছিল। তাহাদের জাতীয় চরিত্র ছিল তৌহীদ—খাঁটী তৌহীদ। কিন্তু দীর্ঘ কাল ফেরাউনের দাসত্বে আবদ্ধ থাকিয়া এবং ফেরাউনের

পূজারী মিশরীয়দের প্রভাব ও পরিবেশে পরাধীন ও দুর্ব্বলরূপে থাকিয়া তাহারা আপন-ভোলা, স্বজাতীয়তা বিবর্জ্জিত, বিজাতীয় ভাবধারায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

কোন জাতি দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিয়া যখন তাহার মন-মগজ ভাবধারা ও চিন্তাধারা বিকৃত হইয়া যায় তখন তাহাদের আভ্যন্তরীন পরাধীনতার ছাপ এবং মানসিক ছাপ সাধারণ দৈহিক ছাপ হইতে বহুগুণে বেশী মজবুত, শক্ত কঠিন হইয়া যায়। তাই দেখা যায়, কালক্রমে ঐ জাতি বাহ্যিক ও দৈহিক মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভের পরও তাহাদের ভাবধারা ও চিন্তাধারা বিজাতীয় কলুষে কলুষিত থাকিয়া যায়। যেমন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শরীরে পড়িলে উহা দূরীভূত হইয়া গেলেও উহার ছাপ তথা ঠোসা থাকিয়া যায়; ঠোসা দূর হইলেও উহার ছাপ—আগুনে পোড়ার দাগ শরীরে বহু দিন থাকে।

সুতরাং কোন জাতি দুর্ভাগ্যবশতঃ পরাধীনতার অভিশাপে পতিত হইলে উহার কর্ণধারগণের উপর বিশেষ দায়িত্ব এই আসে যে, জাতিকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জাতির মন-মগজ, ভাবধারা ও চিন্তাধারাকে বিজাতীয় ছাপ মুক্ত করিতে অধিক যত্নবান হওয়া।

ফেরাউন নিজকে انا ربكم الاعلى—আমি তোমাদের প্রধান প্রভু বলিত। অধিকন্তু মফঃস্বলের প্রত্যেক এলাকায় নিজের এক একটি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল; মফঃস্বল এলাকার লোকগণ সেই প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকিত। বনী-ইস্রায়ীলগণ ঐরূপ পরিবেশে দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিয়া তাহাদের ভাবধারা ও চিন্তাধারা মূর্ত্তিপূজার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া গিয়াছিল, তাই যখন তাহারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ ব্যবস্থায় মুক্তিলাভ করিল, ফেরাউন-গোষ্টি তাহাদের চোখের সামনে ডুবিয়া মরিল এমতাবস্থায়ও বনী-ইস্রায়ীলদের মন-মগজ হইতে সেই বিজাতীয় প্রভাব—মূর্ত্তি পূজার কথাই নির্গত হইল, নবীর সম্মুখে সেই দাবী পেশ করিল। তাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই—

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি বনী-ইস্রায়ীলকে সমূদ্র পার করিয়া নিলাম। অতঃপর এমন এক দল লোকের নিকট তাহাদের উপস্থিতি হইল যাহারা কতকগুলি মূর্ত্তির পূজায় জড় ছিল। বনী-ইস্রায়ীলরা বলিল,

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ
الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ
عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى

اِجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ط
قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ *
اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ
وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ * قَالَ
اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ
فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ *

হে মুছা! আমাদের জন্যও এই ধরণের মা'বুদ বানাইয়া দেন তাহাদের যেরূপ মা'বুদ রহিয়াছে। মুছা বলিলেন, তোমরা বড়ই নাদান, জ্ঞানশূন্য লোক!

(মুছা (আঃ) আরও বলিলেন,) এই লোকগুলি যে কাজ করিতেছে তাহাতে তাহারা ধ্বংস হইবে এবং তাহাদের এই কার্য্যও নিতান্তই অবান্তর। তিনি আরও বলিলেন, আমি কি আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য আনিতে পারি? অথচ এক আল্লাহই তোমাদিগকে সারা জাহানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।

(ছুরা আরাফ—৯ পাঃ ৬ রুঃ)

তৌরাতের জন্য হযরত মুছার তুর পর্ব্বতে আগমন ঃ

বনী-ইস্রায়ীলদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইল তাহারা হযরত মুছার নিকট আবদার জানাইল, এখন ত আমরা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছি; এখন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কোন হেদায়েতনামা—কেতাব পাইলে আমরা তদনুযায়ী আমল করিতে সক্ষম হইব। মুছা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিলেন, সেমতে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুছাকে তূর পর্ব্বতে আসিবার জন্য বলিলেন। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ।

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً
وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ
اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ج وَقَالَ مُوْسٰى
لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ
وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ *

আমি মুছাকে আশ্বাস দিলাম, (কেতাব পাইতে তূর পর্ব্বতে আসুন) ৩০ রাত্রের জন্য এবং আরও ১০ রাত্র বর্দ্ধিত করিলাম; সেমতে তাঁহার প্রভুর নির্দ্ধারিত সময় পূর্ণ ৪০ রাত্র হইল। যাত্রাকালে মুছা স্বীয় ভ্রাতা হারুণকে বলিয়া গেলেন, আমার স্থলে জাতির মধ্যে থাকিয়া সকল কার্য্য সমাধা করিবেন, তাহাদের সংশোধন করিবেন। স্বৈরাচারীদের অনুসরণে চলিবেন না।

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا
وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ ط
قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ
إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ
فَسَوْفَ تَرَانِي ج فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ
لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ج
فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ
إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ *

মুছা যখন আমার নির্দ্ধারিত দিনগুলির জন্য তূর পর্ব্বতে আসিলেন এবং তাঁহার প্রভু তাঁহার সঙ্গে কালাম করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, প্রভু! আমাকে দর্শন দান করুন—আমি স্বচক্ষে আপনাকে দেখার আকাঙ্খা রাখি।

আল্লাহ বলিলেন, (ইহজগতে) কস্মিনকালেও আমাকে দেখিতে সক্ষম হইবে না। আচ্ছা—সম্মুখস্থ পাহাড়টির প্রতি নজর কর; যদি উহা স্বস্থানে স্থির থাকিয়া যায় তবে পরে হয় ত আমাকে দেখিবে। যখন তাঁহার প্রভুর নূরের তাজাল্লি মাত্র ঐ পাহাড়ে পতিত হইল; শুধু তাহাতেই পাহাড়টি চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া গেল এবং মুছা চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন।

মুছার চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে, আরজ করিলেন, প্রভু। (ইহজগতে দৃষ্ট হওয়ার আকার-আকৃতি হইতে) আপনি পাক পবিত্র। (উহার দরখাস্ত করায়) আমি আপনার দরবারে ক্ষমা প্রার্থী; আমি সর্ব্বাগ্রে শিরোধার্য্য করিতেছি, (ইহজগতে আপনার দিদার—দর্শন সম্ভব নহে।)

قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ
عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي
فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ
الشَّاكِرِينَ *

আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, হে মুছা। আমি তোমাকে আমার পয়গাম্বরী দান করিয়া এবং কালামের পাত্র বানাইয়া লোকদের উপর তোমাকে বিশেষত্ব দান করিয়াছি। অতএব আমি তোমাকে যাহা দান করিতেছি তাহা সযত্নে গ্রহণ কর এবং আমার কৃতজ্ঞ হইয়া থাক।

وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ *

আর আমি তাঁহার জন্য কতিপয় ফলকে লিখিয়া দিলাম সব রকমের নছিহত ও উপদেশ এবং (জীবন-যাপনের) বিস্তারিত বিবরণ। অতএব (হে মুছা!) নিজেও তুমি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই সবগুলিকে গ্রহণ কর এবং নিজ জাতিকেও আদেশ কর, তাহারা যেন এই সব উত্তম বিষয়ালীকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করে। নাফরমান—ফেরাউনগোষ্টির দেশ সত্বরই তোমাদেরে দেখার সুযোগ দিব। (দেখিবে তাহারা তাহাদের ধন-সম্পদ হইতে কিরূপে বিতাড়িত হইয়াছে।)

হযরত মুছার যাওয়ার পর বাছুর পূজার কেলেঙ্কারী ঃ

মুছা (আঃ) যখন তুর পর্ব্বতে উপস্থিত হইবার আহ্বান পাইয়াছিলেন তখন তাঁহার সঙ্গে বনী ইস্রায়ীলদের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও সঙ্গে নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মুছা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রতি অধীরচিত্তে ছুটিয়া পড়িলেন। ভ্রাতা হযরত হারুনকে জাতির কর্ণধাররূপে নিজ স্থলাভিষিক্ত করিয়া "তুর" পানে রওয়ানা হইয়া গেলেন। বনী-ইস্রায়ীলের ব্যক্তিবর্গ পেছনে সঙ্গেই আছে ধারণা করিয়া মুছা (আঃ) এক মনে এক ধ্যানে তুর পর্ব্বত পানে দৃষ্টি নিবিদ্ধভাবে—এদিক-ওদিক কোন লক্ষ্যই না করিয়া একরোখা সম্মুখপানে ধাবিত হইতেছিলেন। বনী ইস্রয়ীলের ব্যক্তিবর্গ কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যায় নাই। বরং তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বনী-ইস্রায়ীল জাতি এক জঘন্য কেলেঙ্কারীতে জড়াইয়া পড়িল।

বনী-ইস্রায়ীলদের মধ্যে "ছামেরী" নামে এক মোনাফেক ঐ কেলেঙ্কারীর উদ্যোক্তা ছিল। বনী-ইস্রায়ীলদের নিকট কতকগুলি স্বর্ণের অলঙ্কার ছিল। সেইগুলি মিশরীয়দের নিকট হইতে তাহারা সাময়িক ধার আনিয়াছিল; মিশরে তাহাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের বিনিময়রূপে বা যে কোন কারণে ঐগুলি তাহারা নিয়া আসিয়াছিল; পবিত্র কোরআনে এই তথ্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

এক দিকে হযরত মুছা তুর পর্ব্বতের দিকে রওয়ানা হইয়াছেন অপর দিকে ছামেরী সেই অলঙ্কারগুলি একত্রিত করার ব্যবস্থা করিল এবং সেগুলিকে আগুনে গালাইয়া উহা দ্বারা একটা গোশাবক বা গরুর বাছুরের মূর্ত্তি তৈরী করিয়া নিল।

ছামেরীর নিকট আর একটি বস্তু ছিল—মুছা (আঃ) যখন মিশর হইতে আসিতেছিলেন তখন ফেরেশতা জিব্রিল (আঃ)ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ; ইহা নবীগণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিষয়। নবীগণের সাহায্য সহায়তা ও বিপদ ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা—ইহা আল্লার তরফ হইতে জিব্রিল ফেরেশতার উপর ন্যাস্ত এবং তাঁহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। হযরত ঈসার রক্ষক ও সহায়করূপে ফেরেশতা জিব্রিলের নিয়োজিত থাকা পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত আছে। বদর, ওহোদ, আহজাব, বনুকোরায়জা ইত্যাদি জেহাদ সমূহে জিব্রিল (আঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহায়তায় আসিয়াছিলেন, ইহা বোখারী শরীফ ইত্যাদি কেতাবের অনেক হাদীছে প্রমাণিত রহিয়াছে।

হাদীছ দ্বারা ইহাও প্রমাণিত যে, হযরত জিব্রিলের ঘোড়া আছে ; তিনি নবীগণের সাহায্য-প্রয়োজনে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেন। বোখারী শরীফের হাদীছে উল্লেখ আছে, বদরের জেহাদে ছাহাবীগণ হযরত জিব্রিলের ঘোড়া হাঁকাইবার শব্দ শুনিয়াছেন এবং তাঁহার সেই ঘোড়ার নাম حيزوم— হাইযুম”। বোখারী শরীফেরই অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, “বনুকোরায়জা” গোত্রের উপর আক্রমণে যাত্রাকালে ছাহাবীগণ মদীনার “বনীগণম” পথে ধুলা উড়িতে দেখিয়াছেন যাহা অশ্বারোহী জিব্রিল বাহিনী অতিক্রমের দরুণ ছিল।

মোট কথা—আপদ-বিপদে পয়গাম্বরগণের সাথে হযরত জিব্রিলের সঙ্গ অবলম্বন এবং তাঁহার ঘোড়ায় আরোহণ এই সব তথ্য হাদীছ দ্বারা সুপ্রমাণিত।

মোফাচ্ছেরগণ লিখিয়াছেন, মুছা (আঃ) বনী-ইস্রায়ীলকে লইয়া মিশর ত্যাগের সঙ্কটময় ঘটনায় জিব্রিল (আঃ) সঙ্গে ছিলেন এবং ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন। ছামেরী ঘোড়ার একটি অলৌকিক ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছিল—হযরত জিব্রিলের ঘোড়ার পা যে স্থানে পতিত হইত সে স্থানে মরুভূমির মধ্যেও ঘাস-পাতা গজাইয়া উঠিত। হযরত জিব্রিল ও তাঁহার ঘোড়া সাধারণরূপে দৃষ্ট না হইলেও উক্ত ঘটনা স্বভাবতঃই দৃষ্ট ছিল এবং ছামেরী উহা লক্ষ্য করিতেছিল। সে ঐরূপ স্থান হইতে কিছু মাটি সঙ্গে রাখিয়াও দিয়াছিল এবং ধারণাও করিয়াছিল যে, মৃত তথা ঘাস-পাতা বিহীন জমিন হঠাৎ সজীব তথা ঘাস-পাতা বাহক হইয়া যাইতেছে যখন, তখন ইহার আশ্চর্য্যজনক প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই থাকিবে। এইরূপে একটা স্বাভাবিক মনোভাব লইয়া সে ঐ মাটি নিজের নিকট রাখিয়াছিল।

পুর্ব্ব বর্ণিত স্বর্ণের তৈরী গোশাবক মূর্ত্তিটি তৈরীর পর ছামেরীর মনে খেয়াল আসিল যে, আমার নিকট ত ঐ মাটি আছে যাহার ঘটনা ছিল—জীবন বিহীন বস্তুতে সজীবতার গুণাগুণ সৃষ্টি হওয়া ; ঐ মাটি এই জীবন বিহীন বাছুর মূর্ত্তিটার মধ্যে দিয়া দেখি কি হয়। মনের খামখেয়ালীর দ্বারাই সে উদ্বুদ্ধ হইল এবং সেই বাছুর মূর্ত্তিটার মুখে ঐ মাটি রাখিয়া দিল।

আল্লার কুদরতের লীলা—ঐ মাটি রাখিলে পর বাছুর মূর্ত্তিটির মধ্যে একটা আশ্চর্য্যজন অবস্থার সৃষ্টি হইয়া গেল যে, ঐ মূর্ত্তিটি প্রকৃত গোশাবকের ন্যায় ভেঁ ভেঁ করিতে আরম্ভ করিল। মোনাফেক ছামেরী ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বনী-ইস্রায়ীলদের দ্বীন-ঈমান নষ্ট করার সুযোগ গ্রহণ করিল। সে তাহাদিগকে বলিল, এই গোশাবকটিই তোমাদের এবং তোমাদের নবী মুছারও প্রভু-পরওয়ারদেগার মাবুদ। মুছা ভুল করিয়া প্রভুর তালাশে তুর পর্ব্বতে গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বনী-ইস্রায়ীলগণ দীর্ঘকাল পরাধীনতার জীবনে শেরক ও মূর্ত্তি-পূজকদের পরিবেশে থাকিয়া জাতিয় বৈশিষ্ট "তৌহিদ" ভুলিয়া গিয়া বিজাতীয়দের প্রভাবে বিজাতীয় ভাবধারা ও চিন্তাধারার রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল, এমনকি মূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য তাহারা স্বয়ং হযরত মুছা সমীপে দাবীও পেশ করিয়াছিল যাহার বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

আপন-ভোলা, বিজাতীয় ভাবধারায় নিমজ্জমান বনী-ইস্রায়ীলগণ অতি সহজেই ছামেরীর খপ্পরে পড়িয়া গেল। তাহারা সকলে ঐ গোশাবকের পূজা আরম্ভ করিয়া দিল, এমনকি হারুন (আঃ) তাহাদিগকে শত বুঝাইয়াও নিবৃত্ত রাখিতে পারিলেন না। তাহারা পূর্ণ উদ্দমে ঐ কেলেঙ্কারীতে মশগুল হইয়া গেল। তুর পর্ব্বতে উপস্থিত মুছা (আঃ)কে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার জাতির অবস্থা জ্ঞাত করিলেন। জাতির জন্য আসমানী কেতাব লাভ করিবেন—সেই মূহুর্ত্তে এই কেলেঙ্কারীর সংবাদে মুছার আক্ষেপ অনুতাপের সীমা রহিল না। তিনি তথাকার কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়া আল্লাহ তায়ালার কেতাব তৌরাত শরীফ লাভ করতঃ স্বীয় জাতির প্রতি ক্রোধ ও অনুতাপ লইয়া তুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

প্রথমই স্বীয় ভ্রাতা হযরত হারুনকে অভিযুক্ত করিলেন। কারণ তাঁহাকেই নিজ স্থলাভিষিক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাই ভাবিলেন যে, তাঁহার দুর্ব্বলতায়ই হয় ত এই অঘটন ঘটিয়াছে। হারুন (আঃ) বলিলেন, আমি যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমার বাধা মানে নাই বরং আমাকে

হত্যা করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল; অবশেষে এ সম্পর্কে কিছু করিতে না পারিয়া জাতির সংহতি রক্ষা করতঃ আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম।

অতঃপর হযরত মুছা (আঃ) জানিতে পারিলেন যে, এই কেলেঙ্কারীর মূল হইল ছামেরী, অতএব তিনি ছামেরীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সে হযরত মুছার প্রভাব ও ভয়ের আতঙ্কে কিছুই গোপন রাখিতে সক্ষম হইল না, সব কিছু খুলিয়া বলিয়া দিল। হযরত মুছা সকলকে এরূপ অযৌক্তিক হীনকার্য্যের উপর ভর্ৎসনা করিলেন। মোনাফেক ছামেরী ত সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শ ও শিক্ষাদান-মূলক গজবে পতিত হইল, আর সর্ব্বসাধারণ বনী-ইস্রায়ীলদিগকে বিশেষরূপে তওবা করার আদেশ করা হইল এবং বাছুর-মূর্ত্তিটাকে আগুনে পোড়াইয়া ছাই ভস্ম করিয়া দেওয়া হইল। এই ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ—

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ *

(ছুরা বাকারা—১ পাঃ ৬ রুঃ)

স্মরণীয় ঘটনা—আমি ওয়াদা দিয়াছিলাম মুছাকে চল্লিশ রাত্রের—(তুর পর্ব্বতে ৪০ রাত্র এবাদত-বন্দেগীতে কাটাও; তৌরাত শরীফ প্রদান করিব।) তারপর তোমরা একটা বাছুর-মূর্ত্তিকে মা'বুদরূপে অবলম্বন করিয়াছিলে; (তৌরাতের জন্য) মুছার যাওয়ার পর। তোমরা গুরুতর অন্যায়কারী ছিলে।

[২]

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ط أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا - اِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ * .....

মুছার জাতি মুছার যাওয়ার পর তাহাদের স্বর্ণালঙ্কারগুলি দ্বারা একটা গোশাবকের মূর্ত্তি বানাইল—এটা শুধু আকৃতিই ছিল (আত্মা উহাতে ছিল না;) উহাতে কেবল গরুর বাছুরের ন্যায় আওয়াজ ও শব্দ ছিল। তাহারা কি চিন্তা করিল না যে, ঐ বাছুর-মূর্ত্তিটা (মানুষ হইতে নিম্ন স্তরের; মানুষ ত কথা বলিতে পারে, ঐটা ত) কথাও বলিতে পারে না এবং তাহাদিগকে

কোন পথ প্রদর্শনও করিতে পারে না। এমন অক্ষম বস্তুকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল—বাস্তবিকই তাহারা বড় অন্যায়কারী ছিল।......

আর যখন মূছা অনুতাপ ও ক্রোধভরে স্বীয় জাতির নিকট ফিরিলেন তখন বলিলেন, তোমরা আমার যাওয়ার পর অত্যন্ত জঘন্য কাজে লিপ্ত হইয়াছ। আল্লার তরফ হইতে হুকুম-আহকাম আনিবার জন্য আমি গিয়াছিলাম, উহার অপেক্ষাও করিলে না? এই বলিয়া তিনি তৌরাত শরীফের খণ্ডগুলি ক্ষিপ্ততার সহিত রাখিয়া দিয়া স্বীয় ভ্রাতা হারুণের মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিলেন।

হারুন (আঃ) বলিলেন, ভাই! জাতি আমাকে হাল্‌কা মনে করিয়াছে, আমার কথার মুল্য দেয় নাই, আমাকে ত তাহারা খুন করিতে প্রস্তুত ছিল। (তুমিও কঠোরতা দেখাইলে শত্রুরা হাসিবে,) অতএব শত্রুদলকে তুমি আমার প্রতি হাসাইও না' এবং আমাকে অপরাধীদের দলভুক্ত গণ্য করিও না।

মূছা (আঃ) বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার। আমাকে এবং আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা করুন এবং আপনার রহমতের আওতায় শামিল করুন, আপনি ত সর্ব্বোপরি দয়ালু ও মেহেরবান।

যাহারা বাছুর-মুর্ত্তিকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করিয়াছে নিশ্চয় তাহাদের অচিরেই পাকড়াও করিবে তাহাদের পরওয়ারদেগারের গজব এবং

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ
غَضْبَانَ أَسِفًا * قَالَ بِئْسَمَا
خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۚ أَعَجِلْتُمْ
أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ
وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ
قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ
اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي
فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ *
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي
وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنتَ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ *
إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ
سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ

فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَكَذٰلِكَ
نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ۝
وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ
تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا اِنَّ
رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

ইহকালেই তাহারা অপদস্ত হইবে ; এইরূপ প্রতিফলই দিয়া থাকি আমি মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারীদেরকে।

আর যাহারা গোনাহের কাজ করার পরে তওবা করিয়া নেয় এবং ঈমানকে শুদ্ধ করিয়া নেয়, নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার ঐরূপ তওবা করিলে পর ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং রহমত দান করিবেন। (৯ পাঃ ৮ রুঃ)

[৩]

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ
يٰمُوْسٰى ۝ قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىْ
وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ۝

মুছা তূর পর্ব্বতে পৌঁছিলে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, (যাহাদেরকে সঙ্গে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই) লোকদেরকে ছাড়িয়া দ্রুত চলিয়া আসিলেন কেন? মুছা বলিলেন, তাহারা আমার পেছনে নিকটেই আছে ; যথা-সত্বর আপনার আদিষ্টস্থানে হাজির হইয়াছি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য।

قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ
بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ۝

আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আপনি চলিয়া আসার পর তাহাদেরে আমি পরীক্ষায় ফেলিয়াছি ; ছামেরী তাহাদেরে গোমরাহ করিয়া দিয়াছে।

فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ
غَضْبَانَ اَسِفًا ـ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ
يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ـ

বিস্তারিত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া মুছা স্বীয় জাতির প্রতি অনুতাপ ও ক্রোধ-ভরে ভিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হে আমার জাতি! তোমাদের পরওয়ার-দেগার কি তোমাদের নিকট একটি উত্তম ওয়াদা করিয়াছিলেন না? (যে, “তৌরাত” দান করিবেন।) তোমাদের

(সেই ওয়াদা পুরণের) সময় কি ফুরাইয়া গিয়াছিল? না—তোমরা ইচ্ছাই করিয়াছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের পরওয়ারদেগারের গজব পতিত হউক, সেমতে তোমরা আমার নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার (যে, তৌহীদে দৃঢ় থাকিবে) ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছ?

বনী-ইস্রায়ীলরা বলিল, আপনার নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকারকে আমরা সহজ সাধ্যে ভঙ্গ করি নাই, কিন্তু ঘটনা এই যে, আমাদের উপর (মিশরবাসীদের) স্বর্ণালঙ্কারের বোঝার চাপ ছিল; অতএব (ছামেরীর পরামর্শে) আমরা সেগুলিকে (আগুনে) ফেলিয়াছিলাম তারপর ছামেরীও ঐরূপে ফেলিয়াছিল।

(সেইগুলি আগুনে গালাইয়া) ছামেরী তাহাদের জন্য একটা বাছুর-মুর্ত্তি বানাইয়াছিল—ঐটা শুধু আকৃতিই ছিল যাহাতে (আত্মা ছিল না;) ছিল কেবল গোশাবকের ন্যায় আওয়াজ ও শব্দ। সেই বাছুর মুর্ত্তিটা সম্পর্কেই ছামেরীর ধোকায় তাহারা পরস্পর বলিল, ইহাই তোমাদের মা'বুদ এবং মুছারও মা'বুদ। মুছা ভুল করিয়াছে (যে, মা'বুদের জন্য তূর পর্ব্বতে গিয়াছে।)

(আল্লাহ বলেন,) তাহারা কি চিন্তা করিল না যে, ঐটা তাহাদের কথার উত্তর দিতেও অক্ষম, লাভ-লোকসানের মালিক হওয়ার কথাই নাই।

أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ
أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ
فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ۝

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ
بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا
مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ
أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۙ
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ
خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ
مُوسَى ۔ فَنَسِيَ ۝

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ
قَوْلًا ۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ
يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ج وَاِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْٓا
اَمْرِىْ ۝

হারুন (আঃ) তাহাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি। বাছুর-মূর্ত্তিটির দ্বারা তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছ। (এইটা প্রভু বা মা'বুদ হইতে পারে না।) তোমাদের প্রভু হইলেন একমাত্র তিনি যিনি "রহমান" অসীম দয়ালু-দাতা করুণাময়। সুতরাং তোমরা আমার কথা মান এবং আমার আদেশের অনুসরণ কর।

قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ
حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ۝

তাহারা হারুনকে বলিয়াছিল, আমরা কিছুতেই এই বাছুর-মূর্ত্তিকে ছাড়িব না—ইহার পূজা পাটে লিপ্ত থাকিব যাবৎ না মুছা আমাদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ
اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۙ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ط
اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ ۝

মুছা (আঃ) ভ্রাতা হারুনকে (ক্রোধভরে মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিলেন এবং থুতিতে হাত লাগাইয়া মুখামুখী বসাইয়া) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হারুন! জাতি যখন গোমরাহ হইতেছিল তখন আমার (নিকট পৌছার) পথ ধরিতে তোমার জন্য বাধা কি ছিল? তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করিলে?

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِىْ
وَلَا بِرَاْسِىْ ج اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ

হারুন (আঃ) বিনয়ভাবে বলিলেন, হে আমার মায়ের গর্ভজাত ভ্রাতা! আমার চুল-দাড়ি ছাড়িয়া কথা শোন। আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে, (তোমার নিকট গেলে কিছু লোক আমার সঙ্গে যাইবে; ফলে তাহাদের

تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ◎

মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হইবে ;) তুমি হয়ত বলিবে বনী-ইস্রায়ীলদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির কাজ করিয়াছ, আমার আদেশ রক্ষা কর নাই—(বলিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে সুষ্ঠতা বজায় রাখিবে।)

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ◎ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ◎

(মুছা (আঃ) কেলেঙ্কারীর মূল গুরুকে) বলিলেন, হে ছামেরী ! তোর ঘটনা কি ? সে বলিল, অতীতে আমি একটি বস্তু লক্ষ্য করিয়াছিলাম যাহা সকলে লক্ষ্য করিয়া ছিল না—(অর্থাৎ আল্লাহ প্রেরিত ফেরেশতা জিব্রিলের ঘোড়ার পদস্থানের অলৌকিক অবস্থা) সেমতে আমি সেই প্রেরিত দূতের পদস্থান হইতে এক মুষ্টি মাটি লইয়াছিলাম; সেই মাটি মুষ্টি আমি (বাছুর-মুর্ত্তিটিতে) ফেলিয়া ছিলাম, এইটা আমার মনের একটা পরিকল্পনা ছিল ; (উহা হইতেই মুল ঘটনার সৃষ্টি।)

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ◎

মুছা বলিলেন, দূর হইয়া যা—এই জেন্দেগীতেই তোর এই দুর্ভোগ হইবে যে, ছুইওনা, ছুইওনা বলিতে হইবে, তদুপরি তোর জন্য শাস্তির আরও একটা নির্দ্ধারিত সময় আছে—পরকাল ; যাহাকে এড়াইবার উপায় নাই। যেই মা'বুদকে কেন্দ্র করিয়া তুই ও তোর দল পূজাপাট করিয়াছিলে—এখনই দেখিবে, উহাকে জ্বালাইয়া ছাই-ভস্ম করিয়া তারপর ছাই-ভস্মকে সমুদ্রে ছড়াইয়া দিব।

إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ◎

তোমাদের সকলের মা'বুদ একমাত্র তিনি যিনি ভিন্ন মা'বুদ হওয়ার যোগ্য আর কেহ নাই, তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞানী।

(১৬ পাঃ ১৩×১৪ রুঃ)

ছামেরীর ইহকালীন দুর্ভোগের বিবরণ সম্পর্কে মোফাচ্ছেরগণ লিখিয়াছেন যে, তাহাকে কেহ স্পর্শ করিলে স্পর্শকারী এবং ছামেরী উভয়ের ভীষণ জ্বর আসিয়া যাইত, সুতরাং সে পাগলের ন্যায় মানুষ-জন হইতে দূরে ঝাড়-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং মানুষ-জন দেখিলেই এইরূপ বলিতে থাকিত, ছুইও না—ছুইও না।

বাছুর পূজাকারীদের তওবা ঃ

ছামেরী ইহকালীন গজবে পতিত হইল এবং বাছুর-মুর্ত্তিটাকে পোড়াইয়া ছাই-ভস্ম করিয়া সমুদ্রে ফেলা হইল। অতঃপর মুছা (আঃ) বনী-ইস্রায়ীলের লোকগণকে তাহাদের এই মহাপাপ শেরেকের জঘন্যতা বুঝাইলেন এবং উহা হইতে তওবা করার উপদেশ দিলেন। তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিলে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের এই মহাপাপের তওবা এইরূপ নির্দ্ধারিত করিলেন যে, আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের আত্ম-জীবনকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। যেমন, বর্ত্তমানে আমাদের শরীয়তেও জেনা বা ব্যভিচার সম্পর্কে শরীয়তের নির্দ্দেশ আছে আত্ম-জীবনকে বিসর্জ্জন দেওয়া তথা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু বরণ করা।

ছাহাবী মা'য়েজ (রাঃ), এবং "গামেদিয়াহ" (রাঃ) নাম্নি নারী ছাহাবী এইরূপ ঘটনায় স্বীয় আত্ম-জীবন বিসর্জ্জন দেয়ার জন্য طهرني يا رسول الله—ইয়া রসুলুল্লাহ! আমাকে পাক পবিত্র করুন, বলিয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহেচ্ছালামের দরবারে নিজকে পেশ করিয়াছিলেন। সেমতে হযরত (দঃ) তাঁহাদিগকে শরীয়তের নির্দ্দেশ মতে প্রকাশ্যে জনসারণের প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করিয়াছিলেন। হযরত(দঃ) তাঁহাদের এই তওবার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।

তওবার ব্যবস্থাটি কঠিন ছিল বটে, কিন্তু বনী-ইস্রায়ীলগণ উহার জন্য শুধু প্রস্তুতই হইল না, বরং উহাকে বাস্তবে পরিণত করিল। তাহাদের মধ্যে সত্তর হাজার লোক ঐ পাপে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই তাহাদের আত্ম-জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়াছিল ফলে আল্লাহ তায়ালা ঐরূপ তওবাকারীদের সেই মহাপাপ ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ—

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ

فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ - فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ......

অর্থ ঃ—স্মরণীয় ঘটনা—মুছা (আঃ) স্বীয় জাতিকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি। তোমরা বাছুর পূজা অবলম্বনে নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছ; তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি ধাবিত হও—খাঁটী তওবা কর এবং সে মতে তোমরা নিজেদের আত্মজীবন বিসর্জ্জন দাও। এই ব্যবস্থা তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার দরবারে তোমাদের পক্ষে সুফলদায়ক হইবে—তিনি তোমাদের তওবা কবুল করিবেন; নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী (১ পাঃ৬ রুঃ)। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَالِكَ -

"বনী-ইস্রায়ীলদের অপর একটি ঘটনা যে, তাহাদের নিকট সত্য দ্বীনের দলিল প্রমাণ আসিবার পরেও তাহারা বাছুর পূজা অবলম্বন করিয়াছিল; সেইরূপ মহাপপকেও আমি ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলাম। (৬ পাঃ ২ রুঃ)

তৌরাত সম্পর্কে গড়িমশি, তাই ব্যবস্থা অবলম্বন ঃ

বাছুর পূজার কেলেঙ্কারীর সমাপ্তি ঘটিল, সেই পাপে প্রত্যক্ষরূপে জড়িত ব্যক্তিরা তওবারূপে জীবন বিসর্জ্জন দিল। অতঃপর শান্ত পরিবেশে মুছা (আঃ) তৌরাত শরীফ বনী-ইস্রায়ীল জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। তাহাদের বেয়াদব প্রকৃতির কিছু লোক একটা গোড়ামীমূলক প্রশ্ন তুলিল যে, আল্লাহ তায়ালা সরাসরি আমাদিগকে বলিয়া দিলে আমরা এই কেতাবে বর্ণিত আদর্শকে গ্রহণ করিতে পারি, নতুবা কিরূপে বুঝিতে পারি যে, ইহা বাস্তবিকই আল্লার কেতাব?

অনেক সময় আল্লাহ মানুষকে ঢিল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেমতে মুছা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার ইঙ্গিতক্রমে তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকের নিকট আল্লাহ তায়ালা কিছু বলিবেন এটা ত দুরূহ কথা, তবে এইরূপ ব্যবস্থা কর যে, তোমাদের কতিপয় ব্যক্তিবিশেষকে নির্ব্বাচিত করিয়া দাও; তাহারা আমার সঙ্গে তূর পর্ব্বতে উপস্থিত হইবে; আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে বলিয়া দিবেন। তাহাই করা হইল—তাহারা সত্তর জন লোক নির্ব্বাচিত করিল। মুছা (আঃ) তাহাদিগকে লইয়া তূর পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাহারা নিজ কানে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নির্দ্দেশ শুনিতে পাইল—আল্লাহ তায়াল বলিলেন—انى انا الله لا اله الا انا ذو بكة اخرجتكم من ارض مصر فاعبدونى ولا تعبدوا غيرى -

"একমাত্র আমিই তোমাদের মা'বুদ বা উপাস্য, আমি ভিন্ন তোমাদের কোন মা'বুদ নাই। আমি পরম প্রতাপশালী; তোমাদিগকে মিশর দেশ হইতে বাহির করিয়া শত্রুমুক্ত করিয়াছি, অতএব তোমরা আমারই বন্দেগী ও গোলামী কর আমি ভিন্ন অন্য কাহারও গোলামী করিও না।" (তফছীর আজিজী)

এই স্পষ্ট নির্দ্দেশ শুনিবার পর তাহারা বলিতে লাগিল, যে নির্দ্দেশ আমরা শুনিলাম তাহা যে আল্লাহ তায়ালার বাণী ও নির্দ্দেশ তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যাবৎ প্রকাশ্যে আমরা আল্লাহ তায়ালাকে না দেখি?

এত গোড়ামী! এত গোস্তাখী! আর কত ঢিল দেওয়া যাইতে পারে? এইবার তাহারা আল্লার গজবে পতিত হইল—ভীষণ গর্জ্জন এবং বিদ্যুৎ তাহাদিগকে মুহূর্ত্তের মধ্যে ধ্বংস করিয়া দিল, সত্তর জন সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এখন মুছা (আঃ) চিন্তায় পড়িলেন যে, দুষ্টগণ ত নিজ দোষে ধ্বংস হইল কিন্তু জাতিকে আমি এই ঘটনা বুঝাইতে পারিব না, তাহারা সমস্ত দোষ আমার উপর চাপাইবে। এই ভাবিয়া তিনি বিনয়ের সহিত আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করিলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুছার দোয়ার বরকতে পুনরায় তাহাদিগকে সুযোগ দানার্থে জীবিত করিয়া দিলেন।

তূর পর্ব্বত হইতে মুছা (আঃ) তাহাদিগকে লইয়া ফিরিলেন। তাহারা জাতির সম্মুখে কিছুটা সাক্ষ্য দিল। এখন বনী-ইস্রায়ীলরা বলিতে লাগিল, আমরা এত কঠিন কঠিন বিধানের কিতাব গ্রহণ করিতে পারিব না।

যে সব ব্যক্তি সম্যক বাছুর পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল তাহারা ত তওবা স্বরূপ জীবন দানে ইহজগত হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জাতির মধ্যে বহু লোক এমনও ছিল যাহারা সরাসরি পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল না, তাই তাহারা সেই জীবন বিসর্জ্জনের তওবার আওতায় পড়ে নাই, কিন্তু তাহাদের অন্তরে বাছুর পুজার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এই মহাপাপের যে প্রভাব ও আকর্ষণ তাহাদের অন্তরে ছিল উহারই অভিসাপে তাহাদের এই দুর্ভাগ্য যে, তাহারা আল্লাহ তায়ালার আদেশাবলীকে শিরোধার্য্য করিয়া নিতে গড়িমশি করিল। আল্লাহ তায়ালা এক পর্বত-খণ্ডকে তুলিয়া তাহাদের মাথার উপর তুলিয়া ধরিলেন এবং নবীর মারফৎ বলিলেন, আমার প্রদত্ত কেতাব গ্রহণ কর নতুবা রক্ষা নাই; এই পাহাড় তোমাদের উপর পতিত হইবে। তখন তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ততার প্রভাবে বলিল, আমরা গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তাহাদের পরবর্ত্তী অবস্থা ও কার্য্যকলাপ ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, তাহারা খাঁটী অন্তরে গ্রহণ করে নাই।

অন্তর্য্যামী আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানা সত্বেও তাহাদেরকে ধ্বংস করেন নাই। প্রত্যেককে তাহার জীবন-সময়ের অবকাশ দিয়াছেন; ইচ্ছা করিলে সংশোধন হইতে পারিবে। আল্লাহ তায়ালা কতই না দয়ালু যে, মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (দঃ)কে পাঠাইয়া তাহাদের সেই সংশোধনের সুযোগ আরও প্রশস্ত করিয়াছেন। এই সবের বর্ণনায় পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াত আছে—

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ
أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى
وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۝
وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ
رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۚ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ
الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ
أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۚ

(বাছুর পুজার জন্য সৃষ্ট) মুছার রাগ যখন থামিল তখন তিনি তৌরাত লিখিত খণ্ডগুলি বনী-ইস্রায়ীলকে বুঝাইতে হাতে নিলেন। উহার বিষয়বস্তু ছিল হেদায়েত—সৎপথ প্রদর্শন এবং রহমত—কল্যাণময় তাহাদের জন্য যাহারা স্বীয় প্রভুর ভয়-ভক্তি রাখে।

(আর তৌরাত সম্পর্কে আল্লার বাণী শুনিবার জন্য) মুছা স্বীয় জাতি হইতে সত্তরজন লোক মনোনীত করিলেন নির্দিষ্ট স্থান তূর পর্ব্বতে উপস্থিত হওয়ার জন্য। (তথায় আল্লার বাণী শুনিবার পর আল্লাহকে দেখিবার প্রস্তাব করায়) যখন ভীষণ ভূকম্পনাকারে আল্লার গজব তাহাদিগকে পাকড়াও করিল এবং তাহারা ধ্বংস হইল তখন মুছা আল্লার দরবারে আরজ করিলেন, পরওয়ারদেগার! (ইহা সুস্পষ্ট যে, তাহাদের ঔদ্ধত্যতায়ই তাহাদেরে ধ্বংস করিয়াছেন, নতুবা) আপনি ত সব সময়ই সর্বশক্তিমান—ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বে আমাকে এবং তাহাদিগকে—সকলকেই ধ্বংস করিতে পারিতেন। প্রভু! আপনি কি আমাকে সহ হালাক করিবেন আমাদের এই কতিপয় জ্ঞানশূন্য লোকের আচরণের দরুণ? (এই অপরাধে তাহাদের ধ্বংসে আমারও ধ্বংস আসন্ন; এই লোকদের মৃত্যুতে বনী-ইস্রায়ীলরা আমাকেই আসামী সাব্যস্ত করিবে।)

[২]

একটি স্মরণীয় ঘটনা—যখন তোমরা বলিয়াছিলে, হে মুছা। কিছুতেই আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করিব না (যে, এই শ্রুত বাণী আল্লাহ তায়ালার বাণী) যাবৎ না আমরা প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখিয়া নেই। তখন ভীষণ বজ্র ও বিদ্যুৎ তোমাদেরে পাকড়াও করিয়াছিল। তোমরা নিজ চোখে গজবের আগমন দেখিতেছিলে। তারপর (মুছার দোয়ার ফলে) আমি তোমাদিককে জীবিত করিয়াছিলাম তোমাদের সেই মৃত্যুর পর ; তোমরা যেন আমার শোকরগুজারী কর।

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(ছুরা বাকারাহ—১ পাঃ ৬ রুঃ)

[৩]

স্মরণ কর—আমি তোমাদের হইতে ওয়াদা-অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং সেই ব্যাপারে পাহাড়কে তোমাদের উপর তুলিয়া ধরিয়াছিলাম।* আর আদেশ করিয়াছিলাম, আমি তোমাদেরে, যে কেতাব দিয়াছি তাহা মজবুতরূপে গ্রহণ কর উহার নির্দ্দেশাবলী অন্তরে গাঁথিয়া লও এবং উহা মোতাবিক চল ; তবে তোমরা হইতে পারিবে মোত্তাকী—পরহেজগার।

وَإِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ط خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

(ছুরা বাকারাহ—১ পাঃ ৮ রুঃ)

---

* বহু সমালোচিত বাঙ্গালী পণ্ডিত তফছীরকার এখানেও অপব্যাখ্যার উদ্‌গার করিয়াছেন। তিনি তাহার চিরাচরিত ফন্দি-ফেরেব এখানেও আটিয়াছেন যে, কতিপয় শব্দের বিচ্ছিন্ন উপঅর্থ হাতড়াইয়া সমাবেশ করতঃ গোজামিল দিয়াছেন।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

[৪]

একটি স্মরণীয় ঘটনা—আমি পাহাড় উঠাইয়া ধরিয়াছিলাম তাদের উপর ছায়াবানের ন্যায়। তাহারা ভাবিয়াছিল, পাহাড়টি তাহাদের উপর পড়িয়া যাইবে ; এমতাবস্থায় তাহাদেরে আদেশ করা হইল, যে কেতাব আমি তোমাদেরে দিয়াছি তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং উহার আদেশাবলীকে অন্তরে গাঁথিয়া লও এবং উহা মোতাবিক চল ; তোমরা মোত্তাকী হইতে পারিবে।

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

(ছুরা আ'রাফ—৯ পাঃ ১১ রুঃ)

তাহার বক্তব্য এই যে, পাহাড়কে উঠাইয়া আনিয়া তাহাদের মাথার উপর ধরা হইয়াছিল ইহা সত্য নহে, ইহা গল্প গুজব মাত্র। তাহার মতে আয়াতের মর্ম্ম ও ঘটনার সত্য বিবরণ এই যে, পাহাড়টাকে বনী-ইস্রায়ীলদের দৃষ্টিতে প্রকাশমান করা হইয়াছিল।

পাঠকবর্গ! পণ্ডিতের তফছীর কিরূপ সত্য তাহা একটু চিন্তা করিলেই ধরা পড়িবে। এখানে তিনটি বাক্য আছে—(১) স্মরণ কর ঐ সময়টা যখন তোমাদের হইতে আমি অঙ্গিকার লইয়াছিলাম (২) আর তোমাদের উপরে পাহাড় উঠাইয়াছিলাম (৩) আদেশ করিয়াছিলাম, যাহা আমি দিয়াছি উহাকে শক্তভাবে ধর এবং স্মরণ রাখ।

এখন বিচার করুন যে, ২ নং বাক্যটির মর্ম্ম যদি এই হয় যে, "পাহাড়টাকে তোমাদের দৃষ্টিতে প্রকাশমান করিয়াছিলাম" তবে এই বাক্যটির পূর্ব্বাপর তথা ১ নং ও ৩ নং বাক্যদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গতি কি হইবে এবং এই বাক্যত্রয়ের ধারাবাহিকতাই বা কি হইবে?

অতঃপর পণ্ডিত সাহেব رفعنا—রাফা'না ও فوقكم—ফাওকাকুম শব্দের ব্যবহারিক অর্থ সম্পর্কে হাতড়ানি দেখাইয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্য রাখিবেন যে, তিনি যে সব অর্থ দেখাইয়াছেন তাহা শব্দের মূল অর্থ নহে, বরং ব্যবহারিক অর্থ। আর ব্যবহারিক অর্থে লক্ষ্য রাখা প্রায়োজন যে, رفع—রাফায়া' ও فوق—ফাওক্বা শব্দদ্বয় বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন আকারের ব্যবহারের যে অর্থ হইতে পারে উভয়ের মিশ্রিত আকারের ব্যবহারেরও ঐ অর্থ লইতে চাহিলে ভাষার মধ্যে উহার নজির দেখাইতে হইবে, কারণ ব্যবহারিক অর্থ ব্যবহারের আকার ও তাৎপর্য্যে সীমাবদ্ধ থাকে। লক্ষ্য করুন! "ধরা" শব্দটি "পায়ধরা" বাক্য যে অর্থে ব্যবহার হয় "মাথাধরা" বাক্যে সেই অর্থ ভুল হইবে।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

[৫]

আরও স্মরণ কর, তোমাদের হইতে ওয়াদা-অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং (উহার জন্য) তোমাদের উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিয়াছিলাম, আদেশ করিয়া-ছিলাম, যে কেতাব আমি তোমাদেরে দিয়াছি উহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং মনোযোগের সহিত শুন। তাহারা বলিয়াছিল, শুনিলাম কিন্তু আমল করিতে পারিব না। বস্তুতঃ তাহাদের অন্তরকে দখল করিয়া রাখিয়াছিল বাছুর পুজার (ন্যায় শেরেকী গোনার) আকর্ষণ ও মোহ ; তাহাদেরই কুফুরী মনোভাবের দরুন।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ط قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۝ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ط

(১ পারা ১১ রুকু)

অতএব পণ্ডিত সাহেব যে গোজামিল দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন—সেই প্রচেষ্টা সম্পন্ন হইবে না যাবৎ না তিনি رفع ও فوق শব্দদ্বয়ের মিলিত এবং "فوق" শব্দ "كم" কুম শব্দের সঙ্গে আবদ্ধ আকারের ব্যবহারে তাহার উদ্দেশ্যে উপঅর্থের নজির আরবী ভাষায় দেখাইতে পারেন। পণ্ডিত সাহেবের জীবন ত খরচ হইয়াই গিয়াছে ; তাহার দোস্ত মদদগারদের জীবনও সম্পূর্ণ ব্যয় করিয়া আরবী ভাষায় ঐরূপ নজির বাহির করিতে সক্ষম হইবেন না।

পণ্ডিত সাহেব আলোচ্য বিষয়ের পরবর্তী—ছুরা আ'রাফের আয়াত খানার মধ্যেও "نَتَقْنَا—নাতাক্‌না" শব্দের অর্থ সম্পর্কে কতকগুলি অভিধান গ্রন্থের নাম ভাঙ্গাইয়া ময়দান জয় করার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার এই প্রচেষ্টা নিছক ব্যর্থ। কারণ কোরআনের তফছীর সম্পর্কে সর্বপ্রথম নির্ভর স্থল হইল হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বা তাঁহার ছাহাবীগণের বক্তব্য ; অবশ্য কোন আয়াত সম্পর্কে যদি আমাদের খোঁজে ঐ সম্পদ না থাকে তবে দ্বিতীয় নম্বরে আরবী অভিধান ও ব্যাকরণ ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে।

ছাহাবীগণের ব্যাখ্যা তফছীরকার্য্যে প্রথম নম্বরের প্রমাণ ; অভিধান ইত্যাদি দ্বিতীয় নম্বরের প্রমাণ। কারণ, অভিধান দ্বারা আমরা আরবী শব্দের অর্থ নির্দ্ধারিত করিব আর ছাহাবীগণ স্বয়ং আরবী ভাষাভাষী এবং তাঁহাদের সম্মুখেই পবিত্র কোরআন নাজেল হইয়াছিল। কোরআন রসূলের উপর নাজেল হইয়াছিল ছাহাবীগণ তাঁহারই সাগের্দ।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

অর্থাৎ পরাধীনতার যুগে বিজাতীয় প্রভাবে তাহাদের মধ্যে কুফরী ও মূর্ত্তি পুজার মানসিকতা সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা মুখে এবং কার্য্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোক যাহারা আত্মবিসর্জ্জন দানে বিশেষ তওবার আদেশ বরণ করিয়া ছিল তাহারা ভিন্ন অবশিষ্ট লোকগণ উক্ত কুফরী ও শেরেকী মানসিকতা হইতে সাধারণ নিয়মেও খাঁটী এবং পরিপক্ক তওবা করে নাই। ফলে সেই অশুভ মানসিকতার জুলমত ও অন্ধকারময় প্রক্রিয়া তাহাদের অভ্যন্তরে গাঁথিয়া থাকে এবং উহারই প্রতিক্রিয়ায় পদে পদে নাফরমানী ও গোড়ামি আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। যাহার একটি নমুনা তৌরাতকে গ্রহণ করিয়া লওয়া সম্পর্কীয় উল্লেখিত ঘটনা। তদুপরি ময়দানে-তীহ বা তীহ প্রান্তর সম্পর্কীয় পরবর্ত্তী ঘটনাবলীও সেই নাফরমানী ও গোড়ামি মনোবৃত্তিরই আত্মপ্রকাশ, যে সবের বিবরণ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

দুঃখের বিষয় পণ্ডিত সাহেব আলোচ্য আয়াতের তফছীর করিতে অভিধানে বহু পাতা উল্টাইয়াছেন, কিন্তু ইহা দেখেন নাই যে, স্বয়ং হযরত রসুলুল্লার চাচাত ভাই বিশিষ্ট ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) যিনি সমগ্র উম্মতের মধ্যে প্রধানতম মোফাচ্ছের তাঁহা হইতে আলোচ্য আয়াতের তফছীর স্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। সেই তফছীরে বড় বড় তফছীরের কেতাবে উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ তফছীর ইবনে কাছীর ২য় খণ্ড ২৬০ পৃষ্ঠায় আছে—

عن ابن عباس ...... وابوا ان يقروا بها حتى نتق الله الجبل

فوقهم كانه ظلة قال رفعته الملائكة فوق رؤسهم -

অর্থ—"ইবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলিয়াছে, বনী-ইস্রায়ীলগণ তৌরাত শরীফ স্বীকার করিয়া লইতে চাহিল না, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর পাহাড়কে "নাৎক" করিলেন উহা তাহাদের উপর ছায়াবানের ন্যায় লটকিয়া রহিল—ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, (আল্লাহ তায়ালার নির্দ্দেশে) ফেরেশতাগণ পাহাড়কে তাহাদের মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এইরূপ স্পষ্ট তফছীর বর্ণিত হওয়ার পর "নাৎক" শব্দের অর্থ অভিধান হইতে খয়রাত করা শুধু নিষ্প্রয়োজনই নহে, বরং ভুল পন্থাও বটে। কারণ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবী আরবী ভাষাভাষী ছিলেন; বিশেষতঃ পণ্ডিত সাহেবের স্বীকারোক্তি অনুসারেই যখন "নাৎক" শব্দের অর্থ "উঠাইয়া ধরা" অভিধানেও বিদ্যমান আছে তখন ত ঐ অর্থকে বাদ দেওয়ার অর্থ এই হয় যে, ছাহাবী ইবনে আব্বাসের তফছীর পণ্ডিত সাহেবের মনঃপূত নয়, তাই ঐ তফছীর গ্রহণ করিতে গড়িমশি; ইহা ত বনী-ইস্রায়ীল মার্কা স্বভাব।

তীহ প্রান্তরের ঘটনার সুচনা ঃ

মিশর হইতে মুক্তি লাভের পর বনী-ইস্রায়ীলরা সীনা উপত্যকায় তূর পর্ব্বতের এলাকায় বাস করিতেছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বনী-ইস্রায়ীলদের আসল বাসস্থান ছিল শাম তথা সিরিয়ায়। বনী-ইস্রায়ীলদের মূল ইস্রায়ীল তথা ইয়াকুব (আঃ) শাম দেশেরই "কেনান" অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতামহ ইব্রাহীম(আঃ) ইরাক হইতে হিজরত করিয়া শাম দেশেই আসিয়াছিলেন।

বনী-ইস্রায়ীলগণ মুক্ত হইয়া তূর অঞ্চলে বসবাসকালে তৌরাত কেতাব তথা পূর্ণ শরীয়ত প্রাপ্ত হইল এবং তথায় দীর্ঘকাল কাটাইল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তাহাদের প্রতি আদেশ আসিল, স্বীয় পৈত্রিক আবাসভূমি শাম দেশ যাওয়ার। সেই সময় শাম দেশ "আমালেকা" নামক এক দুর্দ্ধর্ষ জাতির দখলে ছিল ; তাহাদের সঙ্গে জেহাদ করিয়া ঐ দেশ উদ্ধার করার আদেশ হইল।

মুছা (আঃ) বনী-ইস্রায়ীলগণকে লইয়া জেহাদ-উদ্দেশ্যে সিরিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং বনী-ইস্রায়ীলগণকে আশ্বাস দিলেন যে, জেহাদ চালাইলে তোমরা সিরিয়া দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে বলিয়া আল্লাহ তায়ালা লিখিয়া তথা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। বনী-ইস্রায়ীলগণ বলিল, ঐ দেশ এক দুর্দ্ধর্ষ জাতি কর্তৃক অধিকৃত ; আমরা তাহাদের সঙ্গে জেহাদে পারিয়া উঠিব না, সুতরাং তাহারা ঐ দেশ হইতে বাহির হইয়া না গেলে আমরা তথায় যাইব না।

পথিমধ্যে এই বিভ্রাট ঘটায় মুছা (আঃ) তাহাদের মনোবল বৃদ্ধি করার একটি বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন—বনী-ইস্রায়ীলগণ বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেক গোত্রে এক একজন সর্দ্দার ছিল তাহাদিগকে "নকীব" বলা হইত। আলোচ্য ঘটনায় বস্তুতঃ বনী-ইস্রায়ীলগণ আমালেকা জাতি সম্পর্কে নানারূপ গুজব ও অতিরঞ্জিত খবরে প্রভাবান্বিত ছিল, তাই মুছা (আঃ) বার গোত্রের বার সর্দ্দারকে একত্র করতঃ তাহাদিগকে অগ্রগামী করিয়া পাঠাইলেন। তাহারা গোপনে আমালেকা জাতির মূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আসিয়া সর্ব্ব সাধারণ বনী-ইস্রায়ীলকে জানাইবে, যেন তাহারা গুজবের প্রভাব মুক্ত হইতে পারে।

বার সর্দ্দার দলটি সব কিছু হাল-অবস্থা ওরাকেফ হইয়া তাহারা স্থির করিল যে, স্বীয় জাতিকে তাহাদের মনোবল বৃদ্ধিকারক খবরই শুনান হইবে যে, তাহারা সাহস করিয়া জেহাদের জন্য অগ্রসর হইলে তাহাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বারজনের মাত্র দুইজন নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল

রহিল এবং দশ জনই তাহাদের সেই সিদ্ধান্ত হইতে ফিরিয়া গেল। ফলে বনী-ইস্রায়ীলগণ একেবারেই হাত পা ছাড়িয়া দিল, এমনকি হযরত মুছার সঙ্গে গোস্তাখীর কথা বলিয়া পথিমধ্যে বসিয়া পড়িল ; ঐ এলাকা ছিল "তীহ প্রান্তর"।

হযরত মুছা (আঃ) ভীষণ অনুতপ্ত ও মনক্ষুণ্ণ হইলেন, এমনকি আল্লার দরবারে নিজেকে এবং ভ্রাতা হযরত হারুনকে পেশ করতঃ স্বীয় জাতির বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থী হইলেন। আল্লাহ তায়ালা বনী-ইস্রায়ীলগণকে ইহকালীন আজাবে পতিত করিলেন যে, তাহারা ঐ মরু প্রান্তর অঞ্চলে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দিশাহারা ও দিকভ্রান্তরূপে ঘূর্ণায়মান থাকিবে—এই অঞ্চল হইতে বাহির হইতে পারিবেনা।

ঐ মরু অঞ্চলটিকে এই অর্থেই "তীহ প্রান্তর" নামকরণ হইয়াছে। "তীহ" অর্থ দিকভ্রান্তরূপে ঘূর্ণায়মান হওয়া। ঐ প্রান্তরটি পূর্ব্বালোচিত সীনা উপত্যকার প্রশস্ত দিক তথা উত্তরাংশ—খাদ্য-পানীয়, ঘাস-পাতা, তৃণ-লতাবিহীন বিশাল মরুভূমি। এই বিবরণীর আলোচনায় পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই—

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
يَٰقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ
مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا
مِنَ الْعَٰلَمِينَ ۝

স্মরণ কর, মূছা (আঃ) স্বীয় জাতিকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমাদের প্রতি আল্লার বিশেষ নেয়ামত সমূহ স্মরণ কর—আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কত কত নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং (ফেরাউন হইতে মুক্ত করিয়া কত কত শহরের ভোগ-দখলে) তোমাদিগকে রাজ্যের মালিক বানাইলেন, আরও কত নেয়ামত তোমাদিগকে দান করিয়াছেন, বর্ত্তমান জগদ্বাসীদের আর কাহাকেও ঐরূপ দান করেন নাই।

يَٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا

হে আমার জাতি! তোমরা পুণ্য ভূখণ্ডে প্রবেশ কর যাহাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। (জেহাদ অভিযানে তথায় গেলেই তোমরা উহা পাইয়া যাইবে।) খবরদার! জেহাদ হইতে

عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝
قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا
جَبَّارِيْنَ - وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى
يَخْرُجُوْا مِنْهَا ج فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا
فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ۝
قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ
يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا
عَلَيْهِمُ الْبَابَ ج فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ
فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ - وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝
قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا
اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ
وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ۝
قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ اِلَّا

পশ্চাদপদ হইও না, অন্যথায় তোমাদের সর্বনাশ হইবে।

তাহারা বলিল, হে মুছা! সে অঞ্চলে ত এক দুর্দ্ধষ পরাক্রমশালী জাতি বাস করে; আমরা কোন মতেই তথায় প্রবেশ করিব না যাবৎ না তাহারা তথা হইতে বাহির হইয়া যায়। হাঁ—যদি তাহারা তথা হইতে বাহির হইয়া যায় তবে পরে আমরা প্রবেশ করিব।

দুইজন লোক যাহারা আল্লাহকে ভয় করিতে যাদেরকে আল্লাহ শুভ বুদ্ধির নেয়ামত দিয়াছিলেন তাহারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিল যে, তোমরা তাহাদের সম্মুখে তাহাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হও তবেই দেখিবে, তোমাদের বিজয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। (ভয় কর কেন?) তোমরা যদি প্রকৃত মোমেন হইয়া থাক তবে তোমরা আল্লার উপর ভরসা স্থাপন কর।

এইবার তাহারা আরও দৃঢ়ভাবে বলিল, হে মুছা! যাবৎ ঐ জাতি সেই অঞ্চলে থাকিবে তাবৎ আমরা কিছুতেই কস্মিনকালেও তথায় প্রবেশ করিব না। সুতরাং তুমি যাও আর তোমার খোদা যাউক—তোমরা সেখানে যুদ্ধ কর আমরা ত এখানেই বসিয়া পড়িলাম।

মুছা আল্লার হুজুরে বলিলেন, পরওয়ারদেগার! আমার নিজের জান এবং আমার ভ্রাতা ব্যতীত অন্য

কাহারও উপর কর্তৃত্বের ক্ষমতা আমার নাই; এখন তুমিই আমাদের এবং এই নাফরমান জাতির মধ্যে শেষ ফয়ছালা করিয়া দাও।

আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, তাহাদের কর্মফল ইহকালে এই ভোগ করিবে যে, ঐ পুণ্য ভূমি—পৈত্রিক দেশ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল চল্লিশ বৎসরের জন্য; এই দীর্ঘকাল তাহারা এই মরু অঞ্চলেই দিকবিভ্রান্তরূপে ঘুরিতে থাকিবে। তুমি কিন্তু হে মুছা! এই নাফরমান জাতির দুরবস্থায় আক্ষেপ অনুতাপ করিও না।

نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۞

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۞

(ছুরা মায়েদা—৬ পাঃ ৮ রুঃ)

তীহ প্রান্তরে দয়ালু মা'বুদের অসীম দয়াঃ

ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, বনী-ইস্রায়ীলগণ তীহ প্রান্তরে শাস্তি ভোগ স্বরূপ আবদ্ধ ছিল আর মুছা (প্রাঃ)ও তথায় তাহাদের সঙ্গেই ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন তাহাদের রক্ষক ও পরিচালকরূপে। সেই মরুভূমিতে পানাহারের ব্যবস্থা ছিল না, বরং সূর্য্যের উত্তাপ হইতে মাথা ঢাকিবারও কোনরূপ ব্যবস্থার নাম-নিশান পর্য্যন্ত তথায় ছিল না। সুতরাং তাহারা তথায় তিনটি জিনিষের অভাবে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইয়া পড়িল—(১) পানীয় (২) খাদ্য (৩) ছায়া।

মুছা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার দরবারে ঐ সব অভাব সম্পর্কে দোয়া করিলেন। রহমানুর-রহীম আল্লাহ তায়ালার করুণা দৃষ্টি সেই শাস্তি ভোগরত জাতির প্রতিও উন্মুক্ত হইল তাহাদের প্রত্যেকটি অভাবেরই সুব্যবস্থা হইল—পানির জন্য আল্লাহ তায়ালা বারটি ঝর্ণা সৃষ্টি করিলেন, খাদ্যের জন্য মান্ন-ছাল্ওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, আর ছায়ার জন্য তাহাদের উপর মেঘমালা সৃষ্টি করিয়া দিলেন।* ঐ সব ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ—

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এইসব ঘটনা তীহ প্রান্তর সম্পর্কীয় নহে বরং বহু পূর্বের ঘটনা—যখন বনী ইস্রায়ীলগণ সাগর পার হওয়ার পর তুর পর্বতের অনাবাদ অঞ্চলে অবস্থান করিতেছিল তখনকার ঘটনা।

পানির ব্যবস্থা ঃ

একটি স্মরণীয় ঘটনা—মুছা পানীয় ব্যবস্থার দোয়া করিলেন স্বীয় জাতির জন্য, আমি আদেশ করিলাম, তোমার লাঠিখানা পাথরটির উপর মার ; ফলে সেই পাথর হইতে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইল।* তাহাদের বার গোত্রের প্রত্যেকে নিজ নিজ পানীয় স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া নিল। (আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করিয়া দিলেন,) তোমরা আল্লার নেয়ামত—খাদ্য ও পানীয় ভোগ কর ; দুনিয়াতে ফাছাদ করিয়া বেড়াইও না।

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ط
فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ط
قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ط كُلُوا
وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

(ছুরা বাকারাহ—১ পাঃ ৭ রুঃ)

খাদ্য ও ছায়ার ব্যবস্থা ঃ

আর আমি মেঘমালাকে তোমাদের উপর ছায়া দানে নিয়োজিত করিলাম এবং (খাওয়ার জন্য) মান্ন ও বটের পাখী আমদানী করিলাম। (বলিয়াছিলাম) তোমরা আমার নেয়ামত খাও (নাফরমানী করিও না, কিন্তু সেই অবস্থায়ও তাহারা নাফরমানি করিয়াছিল ;) তাহারা আমার কোন ক্ষতি করে নাই, বরং নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছে।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ط
كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ط
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

---

* পূর্ব্বালোচিত পণ্ডিত সাহেব স্বীয় তফছীরুল কোরআনে এস্থানেও কতকগুলি অপদার্থ অপব্যাখ্যার সমাবেশ করিয়াছেন। সরলপ্রাণ মোসলমানগণ শুধু এতটুকু স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা যে তফছীর বর্ণনা করিয়াছি উহা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)এর ছাহাবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তফছীরকার ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে সমস্ত তফছীরের কেতাবে বর্ণিত রহিয়াছে। (তফছীর ইবনে কাছীর ১ম খণ্ড ১০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—আমি বনী-ইস্রায়ীলকে বারটি গোত্রে বিভক্ত রাখিয়াছিলাম। (যদ্দারা তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় ছিল।) যখন তাহারা মুছার নিকট পানীয় ব্যবস্থা চাহিল তখন আমি মুছার নিকট এই মর্ম্মে অহী পাঠাইলাম যে, তুমি তোমার লাঠিকে ঐ পাথরটির উপর মার; ফলে ঐ পাথর হইতে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইয়া পড়িল। প্রত্যেক গোত্রের লোকজন নিজ নিজ ঘাট নির্দ্ধারিত করিয়া জানিয়া নিল। আরও আমি মেঘমালা দ্বারা তাহাদের ছায়া দিয়াছিলাম এবং খাদ্যের জন্য তাহাদের নিকট মান্ন ও বটের পাখীর বিপুল সমাবেশ করিয়াছিলাম।* আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা আমার প্রদত্ত এই উত্তম রেজেক খাও (এবং শোকরগুজারী কর, নাফরমানী করিও না, কিন্তু তাহারা নাফরমানী করিল,) তাহারা আমার ক্ষতি করে নাই, নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছিল।

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا
اُمَمًا ط وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى
اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗ اَنِ اضْرِبْ
بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ج فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ
اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ط قَدْ عَلِمَ كُلُّ
اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ط وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ
الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ
وَالسَّلْوٰى ط كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ ط وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ
كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

(ছুরা আ'রাফ—৯ পাঃ ১০ রুঃ)

---

* "মান্ন" একপ্রকার বৃক্ষ হইতে নির্গত মিষ্ট খাদ্য বস্তু। ঐ অঞ্চলে উক্ত বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল এবং লক্ষ লক্ষ বনী-ইস্রায়ীলদের জন্য আল্লার বিশেষ কুদরতে তখন ঐ বৃক্ষ সমূহ হইতে অসাধারণ পরিমাণে উহা নির্গত হইত কিম্বা ঐ জিনিস বৃক্ষ ব্যতিরেকে রাত্রিবেলা আল্লার কুদরতে আকাশ হইতে শিশিরের ন্যায় বর্ষিত হইয়া জমিনের উপর জমাট হইয়া থাকিত।

"ছালওয়া" বটের পাখী—ইহাও আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে ঝাঁকে ঝাঁকে তথায় উড়িয়া আসিয়া সহজ সুলভরূপে বনী-ইস্রায়ীলদের হস্তগত হইত।

আল্লার নেয়ামতের প্রতি উপেক্ষা ও বেয়াদবী ঃ

আল্লাহ তায়ালার অসীম দয়া ছিল যে, বনী-ইস্রায়ীলদিগকে তাহাদের আজাব ভোগ অবস্থায়ও মান্ন-ছালওয়ার ন্যায় নেয়ামত তাহাদের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দান করিতেছিলেন, কিন্তু তাহারা উহাকে উপেক্ষা করিল। তাহারা হযরত মুছার নিকট দাবী জানাইল, আমরা সব সময় হালওয়া জাতীয় মিঠা খানা এবং গোশ্ত খাইতে খাইতে ঐ খানার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি ; আমাদের জন্য শাক-সবজী, তরী-তরকারী জাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করুন। তাহাদের এই দাবীতে মুছা (আঃ) অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দ্দেশ মোতাবেক তাহাদিগকে কোন শহরে প্রবেশ করার পরামর্শ দিলেন। তীহ প্রান্তরের এলাকাভুক্ত দূর প্রান্তে কোন উপশহর ছিল। হযরত মুছা তাহাদিগকে উহার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এই সবের বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই—

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ط قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ط اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ۝

হে বনী-ইস্রায়ীল। একটি স্মরণীয় ঘটনা—তোমরা বলিয়াছিলে, হে মুছা! আমরা কিছুতেই এক রকম খাদ্যের উপর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিব না। অতএব আপনি আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য জমিনের উদ্ভিদজাত শাক-সবজী, খিরা-কাঁকড়, গম-যব, ডাল-মটর, পেয়াজ-রসুনের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

মুছা (আঃ) বলিলেন, তোমরা কি উত্তম বস্তু পরিবর্ত্তন করিয়া নিকৃষ্ট বস্তু চাহিতেছ ? তবে তোমরা কোন শহরে অবতরণ কর, তথায় তোমাদের প্রস্তাবিত বস্তু পাইতে পারিবে।

(ছুরা বাকারাহ—১ পাঃ ৭ রুঃ)

তীহ প্রান্তরে আবদ্ধ জীবন সমাপ্তির পর ঃ

বনী-ইস্রায়ীলগণ তীহ প্রান্তরে আবদ্ধ ছিল চল্লিশ বৎসরের জন্য এবং পূণ্য ভূমি তথা তাহাদের পৈত্রিক দেশ শাম বা সিরিয়ায় তাহাদের প্রবেশ ঐ চল্লিশ বৎসরের জন্য মূলতবী হইয়া গিয়াছিল। যখন সেই চল্লিশ বৎসরের মেয়াদ শেষ হইল তখন পুনরায় তাহাদিগকে সেই পৈত্রিক দেশ দখল করার আদেশ করা হইল। ইতিপূর্ব্বে—তীহ প্রান্তরে অবস্থান কালেই হযরত মুছা ও হযরত হারুনের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল এবং হযরত "ইউশা" নবী হইয়াছিলেন। এইবার বনী-ইস্রায়ীলগণ হযরত ইউশার সঙ্গে থাকিয়া আমালেকা জাতির বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করিল। ঐ দেশ জয় হইল, কিন্তু ঐ দেশের রাজধানী বাইতুল-মোকাদ্দাস শহরে প্রবেশ করা সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে কয়েকটি বিশেষ আদেশ দান করিলেন। দুর্ভাগ্যের কথা যে, বনী-ইস্রায়ীলগণ তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাসের বশে সেই আদেশের বরখেলাফ করিল, ফলে তাহাদের উপর আল্লার গজব আসিল। এই সবের বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ—

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا
حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَسَنَزِيْدُ
الْمُحْسِنِيْنَ ۝

স্মরণ কর, আমি আদেশ করিয়াছিলাম, তোমরা এই (শহর) এলাকায় প্রবেশ কর; অবাধে এই এলাকাকে তোমরা নিজেদের খাদ্য খাদক যোগাইতে ব্যবহার করিতে পারিবে। আর তোমাদের প্রতি নির্দ্দেশ—শহরের প্রবেশ দ্বার অতিক্রমকালে (আল্লার শোকরগুজারী ও তাঁহার প্রতি অগাধ আনুগত্যে আত্মনিবেদনের স্মৃতি ও স্বাক্ষর স্বরূপ) শির নত করিয়া উহা অতিক্রম করিবে, আর বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদের সমস্ত গোনা-খাতা মাফ করিয়া দিন। (এই নির্দ্দেশানুসারে কাজ করিলে) আমি তোমাদের গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দিব এবং খাঁটী লোকদের অতিরিক্ত আরও দিব।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ
الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى

ঐ স্বৈরাচারীরা আদেশকৃত কথার পরিবর্ত্তে অন্য কথা বলিল। ফলে আমি ঐ জালেমদের উপর আসমান হইতে

আজাব পাঠাইলাম ; যেহেতু তাহারা আমার আদেশ লঙ্ঘন করিতে ছিল।

ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ۝

(ছুরা বাকারাহ ১ পাঃ ৬ রুঃ)

১৬৪১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বনী-ইছরাইলগণকে আদেশ করা হইয়াছিল, (প্রস্তাবিত) শহরে প্রবেশ করাকালীন (নম্রতা ও আনুগত্যের নিদর্শনে) নতশিরে মাথা ঝুকাইয়া শহরে প্রবেশ করিবে এবং (নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গোনাহের ভয়ে ভীত হইয়া) মুখে বলিবে "হেত্তাতুন"—হে খোদা। আমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দাও। কিন্তু তাহারা (এতই গোঁড়া ছিল যে, হয়ত ঐ সব আদেশ ও বিধি-বিধানকে মোল্লাদের অতিরিক্তি বাড়াবাড়ি সাব্যস্ত করিয়া পূর্ণমাত্রায় উহার বিরোধিতা করিল, এমনকি স্বেচ্ছায় শির নত করা ত দূরের কথা শহরের প্রবেশ দ্বার সঙ্কীর্ণ ও নীচ হওয়ায় শির নত হওয়ার বাধ্যতা এড়াইতে) নিতম্বের উপর ভর করিয়া চলিল তবুও শির নত হইতে দিল না। এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন "হেত্তাতুন অর্থাৎ ক্ষমা চাই" তাহারা উহার পরিবর্ত্তে হাব্বাতোন ফি-শা'রাতেন (বা "হেন্তাতোন" অর্থাৎ খাওয়ার জন্য) "যবের দানা (বা গম ইত্যাদি তথা ডাল-ভাতের ব্যবস্থা) চাই বলিল।*

---

* আল্লাহ তায়ালার আদেশের বিপরীত এইরূপ চুলে চুলে ও অক্ষরে অক্ষরে নাফরমানী করা বড়ই আশ্চর্য্যজনক মনে হয়। কিন্তু জাতির মধ্যে যখন আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধকে উপেক্ষা করার প্রবণতা ব্যাপক হইয়া পড়ে তখন চুলে চুলে অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধের বিপরীত চলা অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান মোসলেম জাতির অবস্থা দেখিলে ঐরূপ নাফরমানীর অনেক নমুনাই নজরে পড়িবে। যথা—শরীয়তের আদেশ, দাড়ি বেশী করিয়া রাখ এবং মোছ ফেলিয়া দাও ; জাতি ইহার বিপরীত চলিয়াছে—দাড়ি ফেলিয়া দাও ; মোছ রাখ। মোছ সম্পর্কে হুকুম যে, উভয় পার্শ্ব রাখিলেও নাক বরাবর অবশ্যই ফেলিবে ; জাতি ইহার বিপরীত চলিয়াছে—উভয় পার্শ্ব ফেলিয়া নাক বরাবর রাখিয়া দিবে। তদ্রূপ শরীয়তের বিশেষ অঙ্গুলীয় আদেশ, পরিধেয় বস্ত্র এত লম্বা পড়িবে না যে, পায়ের গিঁটের নীচে চলিয়া যায় এবং এত খাট পড়িবে না যে, হাটুর উপরে উঠে। জাতির ফ্যাসন হইল—লম্বা পড়িলে এত লম্বা যে,

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বনী-ইছরাইলরা আল্লাহ তায়ালার আদেশাবলীর এরূপ চরম বিরোধিতা করায় তাহাদের উপর প্লেগের মহামারী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পাঠক ! বনী-ইছরাইলরা গোড়াপ্রকৃতির অবাধ্য স্বভাবের ত ছিলই তদুপরি পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকিয়া বিজাতীয় প্রভাবে তাহাদের অন্তঃকরণ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল—আল্লাহ ও রসুলের প্রতি অগাধ আনুগত্য, পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নম্রতা তাহাদের অন্তর হইতে মুছিয়া গিয়াছিল যাহার ফলে তাহাদের দুর্ভোগও অনেকই ভুগিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বালোচিত ধারাবাহিক ঘটনাবলীতে তাহাদের ঐ স্বভাবের অনেক নজির ও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের ঐ স্বভাবের পরিচায়ক আরও দুইটি ঘটনা পবিত্র কোরআনে আছে যাহার বিবরণ নিম্নরূপ—

গরু জবেহ করার ঘটনা ঃ

কোন এক সময়ের ঘটনা—বনী-ইস্রায়ীলদের মধ্যে একটি গোপন খুন হইয়াছিল। নিহত ব্যক্তি নিঃসন্তান ছিল, তাহার অগাধ ধন-সম্পত্তি ছিল এবং তাহার একমাত্র অধিকারী ছিল এক ভাতিজা যথাসত্বর উত্তরাধিকার লাভ করার জন্য ঐ ভাতিজা তাহাকে গোপনে খুন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অন্য এক গ্রামে লাশ রাখিয়া আসিয়াছিল এবং সে ঐ গ্রামবাসীদের উপরই খুনের দোষ চাপাইল, ফলে তাহাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল যাহার মীমাংসার কোন পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। তাহারা এই ঘটনা হযরত মুছার দরবারে পেশ করিল। মুছা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নির্দ্দেশে তাহাদিগকে বলিলেন, একটা গরু জবেহ করিয়া উহার কোন একটি অংশ কাটিয়া নিহত ব্যক্তির শরীরে স্পর্শ করিলেই নিহত ব্যক্তি মুহূর্ত্তের জন্য জীবিত হইয়া হত্যাকারীর নাম বলিয়া দিবে।

বনী-ইস্রায়ীলগণ গরু জবেহ করা সম্পর্কে কেলেঙ্কারীর পথ অবলম্বন করিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা করা হইল এবং হযরত মুছার আদেশানুসারে কার্য্য করার ফলে নিহত ব্যক্তি জীবিত হইয়া হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করিয়া দিল।

পায়ের গিঁটের নীচে অবশ্যই যাওয়া চাই এবং খাট পড়িলে হাটুর উপরে হাফপেণ্ট পড়িবে। হাটু হইতে পায়ের গিঁট পর্য্যন্ত এক হাত পরিমাণ জায়গা রহিয়াছে; ইহার মধ্যে ফ্যাসনের স্থান হয় নাই; ফ্যাসন রহিয়াছে হয় উহার চার আঙ্গুল নীচে তথা গিঁটের নীচে, না-হয় চার আঙ্গুল উপরে তথা হাটুর উপরে। আমাদের এই অবস্থা কি বনী-ইস্রায়ীলদের গোঁড়ামির তুলনায় কোন অংশে কম?

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বিশ্ববাসীর পক্ষে এই ঘটনাকে একটি বিশেষ নজিররূপে তুলিয়া ধরিয়া বলিয়াছেন, "এই ঘটনাটি মৃতকে পুনর্জীবিত করার একটি নজীর—এইরূপেই আদি অন্তের সমস্ত মৃতগণকে আল্লাহ তায়ালা জীবিত করিয়া তুলিবেন; তিনি ইহজগতে স্বীয় কুদরতের এক-তুইটা নজীর-নমুনা দেখাইয়া থাকেন যেন তোমরা ইহার দ্বারা পরকালের পুনর্জীবিত হওয়াকে বুঝিতে পার।" পবিত্র কোরআনে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এই—

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ط وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ * فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ط كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ *

স্মরণীয় ঘটনা—তোমরা একটি মানুষকে গোপনে হত্যা করিয়া পরস্পর দোষারোপ করিতেছিলে; এদিকে আল্লার ইচ্ছা হইল, তোমাদের গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়া দেওয়া। সুতরাং আমি (আল্লাহ) আদেশ করিলাম, একটি (জবাই করা) গরুর কোন অংশের দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে স্পর্শ কর (সে জীবিত হইয়া ঘটনা বলিয়া দিবে।) এইরূপেই মৃতগণকে জীবিত করিবেন আল্লাহ। আর আল্লাহ তোমাদিগকে দেখাইয়া থাকেন স্বীয় কুদরতের নিদর্শন সমূহ যেন তোমরা উপলব্ধি করিতে পার।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ط قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ط قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ *

স্মরণ কর, মুছা(আঃ) বলিয়াছিলেন, স্বীয় জাতিকে (ঐ হত্যাকাণ্ডের তথ্য জানিবার জন্য) আল্লাহ তায়ালার আদেশ এই যে, তোমরা একটি গরু জবেহ কর। তাহারা বলিল, আপনি কি আমাদের সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছেন? মুছা বলিলেন, আমি আল্লার আশ্রয় গ্রহণ করি অজ্ঞের ন্যায় কাজ করা (তথা আল্লার নামে কথা বলিয়া বিদ্রূপ করা) হইতে।

তাহারা বলিল, হে মুছা! আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদিগকে বলিয়া দেন, ঐ গরুটা কি বয়সের হইবে? মুছা বলিলেন, আল্লাহ বলিতেছেন, গরুটা বুড়া বা কম বয়সের জওয়ান হইলে চলিবে না—মধ্যবর্ত্তী বয়সের হইতে হইবে। (আর প্রশ্ন না করিয়া) আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নেও। (কিন্তু গড়িমশির ভাব ধরিয়া) তাহারা বলিল, আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন যেন আমাদিগকে বলিয়া দেন, গরুটা কি রঙ্গের চাই। মুছা বলিলেন, আল্লাহ বলিতেছেন, গরুটা হলুদ হইবে—খুব তেজ হলুদ, দেখিতে সুন্দর।

তাহারা আবার বলিল, আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন তিনি আমাদেরে যেন বলিয়া দেন, ঐ গরুটা কি ধরণের হইবে? গরুটা ত এখনও আমাদের পক্ষে অনির্দ্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। এইবারে আমরা ইন্‌শা-আল্লাহ উহাকে চিনিয়া লইতে সক্ষম হইব। মুছা বলিলেন, আল্লাহ বলিতেছেন, গরুটা এইরূপ হইবে যে, কোন সময় জমি চাষ করে নাই এবং জমিতে পানি দেওয়ার কাজেও লাগে নাই, তদুপরি সব রকম দোষমুক্ত হইতে হইবে, সর্ব্ব শরীর এক রঙ্গের হইতে হইবে। তাহারা বলিল, এইবার আপনি পূর্ণ বিবরণ আনিয়াছেন।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا
مَا هِيَ ط قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ط عَوَانٌ
بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ *
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا
مَا لَوْنُهَا ط قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ *
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا
مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ط
وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ * قَالَ
إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ
تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ج
مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط قَالُوا الْآنَ
جِئْتَ بِالْحَقِّ ط فَذَبَحُوهَا وَمَا
كَادُوا يَفْعَلُونَ *

(ছুরা বাকারাহ—১ পাঃ ৮ রুঃ)

অতঃপর তাহারা ঐরূপ গরু সংগ্রহ করিয়া জবেহ করিল। (তাহাদের প্রশ্নোত্তরে) তাহারা উহা সমাধা করিতে পারিবে মনে হইতে ছিল না।

হযরত মুছার প্রতি অপবাদ :

বনী-ইস্রায়ীলরা বড় গোঁড়া ছিল; তাহারা অতি সামান্য ব্যাপার লইয়াও পয়গাম্বরের প্রতি পর্য্যন্ত অপবাদ রটাইতে কুণ্ঠিত হইত না। কোন এক সময়ের ঘটনা—বনী ইস্রায়ীলদের একটি বর্ব্বরতা এই ছিল যে, তাহারা প্রকাশ্যে উলঙ্গ হইয়া গোসল করিত। মুছা (আঃ) ঐরূপ করিতেন না, তিনি পূর্ণ পর্দ্দার মধ্যে গোসল করিতেন। হযরত মুছার এই আবশ্যকীয় কার্য্যকে ভিত্তি করিয়া অপবাদ রটাইল যে, মুছার শরীরের গোপন অংশে কোন ঘৃণিত রোগ আছে; সেই জন্যই সে অন্যের সম্মুখে উহা খুলিতে সঙ্কোচ বোধ করে। এই পন্থায় তাহারা হযরত মুছাকে লোক সমক্ষে হেয় করার চেষ্টা করিল এবং তাঁহার প্রতি লোকদের ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া জনগণকে তাঁহার হইতে বিচ্ছিন্ন রাখার ফন্দি করিল।

হযরত মুছার মাধ্যমে লোকদের মধ্যে হেদায়েত প্রচারের ব্যাপারে উক্ত ঘটনা বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল—ঐ অপবাদটি এক প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আকার ধারণ করিয়া বসিল। সুতরাং দয়াময় আল্লাহ তায়ালা সাধারণ বান্দাদের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাহাদের হেদায়েত প্রাপ্তির পথ হইতে ঐ কণ্টক দূরীভূত করারও ব্যবস্থা করিলেন। হেদায়েত লাভ করিতে পয়গাম্বরের শরণাপন্ন না হওয়ার পক্ষে যেন কাহারও জন্য কোন অজুহাতের অবকাশ বাকি না থাকে।

একদা মুছা (আঃ) নির্জ্জন গোপন স্থানে একটি পাথরের উপর স্বীয় কাপড় রাখিয়া দিয়া গোসল করিতেছিলেন। অকস্মাৎ ঐ পাথরটি তাঁহার কাপড় লইয়া ছুটিয়া চলিল। হযরত মূছা (আঃ) তাড়াহুড়া ও ব্যতি-ব্যস্ততার মধ্যে পাথরের এই ঘটনায় স্তম্ভিত অবস্থায় উহার পেছনে দৌড়িলেন। আল্লার এমনই কুদরত যে, নিজের বস্ত্রহীন অবস্থার প্রতি হযরত মূছার লক্ষ্য রহিল না। পাথরটি সোজাসুজি একদল অপবাদকারী বনী-ইস্রায়ীলের সম্মুখে আসিয়া থামিল। হযরত মুছাও উহার পেছনে পেছনে দৌড়িয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পৌছিলেন এবং পাথর হইতে স্বীয় কাপড় উঠাইয়া পরিধান করিলেন। আল্লার কুদরতের লীলার এই আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমে অপবাদকারীদের মিথ্যা প্রকাশিত হইয়া গেল।

বাস্তবিকই রহমানুর-রহীম আল্লাহ তায়ালা কত দয়ালু ও দয়াময় যে, স্বীয় বান্দাদের হেদায়েত প্রাপ্তির জন্য কত ছোট ছোট প্রতিবন্ধকতা দূর করার প্রতিও

কিরূপে বিশেষ দৃষ্টি দান করিয়া থাকেন। এই ঘটনা তাহারই একটি নজীর। পবিত্র কোরআনেও এই ঘটনার ইঙ্গিত রহিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা মুছাকে মর্ম্মাহত করিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁহাকে তাহাদের অপবাদ হইতে অব্যাহতি দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর মুছা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি বড় উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন ছিলেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ
مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ۞

(ছুরা আহযাব—২২ পাঃ ৬ রুঃ)

১৬৪২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, হযরত মুছা হায়াদার—লজ্জাশীল ছিলেন; স্বীয় শরীর সর্ব্বদা সম্পূর্ণ আবৃত রাখিতেন—তাঁহার শরীর খোলা অবস্থায় কেহ দেখিতে পারিত না; উহাতে তিনি লজ্জা বোধ করিতেন।

এই ব্যাপারটিকে ভিত্তি করিয়া বনী-ইস্রায়ীলদের একদল লোক হযরত মুছাকে কষ্ট দিল এবং মনে ব্যথা দিল—তাহারা এই অপবাদ রটাইল যে, মুছার শরীরে নিশ্চয় কোন আয়েব বা গোপন দোষ আছে, তাই তিনি স্বীয় শরীরকে ঢাকিয়া রাখায় বিশেষ তৎপর। হয়ত তাঁহার গুপ্ত শরীরে শ্বেত রোগ কিম্বা একশিরা বা কোড়লের রোগ অথবা অন্য কোন ঘৃণিত রোগ আছে।

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইল, স্বীয় রসুল মুছা সম্পর্কে এই অপবাদকে মুছিয়া দিবেন। হযরত মুছা একদিন একাকী নির্জ্জন স্থানে স্বীয় কাপড়-চোপড় একটি পাথরের উপর রাখিলেন এবং গোসল করা আরম্ভ করিলেন। গোসল শেষ করিয়া যখন ঐ কাপড় লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন তখন ঐ পাথর তাঁহার কাপড় লইয়া ছুটিয়া চলিল। হযরত মুছা সত্বর স্বীয় লাঠি হাতে লইয়া পাথরকে ধাওয়া করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে পাথর আমার কাপড়! হে পাথর, আমার কাপড়! এমনকি (আশ্চর্য্যজনক পরিস্থিতি ও অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার লক্ষ্য একমাত্র পাথর ও কাপড়ের প্রতি নিবদ্ধ হইয়া গেল অন্য দিকের খেয়াল রহিল না।) ঐ পাথর দৌড়িয়া বনী-ইস্রায়ীলদের একটি মজলিসে আসিয়া থামিল; মুছা (আঃ)ও তথায় পৌছিলেন এবং তাড়াতাড়ি কাপড় লইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য উপস্থিত লোকগণ তাঁহাকে বিবস্ত্র

অবস্থায় দেখিয়া ফেলিল এবং তাহাদের সাক্ষ্য প্রমাণিত হইয়া গেল যে, হযরত মুছার শরীর আল্লাহ প্রদত্ত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ এবং সব রকম দোষমুক্ত।

হযরত মুছা যথাসত্বর কাপড় পরিয়া স্বীয় লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ফলে পাথরের গায়ে আঘাতের ৪।৫টা রেখা পড়িয়া গেল। এই ঘটনাই হইল এই আয়াতের উদ্দেশ্য।...(আয়াতটি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে।)

১৬৪৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক উপলক্ষে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কিছু চিজ্ব-বস্তু কতিপয় লোকের মধ্যে বণ্টন করিলেন। সেই বণ্টনকে লক্ষ্য করিয়া এক (মোনাফেক) ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, এই বণ্টন কার্য্যে আল্লার সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করা হয় নাই, (তথা নিজ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।)

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি ঐ ব্যক্তির এইরূপ উক্তি শুনিতে পাইয়া উহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলাম। হযরত (দঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, এমনকি তাঁহার চেহারার উপর অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হইল। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ মুছাকে বিশেষ বিশেষ রহমত দান করুন; তাঁহাকে ত আরও অধিক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তিনি ছবর ও ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সর্ব্বশেষ উক্তিটি আলোচ্য ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত ছিল।

কারূনের ঘটনা ঃ

ছনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনপতি এবং সর্ব্ব প্রসিদ্ধ বখিল ও কৃপণ "কারূন" বনী-ইস্রায়ীল বংশধর এবং হযরত মুছারই চাচাত ভাই ছিল। ফেরাউনের আমলে বনী-ইস্রায়ীলদেরকে শোষণ করার জন্য ফেরাউন তাহাদের স্বজাতীয় কারূনকে তাহাদের উপর শোষণের ঠিকাদার নিযুক্ত করিয়াছিল। এই সুযোগে সেও জমিদারী প্রথায় ধন-দৌলত খুব জমাইয়াছিল এবং ফেরাউনের প্রতাপে সেও বনী-ইস্রায়ীলদের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। হযরত মুছার আবির্ভাবে ফেরাউন ধ্বংস হইল, বনী-ইস্রায়ীলগণ হযরত মুছার আশ্রয় পাইল। ফলে কারূনের আয়-আমদানীর পথ রুদ্ধ হইয়া গেল, তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি স্তিমিত হইয়া আসিল। এই আক্রোশে হযরত মুছার প্রতি তাহার অন্তরে

শত্রুতা জন্মিল, কিন্তু মোনাফেকীর সহিত ঈমান প্রকাশ করিয়া খুব ভক্ত সাজিয়া বসিল। হযরত মূছার সম্মান ও প্রাধান্যের বৃদ্ধিতে কারূনের অন্তর-অগ্নিও বৃদ্ধি পাইতেছিল। সময় সময় সে ধন-দৌলতের গরিমা দেখাইয়া স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে জাঁকজমকের প্রদর্শনী করিয়াও ব্যর্থ হইত। মূছা (আঃ) তাহাকে শরীয়তের হুকুম আহকামের প্রতি আহ্বান করায়, বিশেষতঃ যাকাতের হুকুম এবং আল্লার রাস্তায় ধন ব্যয় করার আদেশ করায় হযরত মূছার প্রতি তাহার চরম শত্রুতার সৃষ্টি হইল। সে হযরত মূছাকে কলঙ্কিত করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করিল; একটি নারীকে ধন-দৌলতের লালসা দেখাইয়া সম্মত করিল যে, সে কোন জনসভার মধ্যে সর্ব সমক্ষে হযরত মূছার প্রতি ব্যাভিচারের মিথ্যা তোহ্‌মত লাগাইবে। সে মতে একদিন মূছা (আঃ) এক জনসভায় ওয়াজ-নছিহত ফরমাইতেছিলেন; কারূন ঐ নারীটিকে তথায় উপস্থিত করিয়া তাহার দুশ্চক্রান্ত সিদ্ধ করার ব্যবস্থা করিল। মূছা (আঃ) ঐ নারীকে আল্লার গজবের ভয় দেখাইয়া কসম খাইতে বলিলেন, ঐ নারীটি ভয় পাইয়া তাহার দাবী যে মিথ্যা তাহা স্বীকার করিল এবং কারূনের চক্রান্ত ফাঁস করিয়া সমূদয় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া দিল।

ঘটনা শ্রবণে ভীষণ জালালী তবিয়তের আজিমুশ্‌শান জলীলুল-কদর পয়গাম্বর হযরত মূছা (আঃ) ভাবিলেন, এইরূপ ঘটনার দ্বারা তাঁহার প্রতি সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে উহা তাহাদের পক্ষে ভীষণ মারাত্মক এবং তাহাদের হেদায়েতের পথ রুদ্ধকারী; সুতরাং তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। এমনকি, হযরত মূছা ঐরূপ কুচক্রী কারূনের প্রতি বদ-দোয়া করিলেন। ফলে আল্লাহ তাহাকে তাহার ধন-দৌলত ও বাড়ী-ঘর সহ জমিনে ধ্বসাইয়া দিলেন। পবিত্র কোরআনেও কারূনের ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে—

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ
فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ - وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ
مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ
أُولِي الْقُوَّةِ - إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ

নিশ্চয় কারূন মূছার জাতির এক জন ছিল; সে অহঙ্কার ও গর্বে তাহাদের উপর গরিমা ও প্রাবল্য দেখাইত। আর আমি তাহাকে এত অধিক ধন-ভাণ্ডার দান করিয়াছিলাম যাহার চাবি সমূহ শক্তিশালী লোকের একটা দল অতি কষ্টে উঠাইতে পারিত। ঐ ঘটনাটি

لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ * وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ *

স্মরণীয় ঘটনা—যখন কারূনের জাতি কারূনকে বলিল, তুমি অহঙ্কার করিও না, আল্লাহ অহঙ্কারকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ প্রদত্ত ধন-দৌলত দ্বারা আখেরাতের জগতে শান্তি লাভের ব্যবস্থা কর এবং দুনিয়ার ধন-দৌলত হইতে আখেরাতের জন্য স্বীয় অংশ লইয়া যাওয়ার কথা ভুলিও না। আল্লাহ ধন-দৌলত দ্বারা তোমার উপকার করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমিও আল্লার বান্দাদের উপকার কর, দেশে বিপর্য্যয় ও অশান্তি ঘটাইও না; নিশ্চয় জানিও—আল্লাহ তায়ালা ফাছাদকারী-দের পছন্দ করেন না।

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ط اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ط وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ *

কারূন বলিল, আমার প্রতি আল্লার কি উপকার ?) ধন-দৌলত ত আমার নিজস্ব জ্ঞান-গুণের দ্বারা লাভ হইয়াছে। (আল্লাহ বলেন, সে এত বড় দম্ভের কথা বলিল! তাহার ভয় হইল না ?) সে কি জানে না, আল্লাহ তাহার পূর্বে অনেককে ধ্বংস করিয়াছেন যাহারা তাহার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, অধিক ধন-জনের অধিকারী ছিল ? আর (আখেরাতে ত আজাব আছেই। আল্লাহ তাহাদের সব অপরাধ জ্ঞাত আছেন ;) অপরাধীদের অপরাধ জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হইবে না।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ط قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ

(একদিনের ঘটনা—)কারূন বিশেষ সাজ-সজ্জা ও জাঁকজমকের সহিত তাহার জাতির দৃষ্টি আকর্ষণে বাহির হইল। যাহারা ছিল দুনিয়াভিলাসী

الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ
قَارُوْنُ إِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ * وَقَالَ
الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ
اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ
وَلَا يُلَقّٰهَا إِلَّا الصّٰبِرُوْنَ *

তাহারা বলিতে লাগিল, হায়—যদি কারূনের ন্যায় ধন-দৌলত আমাদেরও হইত। বাস্তবিকই কারূন বড় ভাগ্যবান। আর যাহারা ছিল প্রকৃত জ্ঞানী তাহারা ঐ লোকগুলিকে বুঝাইয়া বলিল, তোমরা কি সর্ব্বনাশের কথা বলিতেছ। জানিয়া রাখিও—যে ব্যক্তির ঈমান ও নেক আমল আছে তাহার পক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিফল (কারূনের ধন-সম্পদ অপেক্ষা বহুগুণে) উত্তম হইবে। অবশ্য ঐ প্রতিফল একমাত্র তাহারাই লাভ করিবে যাহারা (স্বীয় মাবুদের সন্তুষ্টি-পথে) ধৈর্য্যধারণকারী।

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ -
فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ *
وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ
بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ
وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَا اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا
لَخَسَفَ بِنَا ط وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ
الْكٰفِرُوْنَ *

(ছুরা কাছাছ—২০ পাঃ ১১ রুঃ)

(অতঃপর আমি আল্লাহ কারূনকে তাহার মহল সহ জমিনে ধ্বসাইয়া দিলাম। কোন দল খাড়া হইল না যাহারা আল্লার মোকাবিলায় তাহার সাহায্য করিত আর সে নিজেও জান বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিল না। ইতিপূর্ব্বে যাহারা কারূনের ন্যায় হওয়ার আরজু-আকাঙ্খা করিতেছিল আজ তাহারা বলিতে লাগিল, বাস্তবিকই (ধন-দৌলতের আধিক্য ভাগ্যবান হওয়ার প্রমাণ নহে; ধন-দৌলতের ব্যাপারটা শুধুমাত্র আল্লার ইচ্ছার উপর ন্যাস্ত—) আল্লাহ (তাহার হেকমতে) স্বীয় বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার পক্ষে ইচ্ছা করেন রেজেক প্রশস্ত করেন, যাহার পক্ষে ইচ্ছা করেন সঙ্কীর্ণ করিয়া দেন। (তাহারা আরও বলিল,) যদি আল্লার করুণা আমাদের প্রতি

না হইত, তবে নিশ্চয় আমাদিগকেও (কারূনের সঙ্গে) ধ্বসাইয়া দিতেন; (আমরা কারূনকে ভাগ্যবান মনে করায় অপরাধী ছিলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম,) বাস্তবিকই শেষ পরিণামে কাফেরদের সফলতা লাভ হয় না।

হযরত মুছা ও হযরত খেজেরের ঘটনা ঃ

এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত সুদীর্ঘ হাদীছ প্রথম খণ্ডে ৯৬নং হাদীছরূপে অনূদিত হইয়াছে। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআনেও ১৫—১৬ পরায় উল্লেখ আছে। যাহার তফছীর উল্লেখিত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

১৬৪৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, "খাজের" কে খাজের নামে আখ্যায়িত করার সূত্র এই ছিল যে, তিনি একদিন ঘাস-পাতা বিহীন এক স্থানে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ ঐ স্থানটি সবুজ লক্‌লকে ঘাসে আচ্ছাদিত হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা ঃ—আরবী ভাষায় খাজ্‌রা শব্দের অর্থ "সবুজ"। এই ধাতু হইতেই "খাজের" শব্দ গৃহীত। আরবী ব্যাকরণ সূত্রে শব্দটি "খাজের" হওয়াই অবধারিত অবশ্য সাধারণ প্রচলন সূত্রে "খেজের" বলাকেও শুদ্ধ ধরিরা লওয়া হইয়াছে।

হযরত খেজেরের আসল নাম "বাল্‌য়্যা" তিনি কোন্ সময় হইতে দুনিয়াতে আছেন সে সম্পর্কে কাহারও মত এই যে, ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের সময় হইতে তাঁহার আবির্ভাব। দুনিয়াতে কতদিন ছিলেন বা এখনও আছেন কি না এ সম্পর্কে বহু মতভেদ আছে। তিনি নবী বা রসুল কি না—সে সম্পর্কেও মতানৈক্য রহিয়াছে। অবশ্য কোরআন-হাদীছ দৃষ্টে এতটুকু অবধারিত যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভকারী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সৃষ্ট জগতের গুপ্ত রহস্যের বহু তথ্য-জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে দান করিয়াছেন।

হযরত রসুলুল্লার সঙ্গে মুছার মোলাকাত ঃ

রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন মে'রাজ-ভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন বিশিষ্ট রসুলগণের মধ্যে হযরত মূছা এবং হযরত হারুনের সঙ্গেও তাঁহার মোলাকাত হইয়াছিল।

হযরত হারুনের সঙ্গে পঞ্চম আসমানে মোলাকাত হইয়াছিল বলিয়া বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে। হযরত মুছার সঙ্গে ষষ্ঠ আসমানে মোলাকাত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহাও উল্লেখ আছে যে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পুনঃ হযরত মূছার সঙ্গে মোলাকাত হইয়াছিল। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উম্মতের জন্য

দিবারাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরয নামাযের হুকুম লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, কিন্তু হযরত মূছার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে নয় বার আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত হইয়া পাঁচ পাঁচ ওয়াক্ত কম করিতে করিতে সর্ব্বশেষ আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত মোকার্‌রার করিয়া দেন, কিন্তু এই পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যেই পঞ্চাশ ওয়াক্তের ছওয়াব দানের ঘোষণা দ্বারা পঞ্চাশের তাৎপর্য্য বজায় রাখেন। বিস্তারিত বিবরণের হাদীছ পঞ্চম খণ্ডে মে'রাজ শরীফের বয়ানে উল্লেখ হইবে।

আরও একটি ঘটনা ঃ

১৬৪৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের আকৃতি অনুমান করিতে তোমরা তোমাদের পয়গাম্বরের (তথা আমার) প্রতি দৃষ্টি কর। আর মূছা (আঃ) ছিলেন বাদামী বর্ণের, তাঁহার দেহের মাংস জমাট বাঁধা, খুব মজবুত ছিল। একটি লাল উট যাহার নাকের দড়ি খেজুর গাছের ছোবড়ার তৈরী উহার উপর আরোহণ করিয়া তিনি হজ্জের ছফর করিয়াছিলেন। তখন পর্ব্বত পথ অতিক্রমে নীচের দিকে অবতরণ কালে তিনি যে, হজ্জের তল্‌বিয়া ও তকবীর ধ্বনী উচ্চারণ করিয়া যাইতেছিলেন সেই দৃশ্য আমি যেন এখনও দেখিতেছি। (৪৭৩ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—ইহুদীদের কেবলা বাইতুল-মোকাদ্দাস, মোসলমানদের কেবলা কা'বা শরীফ। কা'বা শরীফ শ্রেষ্ঠ ; হজ্জ চিরকাল কা'বা শরীফেই হইয়াছে ; সমস্ত নবীগণ কা'বা শরীফের হজ্জ করিয়াছেন। ইহুদীরা মোসলমানদের কেবলার এই বৈশিষ্ট্য খণ্ডনে মিথ্যা দাবী করিত যে, তাহাদের নবী মূছা (আঃ) হজ্জ করেন নাই। তাহাদের এই দাবী মিথ্যা প্রমাণিত করিতে হযরত মূছা (আঃ) কর্ত্তৃক হজ্জের তল্‌বিয়া পড়িতে পড়িতে কা'বা শরীফের দিকে আসিবার অতীত দৃশ্য আল্লাহ তায়ালা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বিশেষ কুদরতে অবলোকন করাইয়াছেন। আলোচ্য হাদীছে হযরত (দঃ) তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। যেরূপ ৭০২ নং হাদীছে হযরত (দঃ) মূছা আলাইহেচ্ছালামের সমাধির বর্ণনাও এইভাবে দিয়াছেন।

হাশরের মাঠে হযরত মূছা ঃ

হাশরের মাঠে হিসাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে হাশর-মাঠের বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থায় যখন মানুষ অস্থির হইয়া পড়িবে এবং বিভিন্ন পয়গাম্বরগণের খেদমতে

উপস্থিত হইয়া সুপারিশ কামনা করিবে তখন ইব্রাহীম (আঃ) তাহাদিগকে হযরত মুছার নিকট উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিবেন। সকলে হযরত মুছার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে, হে আল্লার রসুল মুছা! আপনাকে আল্লাহ তায়ালা রসুল বানাইয়া অতঃপর আপনার সঙ্গে কালাম করিয়া আপনাকে উচ্চ মর্য্যাদার অধিকারী করিয়াছিলেন; আপনি আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তখন তিনি মিশরে অবস্থানকালে এক ক্বিব্‌তীকে মারিয়া ফেলার অপরাধ উল্লেখ করিয়া স্বীয় ভয়-ভীতি প্রকাশ করতঃ তাহাদিগকে হযরত ঈসার নিকট উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিবেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের হাদীছ ইনশা আল্লাহ তায়ালা হাশরের বিবরণে উল্লেখ হইবে।

হযরত শোয়া'য়ব (আঃ)

শোয়া'য়ব আলাইহেচ্ছাল্লামের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক এবং মোফাচ্ছের মোহাদ্দেছগণের মতভেদ রহিয়াছে। একজন লেখকের বয়ান মতে দেখা যায় হযরত শোয়া'য়বের আবির্ভাব হযরত মুছার আবির্ভাব কালের অনেক পরে প্রায় ৭০০ বৎসরের ব্যবধানে। (কাছাছোল কোরআন ১—৩১৪)

আবার অনেকের মত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত—তাঁহারা বলেন, হযরত শোয়া'য়বের আবির্ভাব হযরত মুছার অনেক পূর্ব্বে ছিল—হযরত লুৎ আলাইহেচ্ছালামের নিকটবর্ত্তীকালে (কাছাছোল কোরআন ১—৩৩৫)।

এই মতামতদ্বয় সূত্রে ইহা সুস্পষ্ট যে, মুছা (আঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে মিশর দেশে একটি হত্যাকাণ্ডের আসামী হইয়া মিশর ত্যাগ করতঃ "মাদ্‌ইয়ান" অঞ্চলে উপস্থিত হইবার পর যে, বৃদ্ধের ঘরে আশ্রয় পাইয়াছিলেন এবং অবশেষে সেই বৃদ্ধ হযরত মুছার শ্বশুর হইয়াছিলেন—সেই বৃদ্ধ হযরত শোয়া'য়ব নহেন; অন্য কোন ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র কোরআনে উক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে যাহার বিস্তারিত বিবরণ হযরত মুছার বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পবিত্র কোরআনে সেই লোকটির নাম ও পরিচয় প্রকাশ করা হয় নাই; হাদীছ ভাণ্ডারেও কোন বিবরণ আসে নাই। পবিত্র কোরআনে তাঁহাকে "شَيْخٌ كَبِيرٌ—শায়খোন কবীর তথা অধিক বয়সের বৃদ্ধ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে শুধু।

বিশিষ্ট তফছীরকার ইবনে কাছীর ও ইবনে জরীর তাঁহারা এই ব্যক্তি সম্পর্কে নির্দ্দিষ্টরূপে কিছু বলা হইতে বিরত থাকার পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

অনেকে দৃঢ়তার সহিতই বলিয়াছেন যে, এই ব্যক্তি হযরত শোয়া'য়ব ছিলেন। হাছান বছ্‌রী (রঃ) ইমাম মালেক (রঃ) প্রমুখ আলেমগণের মত এবং সাধারণ্যে প্রচলিত মতামত ইহাই যে, হযরত মূছার শ্বশুর ঐ বৃদ্ধ হযরত শোয়া'য়বই ছিলেন, এই সূত্রে ইহা অবধারিত যে, উভয়ের সময়কাল লাগালাগিই ছিল, এবং হযরত শোয়া'য়ব "মাদ্‌য়ান" ও "আইকাহ্‌" বাসীদের প্রতি নবী ছিলেন, আর হযরত মুছা (আঃ) বনী-ইস্রায়ীলদের প্রতি রসুলরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

হযরত শোয়া'য়ব ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের বংশধরই ছিলেন। ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের তিন স্ত্রী ছিল (১) ছারাহ্‌ (রাঃ) যাঁহার গর্ভে ইসহাক (আঃ) ছিলেন এবং তাঁহারই পুত্র ছিলেন ইয়াকুব (আঃ) যাঁহার নাম ইস্রায়ীল ছিল তাঁহার হইতে বনী-ইস্রায়ীলের বংশধর। (২) হাজেরাহ (রাঃ) যাঁহার গর্ভে ইসমাইল (আঃ) এবং তাঁহার বংশের মধ্যে একমাত্র নবী আমাদের পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইয়াছেন যাঁহার উপর নবুয়তের ছেলছেলাহ্‌ শেষ হইয়াছে। (৩) "কতূরা" (রাঃ), তাঁহার গর্ভে হযরত ইব্রাহীমের ছয় ছেলে ছিল; এক জনের নাম ছিল "মাদ্‌য়ান"। তাঁহার বংশধর যে অঞ্চলে বসবাস করিতেছিল উহার নাম তাঁহারই নামানুসারে "মাদ্‌য়ান" ছিল। সেই মাদ্‌য়ানের বংশেই হযরত শোয়া'য়বের জন্ম। প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ মতামত অনুসারে হযরত শোয়া'য়বের প্রপিতামহ ছিলেন "মাদ্‌য়ান"। এই সূত্রে হযরত শোয়া'য়বের নছব তিনজনের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীমের সঙ্গে মিলিত হয়। (তফছীর হক্কানী ৪—১৪৪ দ্রঃ)

ভৌগলিক বিবরণ :

কম-বেশ ১২৫ মাইল দৈর্ঘ্য আকোবা উপসাগরের পূর্বকূল এবং তৎসংলগ্ন লোহিত সাগরের উপকূলীয় অংশবিশেষ সহ ফেলিস্তিন ও আরবের মধ্যবর্ত্তী উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকাই মাদ্‌য়ান অঞ্চল। উহার কেন্দ্রীয় শহরকেও মাদ্‌য়ান বলা হয় যাহা লোহিত সাগর হইতে আকোবা উপসাগরের উৎপত্তিস্থলের সন্নিকট এলাকায়ই অবস্থিত ছিল। হযরত শোয়া'য়ব (আঃ) নিশ্চয় এই কেন্দ্রীয় শহর মাদ্‌য়ানেরই বাসিন্দা ছিলেন। পবিত্র কোরআনেই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন—

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا ....

"আপনার প্রভু কোন বস্তিকে ধ্বংস করেন নাই যাবৎ না উহার কেন্দ্রীয় শহরে রসুল পাঠাইয়াছেন যিনি এলাকাবাসীকে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন (এবং তাহারা উহা উপেক্ষা করিয়াছে।) (২০ পাঃ ৯ রুঃ)

কাহারও মতে মাদ্‌য়ান এলাকার বিস্তার আরও উত্তরে জর্দ্দানস্থিত মাআ'ন পর্য্যন্ত ছিল। সেমতে হযরত লুতের উম্মতের ধ্বংস প্রাপ্ত বস্তি অঞ্চল—"মরু সাগর" এলাকার কাছাকাছি পর্য্যন্ত মাদ্‌য়ানের বিস্তার ছিল।

পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ রহিয়াছে, وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ হযরত শোয়া'য়ব (আঃ) স্বীয় জাতিকে আল্লার আজাব ও গজব হইতে সতর্ক করনার্থে চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, "লুতের উম্মৎগণ তোমাদের হইতে অধিক ব্যবধানে নহে"—তোমরা উহার অবস্থা দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ কর। অবশ্য হযরত শোয়া'য়বের যুগও হযরত লুতের যুগের নিকটবর্ত্তীই ছিল।

এই মাদ্‌য়ানবাসীদের প্রতি শোয়া'য়ব (আঃ) রসুলরূপে প্রেরিত ছিলেন যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে আছে। কোন কোন আয়াতে হযরত শোয়া'য়বকে "আইকাহ্‌" বাসীদের রসুলও বলা হইয়াছে। এস্থলে ঐতিহাসিক ও তফছীরকারকগণের মতভেদ হইয়াছে। এক মত এই যে, "মাদ্‌য়ান" ও "আইকাহ্‌" ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ; শোয়া'য়ব (আঃ) উভয় অঞ্চলবাসীর প্রতি রসুল ছিলেন। অপর মত এই যে, মাদ্‌য়ান অঞ্চলকেই "আইকাহ্‌" বলা হইত। "আইকাহ্‌" অর্থ বন বা জঙ্গল—যেস্থানে গাছ-পালা ও বৃক্ষাদির আধিক্য হয়। মাদয়ান অঞ্চলটি উপকূলবর্ত্তী এলাকা হওয়ায় তথাকার মাটি আর্দ্রতাপুর্ণ ছিল এবং তথায় যেন বন-জঙ্গল ছিল, এই সুত্রে ঐ মাদ্‌য়ানকেই "আইকাহ্‌" বলা হইত।

মাদ্‌য়ানবাসীর অবস্থা ঃ

শেরেক ও মূর্ত্তি পূজা তাহাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। শেরেক ও মূর্ত্তি পূজার পর এই জঘন্যতম দুষ্কৃতিও তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছিল যে, লেন-দেনের মধ্যে মাপিয়া লইতে হেরফের করিয়া বেশী লইত এবং দিতে কম দিত। ইহা এক জঘন্যতম অপরাধ ; এই অপরাধের পরিণাম অতি ভয়াবহ ; যাহার সম্পর্কে আমাদের পবিত্র কোরআনেও ঘোষণা রহিয়াছে—

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ *

ভীষণ শাস্তি ও দুরবস্থার সম্মুখীন ঐ ব্যক্তিগণ যাহারা লোকদের নিকট হইতে আদায় করার সময় পুরাপুরা আদায় করে অথচ লোকদিগকে পাত্র বা পাল্লা-বাটখারা দ্বারা মাপিয়া দিবার সময় তাহাদের প্রাপ্য হইতে কম দেয়।" এই অপরাধ মাদ্‌য়ানবাসী সমগ্র জাতির দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল; তদুপরি তাহারা রাহাজানি ও ডাকাতির অভ্যাসেও অভ্যস্ত ছিল। হযরত শোয়া'য়ব (আঃ) তাহাদিগকে বহু রকমে বুঝাইলেন এবং সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা উল্টা হযরত শোয়া'য়বকে ভীতি প্রদর্শন করতঃ তাঁহাকে তাহাদের পথের পথিক হইতে বলিল। অন্যথায় তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার হুমকি দিল। তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডাও আরম্ভ করিয়া দিল, ফলে তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা পাকড়াও করিলেন তাহাদের উপর আল্লার গজব নামিয়া আসিল, সব ধ্বংস হইয়া গেল।

মাদ্‌য়ানবাসীর উপর আল্লার গজব ঃ

পবিত্র কোরআনে ঐ জাতি ধ্বংস সম্পর্কে বিভিন্ন আজাবের উল্লেখ আছে—(১) ভয়াবহ ভূচাল ও ভূকম্পন (২) ভয়ানক গর্জ্জন ও বিকট আওয়াজ; এতদ্ভিন্ন আরও একটি আজাবের উল্লেখ রহিয়াছে— فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ "হযরত শোয়া'য়বের বিদ্রোহীদেরকে মেঘ খণ্ডের আজাবে পাকড়াও করিল।"

মেঘ খণ্ডের আজাবের বিবরণে বর্ণিত আছে—ঐ লোকদের উপর আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে অস্বাভাবিক গরম ও উত্তাপ প্রবর্ত্তিত হইল। সেই গরম ও উত্তাপে তাহারা ছুটাছুটি করিতেছিল; হঠাৎ প্রত্যেক এলাকায় এক একটি মেঘ খণ্ডের আবির্ভাব হয় এবং উহা হইতে শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়। সমস্ত লোক ঐ মেঘ খণ্ডের নীচে জমায়েত হয়। তৎক্ষণাৎ উহা হইতে প্রবল বেগে অগ্নি বর্ষিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে কাফেরগোষ্ঠি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই ভস্ম হইয়া গেল।

পবিত্র কোরআনে যে স্থানে উপরোক্ত আজাবের উল্লেখ আছে তথায় হযরত শোয়া'য়বের বিদ্রোহীগণকে "اصحاب الايكة—বন জঙ্গলবাসী" বলা হইয়াছে। اصحاب مدين মাদ্‌য়ানবাসী আর اصحاب الايكة আইকাহ্‌ বা বনবাসী দুইটি দুই জাতির নাম বা পরিচয়; এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতভেদ বর্ণিত হইয়াছে। দুই জাতি হইলে মাদ্‌য়ানবাসীদের উপর প্রথমোক্ত দুই প্রকারের আজাব আসিয়াছিল, আর তৃতীয় আজাব আসিয়াছিল আইকাহ্‌বাসীর

উপর। উভয় নামে একই জাতি হইলে তিন প্রকারের আজাব তাহাদের উপরে এইরূপে আসিয়াছিল যে, প্রথমে ভয়ানক ভূচাল ভূকম্পন ও ভীষণ তর্জ্জন-গর্জ্জন দ্বারা তাহাদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করা হইয়াছিল যাহাতে তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া বাড়ী-ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় মেঘখণ্ড আসিয়া তাহাদের উপর অগ্নিবর্ষণ করে এবং নিজেদের দেশ-খেসের মধ্যে থাকাবস্থায়ই ধ্বংস হইয়া যায়।

তলদেশ হইতে ভূচাল ভূকম্পন আর উর্দ্ধদেশ হইতে বিকট আওয়াজ ও গর্জ্জন এবং অগ্নিবর্ষণ এই সবের মধ্যে কাফের ও আল্লাহ-রসুলের বিদ্রোহীগণ ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। পর দিন মনে হইতেছিল এই দেশে যেন কোন বসবাসকারীর অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহ তায়ালার ক্রোধানলে পতিত লোকদের পরিণাম এইরূপই হয়। পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় ঐ জাতির ইতিহাস—

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط
قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم
مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ط قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ط ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * وَلَا تَقْعُدُوا
بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ

মাদ্‌য়ানবাসীর প্রতি তাহাদের বংশধর এক ভাই—শোয়া'য়বকে রসুলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাদিগকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, হে আমার জাতি! আল্লার গোলামী ও বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মা'বুদ নাই; এই দাবীর উপর উজ্জ্বল প্রমাণ আমার মারফৎ তোমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, সেমতে তোমরা আল্লার গোলামী কর, অতএব তোমরা মাপ ও ওজনে পুরাপুরি দিও, লোকদেরকে তাহাদের প্রাপ্য কম দিও না এবং দেশে শান্তির পরে (আল্লাদ্রোহিতা এবং ঠকাঠকি ও চুরি-ডাকাতির দ্বারা) অশান্তির সৃষ্টি করিও না। ইহা তোমাদের পক্ষে উত্তম যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস কর। আর রাস্তা-ঘাটে বসিয়া ঈমানের প্রতি

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ
وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ج وَاذْكُرُوْآ اِذْ
كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ - وَانْظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ *

আকৃষ্ট ব্যক্তিগণকে ভীতি প্রদর্শন করিও না এবং আল্লার পথে বাধার সৃষ্টি করিও না, উহার মধ্যে বক্রতা সৃষ্টির চেষ্টাও করিও না। আর আল্লার এই বিশেষ নেয়ামতকে স্মরণ কর যে, তোমরা সংখ্যায় নগণ্য ছিলে, তিনি তোমাদিগকে সংখ্যাধিক্য করিয়াছেন। আর তোমরা বিশ্ব-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় চোখ বুলাইয়া দেখ, ফাছাদ-কারীদের পরিণাম কি হইয়াছে।

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا
بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ
لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ
اللّٰهُ بَيْنَنَا - وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ *

এত বুঝান সত্বেও যদি তোমাদের শুধু একদল ঈমান আনিয়াছে অপরদল ঈমান আনে নাই তবে (তাহাদের আল্লাহই যাহা করেন করিবেন ;) তোমরা ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা কর যাবৎ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফয়ছালা করিয়া দেন, তিনিই সর্ব্বোত্তম ফয়ছালাকারী।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا
مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ
اَوْلَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ط قَالَ اَوَلَوْ
كُنَّا كَارِهِيْنَ * قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى
اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ

সর্দ্দার শ্রেণীর লোকগণ হুমকি দিল, হে শোয়ায়েব। তোমার সমস্ত দলবল সহ যদি আমাদের পথের পথিক না হইয়া যাও তবে নিশ্চয় আমরা তোমাদের সকলকে আমাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিব। শোয়া'য়ব (আ:) বলিলেন, তোমাদের পথ আমাদের নজরে অত্যন্ত ঘৃণিত ও জঘন্য, তবুও কি তোমরা আশা কর আমরা উহা গ্রহণ করিব? আল্লাহ আমাদিগকে তোমাদের পথ হইতে

بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ط وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ط وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ط رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ *

বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, অতঃপর যদি আমরা সেই পথের পথিক হই তবে আমরাও (তোমাদের ন্যায়) আল্লাহ সম্পর্কে মনগড়া মিথ্যা মতবাদ পোষণ-কারী সাব্যস্ত হইব। আমাদের সম্পর্কে এই সম্ভাবনা মোটেই নাই যে, আমরা তোমাদের পথের পথিক হইব, অবশ্য যদি আমাদের মালিক আল্লাহ কর্তৃক আমাদের অদৃষ্টে ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে তবে সে কথা ভিন্ন; (তোমাদের ভীতি প্রদর্শনে ভীত হইব না;) আমাদের প্রভু সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। আমরা সেই প্রভু আল্লার উপর ভরসা করিলাম। ওহে প্রভু! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে শেষ ফয়ছালা করিয়া দাও, তুমিই উত্তম ফয়ছালাকারী।

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ *

কাফের সর্দ্দাররা ইহাও প্রচার করিল যে, হে দেশবাসী! যদি তোমরা শোয়া'য়বের অনুসরণ কর তবে তোমরা ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হইবে।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ * اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا - اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ *

পরিণামে প্রচণ্ড ভূচাল ভূকম্পন তাহাদেরে ঘিরিয়া ধরিল, ফলে তাহারা নিজ নিজ ঘরে (বা নিজ দেশেই) উপুড় হইয়া মরিয়া রহিল; সারা দেশ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল যেন তথায় ঐ দেশবাসীর বসবাসই ছিল না। যাহারা শোয়া'য়বকে ঝুটলাইয়াছিল তাহারা ভীষণ ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হইল।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ

অতঃপর হযরত শোয়া'য়ব ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিলেন, তাহাদের প্রতি

أَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ - فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ *

ফিরিয়াও চাহিলেন না এবং অনুতাপ ও আক্ষেপে বলিলেন, হে আমার জাতি। তোমাদিগকে পরওয়ারদেগারের সমুদয় বিষয়াবলী পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই; এখন তোমাদের ন্যায় কাফেরদের ব্যাপারে আক্ষেপ অনুতাপ কিরূপে আসিতে পারে?

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—মাদ্‌য়ান ও আইকাহ্‌বাসী কাফেরদের উপর আল্লার গজব আসিয়াছিল, কিন্তু মোমেনগণ অক্ষত রহিয়াছিল। কাফেরদের ধ্বংস হওয়ার পর হযরত শোয়া'য়ব (আঃ) ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিলেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাহারও মতে হযরত শোয়া'য়ব অবশিষ্ট মোমেনগণকে লইয়া "আদন" হইতে পূর্ব্বে অবস্থিত আরব সাগরের উত্তর উপকূলে "হাদ্‌রা মউত" অঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছিলেন। এমনকি বর্ত্তমানেও তদঞ্চলে শোয়া'য়বের কবর নামে একটি কবর বিদ্যমান আছে। (কাছাছুল কোরআন)

"রুহুল মায়ানী" তফছীরে আছে, হযরত শোয়া'য়ব মোমেনগণকে লইয়া মক্কায় চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার কবরও তথায়ই।

[২]

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّىْ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ * وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا

মাদয়ানবাসীদের প্রতি তাহাদেরই এক ভ্রাতা শোয়া'বকে রসুলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! এক আল্লার বন্দেগী ও দাসত্ব কর; তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই। আর মাপে-ওজনে কম দিওনা; তোমরা ত স্বচ্ছলতার মধ্যেই আছ, তোমাদিগকে ভাল অবস্থায়ই দেখিতেছি; (অন্যকে ঠকাইবার প্রয়োজন হয় না। ঐ অভ্যাস ত্যাগ না করিলে) তোমাদের উপর সর্ব্বগ্রাসী আজাবের

الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ * بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ - وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ *

আশঙ্কা করিতেছি। হে আমার জাতি! লোকদিগকে মাপে-ওজনে তাহাদের পূর্ণ প্রাপ্য দিও; (চুরি ডাকাতি ঠকবাজী ইত্যাদি দ্বারা) দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিও না। এই সব অবৈধ উপায় ত্যাগ করতঃ হক-হালালীরূপে আল্লার দান যাহা কিছু থাকে তাহাই তোমাদের পক্ষে উত্তম; তোমরা যদি বিশ্বাস কর তবে আমার কথা গ্রহণ কর। (সত্য পথ দেখাইলাম ইহাই আমার দায়িত্ব।) আমি (বাধ্য করিতে পারি না;) তোমাদের উপর চৌকিদার নহি।

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ط إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ *

তদুত্তরে তাহারা বলিল, হে শোয়া'য়ব! মনে হয় তোমার নামায-রোজা তোমাকে এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের পূজনীয় দেব-দেবীকে ছাড়িয়া দেই এবং আমরা নিজেদের ধন-সম্পত্তির মধ্যে নিজেদের ইচ্ছানুসারে তছরুফ না করি। তুমি যেন বস্তুতঃ একজন জ্ঞান-বুদ্ধির ছালা।

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ط

শোয়া'য়ব বলিলেন, হে আমার জাতি! বল ত দেখি, আমি (আমার দাবীতে) যদি আমার প্রভু হইতে প্রাপ্ত দলিল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তাঁহার হইতে এক বিশেষ সম্পদ (তথা নবুয়ত) প্রাপ্ত হইয়া থাকি (এমতাবস্থায় আমি উহার প্রচার না করিয়া পারি কি? এবং উহা প্রত্যাখ্যান করার পরিণাম তোমাদের

কি হইবে ?) আর আমি তোমাদেরে যাহা নিষেধ করি সে অনুযায়ী নিজেও আমল করি; আমি তোমাদের বিপরীত আমল করি না। আমি যথাসাধ্য সংশোধন ও শান্তি আনয়নেরই চেষ্টা করি এবং সব কিছুর সামর্থ আল্লার তরফ হইতেই পাই। তাঁহার উপরই আমার ভরসা ও তাঁহারই প্রতি আমি রুজু হই।

اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ
وَمَا تَوْفِيْقِىْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ط عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ *

হে আমার জাতি। আমার প্রতি শত্রুতায় তোমরা এমন কোন অপরাধ করিও না, যার ফলে তোমাদের উপর ঐরূপ আজাব আসিয়া পড়ে যেরূপ আজাব নূহের জাতি, হুদের জাতি এবং ছালেহ্-এর জাতির উপর পড়িয়া ছিল ; আর লুৎ-জাতির দেশ বা কাল ত তোমাদের হইতে অধিক দূরে নহে ; (তাহাদের অবস্থা তোমাদের চোখের সম্মুখেই রহিয়াছে।) আর তোমরা তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে (পূর্ব্বকৃত অপরাধ সমূহের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর (আগামীতে) এক মাত্র সেই প্রভুর প্রতিই ধাবিত হও ; নিশ্চয় আমার (ও তোমাদের সেই) প্রভু অতি দয়ালু ও স্নেহবান।

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْٓ
اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ
نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ط
وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ *
وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ـ
اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ *

তাহারা বলিল, হে শোয়া'য়ব তোমার অনেক কথাই যুক্তিহীন ; আমাদের বুঝে আসে না, আর তুমি ত আমাদের মধ্যে দুর্ব্বলই বিবেচিত; তোমার গোষ্টি-জ্ঞাতি (আমাদেরই

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا
مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا

ضَعِيفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ *

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ *

وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ *

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ *

দলভুক্ত) তাহাদের খাতিরদারীর খেয়াল না হইলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিতাম; আমাদের উপর তোমার কোনই প্রভাব নাই।

শোয়া'য়ব (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি। আমার গোষ্টি-জ্ঞাতি কি তোমাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বের? (তোমরা গোষ্টি-জ্ঞাতির সম্ভ্রম কর,) অথচ মহান আল্লাহকে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছ। নিশ্চয় আমার প্রভু তোমাদের সমস্ত কার্য্যাবলীর পূর্ণ খবর রাখেন।

হে আমার জাতি। তোমরা তোমাদের অবস্থার উপর কাজ করিয়া যাইতে থাক, আমি আমার অবস্থার উপর কাজ করিয়া যাইব। সত্বরই জানিতে পারিবে অপদস্তকারী আজাব কাহার উপর পতিত হয় এবং কে মিথ্যাবাদী। তোমরাও অপেক্ষা কর আমিও অপেক্ষায় আছি।

যখন (ঐ বিদ্রোহীদের ধ্বংস সম্পর্কে) আমার আদেশ উপস্থিত হইল তখন আমি শোয়া'য়ব ও তাঁহার সঙ্গী মোমেনগণকে আমার বিশেষ রহমতে বাঁচাইয়া নিলাম; আর স্বৈরাচারীদের পাকড়াও করিল এক বিকট গর্জ্জন; ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল এবং দেশ-খেসের মধ্যে নিজ

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ *

নিজ বাড়ীতে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল (কেউ কাহারও সাহায্য করিতে পারিল না। তাহারা ধ্বংস হইয়া সারা দেশ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল ;) যেন এই দেশে তাহাদের বসবাসই ছিল না। হে বিশ্ববাসী! দেখ—মাদ্‌য়ানবাসীও তদ্রূপই ধ্বংস হইয়া গেল যেরূপভাবে ছামুদ জাতি ধ্বংস হইয়াছিল।

(ছুরা হুদ—১২ পাঃ ৮ রুঃ) [৩]

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ * فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ *

আর আমি মাদ্‌য়ানবাসীদের প্রতি তাহাদেরই ভ্রাতা শোয়া'য়বকে রসুলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন হে আমার জাতি! এক আল্লার দাসত্ব কর এবং পরকালের ভয় রাখিয়া চল, দেশের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।

মাদ্‌য়ানবাসী শোয়া'য়বকে অমান্য করিল, ফলে ভয়াবহ ভূকম্প ও ভূচাল তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, পরিণামে তাহারা নিজেদের বাড়ী-ঘরে উপুড় হইয়া মরিয়া রহিল।

(ছুরা আ'নকাবুৎ—২০ পাঃ ১৬ রুঃ)

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ

"আইকাহ্‌" (অরণ্য)বাসী সমস্ত রসুলগণের আদর্শ অমান্য করিয়াছিল ; যখন শোয়া'য়ব (আঃ) তাহাদেরে বলিয়াছিলেন, তোমরা ভয় ও সতর্কতা অবলম্বন কর না কেন? আমি তোমাদের জন্য সত্যবাদী রসুল আসিয়াছি। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করিয়া চল এবং আমার অনুসরণ কর। আর এই তবলীগ কার্য্যের কোন প্রতিদান আমি তোমাদের নিকট

أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ
الْمُخْسِرِيْنَ * وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيْمِ * وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِيْنَ * وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ
وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِيْنَ * قَالُوْا إِنَّمَا
أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ * وَمَا أَنْتَ
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ
الْكٰذِبِيْنَ * فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ
السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ *

قَالَ رَبِّيْ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ *
فَكَذَّبُوْهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ
إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ *

চাইনা, আমার প্রতিদান একমাত্র সারা জাহানের প্রভুর নিকট রহিয়াছে।

তোমরা মাপে-ওজনে পুরাপুরি দিও কম দিও না; শুদ্ধ ও সঠিক মাপযন্ত্রের দ্বারা মাপিও, লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য হক্ক কম দিও না, আর দেশে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না। আর যে প্রভু তোমাদের সকলকে এবং তোমাদের বাপ-দাদা পূর্ব্বপুরুষ-গণকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার মহত্ব ও ভয়-ভীতি অন্তরে জাগরূক রাখিয়া চল। তাহারা বলিল, মনে হয় তুমি মস্ত বড় যাদুর তাছিরে (মস্তিস্ক বিকৃত হইয়া) এই সব বলিতেছ। তুমি ত আমাদেরই মত একজন মানুষ; (রসুল হওয়ার দাবী সম্পর্কে) আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। আমাদের এই সব ধারণা যদি অবাস্তব হয় এবং বস্তুতঃ তুমিই সত্যবাদী হও, তবে আকাশ ভাঙ্গিয়া উহার কোন বড় খণ্ড বা টুকরা আমাদের উপর ফেলিয়া আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও।

শোয়া'য়ব (আঃ) বলিলেন, (আজাবের ক্ষমতবান) আমার প্রভু পরওয়ারদেগার ভালরূপ জ্ঞাত আছেন যাহা কিছু তোমরা করিতেছ; (তাঁহার নির্দ্ধারণ অনুযায়ী আজাব আসিবেই।) তাহারা শোয়া'বকে অমান্য করিল, ফলে মেঘ খণ্ডের আজাব তাহাদিগকে পাকড়াও করিল; উহা এক ভীষণ ও ভয়াবহ দিনের আজাব ছিল।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ط وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ *

নিশ্চয় এই ঘটনায় বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ রহিয়াছে; তাহাদের উপর এই জন্যই আজাব আসিয়াছিল যে, তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহ ও রসুলের অবাধ্য ছিল। নিশ্চয় তোমার প্রভু সর্ব্ব ক্ষমতার অধিকারী; (তাঁহার কার্য্যে বাধার সৃষ্টি করা যায় না) এবং অত্যন্ত দয়ালু, (তাই কোন সময় আজাব বিলম্বে আসে বা ইহজগতে আজাব আসেও না।)

হযরত ইউনুস (আঃ)

হযরত ইউনুস আলাইহেচ্ছালামের বংশ পরিচয়ের কোন তথ্য ইতিহাস ভাণ্ডারে নাই। এ সম্পর্কে শুধু দুইটি কথাই পাওয়া যায়—(১) বোখারী শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে, হযরত ইউনুসের পিতার নাম "মাত্তা" ছিল। (২) বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যে প্রমাণিত হয়, হযরত ইউনুস বনী-ইস্রায়ীল বংশীয় নবী ছিলেন।

হযরত ইউনুসের সময়কাল সম্পর্কেও বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) কর্ত্তৃক সংগৃহীত তথ্যবলী দৃষ্টে মনে হয় হযরত ইউনুসের আবির্ভাবকাল খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ে ছিল। (কাছাছোল কোরআন ২০২—২)

কোন কোন ইতিহাস বিশারদ তফছীরকার বিভিন্ন তথ্য দৃষ্টে মন্তব্য করিয়াছেন, হযরত ইউনুসের আবির্ভাব খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তীকালে ছিল।

ইরাকের সুপ্রসিদ্ধ অঞ্চল "মাওসেল", (বর্ত্তমান তৈল সমৃদ্ধ "মোসল" নামীয় এলাকা।) এই অঞ্চলে "দিজলা" (তাইগ্রীস) নদের তীরবর্ত্তী তৎকালীন রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ শহর "নিনওয়া" অঞ্চলের নবী ছিলেন হযরত ইউনুস (আঃ)।

হযরত ইউনুসের একটি বিশেষ ঘটনা পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে উল্লেখ হইয়াছে। উহার বিবরণ এই যে, এক লক্ষ বিশ হাজার লোকের আবাদী অঞ্চল "নিনওয়া" এলাকার নবী হইয়া হযরত ইউনুস (আঃ) তথাকার অধিবাসীগণকে তাহাদের চিরাচরিত শেরেক—মুর্ত্তি ও দেব-দেবীর পূজা ত্যাগ

করার এবং আল্লাহ তায়ালার দ্বীন গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান জানাইলেন। দীর্ঘ সাত বৎসরকাল তাহাদিগকে তবলীগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আহ্বানে দেশবাসী মোটেই কর্ণপাত করিল না। হযরত ইউনুস (আঃ) তাহাদিগকে আল্লার গজব ও আজাবের সতর্কবাণী শুনাইলেন, কারণ আল্লার দ্বীনের ও আল্লার নবীর সঙ্গে বিদ্রোহ করিলে পরিণামে আল্লার গজব আসিয়া থাকে। ইউনুস (আঃ) নীনওয়াবাসীকে শত রকমে বুঝাইলেন, ভয় দেখাইলেন, সতর্ক করিলেন, কিন্তু তাহারা তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না। হযরত ইউনুস (আঃ) তাহাদের প্রতি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া "নিনওয়া" ত্যাগ করা কল্পে তথা হইতে অন্যত্র যাত্রা করিলেন।

এস্থলেই হযরত ইউনুস (আঃ) একটু ভুল করিয়া বসিলেন। কোন নবীর পক্ষে এক দেশ ত্যাগ করতঃ অন্য দেশে চলিয়া যাওয়া বিশেষতঃ যেই দেশে তবলীগ করার জন্য নবী আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আদিষ্ট হন সেই দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া নবীর পক্ষে কোন অবস্থাতেই সঙ্গত হয় না, যাবৎ না আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে স্পষ্ট অনুমতি লাভ করিয়া নেন—ইহা একটি বাস্তব এবং সব নবীগণই এই রীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন।

আমাদের হযরত রসুলে করীম (দঃ) দীর্ঘ তের বৎসর কাল মক্কা নগরীতে অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে জর্জ্জরিত অবস্থায় দিন কাটাইলেন। এমনকি ছাহাবীগণকে হিজরত তথা মক্কা ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ায় চলিয়া যাওয়ার অনুমতি দিলেন; পরে মোসলমানদের হিজরত-স্থল রূপে খেজুর গাছের দেশ স্বপ্নে দেখিয়া তাহাদিগকে মদিনায় হিযরত করার অনুমতিও দিয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং নিজে মক্কা হইতে হিজরত করেন নাই। এমনকি এসম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে, আমি পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে এখনও মক্কা ত্যাগ করার অনুমতি পাই নাই, তবে (অবস্থা দৃষ্টে) আশা করি অনুমতি আসিয়া যাইবে। এই প্রতীক্ষায় তিনি আবুবকর (রাঃ)কে হিজরত হইতে বারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং আবুবকর এই উদ্দেশ্যে বিশেষ দুইটি উট যত্নের সহিত পোষিয়া রাখিতেছিলেন। হঠাৎ একদিন আকস্মিক রূপে উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে হযরত (দঃ) আবুবকরের গৃহে তশরীফ আনিলেন এবং বিশেষ গোপনতার মধ্যে প্রকাশ করিলেন যে, মক্কা ত্যাগ করতঃ মদিনায় চলিয়া যাওয়া সম্পর্কে পরওয়ার-দেগারের তরফ হইতে আমার জন্য অনুমতি আসিয়া গিয়াছে। এই অবস্থার পরে রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা ত্যাগ করতঃ মদিনা পানে হিজরত করিয়াছিলেন।

অন্যান্য নবীগণের ইতিহাসেও এই রীতিই পরিলক্ষিত হয়। হযরত লুৎ (আঃ) তাঁহার তবলীগস্থল দেশবাসীর দ্বারা কতই না নির্য্যাতিত হইতেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট আদেশ না আসা পর্য্যন্ত ঐ দেশকে ত্যাগ করেন নাই।

হযরত ইউনুস আলাইহেচ্ছালাম এখানেই ভুল করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালার অনুমতির প্রতীক্ষা না করিয়া ঐ দেশ ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। হযরত ইউনুসের কার্য্যের স্বপক্ষে যুক্তির অভাব ছিল না। কারণ, দীর্ঘ সাত বৎসরের তবলীগেও তাহাদের মধ্যে কোনই পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই এবং তাহাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বা আল্লাহ তায়ালার বিজ্ঞপ্তি অনুসারেও তাহাদের উপর আজাব অত্যাসন্ন হইয়াছিল, এমনকি আজাব আসিয়া পড়ার অবকাশ স্বরূপ যে, তিন দিন নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল সেই তিন দিনের পূর্ণ দুই দিন গত হইয়া তৃতীয় দিনের মধ্য রাত্র আসিয়া গিয়াছিল, এমতাবস্থায় ঐ অঞ্চলে অবস্থান করার কোন সুফল বা কার্য্যকারিতা দেখা যাইতেছিল না। এই সব ভাবিয়াই হয়ত হযরত ইউনুস (আঃ) ঐ দেশ ত্যাগে রওয়ানা হইয়াছিলেন এবং ইহা যুক্তিযুক্তই মনে হয়, কিন্তু নবীগণের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে এমন পর্য্যায়ের থাকে যাহা সাধারণ সম্পর্কের অনেক উর্দ্ধে। নবিগণের পক্ষে অতি সূক্ষ্ম বিষয়কেও বাছনি করিতে হয়, তাঁহাদিগকে চুল-চেরা পদ্ধতিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়।

بود آدم دیدۂ نور قدیم — موئے در دیدہ بود کوہ عظیم

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দরবারে নবীগণের মর্য্যাদা মানব দেহের চোখ তুল্য; চোখের মধ্যে অতি সামান্য একটি লোম বা বালু কণাও পাহাড় সমতুল্য হইয়া দাঁড়ায়। তদ্রূপ নবীগণের মামুলী ত্রুটিও আল্লার দরবারে অনেক বড় বিবেচিত হয় যে, এত উচ্চ মর্য্যাদার হইয়া এতটুকু ত্রুটিই বা কেন করা হইল?

এই দৃষ্টিতেই আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউনুস (আ:)কে তাঁহার উক্ত ত্রুটির জন্য গেরেফত করিলেন—তাঁহাকে ভুলের মাশুল-দানে পতিত করিলেন।

রাত্রিকালে ইউনুস (আঃ) "নিনওয়া" হইতে বাহির হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। নিনওয়ার অনতিদূরেই দিজ্‌লা—তাইগ্রীস নদী। (মানচিত্রের বিবরণে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "নিনওয়া" দিজলা নদীর তীরবর্ত্তী এলাকায় অবস্থিত।) ইউনুস (আ:) নদী পার হওয়ার জন্য অন্যান্য লোকের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিলেন।* (নোটটি অপর পৃষ্ঠার নীচে দেখুন)

নৌকাটি তীর হইতে দূরে আসার পরই উহা ডুবিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। নৌকাটি যেরূপে আকস্মিক বিপদে পতিত হইল তাহাতে ঐ দেশীয় লোকদের সাধারণ ধারণা ও রেওয়াজ অনুসারে নৌকার মাঝি বলিল, আরোহী-দের মধ্যে কোন একজন পলাতক গোলাম আছে; যে স্বীয় মনীবের অনুমতি ছাড়া পলাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং সেই গোলামকে নৌকা হইতে ফেলিয়া না দিলে নৌকা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না; অচিরেই নৌকা ডুবিয়া যাইবে এবং সকল আরোহীই ধ্বংস হইবে।

ইউনুস (আঃ) ঘটনার মর্ম্ম ও সূচনা বুঝিয়া ফেলিলেন। ঘটনার বিবরণ দানকারী কাহারও মতে মাঝি মাল্লাহদের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং হযরত ইউনুসই অগ্রসর হইয়া বলিলেন, সেই পলাতক গোলাম আমিই, অতএব আমাকেই দরিয়ায় ফেলিয়া দাও। উপস্থিত লোকগণ মূল ঘটনা অবগত ছিল না; তাহারা হযরত ইউনুসের ন্যায় এমন একজন সুধী মানুষকে নদীতে ফেলিবে তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। যাই হউক অবশেষে ব্যালট প্রথায় অপরাধীর নাম বাহির করার ব্যবস্থা করা হইল, তাহাতে হযরত ইউনুসের নামই প্রকাশ পাইল। এমনকি তিনবার ঐ ব্যবস্থা করা হইল প্রত্যেক বারই হযরত

---

* হযরত ইউনুস আলাইহেচ্ছালামের নৌকার ঘটনা কোথায় ঘটিয়াছিল সে সম্পর্কে তৌরাতে ভূমধ্যসাগরের নাম উল্লেখ আছে। পবিত্র কোরআন বা কোন হাদীছে এ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ নাই, অবশ্য তফছীরকারগণের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ তফছীর রুহুল মায়া'নী ২৩—১৪৫ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, ঘটনাস্থল দিজ্‌লা—তাইগ্রীস নদী ছিল। ১২৭০ হিঃ সনে মৃতঃ তথা মাত্র শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের এই তফছীরকার শেখ মোহাম্মদ আলুছী বোগদাদী তথায় ইহাও লিখিয়াছেন যে, "আমি নিজে দিজ্‌লা নদের মধ্যে অনেক বড় বড় বিরাট আকারের মাছ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

এই মতামতটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কারণ ভূগোল ও মানচিত্র দৃষ্টে দেখা যায় নিনওয়া শহর দিজ্‌লা নদের তীরবর্ত্তী এলাকায় অবস্থিত ছিল।

একজন বিশিষ্ট আলেমের লিখিত পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় ফোরাত নদীর নাম দেখা গেল এবং তিনি উল্লেখিত তফছীর রুহুল মায়া'নীরই বরাত দিয়াছেন। আমরা তফছীর রুহুল মায়া'নীকে বিশেষরূপে বার বার দেখিলাম, কিন্তু তথায় "ফোরাত" শব্দই নাই বরং একাধিকবার দিজ্‌লা নদেরই নাম রহিয়াছে। মনে হয় উহা ছাপার ভুল।

অধুনা এই শ্রেণীর বিষয়াবলীর বিশেষ গবেষণাকারক একজন ব্যাখ্যাকারও দিজ্‌লা নদের নামই উল্লেখ করিয়াছেন।

ইউনুসের নামই আসিল। শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া সকলে তাঁহাকেই দরিয়ায় ফেলিয়া দিল। উপস্থিত একটি বিরাট মাছ তাঁহাকে আস্ত গিলিয়া ফেলিল।

আল্লাহ তায়ালার কুদরত অসীম—শিশু সন্তান মায়ের পেটে জরায়ুর ভিতর ঝিল্লি বা পর্দ্দার আবরণের মধ্যে জীবিত থাকে, শুধু এক-দুই দিন নয়, কয়েক মাস জীবিত থাকে ; তদ্রূপ ইউনুস (আঃ) ঐ মাছের পেটে জীবিত ও অক্ষত রহিলেন।

ইউনুস (আঃ) মাছের পেটের ভিতর নিজেকে জীবিত পাইয়াই আরম্ভ করিলেন আল্লাহ তায়ালার দরবারে কান্না-কাটা, আবেদন-নিবেদন, তওবা-এস্তেগফার, স্বীয় অপরাধের উপর অনুতাপ অনুশোচনা। তাঁহার বিশেষ জপনা ছিল—

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থাৎ—"হে খোদা! একমাত্র আপনিই আমার প্রভু, আপনিই আমার মা'বুদ ও মকছুদ-মতলুব ; আপনি ছাড়া কেহ মা'বুদ ও মকছুদ-মতলুব হইতে পারে না। আপনি পাক পবিত্র (আপনার কোন কার্য্যে দোষ ত্রুটির লেশমাত্র থাকিতে পারে না ;) বস্তুতঃ আমিই অপরাধী, (আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।")

তফছীরকারগণের কাহারও মতে তিন দিন কাহারও মতে দীর্ঘ চল্লিশ দিন মাছের পেটের ভিতর তওবা-এস্তেগফারের মধ্যে অতিবাহিত হইল। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউনুসের ত্রুটি মার্জ্জনা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিপদ মুক্তির ব্যবস্থা করিলেন। আল্লার আদেশে ঐ মাছটি কোন এক চরের মধ্যে বমি করিয়া হযরত ইউনুসকে ফেলিয়া গেল। আলো-বাতাসবিহীন আবদ্ধ স্থানে থাকিয়া তাঁহার শরীর নবজাত শিশুর শরীরের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় তিনি এক বালুচরে পতিত হইলেন যেখানে পানাহারের কোন বস্তু ছিল না, এমনকি সূর্য্যের উত্তাপ হইতে ছায়া লাভেরও কোন উপায়-উপকরণ ছিল না।

আল্লাহ তায়ালার কুদরতে তথায় কদু-কুমড়া গাছের ন্যায় বড় বড় পাতার একটি উচু বৃক্ষ জন্মিল। ইউনুস (আঃ) ঐ গাছের বড় বড় পাতার ছায়ায় আশ্রয় পাইলেন এবং উহার ফল দ্বারা তাঁহার পানাহারের আবশ্যক পূরণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার শরীর পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

নিনওয়াবাসীদের অবস্থা :

হযরত ইউনুস রাত্রিকালে নিনওয়া হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন ; পরদিন ভোরবেলা হইতেই আল্লাহ তায়ালার গজব ও আজাবের ঘনঘটা ও

নিদর্শন পরিলক্ষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীরা হযরত ইউনুসের সতর্কবাণী স্মরণ করিল এবং তাঁহার সত্যবাদিতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহার তালাশে ছুটাছুটি করিল, তাঁহাকে পায় কোথায় ? তিনি ত শহর হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

হযরত ইউনুসকে না পাইয়া দেশবাসীরা অধিক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল এবং সকলে সমবেতভাবে বাড়ী-ঘর, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করতঃ ময়দানে একত্রিত হইয়া পরওয়ারদেগারের দরবারে চীৎকার করিয়া কান্না কাটা করিতে লাগিল। এমনকি, পশুপালগুলিকে ঘাস-পানি বিহীন রাখিল এবং শিশু সন্তানগুলিকে মায়ের বুক হইতে ছিন্ন করিয়া দিল। এক দিকে সেই সব নিষ্পাপদের চীৎকার অপরদিকে অপরাধীদের তওবা-এস্তেগফারের চীৎকার ; ফলে তৎক্ষণাৎ করুণাময় আল্লাহ তায়ালার রহমত তাহাদের প্রতি আগাইয়া আসিল এবং অত্যাসন্ন গজব ও আজাব তাহাদের উপর হইতে হটিয়া গেল। আল্লাহ ও রসুলের বিরোধিতা হইতে তওবা-এস্তেগফারের উপর খাঁটী এবং পরিপক্করূপে পদস্থিতি হাসিল করায় তাহারা আজাব হইতে রক্ষা পাইয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট করুণার পাত্র হইয়া গেল।

একদিকে নিনওয়াবাসী সৎপথাবলম্বী হইয়া আল্লাহ তায়ালার করুণার পাত্র হইল অপরদিকে হযরত ইউনুস (আঃ) ত্রুটি মার্জ্জিত অবস্থায় বালুকা চরের মধ্যে বল-শক্তি ও স্বাস্থ্য পুনঃ ফিরিয়া পাইলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউনুস (আঃ)কে নিনওয়া শহরে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ করিলেন। তিনি তথায় ফিরিয়া আসিলেন, দেশবাসী তাঁহাকে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত অভ্যর্থনা করিল এবং পূর্ণ আনুগত্যের সহিত তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল। হযরত ইউনুস (আঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঐ শহরবাসীদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকিয়া তথায়ই ইহকাল ত্যাগ করিলেন। মুল ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ—

নিশ্চয় ইউনুস রসুলরূপে প্রেরিত-গণের দলভুক্ত ছিলেন। তখনকার ঘটনা একটি স্মরণীয় ঘটনা যখন ইউনুস তাহার নিযুক্তি স্থান (বিনানুমতিতে) ত্যাগ করতঃ পথ অতিক্রম করা কালে একটি বোঝাই নৌকার নিকট পৌছিল,

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ لا

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ج

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ج فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ج وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ج وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ * فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ط

অত:পর লটারী ব্যবস্থায় শরীক হইল; ফলে সে-ই অপরাধী সাব্যস্ত হইল এবং একটি মাছ তাহাকে গিলিয়া ফেলিল; তখন সে অনুতপ্ত ছিল। যদি সে সেই অবস্থায় তছবীহ—আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা জপনে লিপ্ত না হইত তবে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে মাছের পেটেই থাকিতে হইত। তারপর আমি তাহাকে (মাছের পেট হইতে) একটা চীজবস্তু বিহীন উন্মুক্ত বালুচরে ফেলিয়া দিলাম, সে তখন স্বাস্থ্যহীনতা অনুভব করিতেছিল। আর আমি তাহার ছায়া ও পানাহারের উদ্দেশ্যে গুল্ম জাতীয় একটি গাছ সৃষ্টি করিয়া দিলাম এবং তাহাকে পুন: প্রেরণ করিলাম এক লক্ষ, বরং তারও অধিক লোকের (আবাদিস্থান নিনওয়া শহরের) প্রতি। সেই দেশীয় লোকগণ পূর্ণ ঈমান আনিল, ফলে আমি তখনকার আজাবে তাহাদিগকে ধ্বংস না করিয়া একটি সময়কাল (তথা প্রত্যেকের জীবনের দিনগুলি) পর্য্যন্ত ইহকালের সুখ ভোগের সুযোগ দান করিলাম। (২৩ পাঃ ৯ রুঃ)

[২]

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ *

মাছের ঘটনায় পতিত নবীর কথা স্মরণ কর—ঐ ঘটনা তখন ঘটিয়াছিল যখন সে (তাহার নিয়োগস্থলের লোকদের প্রতি) রাগ করিয়া (আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তথা হইতে) চলিয়া গেল; তাহার ধারণা ছিল যে, (এতটুকু ত্রুটির জন্য) আমি তাহার উপর কড়াকড়ি করিব না তাহাকে অভিযুক্ত করিব না। (ঘটনা তাহার ধারণার

বিপরীত হইল—আমি তাহাকে ঐ ত্রুটির জন্য অভিযুক্ত করিলাম সে মাছের ঘটনায় পতিত হইল।) অতঃপর সে (রাত্রের অন্ধকার, নদীগর্ভের অন্ধকার, মাছের পেটের অন্ধকার—এই তিন) অন্ধকারে থাকিয়া জপনা করিলেন,—হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ, মকছুদ ও মতলুব নাই ; তুমি পাক পবিত্র (বিনা অপরাধে তুমি শাস্তি দেও না।) বস্তুতঃ আমি অপরাধীদের দলভুক্ত হইয়াছি।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۔ وَكَذٰلِكَ نُـنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ *

এই জপনার ফলে আমি তাহার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাহাকে যন্ত্রণাময় অবস্থা হইতে মুক্তি দিলাম। আমি আমার খাঁটী অনুগতগণকে এইরূপেই বিপদমুক্ত করিয়া থাকি।

(ছুরা আম্বিয়া—১৭ পাঃ ৬ রুঃ)

[৩]

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ط لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ *

যত দেশ আল্লার গজবে পতিত হইয়াছে কোন দেশই এমন পরিস্থিতিতে ঈমান আনিয়াছিল না যে, তাহাদের ঈমান তাহাদিগকে উপকার করিতে পারে হাঁ—ইউনুসের জাতির ঘটনা এইরূপ ছিল (যে, আজাব আসিয়া যাওয়ার পূর্ব্বক্ষণে আজাবের লক্ষণ দেখিয়াই) যখন তাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়া নিল তখন অপদস্তকারী আজাব তাহাদের হইতে আমি হটাইয়া দিলাম; এবং তাহাদিগকে ইহজীবনের নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত সুখ ভোগের সুযোগ দিলাম (আখেরাতে অবস্থার হিসাব অনুসারে ব্যবস্থা করা হইবে।)

(ছুরা ইউনুস—১১ পাঃ ১৫ রুঃ)

[৪]

اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ط لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ

ইউনুস ভীষণ চিন্তামগ্ন অবস্থায় প্রভুকে ডাকিলেন। যদি তাঁহার প্রভুর বিশেষ করুণা তাঁহার সাহায্য না করিত তবে বালু চরেই দূরবস্থায় পতিত হইয়া থাকিত। (কিন্তু তওবা-এস্তেগফারের

ফলে) তাঁহার প্রভু তাঁহাকে বিশিষ্ট মর্য্যাদাবান করিলেন এবং তাঁহাকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণদের শ্রেণীভুক্ত রূপেই বহাল রাখিলেন। (২৯ পাঃ ৪ রুঃ)

بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ * فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ *

হযরত ইউনুসের ইতিহাসে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

এই ইতিহাসে দুইটি উত্তম শিক্ষা আছে। প্রথম এই যে, তওবা-এস্তেগফার তথা আল্লাহ ও আল্লার রসুলের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন দ্বারা দুর্য্যোগ-দুর্ভোগ, আপদ-বিপদ ও আল্লার গজব সহজে দূর হয়; যেরূপ নিনওয়াবাসীদের হইয়াছিল।

দ্বিতীয় এই যে, যত মর্য্যাদাবান মানুষই হউক না কেন তাহাকে আল্লাহ তায়ালার পূর্ণানুগত্যতার সহিত চলিতেই হইবে; উহার ত্রুটি বিপদ টানিয়া আনিবে; ইহাতে কাহারও ব্যক্তিত্ব বা কোন সম্বন্ধ অবকাশের ছিদ্র পথ সৃষ্টি করিতে পারে না। বরং যে যত বেশী নৈকট্য লাভকারী হইবে তাহার পক্ষে তত বেশী আশঙ্কার কারণ থাকিবে। হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ তায়ালার পয়গাম্বর ছিলেন, তাই তাঁহার এত সামান্য ত্রুটির উপর কত বড় ঘটনা ঘটিয়া গেল।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ তায়ালার পয়গাম্বর ছিলেন। পয়গাম্বরের মর্ত্তবা অনেক বড়, তাই তাঁহার সামান্যতম ত্রুটি আল্লাহ তায়ালার দরবারে অনেক বড় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। উহারই পরিপ্রেক্ষিতে পবিত্র কোরআনে হযরত ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে ঐ ধরণেরই কোন কোন বাক্য ও শব্দ আল্লাহ তায়ালা ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন ২৯ পাঃ ৪ রুকুর আয়াতে আছে— وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ "আপনি মাছের ঘটনায় পতিত নবীর মত করিবেন না।" রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সতর্ক করতঃ ইউনুস আলাইহেচ্ছালামের প্রতিই আল্লাহ তায়ালা এই ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং কোন স্বল্প জ্ঞান ও স্বল্প বুদ্ধির মানুষ ইউনুস আলাইহেচ্ছালামের উচ্চ মর্য্যাদার বিপরীত কোন ধারণা পোষণ করিতে পারে। অথচ ঐরূপ ধারণা ঈমান ধ্বংসকারী,* তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উম্মৎকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করিয়াছেন।

* বাদশার ছেলে—শাহজাদা কোন ত্রুটি করিলে মুরব্বি স্বয়ং বাদশাহ শাহাজাদাকে তাম্বিহ করিতে পারেন, শাহজাদাকে তাঁহার মর্য্যাদানুরূপ সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে নিজে শাস্তিও দিতে পারেন, রাগও করিতে পারেন; কিন্তু তাহা দেখিয়া কোন চাপরাশী বা প্রজা যদি শাহজাদার মানহানীকর ব্যবহার করে তবে তাহা কি কখনও বরদাশত করা যাইবে?

এমনকি স্বয়ং নিজকে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তুলনামূলকভাবে—হযরত ইউনুসের উচ্চ মর্য্যাদাহানীকররূপে আমাকে উচ্চ শ্রেণীর এবং হযরত ইউনুসকে নিম্ন শ্রেণীর বলা হইলে বা ঐরূপ ধারণা করা হইলে তাহাও মস্ত বড় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে ; এই ধরণের তুলনা-মূলক তারতম্য কখনও করা যাইবে না। নিম্নের হাদীছে এই বিষয়টিকেই রসুল (দঃ) বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যক্ত করিয়াছেন—

১৬৬৩। হাদীছ ঃ—عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اِنِّىْ خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, খবরদার। তোমাদের কেহ যেন আমাকে উল্লেখ করিয়াও এরূপ না বলে, আমি উচ্চ শ্রেণীর আর মাত্তার পুত্র ইউনুস নিম্ন শ্রেণীর।

ব্যাখ্যা ঃ—তুলনামূলকভাবে এইরূপ উক্তি ইউনুস আলাইহেচ্ছালামের মর্য্যাদা হানিকর হইবে, তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষেধাজ্ঞা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

নবী ও রসুলগণের মর্ত্তবায় তারতম্য আছে ; আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

"রসুলগণের মধ্যে পরস্পর ফজিলত ও মর্ত্তবার তারতম্য আমি রাখিয়াছি।" তাই বলিয়া কোন নবীর মর্য্যাদাহানিকর তুলনা ও উক্তি কখনও জায়েয হইবে না।

হযরত দাউদ (আঃ)

হযরত দাউদের সময়কাল ও স্থান ঃ

বনী-ইস্রায়ীলগণ সীনা উপত্যকাস্থিত তীহ্ প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর আবদ্ধ থাকাকালেই হযরত মূছা ও হযরত হারুণের ইন্তেকাল হইয়া যায়। তারপর হযরত মুছার বিশিষ্ট শাগের্দ হযরত ইউশা নবী হন এবং তাঁহার পরিচালনায় বনী-ইস্রায়ীলগণ তাহাদের পৈত্রিক ভূমি আরদ্-মোকাদ্দাছাহ্ তথা ফিলিস্তিন জয় করিতে সমর্থ হয় এবং তাহারা ফিলিস্তিনের বিস্তীর্ণ এলাকায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়া লয়। তথায় হযরত ইউশার পর হযরত কালব, তাঁহার পর হযরত হি'যক্কীল, তাঁহার পর হযরত ইল্য়াছ, তাঁহার পর হযরত ইয়াসা' প্রভৃতি নবী

বনী-ইস্রায়ীলদিগকে পরিচালিত করেন (রুহুল মায়ানী—২ × ১৬৫) এইভাবে হযরত মূছার পর তিন শত বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হইয়া যায়।

হযরত মূছার পর চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফিলিস্তিন ও মিশরের মধ্য ভাগে ভূমধ্য সাগরের উপকূল অঞ্চলে বসবাসকারী দুর্দ্ধর্ষ "আমালেকা" জাতির এক পরাক্রমশালী অত্যাচারী রাজা "জালূতের" পুনঃ আক্রমণ চলে ফিলিস্তিনের উপর। এই আক্রমণে বনী-ইস্রায়ীলগণ অত্যাচারী জালুৎ রাজার হাতে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি, তাহাদের বিশেষ পাক পবিত্র বস্তু "তাবুতে-ছকিনাহ্—শান্তির সিন্দুক" যাহার মধ্যে তৌরাতের মূল কপি, হযরত মূছার আ'ছা বা অলৌকিক লাঠি এবং হযরত মুছা ও হারুনের জামা ইত্যাদি বিভিন্ন পরিত্যক্ত বস্তু রক্ষিত ছিল, সেই সিন্দুক পর্য্যন্ত শত্রুগণ লুট করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

বনী-ইস্রায়ীলদের এই দুর্দ্দিনে শিময়ীল (আঃ) তাহাদের নবী হইলেন। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ১১ শতাব্দী হইতে ১০ম শতাব্দীরও অংশবিশেষ পর্য্যন্ত ছিলেন। হযরত শিময়ীলের সময়েও বনী-ইস্রায়ীলদের উপর জালূৎ রাজার অত্যাচার অব্যাহত ছিল।

এই জালূৎ রাজার বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্যই বনী-ইস্রায়ীল সরদারগণ তাহাদের নবী শিময়ীল আলাইহেচ্ছালামের নিকট দরখাস্ত করিলেন যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্ বা নেতা মনোনীত করিয়া দেন, যাহার পরিচালনায় আমরা সমবেতভাবে সুশৃঙ্খল ও সঙ্ঘবদ্ধরূপে আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ করিব। অতঃপর শিময়ীল (আঃ) বলিলেন, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য "তালূৎ" নামক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নেতা মনোনীত করিয়াছেন। এই মনোনয়নে তাহারা আপত্তি করিল, কিন্তু তাহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য হইল। তালূতের প্রতি যে, আল্লাহ তায়ালার বিশেষ করুণার দৃষ্টি রহিয়াছে তাহার নিদর্শন স্বরূপ বনী-ইস্রায়ীলদের হারান-ধন "তাবুতে-ছকিনাহ্—শান্তির সিন্দুক" আল্লাহ তায়ালার কুদরতে ফেরেশতাগণ কর্তৃক শত্রু কবল হইতে বনী-ইস্রায়ীলদের নিকট প্রত্যার্পিত হইল। অবশেষে জালূতের পরিচালনাধীনে লশকর রওয়ানা হইল জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। পথিমধ্যে বনী-ইস্রায়ীল-লশকর এক পরীক্ষার সম্মুখীন হইল। মাত্র তিন শত তের জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইল। রণক্ষেত্রে শত্রু সেনার মুখামুখী হইয়া সকলে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। প্রতাপশালী রাজা জালুৎ রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল, তাহার সম্মুখে যাইতে কেহ সাহস করিতে ছিল না।

তালুতের সেই লশকের মধ্যে দাউদ (আঃ)ও শামিল ছিলেন। দাউদ তখন নবুয়ত প্রাপ্ত হন নাই, বরং তখন তাঁহর কোন বিশেষ প্রসিদ্ধিও ছিল না।

রণক্ষেত্রে রাজা জালুৎ হুঙ্কার মারিতেছিল, কেহই তাহার প্রতি অগ্রসর হইতেছিল না; দাউদ তাহার মোকাবিলার অগ্রসর হইলেন এবং পাথর নিক্ষেপ করিলেন। পাথরের আঘাতে রাজা জালুৎ নিহত হইল, শত্রুদল পরাজিত হইল।

মুষ্টিমেয় তালুৎ বাহিনীর এই বিরাট সাফল্যের বাহ্যিক অছিলা ছিল দাউদের অসীম সাহসিকতা এবং তাঁহার বীরত্ব। এই ঘটনায়ই দাউদের প্রসিদ্ধি লাভ হইল। আল্লাহ তায়ালার প্রিয় ত তিনি ছিলেনই, এখন জনপ্রিয়ও হইলেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে হযরত শিময়ীল আলাইহেচ্ছালামের পরে নবুয়ত দান করিলেন এবং তালুতের স্থলে তিনিই বনী-ইস্রায়ীলদের বাদশাহও মনোনীত হইলেন। হযরত দাউদ একাধারে বনী-ইস্রায়ীলদের নবী এবং বাদশাহও হইলেন।

ঐতিহাসিকদের মতে তালুতের সময়কাল খৃষ্টপুর্ব্ব ১০ম শতাব্দীর মধ্যে ছিল। তখন বনী-ইস্রায়ীলগণ ফেলিস্তিনে ছিল। হযরত দাউদের সময়কাল এবং আবির্ভাবস্থল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা সহজ। ঘটনার বিবরণ কোরআনে নিম্নরূপ—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا
لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ
إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا
تُقَاتِلُوا ط قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا
نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا
مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ط

জান কি? বনী-ইস্রায়ীলদের ঘটনা যাহা মুছার পরে ঘটিয়াছিল; যখন তাহারা তৎকালীন নবী (শিময়ীল আঃ) কে বলিয়াছিল যে, আপনি আমাদের জন্য একজন বাদশাহ বা নেতা মনোনীত করিয়া দিন যাহার পরিচালনাধীনে আমরা আল্লার রাস্তায় জেহাদ করিব। নবী বলিলেন, এরূপ আশঙ্কা ত নাই যে, তোমাদের নেতা মনোনীত করিয়া তোমাদের উপর জেহাদ ফরজ করিয়া দেওয়া হইলে পরে তোমরা জেহাদে অগ্রসর না হও।"তাহারা বলিল, আমাদের জন্য জেহাদ না করার কি কারণ আছে, অথচ শত্রুগণ কর্ত্তৃক আমরা সন্তান-সন্ততি ও ঘর বাড়ী হারাইয়াছি।

অতঃপর যখন (নেতা মনোনীত করিয়া) তাহাদের উপর জেহাদ ফরজ করা হইল, তখন তাহারা অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলে জেহাদ হইতে ফিরিয়া রহিল। (যাহার বিবরণ সম্মুখে আছে।) এই ধরণের জালেম অন্যায়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ সব অবগত রহিয়াছেন।

তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিলেন, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন তালুৎকে বাদশাহ ও নেতারূপে। তাহারা বলিল, তালুৎ আমাদের নেতা কিরূপে হইতে পারে? আমরা তাহার তুলনায় নেতৃত্বের অধিক উপযুক্ত। তালুতের ত টাকা-পয়সার স্বচ্ছলতাও নাই। নবী বলিলেন, তাহাকে ত আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর প্রাধান্য দান করিয়া মনোনীত করিয়াছেন, আর তাহাকে দৈহিক গঠনে ও শক্তিতে এবং জ্ঞান-বুদ্ধিতে আধিক্য দান করিয়াছেন। অধিকন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন নেতৃত্ব ও রাজত্ব দান করিয়া থাকেন, আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বাধিকারী সর্ব্বজ্ঞ।

নবী তাহাদিগকে আরও বলিলেন, তালুতের বাদশাহ ও নেতা মনোনীত হওয়ার বাহ্যিক নিদর্শন এই যে, তোমাদের প্রভুর বিশেষ কুদরতে তোমাদের নিকট আসিয়া যাইবে তাবুতে-ছকিনা—শান্তির-সিন্দুক যাহার

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ط وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ *

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ
قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ط
قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ
سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ط قَالَ إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي
الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ
مَن يَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ *

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ
أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ

مُوسٰى وَاٰلُ هٰـرُوْنَ تَحْمِلُهُ
الْمَلٰئِكَةُ ۞ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ لا
قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ج فَمَنْ
شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ ج وَمَنْ لَّمْ
يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ
غُـرْفَـةً بِـيَدِهٖ

فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ط
فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

মধ্যে রহিয়াছে মূছা ও হারুণের পরিত্যক্ত বস্তু। ঐ সিন্দুককে ফেরেশতাগণ (শত্রু কবল হইতে তোমাদের নিকট) নিয়া আসিবে*। এই ঘটনায় (তালুৎ আল্লার মনোনীত হওয়ার) বড় নিদর্শন রহিয়াছে। যদি তোমরা সত্য সত্যই মোমেন হও (তবে ইহা স্বীকার করিবে।)

অত:পর যখন তালুৎ লশকর লইয়া অগ্রসর হইলেন তখন সঙ্গীগণকে বলিলেন, আল্লাহ তোমাদিগকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করিবেন—(শত পিপাসা হইলেও উহার পানি পেট পুরিয়া পান করা নিষিদ্ধ;) অতএব যে কেহ উহার পানি পান করিবে সে আমার সঙ্গী হইবে না, আর যে উহার পানি মুখেও লইবে না সে আমার সঙ্গী হইবে, অবশ্য যে শুধু এক অঞ্জলী পান করিবে; (সেও সঙ্গী হইবে।)

(মরু অঞ্চলের প্রখর উত্তাপে পিপাসাতুর অবস্থায় ঐ নদীর নিকটে পৌঁছিয়া তাহারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইল;) তাহাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত

---

* অর্থাৎ আল্লার কুদরতে ফেরেশতাদের মাধ্যমে উহা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়া যাইবে। কথিত আছে—আল্লার কুদরতে এরূপ হইল যে, শত্রুগণ ঐ সিন্দুক যথায়ই রাখে তথায়ই মহামারী রোগ দেখা দেয়; ফলে কোথাও রাখিতে বা কেহ উহার নিকট যাইতে রাজি হয় না। অবশেষে তাহারা ঐ সিন্দুককে গাড়ী ইত্যাদির কৌশলে দুইটি গরুর ঘাড়ে উঠাইয়া চালক ছাড়া গরুদ্বয়কে মরু অঞ্চলের দিকে তাড়াইয়া দেয়, তখন ফেরেশতাগণ গরুদ্বয়কে হাঁকাইয়া বনী-ইস্রায়ীলদের নিকট লইয়া আসেন।

مَعَهٗ لا قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ
بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ط قَالَ الَّذِيْنَ
يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ لا كَمْ مِّنْ
فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ
اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ *

সকলেই পেট পুরিয়া পানি পান করিল। (এই দল তথায়ই হাত-পা ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল, নদী পার হইল না।) অতঃপর যখন তালুৎ কৃতকার্য্য মোমেনগণকে সঙ্গে লইয়া নদী পার হইলেন তখন দুর্ব্বল ঈমানের লোকগণ (যাহারা এক অঞ্জলী পানি পানি পান করিয়াছিল) বলিল, আমাদের (সংখ্যা কম হইয়া যাওয়ায়) আজ জালুৎ রাজা ও তাহার লশকরের মোকাবিলা করার শক্তি হইবে না। ঐ পাকা মোমেনগণ যাহারা অন্তরে জাগরুক রাখে যে, আল্লার সন্নিধানে অবশ্যই হাজির হইতে হইবে (যাহারা পানি মুখে না লাগাইয়া পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিল) তাহারা বলিল, কতবার দেখা গিয়াছে, ছোট দল আল্লার হুকুমে বড় দলের উপর জয়ী হইয়াছে; আল্লার সাহায্য ত একমাত্র ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে থাকে।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ
قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ *

যখন তাহারা জালুৎ ও তাহার লশকরের মোকাবিলায় রণাঙ্গণে খাড়া হইল তখন তাহারা এইরূপ দোয়া করিল, হে আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার। আমাদিগকে পূর্ণ ছবর ও ধৈর্য্যের তওফিক দান করুন, পদস্থিতির শক্তি দান করুন এবং কাফের জাতির উপর আমাদিগকে জয়যুক্ত করুন।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ - وَقَتَلَ
دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ط

আল্লার হুকুমে তালুতের মুষ্টিমেয় দল জালুতের বৃহৎ দলকে পরাজিত করিল এবং (হযরত) দাউদ রাজা জালুৎকে মারিয়া ফেলিল। আর আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব এবং পূর্ণ জ্ঞান-বিদ্যা (তথা নবুয়ত) দান করিলেন,

অধিকন্তু আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা মতে তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন, যেমন বিশেষ হস্ত শিল্প ইত্যাদি। (ছুরা বাকারাহ—২ পাঃ শেষ রুঃ)

হযরত দাউদের বংশ ঃ

হযরত দাউদ (আঃ) বনী-ইস্রায়ীল বংশের ছিলেন। ইস্রায়ীল তথা হযরত ইয়াকুবের পুত্র "ইয়াহুদা" এর সঙ্গে নয় জন পিতা-পিতামহের মাধ্যমে হযরত দাউদ মিলিত হন। (কাছাছোল কোরআন ১—৫৫)

হযরত দাউদের বৈশিষ্ট্য ঃ

প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করিয়া থাকেন যাহা তাঁহার মোজেযা রূপে গণ্য হইয়া থাকে। কারণ উহা সাধারণতঃ অলৌকিক হয়। দাউদ (আঃ)কেও আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোল্লেখিত আয়াতে "وعلمه مما يشاء" আল্লাহ তায়ালা নিজ ইচ্ছা মতে বিভিন্ন বিষয় দাউদকে শিক্ষা দিয়াছেন বলিয়া এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে হযরত দাউদের দুইটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। প্রথমটি এই যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদকে আসমানী কেতাব "যবুর" তেলাওয়াত করিতে এবং আল্লাহ তায়ালার "তছবীহ্" পড়িতে এইরূপ খোশ লেহান—মধুর সুর এবং এইরূপ আকর্ষণীয় তাছীর দান করিয়াছিলেন যে, তিনি যবুর তেলাওয়াত করিলে বা তছবীহ্ পড়িলে ঝাড় জঙ্গল, গাছ-পালা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী আসিয়া তাঁহার নিকটে জমায়েত হইত এবং হযরত দাউদের যবুর তেলাওয়াত বা তছবীহ পড়া শ্রবণে অভিভূত হইয়া তাঁহার সঙ্গে পাখী সমূহও মধুর স্বরে তছবীহ পড়িত। এমনকি, হযরত দাউদের পড়ার আওয়াজে পাহাড়ও ঠিক থাকিতে পারিত না, তাঁহার সঙ্গে তছবীহ পড়ার ধ্বনি করিয়া উঠিত।

দ্বিতীয়টি এই যে, রাসায়নিক দ্রব্য বা কোন উপায় উপকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু হযরত দাউদের হাতের স্পর্শে লৌহ নরম হইয়া যাইত ; তিনি ঐ সব ছাড়াই বিভিন্ন লৌহ-দ্রব্য তৈরী করিতে পারিতেন। যুদ্ধের পোষাক লৌহ-বর্ম্ম অতি সহজে নিপুণ ভাবে তিনি তৈরী করিতেন।

উল্লেখিত বিষয়াবলীর বর্ণনা পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ—

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ
يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ط وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ *
وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ
لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَأْسِكُمْ - فَهَلْ اَنْتُمْ
شٰكِرُوْنَ *

পর্ব্বতমালাকে এবং পাখী দলকে দাউদের অনুসরণকারী সাথী বানাইয়া দিয়াছিলাম—ঐগুলি দাউদের সঙ্গে তছবীহ—(আমার) মহিমা-কীর্ত্তন করিত। (এই বিষয়টা অসম্ভব নহে;) ইহার কর্ম্মকর্ত্তা ছিলাম আমি। আরও দাউদকে শিক্ষা দিয়াছিলাম নিপুণতার সহিত লৌহ-বর্ম্ম তৈরী করা; যুদ্ধে তোমাদের আত্মরক্ষা লাভের জন্য; অতএব তোমাদের শোকর করা আবশ্যক নয় কি?

(ছুরা আম্বিয়া—১৭ পাঃ ৬ রুঃ)

[২]

لَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ط
يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ج
وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ لا اَنِ اعْمَلْ
سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا
صَالِحًا ط اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ *

আমার তরফ হইতে দাউদকে বিশেষ মর্য্যাদা দিয়াছিলাম—পর্ব্বতমালা এবং পাখী দলকে আদেশ করিয়াছিলাম, দাউদের সঙ্গে মিলিয়া আমার তছবীহ—মহিমা কীর্ত্তন কর। আর আমি তাহার হস্তে লৌহ নরম হওয়ার মোজেযা দিয়াছিলাম। তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম, লৌহ-বর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ-রূপে তৈরী কর এবং উহার খুচরা অংশ তৈরী করিতে বিশেষ পরিমাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। আর এই নেয়ামত স্মরণে পরিবার পরিজনসহ আমার শোকরগুজারী স্বরূপ নেক আমল করিও। আমি তোমাদের সমুদয় কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। (ছুরা ছাবা—২২ পাঃ ৮ রুঃ)

[৩]

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ

আমার বিশিষ্ট বন্দা অলৌকিক ক্ষমতাধারী দাউদকে স্মরণ কর। তিনি ছিলেন আমার বিশেষ ভক্ত ও অনুরক্ত।

إِنَّهُ أَوَّابٌ - إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ط وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ط كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ * وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ *

ছুরা ছাদ—২৩ পাঃ ১০ রুঃ)

পর্ব্বত মালাকে তাঁহার অনুসরণকারী সাথী বানাইয়া দিয়াছিলাম ; ঐগুলি তাঁহার সঙ্গীরূপে সকালে-বিকালে আমার তছবীহ—মহিমাকীর্ত্তন করিত।

এবং পাখীর দলও তাঁহার নিকট সমবেত হইত ; ঐগুলিও তাঁহার সঙ্গে জিকিরে আত্মনিয়োগ করিত। আর আমি দাউদের রাজত্বকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে বিশেষ জ্ঞান-বিদ্যা ও বাকশক্তি দান করিয়াছিলাম।

হযরত দাউদ আলাইহেচ্ছালামের আরও একটি মোজেযা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার উপর অবতারিত (আমাদের কোরআন শরীফের ন্যায়) আসমানী কেতাব "যবুর" যাহা সাধারণতঃ দীর্ঘ সময়ে খতম করা সম্ভব, সেই যবুর কেতাবের তেলাওয়াত তিনি অতি অল্প সময়ে খতম করিতে পারিতেন।

১৬৪৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে হযরত) দাউদের পক্ষে আসমানী কেতাব যবুরের তেলাওয়াত অতি সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এমনকি তিনি (চাকরকে) স্বীয় যানবাহনের উপর জিন্ বা গদি ও আসন বাঁধিবার আদেশ করিয়া যবুর তেলাওয়াত আরম্ভ করিতেন ; (চাকরের) জিন্ বাঁধা সমাপ্তের পূর্ব্বেই দাউদ (আঃ) যবুর তেলাওয়াত সমাপ্ত করিতেন।

হযরত দাউদ শুধু নিজ হস্ত-কার্য্যের উপার্জ্জন দ্বারাই স্বীয় ব্যয় বহন করিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালার কুদরত অসীম, আর মানুষের জ্ঞান-বিবেক ও অনুভূতি সবই অকিঞ্চিৎকর, নেহায়েত সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। তাই অনেক ক্ষেত্রে আল্লার কুদরতের লীলা মানুষের জ্ঞান বিবেক ও অনুভূতির সীমা রেখার অনেক উর্দ্ধে হইয়া থাকে ; সেইরূপ ক্ষেত্রেই মোমেন ও ঈমানহীনের পরিচয় হয়। মোমেন ব্যক্তি অতি সহজেই ঐ শ্রেণীর বিষয়কে গ্রহণ ও স্বীকার করিয়া লইতে সক্ষম হয়, পক্ষান্তরে ঈমানহীন ব্যক্তি অস্বীকার বা সংশয়ের মধ্যেই থাকিয়া যায়। সে কূপে পতিত ব্যাঙের ন্যায় তাহার অকিঞ্চিৎকর সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জ্ঞান বিবেক ও অনুভূতিকেই বাস্তবতার মাপকাঠি ধারণা করিয়া এই সীমার বাহিরের

সব কিছুকেই অবাস্তব মনে করে। বলা বাহুল্য, ঐ ব্যঙের ধারণার কারণে যেরূপ সারা বিশ্বের বাস্তবতা উপেক্ষা করা বোকামি বই নহে, তদ্রূপ আল্লাহ তায়ালার কুদরতের অসাধারণ ও অস্বাভাবিক লীলাকে উপেক্ষা করাও বোকামিই বটে।

আল্লাহ তায়ালার কুদরতের অসংখ্য লীলার মধ্যে একটি বিশেষ লীলা হইল "তাইয়্যোল-আরদ্" অর্থাৎ বহু দূরে দূরে অবস্থিত দুইটি স্থানের ব্যবধান ও দূরত্বকে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বাস্তবে কম করিয়া দেওয়া। এইরূপ করা মানুষের শক্তির বাহিরে বটে, কিন্তু উহা বুঝিবার জন্য সামান্য সঙ্গতি সম্পন্ন একটি নজীর আমাদের সম্মুখে আছে—tc বা দূরবীণের সাহায্যে আমরা দূরে দূরে অবস্থিত দুইটি স্থানের ব্যবধান ও দূরত্বকে অতি কম দেখিতে পাইয়া থাকি, দূরের জিনিষকে নিকটে দেখিয়া থাকি ; এস্থলে একটি যন্ত্রের সাহায্যে যে অবস্থা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে সৃষ্টি হয় সেই অবস্থাটাই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার কুদরতে বাস্তবে পরিণত হওয়ার নামই হইল "তাইয়্যোল-আর্দ্"। যাহা আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বিশিষ্ট বন্দাদের পক্ষে ক্ষেত্র বিশেষে সংঘটিত করিয়া থাকেন, ফলে কোন প্রকার দ্রুতগতি ব্যতিরেকেই উভয় স্থানের দূরত্বকে অপেক্ষাকৃত অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করিয়া যাওয়া সম্ভব হইয়া পড়ে।

ইহা হয় স্থান ও জায়গা সম্পর্কে এই ধরণেরই আর একটি ব্যবস্থা হয় সময় ও কাল সম্পর্কে—উহাকে বলা হয় "তাইয়্যে-যমান"। অর্থাৎ স্বাভাবিক ও সর্ব্বসাধারণের পরিমাপ এবং হিসাবে যাহা দীর্ঘ পরিমাণের সময়, সেই দীর্ঘ সময়কালই ব্যক্তি বিশেষের জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে অল্প ও সামান্য পরিমাণের হইয়া যাওয়া। যেমন, স্বাভাবিক ও সর্ব্বসাধারণের হিসাবের ১ মাস ব্যক্তি বিশেষের জন্য ১ দিন হইয়া যাওয়া, দিবারাত্র ১ দিন মাত্র ১০ মিনিট হইয়া যাওয়া।

ইহা পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্র এই যে—একটি কাজ যাহার সম্পাদন স্বাভাবিক স্তরে সুদীর্ঘ সময়ের ; ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সেই কাজটি এইভাবে সম্পন্ন হওয়া যে, উহা সম্পাদনার গতিধারা ও বাস্তবতা ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং দীর্ঘ সময়েরই হয়, কিন্তু সেই সম্পাদনার সময়কালটাই সর্ব্বসাধারণের হিসাবেত্ত অল্প ও সামান্য পরিমাণের হয়।

অতি সামান্য সঙ্গতির একটি নজির লক্ষ্য করুন। একজন লোক স্বপ্নে এমন কার্য্যাবলী করে বা এমন ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে যাহা ২।৪।১০ দিন বা মাস ও বৎসরের দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ; এই দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ কার্য্য বা ঘটনাটি

ঐ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কোন দ্রুততা অবলম্বন ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হয় এইরূপে যে, সেই দীর্ঘ সময়ব্যাপী কার্য্যাবলী ও ঘটনাটির সময় ও কাল সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সামান্য পরিমাণের হয়—শুধু অর্দ্ধ ঘন্টা বা এক ঘন্টা মাত্র।

স্বপ্নে আমাদের জন্য যেইরূপে দীর্ঘ সময়ের ঘটনা অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়, ঐরূপে আল্লার কুদরতে ব্যক্তি বিশেষের জন্য দীর্ঘ সময়ের কার্য্য বা ঘটনা অল্প সময়ে বাস্তবে ও প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থাকেই "তাইয়্যে-যমান" বলা হয়।

নবীগণ ও ওলিগণ আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই দীর্ঘ সময়ের কার্য্য ও ঘটনা অল্প সময়ে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সঙ্কীর্ণ যুক্তিবাদী লোকগণ উহাকে উপলব্ধি না করিতে পারিয়া হয়ত অস্বীকার করিয়া বসে, না হয় "স্বপ্ন" বলিয়া আখ্যায়িত করে। কারণ, স্বপ্নের মাধ্যমে ঐ ব্যবস্থা তাহাদের বিবেকে বোধগম্য হয়। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার কুদরতে যে, এই ব্যবস্থাটি বাস্তবেও সম্পন্ন হইতে পারে তাহা অস্বীকার করিতে তাহারা দ্বিধা বোধ করে না।

এই "তাইয়্যে-যমান" ব্যবস্থার মাধ্যমেই হযরত দাউদ (আঃ) দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ "যবুর" কেতাবের খতম অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেন, অথচ তাঁহাকে কোন প্রকার বিশেষ দ্রুততাও অবলম্বন করিতে হইত না।*

হযরত দাউদ (আঃ) এবাদৎ বন্দেগীর মধ্যেই অধিক সময় মশগুল থাকিতেন। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অধিক এবাদৎ করার জন্য হযরত দাউদের আদর্শ বিশেষ অনুসরণীয় ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বিভিন্ন সময়ে হযরত দাউদের আদর্শ ছাহাবীদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি ঐ শ্রেণীরই—

---

* হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের মধ্যেও অনেক অনেক ওলীর দ্বারা এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। হিজরী একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলেম শেখ নূরুদ্দিন আলী ইবনে ছোলতান—মোল্লা আ'লী কারী (রঃ) মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যায় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কেতাব "মেরকাত" ৫—৩৪৪ পৃষ্ঠায় মোল্লা জামীর এক কেতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন যে, একজন বিশিষ্ট বোজুর্গ কা'বা শরীফের তওয়াফ করিতে হজরে আছওয়াদ ও কা'বা শরীফের দরওয়াজার মধ্যবর্ত্তী স্থান যাহা মিনিটের মধ্যে অতিক্রম হইতে পারে—এই স্থান অতিক্রম করিতে পূর্ণ কোরআন শরীফ খতম করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ আলেম দেওবন্দ মাদ্রাসার মোহাদ্দেস মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রঃ)-এর বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা "ফয়জুল বারী" ৪—৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

১৬৪৮। হাদীছ ঃ— قال عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ

دَاوُدَ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَاَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلَى اللّٰهِ صَلٰوةُ

دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, যেই রীতিতে দাউদ (আঃ) নফল রোজা রাখিতেন সেই রীতি আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্ব্বাধিক পছন্দনীয়। দাউদ (আঃ) সর্ব্বদা এক দিন রোজা রাখিতেন, এক দিন রোজাহীন কাটাইতেন।

আর যেই নিয়মে দাউদ (আঃ) তাহাজ্জোদ নামায পড়িতেন সেই নিয়ম আল্লার নিকট সর্ব্বাধিক পছন্দনীয়! দাউদ (আঃ) রাত্রের প্রথমার্দ্ধ নিদ্রা যাইতেন, তৃতীয়াংশ তাহাজ্জোদ পড়িতেন, অবশিষ্ট ষষ্ঠাংশ পুনঃ নিদ্রা যাইতেন।

হযরত দাউদের একটি বিশেষ ঘটনা ঃ

সর্ব্বদার জন্য স্মরণীয় একটি উপদেশ—এক হাদীছে বর্ণিত আছে, কোন বন্দা নেক কাজ করিয়া যদি বলে, হে পরওয়ারদেগার! আমি এই নেক কাজ করিয়াছি—আমি ছদ্‌কা করিয়াছি, আমি নামায পড়িয়াছি, আমি গরীব মিছকিন খাওয়াইয়াছি, তবে আল্লাহ তায়ালা (তাহার এই আমিত্বে অসন্তুষ্ট হইয়া) বলেন, আমি তোমায় সাহায্য করিয়াছি, আমি তোমাকে তৌফিক এবং শক্তি ও সামর্থ্য দান করিয়াছি। (অর্থাৎ এই সব দানের ফলে তুমি এই সব কাজ সমাধা করিতে পারিয়াছি, এখন তুমি আমার নাম উল্লেখ করা না, শুধু নিজের কথাই বলিতেছ।)

পক্ষান্তরে যদি বন্দা নেক কাজ করিয়া বলে, হে পরওয়ারদেগার! (নেক কাজ সমাধায়) তুমি আমার সাহায্য করিয়াছ, তুমি আমাকে তৌফিক এবং শক্তি ও

আছে যে, সুফীকুল শিরমনি শেখ শাহাবুদ্দিন সাহারওয়ার্দী (রঃ) এক দিন এক রাত্রে ষাট বার কোরআন শরীফ খতম করিতেন এবং দিল্লীর শাহ ইসমাঈল (রঃ) আছর হইতে মাগরেব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ধীরস্থিরতার সহিত কোরআন শরীফ খতম করিতেন।

কোরআন হাদীছের অসংখ্য প্রমাণাদিতে প্রমাণিত হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুপ্রসিদ্ধ মে'রাজ শরীফের ঘটনাও উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

সামর্থ্য দান করিয়াছ, এই ব্যাপারে তুমি আমার বহু উপকার করিয়াছ; তবে আল্লাহ তায়ালা (তাহার উক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া) বলেন, তুমি এই নেক কাজ সম্পন্ন করিয়াছ, তুমি ইহা সমাধা করার ইচ্ছা করিয়াছ, তুমি নেকী কামাই করিয়াছ। (মাদারে-জুহ্-ছালেকীন ১- ৯৯)

এই হাদীছের মর্ম্মে বুঝা যায়, বন্দা যত নেক কাজই করুক উহার সম্বন্ধ নিজের প্রতি করাকে আল্লাহ তায়ালা আদৌ পছন্দ করেন না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা দাউদ (আঃ) বলিলেন, "হে পরওয়ারদেগার! রাত্র-দিনের এক সেকেণ্ডও দাউদের ঘর তোমার এবাদৎ হইতে খালি থাকে না।

হযরত দাউদ নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে একের পর এক এবাদতের জন্য এইরূপে দিন-রাত্রের সময় বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঘরে যেন দিবা-রাত্র সর্ব্বদাই আল্লাহ তায়ালার এবাদৎ হইতে থাকে, এক মুহূর্ত্তও যেন এবাদৎ হইতে ঘর খালি না থাকে।

এতদ্ভিন্ন হযরত দাউদ স্বীয় কার্য্যের রুটিন এইরূপে তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, একদিন নির্জ্জনে সম্পূর্ণ এবাদতে মশগুল থাকিয়া কাটাইতেন ঐ দিন তাঁহার সঙ্গে কাহারও সাক্ষাৎ করার অনুমতি থাকিত না; বাড়ীর গেইটে পাহারাদার রাখিয়া দিতেন, যেন কেহ আসিয়া হযরত দাউদের এবাদতে বাধার সৃষ্টি করিতে না পারে। আর একদিন মামলা-মকদ্দমার রায় ও ফয়ছালা দানের জন্য, আর একদিন নিজের সাংসারিক ও পারিবারিক কাজের জন্য, আর এক দিন সর্ব্বসাধারণকে ওয়াজ-নছীহত, তবলীগ-তলকীন করার জন্য রাখিয়াছিলেন। এইরূপে চার দিনের প্রোগ্রামের উপর স্বীয়কার্য্যের রুটিন তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহার উপর তিনি চলিতেন। (কাছাছোল কোরআন)

হযরত দাউদ (আঃ) নিজ গৃহে আল্লাহ তায়ালার এবাদতের যে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন উহার উপর আত্মতুষ্টি ভাবাপন্ন হইয়া বলিলেন, "হে পরওয়ারদেগার! দিন-রাত্রের প্রতি মুহূর্ত্তে দাউদের পরিবারের কোন একজন অবশ্যই তোমার এবাদতে মশগুল থাকে।"

হযরত দাউদের এই আত্মতুষ্টি আল্লাহ তায়ালার না-পছন্দ হইল, (যেরূপ পূর্ব্বে বর্ণিত হাদীছেও উল্লেখ রহিয়াছে।)* আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, এসবই

(* এই নোটটি পর:পৃষ্ঠার নীচে দেখুন)

একমাত্র আমার সাহায্য সহায়তায় এবং তৌফিক দানের বদৌলতে; আমার সাহায্য না পাইলে তুমি কোন কিছুর উপর সক্ষম হইতে পার না। আমার মহানত্বের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে একদিন তোমার নিজের উপর ছাড়িয়া দিব। (আমার সাহায্য হটাইয়া লইব, তখন দেখা যাইবে, তুমি তোমার শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা কতদূর ঠিক রাখিতে পার!)

---

* এই ধরণের আত্মতুষ্টি—আমিত্ব অতি সাধারণ মনে হইলেও নবীগণের পক্ষে আল্লাহ তায়ালা উহাকে ব্যর্থ না করিয়া ছাড়েন না। নবীগণের মর্ত্তবা অনেক বড়; বড় মর্ত্তবার লোকের ছোট ত্রুটিও বড় অপরাধের ন্যায় গণ্য হয় এবং নবীকে উহা ব্যর্থ ও খণ্ডনকারী ঘটনার সম্মুখীন করা হয়। যেমন হযরত মুসা (আঃ) কোন এক উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বাধিক বিজ্ঞ আমি" নবীর পক্ষে এই দাবী অবাস্তব ছিল না, কিন্তু এই আমিত্ব আল্লাহ তায়ালার না-পছন্দ হইয়াছিল, যদ্দরুন হযরত মুছা এক বিরাট ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন যাহার বিবরণ প্রথম খণ্ডে খিজির (আঃ) সম্পর্কীয় হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) একদা জেহাদের প্রস্তুতি উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, অদ্য আমি আমার একশত স্ত্রীর প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গম করিব; প্রত্যেকে এক একটি সন্তান জন্ম দিবে যাহারা আল্লার রাস্তায় মোজাহেদ হইবে। কথাটা ভালই ছিল, কিন্তু নিজের উপর রাখিয়া বলা হইয়াছিল, আল্লাহ তায়ালার উপর তোয়াক্কা করিয়া বলা হইয়া ছিল না। ফলে আল্লাহ তায়ালা হযরত ছোলায়মানকে বিফল মনোরথ করিলেন; শুধু মাত্র একজন ব্যতীত কোন স্ত্রীই গর্ভধারণ করিল না এবং গর্ভধারিণী স্ত্রীও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করিল যাহার এক হাত এক পা ছিল না। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সেই ঘটনা উপলক্ষে শপথ করিয়া বলিয়াছেন, যদি হযরত ছোলায়মান স্বীয় উক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর তোয়াক্কা রাখিয়া বলিতেন, তবে নিশ্চয় প্রত্যেক স্ত্রী এক এক জন মোজাহেদ জন্ম দান করিতেন। বিস্তারিত বিবরণ হযরত ছোলায়মানের বর্ণনায় আসিবে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামেরও একটি ঘটনার প্রতি পবিত্র কোরআনেই ইঙ্গিত রহিয়াছে—একদা কাফেরগণ তাঁহাকে পরীক্ষামূলক ভাবে "আছহাবে কাহাফের" ঘটনা জিজ্ঞাসা করিল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আগামী কল্য বলিব। হযরতের মনের ভাব এই ছিল যে, অহীর দ্বারা জ্ঞাত হইয়া পরদিন তাহাদিগকে বলিয়া দিবেন, কিন্তু কথাটি তিনি আল্লাহ তায়ালার উপর তোয়াক্কা না রাখিয়া শুধু নিজের উপর রাখিয়া বলিলেন; ইহা আল্লাহ তায়ালার নিকট না-পছন্দ হইল, ফলে ১৫ দিন পর্য্যন্ত অহী বন্ধ রহিল। হযরত (দঃ) অত্যন্ত বিচলিত হইলেন; অতঃপর অহী নাজেল হইল এবং তাঁহাকে সর্ব্বদার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল যে, কখনও আল্লাহ তায়ালার উপর তোয়াক্কা না রাখিয়া কোন কাজ করার বা কোন কিছু বলার ঘোষণা দিয়া বসিবেন না। (পবিত্র কোরআন ছুরা কাহাফ দ্রষ্টব্য)

হযরত দাউদের যেই দিনটি এবাদতের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল একদা সেই দিন তিনি বিশেষ পাহারা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মধ্যে নির্জ্জনে স্বীয় এবাদতে মশগুল হইলেন। বাড়ীর গেটের উপর কড়া পাহারা রহিয়াছে, কেহ যেন আসিয়া হযরত দাউদের এবাদতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে না পারে।

আজ আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদকে তাঁহার নিজের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন, স্বীয় সাহায্য সহায়তা হটাইয়া লইয়াছেন, ফলে হযরত দাউদের বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাবলীও কোন কাজে আসিল না; হঠাৎ দুই দল লোক বাড়ীর গেট দিয়া না আসিয়া অন্য দিক দিয়া দেয়াল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং হযরত দাউদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমতঃ তাহাদের আকস্মিক আগমনে হযরত দাউদ (আঃ) শঙ্কিত হইলেন এমনকি এবাদতের একাগ্রতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর তাহারা তাঁহার নিকট একটি ঝগড়ার মীমাংসা চাহিয়া এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করিল এবং তাহারা হযরত দাউদের সঙ্গে যে কথোপকথন করিল তাহাতেও রুষ্টতা অবলম্বন করিল। তাহাদের ঝগড়াও অতি সামান্য ছিল, যাহার জন্য এত বড় বিশৃঙ্খলাজনক কার্য্য বাস্তবিকই বিরক্তিজনক ও দুঃখজনক হয়। এইসব ঘটনা প্রবাহের মধ্যে হযরত দাউদের রুটিন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া গেল, তাঁহার ঘরে প্রতি মুহূর্ত্তে আল্লার এবাদৎ হওয়ার যে ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা বাতিল হইয়া গেল।

এখন হযরত দাউদের চক্ষু খুলিল; তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার উপর দিয়া আল্লাহ তায়ালার পরীক্ষা প্রবাহিত হইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা এই পরীক্ষায় তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন যে, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যতিরেকে শত শত ব্যবস্থাও নিষ্ফল। হযরত দাউদ তৎক্ষণাৎ আল্লার দরবারে সেজদায় নত হইলেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদের ত্রুটি ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দানে তাঁহার মর্ত্তবা বাড়াইয়া দিলেন। ঘটনাটি পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ—

وَهَلْ أَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ إِذْ
تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۘ إِذْ دَخَلُوا

. তুমি কি বিরোধী দলদ্বয়ের ঘটনা জ্ঞাত আছ? যখন তাহারা দেয়াল টপকাইয়া এবাদৎখানায় প্রবেশ করিল —যখন তাহারা দাউদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহাদের

আকস্মিক আগমনে দাউদ সন্ত্রস্ত হইলেন। তাহারা বলিল, ভয় পাইবেন না, (আমরা দেও-ভূত বা শত্রু নহি।) আমরা দুইটি বিবদমান দল; একে অপরের প্রতি অন্যায় করিয়াছে। আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায় ফয়ছালা করিয়া দিন, অন্যায় করিবেন না এবং আমাদিগকে মীমাংসার সহজ পথ বাতলাইয়া দিন।

একজন অপরজনের প্রতি অভিযোগ করিল, আমার এই ভাই—নিরানব্বইটি দুম্বা তাহার আছে, আমার আছে শুধু একটি দুম্বা; এতদসত্ত্বেও সে আমাকে বলে, তোমার দুম্বাটা আমাকে দিয়া দাও এবং তর্কে সে আমার উপর জিতিয়া যায়; আমি কথায় তাহার সঙ্গে পারি না।

দাউদ (আঃ) উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে এই রায় দান করিলেন যে, এই ব্যক্তির এতগুলি দুম্বা থাকা সত্ত্বেও তোমার দুম্বাটা চাওয়া তাহার জন্য তোমার প্রতি অবিচার হইয়াছে; দলীয় লোকগণ অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর এইরূপ অন্যায় অবিচার করিয়া থাকে। অবশ্য যাহারা খাঁটী মোমেন ও নেককার হন তাঁহারা সতর্ক হইয়া চলেন, অবিচার অন্যায় করেন না; এইরূপ লোকের সংখ্যা নগণ্য।

দাউদ বুঝিয়া ফেলিলেন, সে আমার পরীক্ষায় পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী

عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا
تَخَفْ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ
فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ
وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَاۤءِ الصِّرَاطِ *
اِنَّ هٰذَا اَخِىْ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ
نَعْجَةً وَّلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ
اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ *
قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ
اِلٰى نِعَاجِهٖ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ
الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ
وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ * فَغَفَرْنَا

হইলেন এবং ছেজদায় পড়িয়া আল্লার ধ্যানে মগ্ন হইলেন, ফলে আমি তাঁহার ত্রুটি ক্ষমা করিলাম। তাঁহার জন্য আমার নৈকট্য এবং শুভ পরিণাম রহিয়াছে।

لَهٗ ذٰلِكَ - وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ *
(২৩ পাঃ ১১ রুঃ)*

হযরত দাউদ আলাইহেচ্ছালামের উম্মতের বিশেষ উপদেশমূলক একটি ঐতিহাসিক ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। হযরত দাউদের শরীয়তে শনিবার দিনটি আমাদের শুক্রবার দিনের ন্যায় এবাদতের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ দিন ছিল। বরং আমাদের শরীয়তে যেরূপ জুমার আজানের পর দুনিয়ার কাজ-কর্ম্মে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ হইয়া যায়। হযরত দাউদের শরীয়তে তদপেক্ষা অধিক কড়াকড়ি ছিল যে, শনিবার পূর্ণ দিন দুনিয়ার কাজ-কর্ম্ম ও উহার লিপ্ততা হারাম ছিল। এক সময়ে দাউদ আলাইহেচ্ছালামের উম্মতের একটি সম্প্রদায় যাহারা সমুদ্রোপকূলের বাসিন্দা ছিল—তাহারা ঐ শনিবার সম্পর্কে একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইল। অনেকে সেই পরীক্ষায় নিজেদেরে সামলাইতে না পারিয়া আল্লাহ তায়ালার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বসিল, ফলে তাহারা আল্লাহ তায়ালার গজবে পতিত হইল।

---

* পাঠকবর্গ! পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত বিবরণ সম্পর্কীয় ঘটনা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দান করা হইল, শাইখুল-ইসলাম মাওলানা শাব্বির আহমদ (রঃ) তাঁহার প্রসিদ্ধ কোরআনের ব্যাখ্যায় ইহাই লিখিয়াছেন। বাইবেল সঙ্কলনকারী খৃষ্টানদের একটি সাধারণ স্বভাব যে, তাহারা ঈসা আলাইহেচ্ছালামকে এত উর্দ্ধে উঠায় যে, তাঁহাকে প্রভুত্বের স্থান দেয় পক্ষান্তরে অন্যান্য অনেক অনেক নবীগণের সম্পর্কে এমন এমন ভিত্তিহীন ঘটনা রচনা করে যদ্দারা তাঁহাদের মান মর্য্যাদা নষ্ট হয় এবং তাঁহারা হেয় প্রতিপন্ন হন। আলোচ্য বিবরণ সম্পর্কে এই খৃষ্টানগণই কোন একটি লোকের সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে হযরত দাউদের এমন একটি জঘন্য ঘটনা গড়াইয়াছে যাহা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষেও অতীব কলঙ্কময় বলিয়া গণ্য হইবে।

দুঃখের বিষয় কোন কোন তফছীরকার যাহাদের নীতি হইল—কোন ঘটনা সম্পর্কে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা সব রকম বর্ণনা সমাবেশ করা; তাঁহারা সত্য-মিথ্যার বিচার করেন না! কিম্বা তাঁহারা হয় ত সত্য-মিথ্যার বিচারের সঙ্গেই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইসলাম-দুশমনগণ তাঁহাদের সেই সত্য-মিথ্যার বিচার বাদ দিয়া শুধু ঘটনাকে ঐ তফছীরকারদের নামে উদ্ধৃত করিয়াছে—এইরূপে খৃষ্টানদের সেই গর্হিত বিবরণ মোসলমান তফছীরকারদের নামেও প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু ঐ ধরণের বিবরণ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

তাহারা ছিল জেলে সম্প্রদায়। সমুদ্রে মাছ শিকার করাই ছিল তাহাদের কাজ ও ব্যবসা। তাহাদের শরীয়ত অনুযায়ী শনিবার দিন তাহাদের জন্য মাছ শিকার বন্ধ রাখা ফরজ ছিল। সুতরাং মাছ শিকার করা ছিল হারাম। এদিকে আল্লার কুদরত—শনিবার দিন সমুদ্রের অসংখ্য মাছ পানির উপরে ভাসিয়া কিনারায় আসিয়া যাইত; অন্য কোন দিন এই সমস্ত মাছ দেখাও যাইত না। জেলে সম্প্রদায়ের ঐ লোকেরা শনিবার দিন মাছের এই অবস্থা দৃষ্টে লোভ সামলাইতে পারিল না; তাহারা এই দিনে অবৈধরূপে মাছ শিকারের নিমিত্ত একটি ফন্দি আঁটিল—

তাহারা সমুদ্রকূলে পুকুর কাটিল এবং সমুদ্র হইতে খাল কাটিয়া ঐ পুকুর সমূহে সংযোগ করিয়া দিল। শনিবার দিন মাছগুলি সমুদ্র কিনারায় খেলা করিতে করিতে ঐ খাল পথে পুকুরে আসিয়া জমা হইত। ঐ লোকেরা যখন দেখিত, পুকুরগুলি মাছে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তখন খালের মুখ বন্ধ করিয়া দিত, ফলে মাছগুলি পুকুরে আবদ্ধ হইয়া যাইত। পরদিন রবিবার তাহারা ঐসব মাছ পুকুর সমূহ হইতে উঠাইয়া নিয়া আসিত। তাহারা ভাবিত, মাছ শিকার করা শনিবারে হইল না, রবিবারে হইল, অথচ ঐ মাছ শিকারের মূল কাজটা শনিবারই সম্পন্ন করা হইয়াছে। অতএব উহা তাহাদের জন্য হারাম কাজে লিপ্ত হওয়াই ছিল—বরং জঘন্যরূপে তথা ফন্দি-ফেরেব আকারে।

তাহাদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী সৃষ্টি হইল—(১) এক শ্রেণী যাহারা ঐ ফন্দি-ফেরেবে মাছ শিকারে লিপ্ত ছিল। (২) আর এক শ্রেণী যাহারা ওয়াজ-নছিহত করিয়া ঐ হারাম কাজে বাধা দিতে ছিল। (৩) আর এক দল ঐ কাজে লিপ্ত হয় নাই, কিন্তু লিপ্তদিগকে বাধা দানেও তৎপর হয় নাই।

প্রথম শ্রেণীর লোকগুলি তাহাদের অসৎ কার্য্য হইতে বিরত না থাকায় তাহাদের উপর আল্লার আজাব আসিল; তাহারা বানর হইয়া গেল এবং তিন দিন বাঁদর থাকিয়া সবাই মরিয়া গেল। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, ঐ আজাবে তৃতীয় শ্রেণীও ধ্বংস হইয়াছে। কারণ, অসৎ কাজে বাধা দানের ফরজ তাহারা আদায় করিয়া ছিল না। অবশ্য দ্বিতীয় শ্রেণী আজাব হইতে রেহায়ী পাইয়াছিল বলিয়া পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে—

ইহুদীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ঐ বস্তীবাসীদের ঘটনা যাহারা সমুদ্রোপকূলবাসী ছিল। যখন তাহারা শনিবার সম্পর্কীয় নিষেধাজ্ঞার সীমা লঙ্ঘন করিতে ছিল। শনিবার দিন তাহাদের নিকট সমুদ্রের মৎস্যসমূহ পানির উপরে ভাসিয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী কিনারায় আসিয়া যাইত। শনিবার ছাড়া অন্য দিন ঐরূপে আসিত না; ইহা আমার পরীক্ষাকরণ ছিল তাহাদিগকে। কারণ, তাহারা সীমা লঙ্ঘনে অভ্যস্ত ছিল।

আরও একটি স্মরণীয় কথা—(কিছু সংখ্যক লোক তাহাদেরে ঐ অসৎ কার্য্যে বাধা দিলে) তাহাদেরই এক শ্রেণীর লোক (বাধাদানকারীদিগকে নিরুৎসাহ করার উদ্দেশ্যে) বলিল, ঐ লোকদেরকে কেন ওয়াজ-নছিহত কর যাহাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করিবেন বা কঠিন আজাব দিবেন? বাধাদানকারী দল বলিলেন, আমরা পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমার্হ গণ্য হইতে চাই এবং আশা রাখি, হয়ত এই অসতেরা অসৎ কাজ হইতে ফিরিয়া যাইবে। অসতের দল যখন সমস্ত ওয়াজ-নছিহতকে উপেক্ষা করিল তখন বাধাদানকারী দলকে রক্ষা করিয়া অন্যায়কারী সকলকে কঠিন আজাবে পাকড়াও করিলাম তাহাদের সীমা

وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ
كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ - اِذْ يَعْدُوْنَ
فِى السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ
يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ
لَا تَأْتِيْهِمْ ج كَذٰلِكَ ج نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَفْسُقُوْنَ * وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ
لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا نِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ
اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ط قَالُوْا
مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ *
فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ اَنْجَيْنَا
الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا
كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ * فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ
مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً
خَاسِئِيْنَ *

লঙ্ঘনের কারণে। যাহার বিবরণ এই যে, যেই কাজ তাহাদিগকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল তাহারা যখন গোড়ামী করিয়া সেই কাজে লিপ্ত হইল তখন তাহাদের উপর আমার আদেশ বলবৎ হইল যে, তোমরা লাঞ্ছিত বাঁদর হইয়া যাও। (৯পাঃ ১১রুঃ)

তাহারা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে চালাকী-বজ্জাতী করার ফন্দি আঁটিয়াছিল, তাই তাহাদেরে সেই স্বভাবের জীবেই পরিণত করিয়া লাঞ্ছনার সহিত ধ্বংস করা হইয়াছে। বাঁদর হইয়া তাহারা তিন দিন জীবিত ছিল ; তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং উপলব্ধি-অনুভূতি সবই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কথা বলার শক্তি ছিল না। সব কিছু স্মরণ করিয়া একে অপরকে দেখিয়া কাঁদিয়া বেড়াইত ; তিন দিন এই লাঞ্ছনা ভোগের পর সবই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ছিল।

এই ঘটনা বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার এবং উপদেশ দান করার এক বিশেষ শিক্ষা বলিয়া আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে উল্লেখ করিয়াছেন—

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا
مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا
قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ * فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِيْنَ *

নিশ্চয় তোমরা অবগত আছ ঐ লোকদের পরিণতি যাহারা সীমা লঙ্ঘন করিয়া ছিল শনিবার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার। ফলে আমি তাহাদের প্রতি আদেশ প্রয়োগ করিয়াছিলাম যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও। উক্ত ঘটনার শাস্তিকে আমি বানাইয়া রাখিলাম তৎকালীন ও পরবর্ত্তী লোকদের জন্য সতর্ককারী ও আদর্শমূলক শিক্ষা এবং খোদাভক্ত ও খোদাভীরুগণের জন্য উপদেশ ও নছীহত। (১ পাঃ ৮ রুঃ)

হযরত ছোলায়মান (আঃ)

হযরত ছোলায়মান (আঃ) হযরত দাউদের পুত্র ছিলেন ; খৃষ্টপূর্ব্ব ১০ম শতাব্দীর বাদশা তালুতের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন হযরত দাউদ। অতএব তাঁহার সময়কাল ছিল ৯ম শতাব্দী। সুতরাং হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হযরত ছোলায়মানের সময়কাল ছিল খৃষ্টপূর্ব্ব ৮ম শতাব্দী। তাঁহাদের সকলেরই কেন্দ্রীয় স্থান ছিল ফেলিস্তিন। হযরত ছোলায়মান স্বীয় পিতা হযরত দাউদের

সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। হযরত দাউদ (আঃ) অতি সুদক্ষ ও সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারক ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে বিশেষরূপে এই শক্তি দান করিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনের ছুরা ছাদে এ সম্পর্কেই ঘোষণা রহিয়াছে—

واتينه الحكمة وفصل الخطاب "আমি দাউদকে সূক্ষ্ম জ্ঞান ও ন্যায় বিচারের বিশেষ ক্ষমতা দান করিয়াছিলাম।"

এই গুণে ছোলায়মান (আঃ)ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিলেন। বাল্য বয়সেই এক ঘটনায় তাঁহার রায় ও বিচার পিতা হযরত দাউদের রায় অপেক্ষা অধিক সুষ্ঠু হইয়াছিল।

ঘটনার বিবরণ এই যে, এক ব্যক্তির পশুপাল অপর ব্যক্তির ক্ষেতের শস্য নষ্ট করিয়া ফেলে। ক্ষেতের মালিক হযরত দাউদের নিকট নালিশ করিল। হযরত দাউদ তদন্তে জানিতে পারিলেন, পশুপালের মালিকের ত্রুটিতেই ঘটনা ঘটিয়াছে এবং ক্ষতির পরিমাণ পশুপালের মূল্যের সমান ; সুতরাং হযরত দাউদ (আঃ) সেই ঘটনায় রায় দিলেন যে, শস্যহানির বিনিময়ে ক্ষেতের মালিককে পশুপাল-গুলি দিয়া দেওয়া হইবে—ইহা আইনগত রায় ছিল এবং নির্ভুল রায় ছিল।

হযরত ছোলায়মান তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঘটনা শুনিতেছিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র এগার বৎসর। তিনি পিতাকে বলিলেন, আইনের ধারা অবলম্বন না করিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার দ্বারা এই ঘটনার মীমাংসা অন্য পন্থায়ও হইতে পারে এবং উহা বাদী-বিবাদী উভয়ের পক্ষে উত্তম হইবে। তাহা এই, এখন পশুগুলি সাময়িকভাবে বাদীকে দেওয়া হউক, সে উহার দুগ্ধ ও পশম দ্বারা উপকৃত হইতে থাকুক এবং বিবাদী বাদীর ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেতের সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকুক। যখন ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত পূর্ব্ববর্ত্তী ভাল অবস্থার উপর আসিয়া যাইবে, তখন বিবাদী স্বীয় পশুপাল বাদীর নিকট হইতে ফেরত লইয়া লইবে। ফলে বাদীর ক্ষতিপূরণও হইয়া যাইবে এবং বিবাদীও তাহার পশুপাল হইতে বঞ্চিত হইবে না। এই রায় দাউদ (আঃ)ও পছন্দ করিলেন। পবিত্র কোরআনে এই ঘটনার বিবরণ—

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ
فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ

দাউদ ও ছোলায়মানের একটি ঘটনা শুনুন। যখন উভয়ের উপস্থিতিতে একটি (আঙ্গুর) ক্ষেতের বিষয়ে বিচার হইতেছিল—ঐ ক্ষেতে অপর লোকের ছাগল পাল আসিয়া পড়িয়াছিল

(এবং গাছের ক্ষতি করিয়া ছিল)। আমি তাহাদের রায়কে প্রত্যক্ষ করিতে ছিলাম। সেমতে ঘটনার উত্তম মীমাংসার বুঝ ছোলায়মানকে দান করিলাম, আমি তাঁহাদের উভয়কেই সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম।

الْقَوْمِ - وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ * فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ - وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا -

(ছুরা আম্বিয়া ১৭ পাঃ ৬ রুঃ)

হযরত ছোলায়মান বিচার কার্য্যে অতি নিপুণ, সুদক্ষ এবং সুকৌশলীও ছিলেন, যাহার একটি নজির নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে—

১৬৪৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (হযরত দাউদ ও ছোলায়মানের কালের ঘটনা—এক স্থানে) দুই জন মহিলা ছিল তাহাদের সঙ্গে তাহাদের দুইটি শিশু ছিল। হঠাৎ বাঘ আসিয়া একটি শিশু লইয়া গেল। অবশিষ্ট শিশুটি সম্পর্কে মহিলাদ্বয়ের প্রত্যেকেই দাবী করিল যে, এই শিশু আমার; বাঘে নিয়াছে তোমার শিশুকে।

অতঃপর তাহারা উভয়ে এই বিরোধের মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হইল। (ঐ স্ত্রীলোকদ্বয়ের মধ্যে যে অধিক বয়স্কা ছিল শিশুটি তাহার হস্তে ছিল এবং তাহার বিরোধিনী কম বয়স্কার নিকট স্বীয় দাবীর কোন সাক্ষ্য ছিল না, তাই আদালতের বিধান মতে) হযরত দাউদ বয়স্কা স্ত্রীলোকটির পক্ষে রায় দিলেন।

মহিলাদ্বয় তথা হইতে যাওয়ার সময় হযরত ছোলায়মানের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা তাঁহাকে ঘটনার বিবরণ শুনাইলেন। হযরত ছোলায়মান ভান করিয়া লোকদিগকে বলিলেন, একটি ছুরি নিয়া আস, আমি শিশুটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহাদের উভয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিব। এতচ্ছ্রবণে কম বয়স্কা মহিলাটি চীৎকার করিয়া বলিল, এরূপ করিবেন না—এরূপ করিবেন না; আমি মানিয়া লইতেছি, শিশুটি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর। স্নেহ মমতা কৃত্রিম উপায়ে আসিতে পারে না, তাই বয়স্কা মহিলাটির অবস্থা তদ্রূপ হইল না; ফলে সর্ব্বসমক্ষে ইহা প্রকাশ পাইয়া গেল। বস্তুতঃ কম বয়স্কা মহিলাটিই শিশুর জননী। এই অকৃত্রিম সাক্ষ্যে বিপক্ষিণী বাস্তবকে স্বীকার না করিয়া কোথায় যাইবে ?) অবশেষে পূনর্বিচার হইয়া কম বয়স্কা মহিলাটিই শিশুকে লাভ করিল।

হযরত ছোলায়মান বয়োঃপ্রাপ্ত হইলে পর হযরত দাউদের ইন্তেকাল হইল। হযরত ছোলায়মান নবুয়ত ও রাজত্ব উভয় ক্ষেত্রে স্বীয় পিতা হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হইলেন এবং আল্লাহ তায়ালা হযরত ছোলায়মানকে কতিপয় বৈশিষ্ট্য দান করিলেন যাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

জ্বিন, পাখী, বায়ু-বাতাসের উপর ক্ষমতা ঃ*

আল্লাহ তায়ালা হযরত ছোলায়মানকে একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজত্ব শুধু মানুষ জাতির উপরই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং দুর্দ্ধর্ষ জ্বিন জাতি এবং পাখী জাতিও তাঁহার করায়ত্তে ও শাসনাধীনে ছিল, বায়ু-বাতাসও তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল—ঐসব তাঁহার আদেশ পালনে সাধারণ সৈনিকের ন্যায় কাজ করিয়া যাইত। পবিত্র কোরআনে এই সম্পর্কে বর্ণনা—

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ
بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا
فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ *
وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ
لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ
وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ *

আমি ছোলায়মানের জন্য বাতাসকে বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম; বরকতপূর্ণ (দেশ—সিরিয়া হইতে কোথাও যাইতে এবং তথা হইতে ঐ) দেশের দিকে (প্রত্যাবর্ত্তনে) বাতাস তাঁহাকে বহন করিয়া প্রবলবেগে চলিত। আমি ত সর্ব্বজ্ঞ, আমার পক্ষে সবই সহজ।)

আর দেও-জ্বিনদের মধ্য হইতে অনেকগুলি তাঁহার জন্য (মণি-মুক্তা আহরণের উদ্দেশ্যে সমুদ্রগর্ভে) ডুবুরির কাজ করিত, এতদ্ভিন্ন তাহারা আরও অনেক কাজ করিত। (১৭ পাঃ ৬ রুঃ)

---

* জ্বিন, পাখী ও বাতাস এইসব হযরত ছোলায়মানের বশীভূত ছিল। উহারা তাঁহার আজ্ঞাবহ মজুর ও সৈনিকের কাজ করিয়া থাকিত। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন বর্ণনায় শুধু মাত্র এই তিনটি জাতিরই উল্লেখ আছে; এই সূত্রেই একদল তফছীরকারের মত এই যে, পশু জাতির উপর হযরত ছোলায়মানের সাধারণ আধিপত্য ছিল না, নতুবা ইহারও উল্লেখ কোরআনে থাকিত। তফছীরকারদের অপর দলের মত এই যে, কোরআনে উল্লেখিত তিনটি জাতিকে বশীভূত রাখার ক্ষমতা দ্বারা পশু জাতিকেও বশীভূত রাখা অধিক সহজ সাধ্য। তাঁহাদের মতে পশু-পক্ষী, জ্বিন-পরী, বায়ু-বাতাস, মানব-দানব সকলের উপরই হযরত ছোলায়মানের আধিপত্য ছিল।

[২]

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ
وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ - وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ
الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ
يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ - وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ
عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ

আমি ছোলায়মানের জন্য বাতাসকে বশীভূত করিয়াছিলাম যাহার গতি ছিল—শুধু এক ভোর বেলায় এক মাসের পথ এবং শুধু এক বিকাল বেলায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত।* আরও আমি প্রবাহিত করিয়াছিলাম তাঁহার জন্য বিগলিত তাম্রের খনি। আর জ্বিনদিগকেও তাঁহার অধীনস্থ করিয়াছিলাম; অনেকে তাঁহার জন্য পরওয়ারদেগারের আদেশে বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত থাকিত। যে কেহ আমি আল্লার আদেশ লঙ্ঘন করিবে তাহাকে দোযখের শাস্তি ভোগাইব।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاءُ مِنْ
مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ
كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ -
اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا -
وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ *

(ছুরা ছাবা—২২ পাঃ ৮ রুঃ)

জ্বিনগণ ছোলায়মানের ইচ্ছা মোতাবেক বিভিন্ন জিনিস তৈরী করিত—বড় বড় দালান-কোঠা তৈরী করিত, বিভিন্ন শিল্পকাজ করিত এবং প্রয়োজন মোতাবেক বিরাট বিরাট পাত্র তৈরী করিয়া বসাইয়া রাখিত।

(দাউদ-পুত্র ছোলায়মানকে এইসব নেয়ামত দানে) আদেশ দিয়াছি, হে দাউদ-পরিবার! (রাজত্বের মোহে আমাকে ভুলিও না;) আমার শুকর-গুজারী কার্য্যে মনোনিবেশ করিবে। সতর্ক থাকিও—আমার বন্দা হইয়াও আমার শোকর-গুজারী কম লোকেই করে।

---

* হযরত ছোলায়মান (আঃ) এবং প্রয়োজনে তাঁহার সৈন্য সামন্ত কোন বাহনের উপর আরোহণ করিতেন এবং বাতাস উহাকে বহন করিয়া চলিত এবং আদিষ্ট স্থানে নামাইয়া দিত।

বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যান্ত্রিক সাহায্যে যেভাবে বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহা দ্বারা বহন করার কাজ লওয়া হয় তদপেক্ষা অধিক উন্নতরূপে আল্লার আদেশক্রমে হযরত ছোলায়মান বাতাসের দ্বারা স্বীয় কার্য্য সমাধা করিতেন।

পাখীর ভাষা ও বুলি বুঝিবার শক্তি : *

হযরত ছোলায়মানকে আল্লাহ তায়ালা আরও একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলেন যে, একটি মানুষ অপর মানুষের ভাষা যেইরূপে বুঝিয়া থাকে তদ্রূপ হযরত ছোলায়মান সমস্ত রকম পাখীর বুলি ও ভাষা বুঝিয়া থাকিতেন, উহাদের সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন হইত। পবিত্র কোরআনে ইহারও উল্লেখ রহিয়াছে—

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ *

ছোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হইলেন; তিনি ঘোষণা করিলেন, হে লোক সকল। আমাকে পাখীর বুলি ও ভাষা বুঝিবার শক্তি দান করা হইয়াছে, আমার রাজত্বের প্রয়োজনীয় সব কিছু আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। নিশ্চয় ইহা আমার প্রতি আল্লার একটি সুস্পষ্ট কৃপা ও দান। (১৯ পাঃ ১৭ রুঃ)

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হযরত ছোলায়মানের বিভিন্ন ঘটনা দ্বারাও তাঁহার উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য সমূহ প্রমাণিত হয়। নিম্নে ঐসব ঘটনার উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

পিপীলিকার ঘটনা :

একবার হযরত ছোলায়মান কোন ভ্রমণ বা অভিযানের প্রস্তুতি করিলেন। সেমতে মানুষ, জ্বিন ও পাখী জাতির সমন্বয়ে একটি বিরাট বাহিনী গঠন করা হইল। জ্বিনদের দ্বারা ভারী ভারী কার্য্য সমাধা করা হইত এবং পাখীর দ্বারা সাধারণতঃ ছায়া দানের কাজ লওয়া হইত। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন পাখীর দ্বারা বিশেষ কাজ লওয়া হইত—যেমন, কোন পার্ব্বত্য বা মরু অঞ্চলে পানির আবশ্যক হইলে, "হুদ্‌হুদ্—কাঠ-ঠোক্‌রা" নামক এক প্রকার পক্ষী আছে, ভূগর্ভে কোথায় কোন স্তরে পানির অস্তিত্ব আছে তাহা ঐ শ্রেণীর পক্ষী নিজ অভিজ্ঞতায় অতি সহজেই সন্ধান লাভ করিতে পারে। অতএব ছোলায়মান (আঃ) ঐ পাখীর দ্বারা পানির সন্ধান লইয়া জ্বিনদের দ্বারা তথায় মাটি খুঁড়িয়া পানি বাহির করিতেন।

---

* পবিত্র কোরআনে শুধু পাখীর বুলি ও ভাষা বুঝিবার বিষয় উল্লেখ আছে, যেসব তফছীরকারদের মতে হযরত ছোলায়মানের আধিপত্য পশু জাতির উপরও ছিল তাঁহাদের মতে তিনি পাখী জাতির ন্যায় পশু জাতিরও বুলি এবং ভাষা বুঝিয়া থাকিতেন।

সারকথা এই যে, বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যান্ত্রিক সাহায্যে ব্যয় বহুল কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা যে সব কার্য্য সমাধা করা হয় হযরত ছোলায়মান জ্বিন, পাখী ইত্যাদি দ্বারা অতি সহজে সেইরূপ আবশ্যকাদি পূরণ করিতেন।

হযরত ছোলায়মানের বিরাট বাহিনী পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। তাহারা যেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল সেই পথেই সম্মুখভাগে এক স্থানে একদল পিপীলিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ছোলায়মান বাহিনী এস্থলে পৌছিবে এবং তাহাদের পদ তলে পিপীলিকাগুলি নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে। তাই দলপতি পিপীলিকাটি ঘোষণা দিল, হে পিপীলিকাগণ। তোমরা সত্বর গুহায় প্রবেশ করিয়া যাও ; ছোলায়মান বাহিনীর দ্বারা যেন পিষ্ট না হইয়া পড়।

হযরত ছোলায়মান নিকটেই পৌছিয়া গিয়াছিলেন কিম্বা বাতাস তাঁহার বশীভূত থাকায় তিনি ছোট আওয়াজ অনেক দূর হইতে শুনিতে পাইতেন। পিপীলিকার সেই সতর্কবাণী সবকিছু তিনি শুনিলেন এবং উহা বুঝিতেও পারিলেন। সামান্য পিপীলিকার এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন এবং সুশৃঙ্খলতার সহিত আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হাসিয়া পড়িলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে এত প্রশস্ত জ্ঞান দান করিয়াছেন যে, তিনি ক্ষুদ্র পিপীলিকার কথাও বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে যে, এত বড় বিশাল রাজত্ব দান করিয়াছেন, উহার উপর আল্লাহ তায়ালার শোকরগুজারী করার তৌফিক এবং অধিক নেক কাজ করার তৌফিক চাহিয়া আল্লার দরবারে আবেদন নিবেদন করিলেন। পবিত্র কোরআনে ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ—

একদা ছোলায়মানের (অভিযান প্রস্তুতি) উদ্দেশ্যে মানব, দানব ও পাখী জাতি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হইল। এত বড় বাহিনী ছিল যে, উহার অগ্র ও পশ্চাতের শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইত। এই বিরাট বাহিনী একটি ময়দানের নিকটে পৌছিল ; ঐ ময়দানে পিপীলিকার দল বাস করিত। ছোলায়মান বাহিনীর আগমন লক্ষ্য করিয়া একটি পিপীলিকা তাহার

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ
الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ
يُوْزَعُوْنَ * حَتّٰى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى
وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰاَيُّهَا
النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ

لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ *
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ
رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ
وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِىْ
بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ *

(ছুরা নমল—১৯ পাঃ ১৭ রুঃ)

সঙ্গীদেরকে বলিল, হে পিপীলিকাগণ! তোমরা নিজ গুহায় যাও, ছোলায়মান এবং তাঁহার বাহিনী তোমাদিগকে অজ্ঞাতে যেন পিষ্ট করিয়া না ফেলে।

ছোলায়মান সেই পিপীলিকার কথায় হাসিয়া পড়িলেন এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে মোনাজাত করিলেন—হে পরওয়ারদেগার! আমার উপর এবং আমার মাতাপিতাকে যে সব বিশেষ নেয়ামত দান করিয়াছ উহার শোকরগুজারী করার তৌফিক আমাকে দান কর এবং তোমার সন্তুষ্টি ভাজন নেক কাজ যেন করিতে পারি সেই তৌফিক দান কর এবং আমাকে নিজ করুণাবলে নেককারদের দলভুক্ত করিয়া রাখ।

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

শক্তি ও ক্ষমতার আধিক্য মানুষকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করিয়া দেয়, প্রভু পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, মানুষকে অহঙ্কারী অত্যাচারী বানায়। ফেরাউন, শাদ্দাদ, কারূণ প্রমুখ লোকদের ইতিহাস ইহার প্রকৃষ্ট নজীর। এই সব মহা রোগের প্রতিষেধক এই যে, প্রথম হইতেই সকল শক্তি-সামর্থ্য ও ক্ষমতাকে আল্লাহ তায়ালার দান উপলব্ধি করতঃ আল্লার দিকে ঝুকিয়া থাকিবে। আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের তরীকা সর্ব্বদা ইহাই রহিয়াছে।

বিলক্বীস রাণীর ঘটনাঃ

একদা হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাঁহার কার্য্যরত বিভিন্ন জাতির সৈন্য-সামন্তদের বিশেষতঃ পাখীদের তল্লাশী লইলেন। "হুদ্‌হুদ্—কাট ঠোকরা" পাখী—যাহা দ্বারা পানিহীন অঞ্চলে ভূগর্ভে পানির খোঁজ নেওয়া হইত উহাকে অনুপস্থিত দেখিলেন। এতদ্দৃষ্টে তিনি ঐ পাখীর প্রতি রাগান্বিত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে হুদ্‌হুদ্ পাখী হাজির হইল এবং এক নূতন খবর হযরত ছোলায়মানকে জ্ঞাত করিল যে, আপনার অজ্ঞাতে এক স্থানে "ছাবা" নামক

এক গোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাদের শাসনকর্ত্তা হইল এক রাণী যাহার একটি বিরাট ও অতি মূল্যবান সিংহাসন আছে এবং তাহার আরও সব রকমের সাজ সরঞ্জাম রহিয়াছে। সেই রাণী এবং তাহার জাতি তাহারা সকলেই আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী ছাড়িয়া দিয়া সূর্য্য-পূজায় লিপ্ত। তাহারা সূর্য্যের সম্মুখেই মাথা নত করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন শয়তান তাহাদিগকে আরও অনেক রকম গোমরাহীতে লিপ্ত রাখিয়াছে।

হযরত ছোলায়মান বলিলেন, তোমার খবরের পরীক্ষা এখনই করিতেছি—দেখিব, তুমি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। এই বলিয়া তিনি সেই রাণীর প্রতি একটি পত্র লিখিয়া উহা হুদ্‌হুদের হাওয়ালা করিলেন। তাহাকে আদেশ করিলেন, পত্রটি সেই রাণীর সম্মুখে রাখিয়া দিয়া তুমি দূরে সরিয়া অপেক্ষা করিবা এবং ইহার কি প্রতিক্রিয়া হয় তাহা লক্ষ্য করিবা। হুদ্‌হুদ্ তাহাই করিল।

রাণীর নিকট যখন পত্র পৌঁছিল এবং তিনি উহা পাঠ করিলেন, তখন তিনি স্বীয় পরিষদ আহ্বান করিয়া পরিষদবর্গের নিকট বলিলেন, সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ব সম্রাট ছোলায়মানের তরফ হইতে একটি পত্র আসিয়াছে যাহার মর্ম্ম এই—

"বিছমিল্লাহের রহমানের রাহীম—

আমার বিরোধী হইও না, আমার পূর্ণ অনুগত হইয়া যাও"।

রাণী পরিষদবর্গের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। পরিষদবর্গ নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের উল্লেখ করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে রাণীর উপর ন্যাস্ত করিল।

রাণী বলিলেন, যুদ্ধের পরিণামে এক দেশে অপর দেশের বাদশা প্রবেশ করিলে সেই দেশের ধ্বংস অনিবার্য্য, সেই দেশের বড় বড় লোকগণ নিষ্পেষিত হয়—এই ধরণের বহু অঘটন ঘটিয়া থাকে, অতএব সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাইব। প্রথমতঃ আমি বিশ্ব সম্রাট ছোলায়মানের প্রতি সৌজন্যতা প্রদর্শন স্বরূপ কিছু উপঢৌকন পাঠাইব ; দেখি—উহার প্রতিউত্তর কি আসে।

হযরত ছোলায়মানের দরবারে যখন ঐ উপঢৌকন বহনকারিগণ পৌঁছিল, তিনি তাহাদের উপঢৌকনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন এবং সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার হুমকি দিলেন।

তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাণীকে সমুদয় পরিস্থিতি বুঝাইয়া বলিল। বুদ্ধিমতি রাণী পরিস্থিতি অনুধাবন করিতে পারিয়া হযরত ছোলায়মানের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য স্বীকার করতঃ তাঁহার দরবারে হাজির হইবার জন্য সদলবলে

রওয়ানা হইলেন। হযরত ছোলায়মান সব সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি রাণীকে প্রভাবান্বিত করার জন্য তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বে দুইটি আশ্চর্য্যজনক ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। একটি এই যে, রাণীর যে বিশেষ সিংহাসনটি ছিল উহাকে হযরত ছোলায়মান কোন জ্বিনের দ্বারা বা স্বীয় বিশেষ বিদ্যা দ্বারা এক পলকের মধ্যে তাঁহার দেশ হইতে নিয়া আসিলেন এবং নিজের বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা এই করিলেন যে, রাণীর থাকার জন্য এক বিশেষ ধরণের শীশমহল তৈরী করিলেন। উহার মধ্যে একটি ঘর সুসজ্জিত করিলেন। অতঃপর সেই ঘরের সম্মুখে বড় একটি পানির হাউজ তৈরী করিলেন। পানি ও মাছ ভর্ত্তি করিয়া হাউজটির মুখ মজবুত কাঁচ বা আয়নার দ্বারা আবৃত করিয়া দিলেন। পানির উপর কাঁচের আবরণ; আবরণ বলিয়াও মনে হয় না এবং আবরণ রূপে দেখাও যায় না। ইহাতে মনে হয়, ঐ সুসজ্জিত ঘরে যাইতে পানি অতিক্রম করিতে হইবে, বস্তুতঃ তাহাও নহে, বরং পানির উপর মজবুত কাঁচ রহিয়াছে যাহার উপরে শুষ্ক পথ।

রাণী ছোলায়মানের দরবারে পৌঁছিলেন। ছোলায়মান (আঃ) তথায় অবস্থিত সিংহাসনটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সিংহাসনটি কি এই ধরণের? রাণী বলিলেন, আমার ত ধারণা হয় এটিই। আমরা পূর্ব্বেই জানি, আপনি এই ধরণের অলৌকিক শক্তি রাখেন। অতঃপর রাণীকে তাঁহার জন্য প্রস্তুত শীশমহলে লইয়া যাওয়া হইল এবং সুসজ্জিত ঘরে যাইবার জন্য বলা হইল। সম্মুখে বিশেষ রূপে তৈরী হাউজ রহিয়াছে। রাণী সাধারণ দৃষ্টিতে ভাবিলেন, বোধ হয় আরাম উপভোগের জন্য অল্প পানির উপর দিয়া যাওয়ার পথ করা হইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি পায়ের গোছার উপরে কাপড় টানিয়া ধরিলেন। তখন ছোলায়মান (আঃ) বলিলেন, পানির উপর কাঁচের আবরণ রহিয়াছে, পায়ে পানি লাগিবে না।

রাণী সব অবস্থা অনুধাবন করার পর স্বীকার করিলেন যে, আমি স্বীয় সৃষ্টি-কর্ত্তা, পালনকর্ত্তা আল্লাহ হইতে দূরে থাকিয়া নিজেই নিজের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত ছিলাম। এখন আমি হযরত ছোলায়মানের হস্তে সারা জাহানের সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনিলাম এবং ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম।* উল্লেখিত ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ—

* সর্ব্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের বর্ণনা এই যে, কুমারী রাণীর অনুরোধে হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাঁহাকে পরিণিতারূপে গ্রহণ করিয়া নিয়াছিলেন।

একদা ছোলায়মান হুদ্‌হুদ্ (কাট-ঠোকরা সদৃশ) পাখীকে অনুপস্থিত দেখিলেন। বলিলেন, হুদ্‌হুদ্‌কে দেখিতেছি না কেন, সে কি উপস্থিত হয় নাই? তাহাকে কঠোর শাস্তি দিব কিম্বা উহাকে জবাই করিয়া ফেলিব যদি না সে সুস্পষ্ট কারণ দর্শাইতে পারে। অল্প সময়েই হুদ্‌হুদ্ উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, আমি এমন বিষয়ের খোঁজ নিয়া আসিয়াছি যাহার খোঁজ আপনি রাখেন না—আমি "ছাবা" গোত্রের দেশ হইতে একটি বাস্তব খবর লইয়া আসিয়াছি।

আমি সেই দেশে দেখিয়াছি, এক রাণী সেই দেশের শাসনকর্ত্রী; তাহার সব রকমের সাজ-সরঞ্জাম রহিয়াছে এবং অতি বড় বিশেষ একটি সিংহাসনও তাহার আছে।

সেই রাণী এবং তাহার জাতি সকলকেই দেখিয়াছি, আল্লাহকে ছাড়িয়া সূর্য্যের পূজা করে এবং শয়তান তাহাদের এই কার্য্যকেই উত্তম বুঝাইয়াছে; ফলে শয়তান তাহাদিগকে সৎপথ হইতে হটাইতে সক্ষম হইয়াছে। অতএব তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, তাহারা ঐ সর্ব্বশক্তিমান আল্লার বন্দেগী ছাড়িয়া দিয়াছে যিনি (সকলের প্রতিপালনের জন্য) আসমানের গুপ্ত জিনিস (বৃষ্টির পানি) প্রকাশ (বর্ষণ)

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ
لَا أَرَى الْهُدْهُدَ - أَمْ كَانَ مِنَ
الْغَائِبِينَ * لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا
أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ
مُبِينٍ * فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ
أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ
مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ *
إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ
وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا
عَرْشٌ عَظِيمٌ *
وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ
لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ - وَزَيَّنَ لَهُمُ
الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ لا أَلَّا
يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ

করেন এবং জমিনেরও গুপ্ত জিনিস (উহার উদ্ভিদ) প্রকাশ করেন (জন্মাইয়া থাকেন)। তদ্রূপ তিনি সকলের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছু জানেন; (কেয়ামতে) হিসাবের দিন সব প্রকাশ করিয়া দিবেন।

আল্লাহই মা'বুদ ও উপাস্য পূজনীয়; তিনি ভিন্ন আর কোন উপাস্য ও পূজনীয় নাই, তিনি মহান আ়শের মালিক।

হযরত ছোলায়মান বলিলেন, এখনই আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব, তুমি সত্য খবর বলিতেছ না মিথ্যা বলিতেছ। সেই রাণীর নিকট আমার এই পত্র লইয়া যাও এবং পত্রখানা তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া তুমি দূরে সরিয়া লক্ষ্য কর যে, তাহারা কি কথাবার্ত্তা বলে।

রাণী স্বীয় পরিষদবর্গকে ডাকাইয়া বলিলেন, আমার নিকট একখানা বিশেষ মর্য্যাদাবান লিপি আসিয়াছে লিপিখানা বিশ্ব সম্রাট ছোলায়মানের তরফ হইতে আসিয়াছে। উহার মর্ম্ম এই—"বিছ-মিল্লাহের রাহমানেররাহীম" বিশেষ খবর এই যে, আমার মোকাবিলায় মাথা উঁচু করিও না, আমার অনুগত হও।

রাণী পরিষদবর্গকে বলিলেন, এই বিষয়ে তোমরা আমাকে পরামর্শ দান কর, আমি ত তোমাদের উপস্থিতিতে পরামর্শ করা ছাড়া কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করি না।

الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ *

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ *

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ
مِنَ الْكٰذِبِيْنَ * اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ
هٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ
فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ *

قَالَتْ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَؤُا إِنِّيْٓ أُلْقِيَ
إِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ * إِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ
وَإِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ
أَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ *

قَالَتْ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَؤُا أَفْتُوْنِيْ
فِيْٓ أَمْرِيْ - مَا كُنْتُ قَاطِعَةً
أَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ *

পরিষদবর্গ বলিল, আমাদের জনবল ও অস্ত্রবল পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে, অনুমতি প্রদান আপনার হাতে, সুতরাং কি সিদ্ধান্ত করিবেন তাহা আপনিই ভাবিয়া ঠিক করুন।

রাণী বলিলেন, (যুদ্ধ বিগ্রহের পরিণাম ভাল নহে, কারণ) রাজরাজাগণ কোন দেশ দখল করিলে পর তাহারা সেই দেশের পতন ঘটাইয়া দেয় সেই দেশের বড় বড় লোকগণকে অপদস্ত করে—এই ধরণের আরও অনেক কিছু করে। পত্র লেখকগণের প্রতি প্রথমতঃ আমি কিছু উপঢৌকন পাঠাইতেছি; দেখি, আমার লোকজনেরা ইহার উত্তরে কি খবর নিয়া আসে!

উপঢৌকন বহনকারী যখন ছোলায়মানের দরবারে পৌঁছিল, তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ধনদৌলতের দ্বারা আমার সহায়তা করিতে আসিয়াছ? আমাকে ত আল্লাহ তোমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী দিয়াছেন। মনে হয়, তোমরা এই উপঢৌকনের দ্বারা নিজেদের গৌরব দেখাইতে আসিয়াছ! তোমরা যাও; তোমাদের লোকদেরকে খবর দাও, আমরা এত বড় বাহিনী লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণে আসিতেছি যেই বাহিনীর মোকাবিলার ক্ষমতা তাহাদের

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْ قُوَّةٍ وَّاُولُوْ
بَاْسٍ شَدِيْدٍ - وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ
فَانْظُرِىْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ *
قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا
دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا
اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً - وَكَذٰلِكَ
يَفْعَلُوْنَ * وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ
بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ *
فَلَمَّا جَاۤءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ
اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَا اٰتٰنِىَ اللّٰهُ
خَيْرٌ مِّمَّا اٰتٰكُمْ - بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ
تَفْرَحُوْنَ * اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْ
تِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا
وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ

নাই ; আমরা তাহাদিগকে অপদস্ত করিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করিব।

(অবশেষে রাণী আত্মসমর্পণরূপে ছোলায়মানের প্রতি যাত্রা করিলেন। ছোলায়মান (সংবাদ অবগত হইয়া) তাঁহার সকল জাতীয় অধীনস্থকে ডাকিয়া বলিলেন, রাণী আমার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাঁহার সিংহাসনটি আমার নিকট পৌঁছাইতে পারে কে? একটি শক্তিশালী জ্বিন বলিল, আপনি দরবার হইতে উঠিয়া যাওয়ার পূর্ব্বেই আমি উহাকে নিয়া আসিব ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই এই কার্য্য সমাধা করিতে আমি সক্ষম হইব।

যাঁহার নিকট আল্লার কেতাবের বিশেষ এল্‌ম্ ছিল তিনি বলিলেন, আমি (তোর চেয়ে অধিক দ্রুত) তোর চক্ষুর পলক মারার পূর্ব্বে উহাকে নিয়া আসিতে সক্ষম। (বাস্তবে তাহাই করা হইল ;) ছোলায়মান যখন সেই সিংহাসনটি পলকের মধ্যে নিজের সম্মুখে উপস্থিত দেখিলেন তখন বলিলেন, এই অসাধারণ কার্য্য একমাত্র আমার প্রভুর অনুগ্রহেই সম্ভব হইয়াছে ; ইহার পরিণাম হইল আমার পরীক্ষা যে, আমি প্রভুর কৃতজ্ঞ থাকি, না—অকৃতজ্ঞ হই? যে প্রভুর কৃতজ্ঞ হয় সে নিজেই লাভবান হয়, পক্ষান্তরে যে অকৃতজ্ঞ (সে নিজেরই ক্ষতি করে।) নিশ্চয় আমার প্রভু

صَاغِرُوْنَ *

قَالَ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ * قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ - وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ *

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ - لِيَبْلُوَنِيْ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ - وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ - وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ *

قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدى
ام تكون من الذين لا يهتدون *
فلما جاءت قيل اهكذا
عرشك ط قالت كانه هو ج
واوتينا العلم من قبلها وكنا
مسلمين *
وصدها ما كانت تعبد من دون
الله ط انها كانت من قوم كفرين *
قيل لها ادخلى الصرح ج فلما
راته حسبته لجة وكشفت
عن ساقيها ط قال انه صرح ممرد
من قوارير- قالت رب انى
ظلمت نفسى واسلمت مع
سليمن لله رب العلمين *

(ছুরা নমল—১৯ পাঃ ১৭ রুঃ)

অপ্রত্যাশী, সর্ব্বগুণাকর। ছোলায়মান ঐ সিংহাসনটির রূপ পরিবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। বলিলেন, রাণী ইহাকে চিনিতে পারে কি না—তাহা পরীক্ষা করিব।

রাণী ছোলায়মানের রাজ-প্রাসাদে পৌঁছিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সিংহাসনটি কি এইরূপ ? রাণী বলিলেন, মনে হয় যেন, এইটাই সেইটা। (রাণী আরও বলিলেন,) এই আশ্চর্য্য-জনক ঘটনার পূর্ব্বেই আপনার নবুয়ত আমরা অবগত আছি ; তখন হইতেই আমাদের আন্তরিক আনুগত্য রহিয়াছে।

(আল্লাহ বলেন, পূর্ণ ঈমানের পথে) ঐ রাণীর জন্য এই বাধা ছিল যে, সে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর উপাসনা করিত ; সে কাফের দলভুক্ত ছিল।

অতঃপর রাণীকে বলা হইল, আরাম-কক্ষে চলুন। কক্ষের বিশেষ পথকে দেখিয়া তিনি উহাকে পানি পূর্ণ ভাবিয়া পায়ের গোছা হইতে কাপড় টানিলেন, তখন ছোলায়মান বলিলেন, ইহা ত কাঁচের তৈরী শীশমহলের আঙ্গিনা।

অবশেষে রাণী বলিলেন, হে পর-ওয়ারদেগার। আমি তোমা হইতে দূরে থাকিয়া নিজেঃই ক্ষতি করিয়াছি। এখন আমি ছোলায়মানের দলভুক্তির ঘোষণা দিতেছি এবং আমি ঈমান আনিলাম সারাজাহানের সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার প্রতি।

রাণীর পরিচয় ও তাঁহার জাতির শিক্ষামূলক ইতিহাস ঃ

আলোচ্য ঘটনার রাণীর নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে সত্য, কিন্তু সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ মত ইহাই যে, তাঁহার নাম ছিল "বিল্‌কীছ"। পবিত্র কোরআনেই স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে যে, তিনি "ছাবা" গোত্রীয় রাজ্যাধিকারিণী ছিলেন। ছাবা গোত্রের ইতিহাসে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহারা ইয়ামান দেশের অধিবাসী ছিল। ইয়ামানের ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর বর্ত্তমান ইয়ামনের রাজধানী صنعاء—"সানা" হইতে প্রায় ৬০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত "মারেব্‌" অঞ্চল তাহাদের কেন্দ্রস্থল ছিল।

হযরত ছোলায়মানের কেন্দ্রীয় রাজধানী ছিল সিরিয়ার অন্তর্গত ফেলিস্তিনে। ভূগোল প্রসিদ্ধ ১৩১০ মাইল দৈর্ঘ্য লোহিত সাগরের শেষপ্রান্তের পরে ফেলিস্তিন অঞ্চল। আর আরব সাগর হইতে লোহিত সাগর প্রবাহিত হওয়ার তথা উভয়ের সংযোগ স্থলের পূর্ব্ব উপকূলে ইয়ামান অঞ্চল। সুতরাং হযরত ছোলায়মানের কেন্দ্রীয় স্থল হইতে বিলকীছ রাণীর দেশ কম-বেশ ১৫০০ মাইল দূরে ছিল।

ইয়ামান দেশে রাণীর গোত্র "ছাবা" জাতি দীর্ঘকাল হইতে বিশেষ আরাম-আয়েশে ছিল। তাহাদের দেশের উন্নতির অছিলা ও বাহ্যিক সূত্র ছিল তাহাদের বিশেষ সেচ পরিকল্পনা (water control & Irrigation development)

দেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে সময় অসময় বৃষ্টিপাত হইয়া বৃষ্টির পানি বিভিন্ন গিরিপথ বহিয়া একত্রিত অবস্থায় "মারেব" অঞ্চলের বিরাট উঁচু দুইটি পর্ব্বতের মধ্যস্থল দিয়া আসিত। এইরূপে একত্রে অধিক পানি আসিবার কারণে দেশে প্লাবন ও বন্যা হইত, আবার ঐ পানি কিছু অংশ মরুভূমিতে ছড়াইয়া এবং কিছু অংশ সমুদ্রে যাইয়া নিঃশেষ হইত, ফলে দ্বিতীয়বার প্লাবন না আসা পর্যন্ত পানি বিহীন অবস্থায় সারা দেশ মরুভূমি রূপ ধারণ করিয়া থাকিত। এইরূপে প্লাবন ও পানি শূন্যতার মধ্যে সারা বৎসর দেশের জায়গা জমি উৎপন্ন বিহীন থাকিত।

খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৮ম শতাব্দীতে "মারেব" অঞ্চলের উঁচু পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে ১৭০ ফুট দৈর্ঘ্যে, ৫০ ফুট প্রস্থে একটি বাঁধ নির্ম্মিত হয় এবং বাঁধের মধ্যে ছোট ছোট দরওয়াজা রাখা হয়। এতদ্ভিন্ন বাঁধের অভ্যন্তরে ডান ও বাম দিকে ছোট-বড় নদী-নালা কাটিয়া দেওয়া হয়। ঐ সব দরওয়াজা ও নদী-নালার সাহায্যে সমগ্র দেশে সারা বৎসর ইচ্ছা ও আবশ্যকানুরূপ সেচ কার্য্য সমাধা করা হইতে থাকে।

এই সময়ে ঐ দেশে খাঁটি দ্বীন-ধর্ম্ম ও ঈমানেরও বিস্তার লাভ হয়। কারণ ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্যের হিসাবে বিলকিস রাণীর রাজত্ব কাল ঐ সময়েই

সাব্যস্ত হয়। যেহেতু রাণী ছিলেন ছোলায়মান আলাইহেচ্ছালামের সমসাময়িক ; আর ছোলায়মান (আঃ) ছিলেন খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীর এবং ছাবা গোত্রের উন্নতির উৎস বাঁধটিও খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে তৈরী হইয়াছিল।

রাণী বিলকিস হযরত ছোলায়মানের সাক্ষাতে ঈমান গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজাগণ স্বভাবতঃই রাজার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং তখন ঐ দেশে খাঁটি দ্বীন-ধর্ম্ম ও ঈমানের প্রভাব বিস্তার হওয়াই স্বাভাবিক।

অল্প দিনের মধ্যেই সারা দেশ বেহেশতরূপ বাগ-বাগিচায় পরিপূর্ণ হইল এবং শস্য শ্যামল হইয়া গেল। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া অর্থনৈতিক উন্নতি হইলে পর দেশবাসিগণ বৈদেশিক বাণিজ্যের পথও প্রশস্ত করিতে থাকে। ইয়ামনের উত্তর-পশ্চিম দিকে কম-বেশ ১৫০০ মাইল দূরে বিশেষ উন্নত দেশ সিরিয়া অবস্থিত এবং পূর্ব্ব-উত্তর দিকে প্রায় ১০০০ মাইল দূরে (বর্ত্তমান ওমান রাজ্যের) "মছকট" প্রভৃতি উন্নত অঞ্চল সমূহ ছিল। সেই সব দেশ ও অঞ্চলের সঙ্গে "ছাবা" গোত্রীয় লোকগণ ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্র প্রতিষ্ঠা করিল এবং ঐসব দেশে যাতায়াতের জন্য বড় বড় মনোরম সড়ক তৈরী করিয়া নিল। সড়কের উভয় পার্শ্বে ফল-ফুলের বাগ-বাগিচা লাগাইয়া দিল এবং মাঝে মাঝে আরাম আয়েশপূর্ণ হোটেল রেস্তোরাঁ এবং ছোট ছোট বস্তী-মহল্লা প্রতিষ্ঠা করিয়া দিল। দেশবাসী এইরূপ আরাম আয়েশের সুব্যবস্থার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারাও বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া নিল। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহাদের এই আরাম আয়েশ ও উন্নতি উর্দ্ধগতিতে চলিতে লাগিল এবং তাহারা বেহেশতরূপ বাগ-বাগিচাময় দেশের সুখ শান্তি ভোগ করিয়া যাইতে লাগিল।

ভোগ বিলাসের পরিণতি স্বভাবতঃ যাহা হইয়া থাকে দীর্ঘকাল পরে তাহাদের বেলায়ও তাহাই ঘটিল ; তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা মা'বুদ-বরহক, আল্লাহ তায়ালাকে ভুলিয়া তাঁহার নাফরমান হইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবীগণের আদর্শের পরিপন্থী জীবন ধারায় পরিচালিত হইল। ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার গজব নামিয়া আসিল।

"মা-রেব"স্থিত যেই বাঁধের উপর তাহাদের সমুদয় ভোগ-বিলাস ও উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল, সম্ভবতঃ ৫৪২ খৃষ্টাব্দে বড় বড় পাহাড়িয়া ইঁদুর ১৩০০ বৎসরের সেই প্রাচীন বাঁধে ছিদ্র করিয়া দিল। পানির প্রবল চাপে মুহূর্ত্ত মধ্যে ছোট ছোট ছিদ্র বিরাট ফাটলে পরিণত হইল এবং বাঁধ ধ্বংস হইয়া গেল।

১৩০০ বৎসরের জমা পানি হঠাৎ দেশের উপর চড়াও করিয়া সমগ্র দেশকে গ্রাস করিয়া ফেলিল—কোথায় সেই সুরম্য অট্টালিকা সমূহ আর কোথায় সেই বেহেশতরূপ বাগ-বাগিচা সমূহ ? দীর্ঘ ১৩০০ বৎসর পার্বত্যাঞ্চলে আবদ্ধ পানির মধ্যে স্বভাবতঃ বা উপস্থিত আল্লাহ তায়ালার গজবের লীলা স্বরূপ সেই পানির মধ্যে এক প্রকার তেজস্ক্রিয়াও ছিল যদ্দরুন অতি সহজেই প্লাবিত সব কিছু নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। দেশবাসীর মধ্যে যাহারা দৌড়িয়া বা কোন আশ্রয়ে জান বাঁচাইল তাহারাও চিরতরে তাহাদের ভোগ-বিলাস হইতে বঞ্চিত হইল এবং বিভিন্ন দেশে পথের ভিখারীরূপে শরণার্থী হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

অতঃপর পানি কমিয়া গেল, কিন্তু সেই "মারেব" অঞ্চল বেহেশতরূপী বাগ-বাগিচার চিহ্নও আর দেখিতে পাইল না। চরা মরুভূমিতে পরিণত হইয়া গেল। কুল-কাঁটার ঝোপ, বাবলা কাঁটার গাছ ও বিশ্রী বিস্বাদ তিক্ত ফলধারী নানাপ্রকার জংলা গাছপালা ব্যতীত অন্য সব কিছুর নাম-নিশান তথা হইতে মুছিয়া গেল।

দীর্ঘ ১৩০০ বৎসরের প্রাচীন বাঁধটি ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে বাহ্যিক কার্য্য-কারণ যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, মূলতঃ উহার ধ্বংস যে আল্লাহ তায়ালার গজব স্বরূপ হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে—

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ
آيَةٌ - جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ -
كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا
لَهُ - بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ *

"ছাবা" জাতির জন্য তাহাদের আবাস ভূমিতে (আল্লার শোকর-গুজারীর কর্ত্তব্য বহনের) নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। তাহাদের সড়ক সমূহের উভয় পার্শ্ব ফল-ফুলের বাগ-বাগিচাপূর্ণ ছিল। (এত এত নেয়ামতের সমাবেশ তাহাদিগকে বুঝাইতেছিল,) স্বীয় প্রভু প্রদত্ত নেয়ামত ভোগ কর আর তাঁহার শোকরগুজারী কর। একদিকে সুখ শান্তির দেশ (অভাব-অনটন মুক্ত,) অপর দিকে প্রভু অতি ক্ষমাশীল; (কর্ত্তব্য আদায়ে সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দিবেন।)

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ

তাহারা কর্ত্তব্য পালন করিল না, ফলে আমি তাহাদের উপর বাঁধ-ভাঙ্গা

الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ
ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ
مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ *
ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا
وَهَلْ نُجٰزِيْ اِلَّا الْكَفُوْرَ *
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى
الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً
وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ - سِيْرُوْا فِيْهَا
لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ * فَقَالُوْا
رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْا
اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ
وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ - اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ *

প্লাবন আনিয়া দিলাম এবং দেশের উভয় পার্শ্বের বাগ-বাগিচা ধ্বংস করিয়া উহার স্থলে উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন বিশ্রী, বিস্বাদ জংলা ফল, বাবলা কাঁটা ও সামান্য কুল গাছের জঙ্গল সৃষ্টি করিয়া দিলাম।

এই প্রতিফল তাহাদেরই কুফরী ও নাফরমানীর দরুন তাহাদেরে দিয়াছিলাম। একমাত্র নাফরমান জাতিকেই আমি এইরূপ প্রতিফল দিয়া থাকি।

(তাহাদের সুখের আরও ব্যবস্থা ছিল—) তাহাদের দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ উন্নত দেশ (তাহাদের বাণিজ্য স্থল "সিরিয়া" বা "মছকট") পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পথের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে স্থানে বস্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম এবং পথিকদের সুযোগ সুবিধার পরিমাপ লক্ষ্য রাখিয়া উহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম যেন তাহারা দিবারাত্র নির্ভয়ে শান্তির সহিত ভ্রমণ করিতে পারে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হইত, তাহারা যেন এইসব সুযোগ-সুবিধা ও সুখ শান্তিকে কষ্ট-ক্লেশ ও দুঃখ-যাতনায় পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে চায়—তাহারা (আমার নাফরমান সাজিয়া) নিজেদের ক্ষতি সাধন করিল। ফলে আমি তাহাদেরকে কিচ্ছা-কাহিনীতে পরিণত করিয়া দিলাম এবং সেই দেশকে ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলাম। নিশ্চয় এই ঘটনায় বহু উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে ধৈর্য্যশীল কৃতজ্ঞ লোকদের জন্য। (ছুরা ছাবা—২২ পাঃ ৮ রুঃ)

হযরত ছোলায়মানের দুইটি বিশেষ ঘটনা ঃ

প্রথম ঘটনা ঃ—আল্লাহ তায়ালার দ্বীন প্রচার এবং দ্বীনের জন্য জেহাদের উদ্দেশ্যে ছোলায়মান (আঃ) বহু সংখ্যক ঘোড়া পুষিতেন। একদা বৈকাল বেলা তিনি ঐ ঘোড়াগুলি পরিদর্শনে গেলেন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ সময়টি কোন এক ফরজ এবাদতের সময় ছিল, (যেরূপ আমাদের জন্য ঐ সময়টি আছর নামাযের সময়।) ছোলায়মান (আঃ) ঘোড়া পরিদর্শনে এত অধিক মগ্ন রহিলেন যে, ঐ এবাদৎ আদায়ের কথা ভুলিয়া গেলেন; তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেও কেহ সাহস করিল না; এদিকে সূর্য্য অস্তমিত হইয়া গেল।

অতঃপর হঠাৎ হযরত ছোলায়মানের চৈতন্য আসিল, কিন্তু তখন সেই এবাদৎ আদায়ের সময় নাই। ইহাতে ছোলায়মান (আঃ) ভীষণ অনুতপ্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত ঘোড়াগুলি আল্লার নামে জবেহ করিয়া ফকির মিছকিনদেরে দান করিয়া দিলেন। তাঁহার শরীয়তে ঘোড়ার গোশত হালাল ছিল। আমাদের মধ্যেও হানফী মজহাব ভিন্ন অন্য ইমামদের মতে ঘোড়ার গোশত হালাল।

আল্লাহ তায়ালার খাঁটী পেয়ারা বন্দাদের একটি সাধারণ রীতি যে, দুনিয়ার যে কোন বস্তু স্বীয় মাবুদকে ভুলাইয়া দেয় সেই বস্তুকেই মা'বুদের নামে খরচ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করিলে নফছ ও শয়তান সংযত হইয়া চলিতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ—বাতাস, জ্বিন ইত্যাদি আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক হযরত ছোলায়মানের অধীনস্থ করার পূর্ব্বে একদা আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদের ব্যাপারে কোন প্রকার অবহেলার দরুন ছোলায়মান (আঃ) স্বীয় সৈন্য-সামন্তের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদের ব্যাপারে অবহেলাকে বরদাশত করিতে না পারিয়া সৈন্যগণের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ পূর্ব্বক নিজস্ব লোক-জন দ্বারা সৈন্য বাহিনী গঠনে সচেষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা কল্পে প্রথম ধাপে তিনি বলিলেন, আমি আজ আমার সত্তর জন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করিব যেন তাহাদের গর্ভে সত্তর জন মোজাহেদ সৈনিক জন্ম লাভ করে।

এস্থলে হযরত ছোলায়মানের একটু ত্রুটি হইল যে, তাঁহার সঙ্গমে সত্তরটি ছেলে সন্তান জন্ম লাভ করিবে—কথাটি তিনি নির্দ্ধারিতরূপে বলিলেন; অথচ ইহা নিছক আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর ন্যাস্ত। সুতরাং কথাটি আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভর করিয়া বলা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি উপস্থিত তাহা ভুলিয়া গেলেন, এমন কি তাঁহার সঙ্গী নেক পরামর্শ দাতা ফেরেশতা তাঁহাকে এসম্পর্কে চৈতন্য

করিলেন, কিন্তু ক্ষোভ ও ক্রোধের সময় উহার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য হইল না। হযরত ছোলায়মানকে এই ত্রুটির ফল ভোগ করিতে হইল—সত্তর জন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম হইল, কিন্তু তন্মধ্যে শুধু মাত্র একজন গর্ভবতী হইলেন, অধিকন্তু তাঁহার গর্ভে একটি অপূর্ণাঙ্গ শিশু জন্ম নিল। ধাত্রী ঐ সন্তানটিকে নিয়া হযরত ছোলায়মানের তখতের উপর তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিল।

এতদ্দৃষ্টে হযরত ছোলায়মান পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভর করা ব্যতিরেকে কথা বলার পরিণামে আমার ভাগ্যে এই ঘটিয়াছে; তৎক্ষণাৎ হযরত ছোলায়মান অষ্টাঙ্গে আল্লাহ তায়ালার দরবারে নত হইলেন।

অতঃপর ছোলায়মান (আঃ) আল্লার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করিতে অপ্রতিহত শক্তি স্বরূপ এমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দরখাস্ত আল্লার দরবারে পেশ করিলেন যাহা সর্বোপরি ও সর্বোচ্চ হয়; কোন শক্তি যেন তাঁহার উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে না পারে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দরখাস্ত আশাতীতরূপে মঞ্জুর করিলেন এবং বাতাস জ্বিন ইত্যাদি শক্তি সমূহকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিলেন।

নবিগণ মানুষ জাতির অন্তর্গতই হইয়া থাকেন, সুতরাং মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব ভুল-চুক, ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁহাদের দ্বারাও সংঘটিত হইয়া থাকে। নবী ও নবীর পথ অবলম্বনকারী নেককারগণ ভুল-ত্রুটিতে পতিত হন বটে, কিন্তু অতি সামান্য তাম্বিহ্ ও ইঙ্গিতের দ্বারাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সতর্ক হইয়া যান, তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া যায়, তাঁহারা নিজের সংশোধন করিয়া নেন এবং নূতনভাবে পূর্ণরূপে প্রভুপানে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পক্ষান্তরে যাহারা শয়তানের দলের সাথী তাহাদের অবস্থা হয় উহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহারা বিনা দ্বিধায় গোনাহের ও আল্লাহ-দ্রোহিতার পথ বহিয়া যাইতে থাকে, তাহারা অপর পথের দিকে তাকায়ও না। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের একটি বিবরণ বিশেষ আকর্ষণীয়—

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ * وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ *

অর্থ—খোদাভীরু লোকদের স্বভাব এই যে, শয়তানের কারসাজির কোন প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব তাঁহাদের উপর প্রবর্ত্তিত হইলে তাঁহারা হুসিয়ার হইয়া যান, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে চেতনাবোধ আসিয়া যায়। পক্ষান্তরে যাহারা শয়তানের

পথের পথিক, শয়তান তাহাদিগকে বিপথে পরিচালিত করিতে থাকে এবং তাহারাও বিনা দ্বিধায় সেই পথ বহিয়াই অগ্রসর হইতে থাকে ঐ পথ ত্যাগ করিতে মোটেও সচেষ্ট হয় না। (ছুরা আ'রাফ—৯ পাঃ ১৪ রুঃ)

সারকথা এই যে, ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হওয়া মানুষের পক্ষে একটা স্বাভাবিক বিষয়। ভাল মন্দ উভয় দলের পক্ষেই উহা সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু ভাল মন্দের পার্থক্য হয় দ্বিতীয় ধাপে। নেককার লোকগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকার দরুন প্রথমতঃ ভুলটা সহজেই ধরা পড়ে, দ্বিতীয়তঃ ভুল ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার সংশোধনে পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। আর বদকার লোকগণ গাফলত ও অসতর্কভাবে জীবন যাপন করিয়া থাকে, সুতরাং ভুলটা তাহাদের চোখে ধরা পড়ে না, ধরা পড়িলেও অনেক বিলম্বে, তদুপরি ভুল ধরা পড়ার পরেও তাহারা দেখিয়া না দেখার ভাবে অচৈতন্যরূপে ঐ ভুলের উপরই চলিয়া থাকে।

এই দ্বিতীয় অবস্থা মানুষের জন্য ধ্বংসকারী। বোখারী শরীফেরই হাদীছে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ(রাঃ) বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করিলে (সে অতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়—) সে যেন একটি পাহাড়ের নীচে আছে এবং পাহাড়টি যে কোন মুহূর্ত্তে ধ্বসিয়া পড়ার আশঙ্কা করিতেছে। পক্ষান্তরে বদকার ব্যক্তি গোনাহ্ করিয়া গোনাহ্কে অতি হাল্কা মনে করে, উহা যেন একটি মাছি নাকের সম্মুখে উড়িতেছে, উহাকে সে হাতের ইশারা দিয়া খেদাইয়া দিতে সক্ষম।

গোনাহ করিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়া তথা তওবা-এস্তেগফারের সহিত প্রভুপানে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ প্রভুকে রাজি করিতে সচেষ্ট হওয়া—ইহাই হইল খাঁটী মোমেনের কাজ এবং ইহার দ্বারা অধিক নৈকট্য লাভ হয়। হাদীছ—

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

"মানুষ মাত্রই খাতা-কছুর, ত্রুটি-বিচ্যুতি করিয়া থাকে, যাহারা সঙ্গে সঙ্গে তওবা করতঃ প্রভুপানে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহারাই হইল উত্তম।" (তিরমিজী শঃ)

হযরত ছোলায়মান (আঃ) উল্লেখিত উভয় ঘটনার মধ্যেই এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে ঘটনা দুইটির বিবরণ এই—

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ - نِعْمَ

আমি দাউদের জন্য দান করিয়া ছিলাম ছোলায়মানকে। তিনি আমার

উত্তম বন্দা ছিলেন, প্রভুপানে সদা নিমগ্ন থাকিতেন। (তাঁহার প্রভুভক্তির নমুনা—) একদা বৈকালে তাঁহার পরিদর্শনে একদল উত্তম ঘোড়া উপস্থিত করা হইয়াছিল (উহা পরিদর্শনে তখনকার এবাদতের কথা ভুলিয়া গেলেন।) অতঃপর (সচেতন হইয়া) অনুতাপ করিয়া বলিলেন, আমি আমার প্রভুর স্মরণ হইতে সরিয়া সম্পদের মায়া-মহব্বতে মগ্ন হইলাম, এমন কি (নির্দ্ধারিত এবাদতের সময় শেষ হইয়া) সূর্য্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে? এখনই ঐ ঘোড়াগুলি আমার নিকট পুনঃ উপস্থিত কর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি (আল্লার নামে কোরবানী করতঃ) ঘোড়াগুলির গলা ও পায়ের রগ কাটিতে লাগিলেন।

আরও এক ঘটনায় ছোলায়মানকে কর্ম্মফল ভোগের সম্মুখীন করিয়াছিলাম যে, তাঁহার সিংহাসনের উপর (তাঁহার সম্মুখে) একটি অকর্ম্মা অর্দ্ধাঙ্গ দেহ (ধাত্রীর মারফৎ) রাখিয়া দিয়াছিলাম (যদ্দ্বারা তাঁহার একটি কথা ব্যর্থ হইয়াছিল।) তারপর তিনি স্বীয় প্রভু-ভক্তির কর্ত্তব্য আদায় করিয়াছিলেন। তিনি দরখাস্ত করিয়াছিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং (আপনার দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আমাকে অপ্রতিহত রাজকীয় শক্তি দান করুন, যাহা আমি ভিন্ন কাহারও

الْعَبْدُ - إِنَّهُ أَوَّابٌ ط إِذْ عُرِضَ
عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِنَتُ الْجِيَادُ لا
فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ
عَنْ ذِكْرِ رَبِّي - حَتَّى تَوَارَتْ
بِالْحِجَابِ * رُدُّوهَا عَلَيَّ - فَطَفِقَ
مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ * وَلَقَدْ
فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ
جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ * قَالَ رَبِّ
اغْفِرْلِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي
لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي - إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ * فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ
تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ
أَصَابَ لا وَالشَّيٰطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ
وَّغَوَّاصٍ لا وَّآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ
فِي الْأَصْفَادِ * هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ

أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ - وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ *

জন্য লাভ না হয়; আপনি একমাত্র দাতা। ফলে আমি বাতাসকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিলাম; বাতাস তাঁহার আদেশে (তাহাকে বহন করিয়া) তাঁহার গন্তব্যস্থান পর্য্যন্ত আরামদায়করূপে চলিত। আরও—জ্বিন জাতিকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিয়াছিলাম যাহারা সব রকম কঠিন নির্ম্মাণ কার্য্য এবং (মণি-মুক্তা আহরণে) ডুবরীর কাজ করিত। কার্য্যে অবহেলাকারী শাস্তি ভোগে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিত। আমি আল্লাহ ছোলায়মানকে বলিয়াছিলাম, আমার এইসব নেয়ামত তোমার জন্য; তুমি অন্যকেও দান কর বা একা নিজেই বে-হিসাব ভোগ কর। হে বিশ্ববাসী! নিশ্চয় ছোলায়মানের জন্য আমার বিশেষ নৈকট্য এবং অতি উত্তম পরিণাম নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

১৬৫০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, হযরত দাউদের পুত্র ছোলায়মান একদা ঘোষণা করিলেন, (আল্লার দ্বীনের জেহাদ উদ্দেশ্যে নিজস্ব বাহিনী গঠন প্রচেষ্টায়) আমি আজ একই রাত্রে স্বীয় নব্বইজন* স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিব এই নিয়্যতে যে, প্রত্যেকের গর্ভে যেন এক একজন বীর মোজাহেদ জন্ম লাভ করে যে আল্লার রাস্তায় জেহাদ করিবে। সঙ্গী ফেরেশতা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভর ও ভরসা স্থাপন বোধক বাক্য "ইন্‌শাআল্লাহ" বলুন। কিন্তু তখন সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য হইল না; পরিণামে এই হইল যে, তিনি স্ত্রীগণের সহিত সঙ্গম করিলেন, কিন্তু কোন স্ত্রীই গর্ভধারণ করিল না, শুধুমাত্র একজন স্ত্রী অপূর্ণাঙ্গ একটি সন্তান গর্ভে ধারণ করিল।

অতঃপর নবী (দঃ) বলিলেন, ছোলায়মান যদি তখন "ইন্‌শাআল্লাহ" বলিতেন, তবে অবশ্যই নব্বইজন স্ত্রীর গর্ভে নব্বইজন বীর মোজাহেদ জন্ম লাভ করিত এবং তাহারা আল্লার রাস্তায় জেহাদ করিতে সক্ষম হইত।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালা বায়ু-বাতাস, দেও-জ্বিন ইত্যাদি মহাশক্তি সমূহকে তখনও হযরত ছোলায়মানের করতলগত করেন নাই—একদা তিনি আল্লার দ্বীনের জেহাদে সৈন্যদের মধ্যে শিথিলতা দেখিয়া দুঃখিত ও ক্ষিপ্ত হইলেন।

* পূর্ব্বে ৭০—সত্তর সংখ্যার উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু নব্বই সংখ্যার মতামতই অগ্রগণ্য।

প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য হইল—তাহার পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালার দ্বীনকে জারী করা ও জারী রাখার জন্য সর্ব্বপ্রথম নিজের যথাসর্ব্বস্ব এবং সর্ব্বাত্মক চেষ্টা তদবীর ব্যয় করা। এই হিসাবে ছোলায়মান (আঃ) সৈন্য বাহিনীর শৈথিল্য দৃষ্টে নিজ কর্ত্তব্য পালনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক নিজস্ব বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করিলেন। আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদ করার ব্যাপারে শৈথিল্য দৃষ্টে দুঃখে ও ক্ষোভে জর্জ্জরিত হযরত ছোলায়মান স্বীয় ঘোষণার মধ্যে আল্লার উপর ভরসা স্থাপন বোধক বাক্য "ইনশা আল্লাহ" বলিতে ভুলিয়া গেলেন। ব্যাপারটা অতি সামান্য ও স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন আল্লার রসুল; তাঁহার চুল পরিমাণ ত্রুটি আল্লার দরবারে পাহাড় তুল্য গণ্য হইল এবং আগামীর জন্য সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে ভুলের মাশুল ভোগের সম্মুখীন করিলেন—তাঁহার ঘোষণাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

ছোলায়মান (আঃ) স্বীয় ঘোষণার ব্যর্থতা দৃষ্টে নিজ ত্রুটি স্মরণ করিয়া আল্লার দরবারে সেজদায় পড়িলেন এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট অপ্রতিহত রাজশক্তি লাভের দরখাস্ত করিলেন; যেন আল্লার দ্বীন জারি করিতে কোন বাধা থাকিতে না পারে। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে সেইরূপ শক্তি দান করিলেন—দেও-জ্বিন, বাতাস প্রভৃতি মহাশক্তি সমূহকে তাঁহার করতলগত করিয়া দিলেন।

হযরত ছোলায়মানের মৃত্যুর এক আশ্চর্য্য ঘটনা :

ছোলায়মান (আঃ) বাইতুল-মোকাদ্দাছ মসজিদ পুনর্নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, এখনও নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয় নাই—এমতাবস্থায় হযরত ছোলায়মানের জন্য নির্দ্ধারিত মৃত্যু-সময় নিকটবর্ত্তী হইল এবং তিনি তাহা অবগত হইলেন। মসজিদ নির্ম্মাণে নিয়োজিত ছিল একদল জ্বিন, যাহারা সাধারণতঃ দুষ্ট ও দুর্দ্ধর্ষ হয়, কোন রকম জবরদস্তিমুলক ব্যবস্থা ছাড়া কাহারও কাবুতে থাকিয়া কাজ করিয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে অসহনীয়। এস্থলে হযরত ছোলায়মানের খোদা প্রদত্ত শক্তির প্রভাব তাহাদিগকে পদানত ও কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিল।

মসজিদ নির্ম্মিত হওয়ার পূর্ব্বেই যখন হযরত ছোলায়মান তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি আশঙ্কা করিলেন, এই অবস্থায় আমার মৃত্যু ঘটিলে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দুর্দ্ধর্ষ জ্বিনগণ কার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, মসজিদ নির্ম্মাণ অসম্পূর্ণ থাকিবে। এদিকে মৃত্যুর নির্দ্ধারিত সময় অনড় ও অটল, এক সেকেণ্ড এদিক ওদিক হইতে পারে না।

ছোলায়মান আলাইহেচ্ছালামের নীতি ছিল, তিনি নির্জ্জন কক্ষে একাধারে দীর্ঘ দিন আল্লার এবাদৎ ও ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, লোকদের মেলামেশা ত্যাগ করিয়া থাকিতেন, কিন্তু সকলের উপর তাঁহার যে, ভয়ানক প্রভাব ছিল উহার প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত কাজ কর্ম্ম সঠিকরূপে চলিত, কোন বিঘ্নের সৃষ্টি হইত না।

হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী আসিয়া গেলে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথার দ্বারা কাজ নেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাঁহার রীতি অনুযায়ী একটি নির্জ্জন কক্ষে এবাদতে ও আল্লার ধ্যানে মশগুল হইলেন। এইবার যেহেতু মৃত্যুর সম্মুখীন, তাই তিনি একটি লাঠির উপর এরূপ ভর করিয়া রহিলেন যেন মৃত্যু ঘটার পরও তাঁহার দেহ মাটিতে না পড়িয়া স্থির থাকে। নিজে এই ব্যবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক আল্লাহ তায়ালার দরবারেও দোয়া করিলেন যে, বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদের নির্ম্মাণ কার্য্য যেন পূর্ণরূপে সমাধা হয়।

নির্দ্ধারিত সময়ে হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু হইয়া গেল, কিন্তু তিনি নির্জ্জন কক্ষে এবাদতে মশগুল আছেন বলিয়াই সকলের ধারণা, তাই কেহ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাত হইতে পারিল না এবং সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে নিয়োজিত রহিল।

সমস্ত নবিগণেরই বিশেষত্ব যে, তাঁহাদের মৃত দেহের উপর কোন প্রকার আবর্ত্তন বিবর্ত্তন ঘটে না। তাই হযরত ছোলায়মানের দেহ অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় স্থির রহিয়া গেল। সকলেই তাঁহাকে পূর্ব্ব প্রচলিত রীতি অনুযায়ী জীবিত এবং এবাদৎ ও ধ্যানে মশগুল ভাবিয়া কাজ কর্ম্ম চালাইয়া যাইতে লাগিল। দুর্দ্ধর্ষ জিন যাহারা মসজিদ নির্ম্মাণে নিয়োজিত ছিল তাহারাও দিবারাত্র কার্য্য করিয়া যাইতেছিল। বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদ সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, এদিকে হযরত ছোলায়মানের লাঠি যাহার প্রতিরোধে তাঁহার মৃত দেহ স্থিতাবস্থায় ছিল—সেই লাঠিতে ঘুণ-পোকা লাগিয়া উহা খাইতে আরম্ভ করিল।

আল্লাহ তায়ালার কুদরত—ঐদিকে মসজিদের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইল, আর এদিকে ঘূণ-পোকার দরুন লাঠির প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেল; লাঠি ভাঙ্গিয়া হযরত ছোলায়মানের মৃত দেহ মাটিতে পড়িয়া গেল। লোকজন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু হইয়াছে এবং লাঠির উপর ঘুণ-পোকার ক্রিয়া-কার্য্যের অবস্থা দৃষ্টে সকলেই অনুভব করিল যে, অদ্য হইতে বহুদিন পূর্ব্বেই হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে কিন্তু আলেমুল-গায়েব আল্লাহ ভিন্ন কেহ তাঁহার মৃত্যু জ্ঞাত হইতে পারে নাই।

আল্লাহ তায়ালার কুদরতের এক একটা লীলার দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের সমাধা হইয়া যায়। এখানেও এই লীলার মাধ্যমে মসজিদ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া ছাড়াও একটি জটিল বিষয়ের মীমাংসা হইল। জ্বিনদের সম্পর্কে সাধারণ লোকদের এবং জ্বিনদের নিজেদেরও ধারণা, তাহারা গায়েবী খবরাখবর অবগত থাকে। আলোচ্য ঘটনায় এই অমূলক ধারণার অসাড়তা প্রমাণিত হইল। জ্বিনগণ যদি গায়েবী খবর অবগতই থাকিত, তবে তাহাদের চোখের সম্মুখে হযরত ছোলায়মানের মৃত্যুর ঘটনা গোপন থাকিতে পারিত না এবং তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হযরত ছোলায়মানের দরুন তাহারা যে সব কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত ছিল সেই সব পরিশ্রমে তাহারা কিছুতেই নিয়োজিত থাকিত না। উল্লেখিত বিষয়াবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই—

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖ اِلَّا دَابَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ - فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ *

আমি নির্দ্ধারিত সময়ে ছোলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম (এমন সুকৌশলে যে, তাঁহার মৃত্যু কাহারও অনুভূতই হইল না) একমাত্র ঘুণ পোকাই তাঁহার লাঠি খাইয়া তাহাদিগকে তাঁহার মৃত্যু অবগত করিল। (ঘুণ-পোকার লাঠি খাওয়ায়) যখন তিনি পড়িয়া গেলেন তখন (কার্য্যে নিয়োজিত) জ্বিনগণ (তাঁহার সম্পর্কে অবগত হইল যে, তিনি ত বহুদিন পূর্ব্বেই মারা গিয়াছেন এবং) বুঝিতে পারিল যে, যদি তাহারা গায়েবের খবর জানিত তবে এতদিন এই কষ্টদায়ক পরিশ্রমে তাহাদের আবদ্ধ থাকিতে হইত না।

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ—মৃত্যু যে নির্দ্ধারিত সময় হইতে একটুও টলে না উল্লেখিত ঘটনার মধ্যে উহারই একটি বিশেষ নজীর দেখান হইয়াছে। ছোলায়মান আলাইহেচ্ছালামের ন্যায় ব্যক্তি যিনি একদিকে ছিলেন বিশিষ্ট নবী অন্য দিকে বিশ্ব-অধিপতি যাঁহার ক্ষমতা ও শক্তি ছিল অসাধারণ। সেই ছোলায়মান (আঃ) শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুকে উহার নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে হঠাইতে পারিলেন না। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা অটল অনড়। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ - اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً ......

"প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর সময় নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, সেই সময় উপস্থিত হইলে একটুও আগ-পাছ করার ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না।" (১১ পাঃ ১০ রুঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—হযরত ছোলায়মান আলাইহেচ্ছালামের যে অতুলনীয় ও অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন রাজত্ব হাসিল ছিল তাহার এক মাত্র সূত্র ছিল সর্ব্ব-শক্তিমান আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দান। যাহার বিবরণ পুর্ব্বালোচিত পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহের অনেক স্থানে উল্লেখ রহিয়াছে।

ইহুদিদের মধ্যে এই সম্পর্কে একটা মিথ্যা ভিত্তিহীন ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, হযরত ছোলায়মান (আঃ) যাদু বিদ্যার সাহায্যে এই অসাধারণ শক্তি সামর্থ্য ও রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই ধারণা ও বিশ্বাস ইহুদিদের মধ্যে অতি পরিপক্ক ও ব্যাপকভাবে ছড়াইয়াছিল, এমনকি ইহারই ফলে তাহারা নিজেদের ধর্ম্মীয় কেতাব আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক প্রেরিত আসমানী কেতাবকে পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া যাদু বিদ্যা শিক্ষায় লিপ্ত হইয়া ছিল।

পবিত্র কোরআনের ১ম পাঃ ১২ রুকুর সুদীর্ঘ বিবরণে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা উক্ত ধারণার অসাড়তা ঘোষণা করিয়াছেন এবং স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, যাদু যাহা কুফুরী কাজ উহার সঙ্গে হযরত ছোলায়মানের কোনই সংশ্রব ছিল না।

দুনিয়া পরীক্ষার স্থল—ভাল এবং মন্দ, হালাল এবং হারাম, ঈমানের জিনিস, কুফরের জিনিস উভয়কেই সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা এই পরীক্ষার স্থানে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা ভাল তাহারা ভালকে অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হয়, পক্ষান্তরে যাহারা মন্দ তাহারা মন্দকে অবলম্বন করিয়া জাহান্নামের খোরাক হয়।

হক ও সত্যকে বাছিয়া লইয়া উহাকে গ্রহণ ও অবলম্বন করার পরীক্ষাকল্পে আল্লাহ তায়ালা যাদু বিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছেন। শয়তানরা মানব জাতিকে হক ও সত্য পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যে মানবকে ঐ যাদুর প্রতি আকৃষ্ট করে।

হযরত ছোলায়মানের আমলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ লাভের জন্য শয়তান ঐ যাদু বিদ্যার বিশেষ প্রচার ও চর্চ্চা করিতে থাকে ; এমনকি শয়তানের দলবলরা বই পুস্তক আকারে যাদুবিদ্যা প্রচার করিতে থাকে। হযরত ছোলায়মান যথারীতি এই শয়তানী কার্য্যেরও প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, হযরত ছোলায়মান যাদু বিদ্যার সমস্ত বই পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিয়া যথাসাধ্য ঐ সবকে সংগ্রহ করতঃ সমস্ত বই পুস্তকগুলিকে স্বীয় কক্ষে সিংহাসনের নীচে মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন কেহ উহাকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে

সাহসীই না হয়। কিন্তু হযরত ছোলায়মানের মৃত্যুর পর জ্বিন-শয়তানের দলেরা ব্যাপক প্রচার চালাইল যে, হযরত ছোলায়মানের অসাধারণ রাজত্ব একমাত্র যাদু বিদ্যার সাহায্যেই ছিল। এমনকি লুক্কায়িত বই-পুস্তকগুলির অবশিষ্টাংশও বাহির করিয়া লোকদের মধ্যে মিথ্যা প্রচারণা চালাইল যে, এই দেখ ছোলায়মানের সিংহাসনের নীচে তিলিস্‌মতি যাদুর বই-পুস্তক রহিয়াছে, যাহার বলে তিনি জ্বিন-পরী, দেও-ভূত, পশু-পক্ষী ও বাতাস ইত্যাদিকে করতলগত করিয়াছিলেন।

জ্বিন ও শয়তানদের এই মিথ্যা প্রচারণা এবং হারাম ও কুফরী যাদুবিদ্যা বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে বিশেষ ব্যবস্থাও প্রেরিত হইয়াছিল যাহা হারুত ও মারুতের ঘটনা রূপে পবিত্র কোরআনে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু দুনিয়া পরীক্ষার স্থল—এক শ্রেণীর লোক সব কিছুকে উপেক্ষা করিয়া জ্বিন ও শয়তানের প্রচারণার উপরই বিশ্বাসী রহিল এবং যাদুবিদ্যার পিছনে পড়িয়া রহিল। ইহাই হইল মূল সূত্র ইহুদীদের এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণার যে, ছোলায়মান (আঃ) যাদু জানিতেন যাহার সাহায্যে তিনি তাঁহার সবকিছু হাসিল করিয়াছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা এই মিথ্যা ও গর্হিত ধারণার বিরুদ্ধেই পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত বিবৃতির মধ্যে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়াছেন—

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ *

কুফরী কাজ (যাদুবিদ্যাকে) ছোলায়মান কখনও (অবলম্বন) করেন নাই, বস্তুতঃ শয়তানরাই ঐ কুফরী (—যাদুবিদ্যার) কাজ করিয়াছিল; তাহারাই লোকদিগকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকিত।" (১ম পারা ১২ রুঃ)

হযরত লোকমান

পবিত্র কোরআনে "ছুরা লোকমান" নামে একটি ছুরা আছে এবং সেই ছুরার মধ্যে "লোকমান" নামীয় এক ব্যক্তির স্বীয় পুত্রকে প্রদত্ত কতিপয় মহৎ সদুপদেশ বিশ্ব মানবের জন্য বিশেষ নজির স্বরূপ উল্লেখ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সুজ্ঞানী সুপণ্ডিত হিসাবে "লোকমান হাকীম" নাম সচরাচর সাধারণ্যেও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তিনি যে, একজন অতি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন তাহাও সর্ব্ববিদিত; এমনকি তাঁহার সদুপদেশাবলী সম্বলিত "صد پند لقمان—ছদপান্দ লোকমান" অর্থাৎ লোকমানের এক শত উপদেশ নামে পুস্তিকাটি সাধারণ্যে প্রচলিত আছে।

এতগুলি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নাম হিসাবে এই নামের তাহ্কীক এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

কাহারও মত এই যে, হযরত লোকমান স্বীয় যুগের নবী বা পয়গাম্বর ছিলেন, কিন্তু এই মতামত অতি দুর্ব্বল; ইহার উপর কোন প্রমাণ নাই। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও আলেমের মত এই যে, "লোকমান" নবী ও পয়গাম্বর ছিলেন না; তিনি একজন খোদাভক্ত পরহেজগার বড় বুজুর্গ মহান ও মহৎ ব্যক্তি ছিলেন।

লোকমান নামের অনেক লোকই ভূপৃষ্ঠে আসিয়াছে এবং তাহাদের মধ্য হইতে একাধিক ব্যক্তি এমনও হইয়াছিলেন যাহারা পবিত্র কোরআনের অবতীর্ণ স্থল আরবে এবং বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুইজন। একজন ছিলেন খৃষ্ট পূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হযরত হুদ আলাইহে-চ্ছালাম পয়গাম্বরের বংশধর আ'দ জাতির মধ্যে; তিনি ছিলেন একজন অতি মহৎ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। দ্বিতীয় জনও অতি মহৎ সুজ্ঞানী ও সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি ছিলেন আফ্রিকান বংশধর এবং ক্রীতদাস রূপে আরবে উপনীত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে তিনি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কাহারও মতে তিনি খৃষ্ট পূর্ব্ব ১০ম শতাব্দীর পয়গাম্বর হযরত দাউদের যুগে কাজী তথা প্রধান বিচারপতির পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। (কাছাছোল কোরআন ২—৩৮)

আমাদের আলোচ্য এবং পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত "লোকমান কে ছিলেন সে সম্পর্কে উল্লেখিত দুইজন সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাহারও মতে দ্বিতীয় জন, কিন্তু অগ্রগণ্য মত ইহাই যে, প্রথোমোক্ত লোকমানই পবিত্র কোরআনে আলোচিত লোকমান এবং তিনিই "লোকমান হাকীম" নামে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত লোকমান হাকীমের আলোচনা নিম্নরূপ—

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ـ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ـ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ *

নিশ্চয় আমি লোকমানকে সৎ, সূক্ষ্ম ও পরিপক্ক জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। তাহাকে আদেশ করিলাম, (আমার এই বৃহৎ দানের কৃতজ্ঞতায় তুমি) আল্লার শোকরগুজারী আদায় কর। (ইহা বাস্তব কথা,) যে কেহ আল্লাহ তায়ালার শোকর-গোজারী করিবে সে বস্তুতঃ নিজের উপকারার্থেই

শোকরগোজারী করিবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ কুফরী করে (তবে সে নিজেরই ক্ষতি করিবে,) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অপ্রত্যাশী, স্বয়ং প্রশংসিত।

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ
يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ * وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ
بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى
وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ
اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ - اِلَىَّ
الْمَصِيْرُ * وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى
اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ
عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى
الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا - وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ
اَنَابَ اِلَىَّ - ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ
فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ *

(লোকমানের পরিপক্ক জ্ঞানের পরিচয় হয়—) যখন লোকমান তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দানে বলিয়াছিলেন,) (১) হে বৎস! আল্লার সঙ্গে শরীক ঠাওরাইও না; নিশ্চয় শেরেকী কাজ বড় অন্যায় মহাপাপ। (আল্লাহ বলেন, সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লার হকের ন্যায়) আমি মানুষকে তাহার (জন্মদাতা) মাতা-পিতার হক আদায় করিতেও বিশেষ তাকীদ করিয়াছি। তাহার মাতা তাহার জন্য কতই না কষ্ট করিয়াছে! মাতা তাহাকে পেটে রাখিয়া তাহার বোঝা বহন করিয়াছে—দিন দিন দুর্ব্বলতার উপর দুর্ব্বলতার মধ্যে। তারপর কোলে-কাঁধে রাখিয়া দুগ্ধ পান করাইয়াছে; দুগ্ধ ছাড়াইতেও দুই বৎসর কাটিয়াছে। সুতরাং আমি মানুষকে আদেশ করিয়াছি, আমার শোকর আদায় কর এবং তোমার মাতা-পিতার শোকর আদায় কর; (আদেশ লঙ্ঘন করিও না) আমার নিকট ফিরিয়া আসিতেই হইবে। অবশ্য যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে বাধ্য করে আমার সঙ্গে কাহাকেও শরীক করার, যাহা প্রমাণহীন ও জ্ঞানহীনতার কথা তবে তাহাদের কথা মানিবে না। হাঁ—দুনিয়াতে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি বজায় রাখিবে। (আখেরাতের ব্যাপারে) আমার প্রতি ধাবমান লোকেরই অনুসরণ করিবে (দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী) অতঃপর তোমাদিগকে আমার

প্রতি ফিরিয়া আসিতেই হইবে ; তখন আমি তোমাদেরে তোমাদের কার্য্যকলাপের হিসাব দেখাইব এবং কর্ম্মফল প্রদান করিব।

(২) হে বৎস! মানুষের সমুদয় কার্য্যাবলীই আল্লাহ তায়ালা জ্ঞাত থাকেন, এমনকি মানুষের কোন খাছলত যদি সরিষা পরিমাণ সূক্ষ্মও হয় এবং উহা কোন পাথরের (তথা কোন Strong Room-এর) ভিতর প্রকাশ পায়, কিম্বা সপ্ত আকাশের কোন নিভৃত কোণে বা ভূগর্ভের অন্ধকারে প্রকাশ পায় (আল্লার নিকট উহারও হিসাব থাকিবে ; কেয়ামতের দিন) তিনি উহা উপস্থিত করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মজ্ঞানী এবং সর্ব্বজ্ঞ।

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ - إِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ *

(৩) হে বৎস! নামাযকে পূর্ণাঙ্গে অতি উত্তম রূপে আদায় ও প্রতিষ্ঠিত কর, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ কর এবং (এই পথে) যত রকমের বিপদাপদ তোমার উপর আসে উহার উপর ধৈর্য্যধারণ কর ; নিশ্চয় ইহা হইতেছে প্রকৃত সাহসিকতার কাজ।

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ - إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ *

(৪—৫) গর্ব্ব ও অহঙ্কারে মাতিয়া লোকদের হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিওনা এবং জমিনের উপর দাপট ও দর্পের সহিত চলিও না ; (এইসব অহঙ্কারের নিশান।) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কোন অহঙ্কারী গর্ব্বকারীকেই পছন্দ করেন না।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا - إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ *

(৬—৭) আর পথ চলাকালে (বাচালতার পরিচায়ক ছুটাছুটি বা

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ

مِنْ صَوْتِكَ - اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ *

(ছুরা লোকমান—২১ পাঃ ১১ রুঃ)

গর্ব্ব ও অহঙ্কারের পরিচায়ক ক্ষীণ গতির) মধ্যবর্ত্তী চলন অবলম্বন কর এবং কথা বলাকালে কোমল স্বরে কথা বলিও; (চেঁচাইও না।) গাধার আওয়াজ সর্ব্বাধিক ; ঘৃণিত আওয়াজ। (যেহেতু গাধা চেঁচাইয়া আওয়াজ করে।)

উক্ত আয়াতে জানা গেল, মহাজ্ঞানী লোকমান হাকীমের সুচিন্তিত অভিমত ছিল যে, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে শরীক করা অতি বড় মহাপাপ ও অন্যায়। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার এক উক্তিতে লোকমান হাকীমের সেই অভিমতের প্রতি ছাহাবীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

হাদীছটি এই— عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ "اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ" شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ اِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ اَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِاِبْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ *

অর্থ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন কোরআনের আয়াত এই মর্ম্মে নাজিল হইল যে, "যাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে এইরূপে যে, ঈমানকে অন্যায়ের সঙ্গে মিশ্রিত করে নাই, একমাত্র তাহারাই (দোযখ হইতে) মুক্তি পাইবে।"

তখন ছাহাবিগণ বিচলিত হইয়া পড়িলেন ; (এই ভাবিয়া যে, উক্ত আয়াতের মর্ম্মে কোন ব্যক্তি ঈমান আনার পর যে কোন অন্যায় তথা গোনাহ করিলে সে দোযখ হইতে মুক্তি পাইবে না—এই ভীতির দরুণ) তাঁহারা হযরতের দরবারে আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, অন্যায় করিয়া নিজের ক্ষতি না করে ? (সম্পূর্ণরূপে অন্যায় হইতে আমাদের কেহই বাঁচিয়া থাকে না, সুতরাং উক্ত আয়াতের মর্ম্মানুযায়ী আমাদের কেহই মুক্তি পাইবে না।)

হযরত (দঃ) তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, অন্যায়ের অর্থ যাহা তোমরা বুঝিয়াছ (যে, যে কোন রকমের অন্যায় ত্রুটি-গোনাহ্) তাহা নহে, বরং উক্ত আয়াতে "অন্যায়" বলিয়া একমাত্র শের্‌ককে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। (অতএব উক্ত আয়াতের মর্ম্ম এই যে, যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করিয়া শেরেকী কার্য্য করতঃ ঈমানের সঙ্গে শেরেককে মিশ্রিত করিবে সে মুক্তি পাইবে না।)

তোমরা কি লোকমানের উক্তি (পবিত্র কোরআন মারফৎ) শুন নাই ? তিনি স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দান করতঃ বলিয়াছিলেন, "হে বৎস! তুমি আল্লার সঙ্গে শরীক ঠাওরাইও না, নিশ্চয় শেরেক হইতেছে মহা অন্যায়।

ব্যাখ্যা—শেরেকী গোনাহ আল্লাহ তায়ালা মাফ করিবেন না বলিয়া পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে। শেরেক ভিন্ন অন্য গোনাহ নেক কাজের অছিলায় বা তওবার দ্বারা মাফ হইবে ; এ সম্পর্কে কোরআনের আয়াত এই—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

"নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ তাঁহার সঙ্গে শরীক করার গোনাহ মাফ করিবেন না, উহা ছাড়া অন্য গোনাহ যাহার জন্য আল্লাহ ইচ্ছা করিবেন মাফ করিবেন।"

আলোচ্য হাদীছখানার অনুবাদ প্রথম খণ্ডে ২৮ নম্বরে হইয়াছে।

হযরত যাকারিয়া (আঃ)

যাকারিয়া (আঃ) ঈসা আলাইহেচ্ছালামের সংলগ্ন জমানায়ই ছিলেন ; হযরত ঈসার মাতা "মরয়্যাম"কে যাকারিয়াই প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি মরয়্যামের খালু হইতেন, বাইতুল মোকাদ্দাছের ধর্ম্মীয় প্রধানও তিনিই ছিলেন।

হযরত যাকারিয়ার পিতার নাম সম্পর্কে এত মতভেদ রহিয়াছে যে, কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন। অবশ্য ইহা সর্ব্বস্বীকৃত যে, তিনি বনী-ইস্রায়ীল-দের মধ্যে হযরত দাউদ আলাইহেচ্ছালামের বংশধর ছিলেন। তিনি ছুতার বা মিস্ত্রি-কার্য্য করিয়া নিজ হস্তোপার্জ্জিত আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

প্রথম জীবনে হযরত যাকারিয়া নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সন্তান হয় নাই। সন্তান লাভের আকাঙ্খায় তিনি আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করিয়া

আসিতেছিলেন। তিনি মরয়্যামকে লালন পালন করিতেন, তিনি তাঁহাকে এক বিশেষ এবাদৎ-ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত যাকারিয়া যখনই মরয়্যামের নিকট আসিতেন তখনই তাঁহার নিকট তাজাতাজা ফল-ফলাদির সমাবেশ দেখিতেন। যেই মৌসুমে যে ফল পাওয়া যায় না সেই মৌসুমে সেই ফলই তাজা; টাটকা ও সদ্য আহরিত তাঁহার নিকট দেখিতে পাইতেন।

হযরত যাকারিয়া নিজে এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে সাধারণ নিয়ম দৃষ্টে সন্তান লাভের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। মরয়্যামের নিকট অমৌসুমী ফল-ফলাদির সমাবেশ দেখিয়া হযরত যাকারিয়ার অন্তরে নূতন আশার সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, মরয়্যামের জন্য আল্লাহ তায়ালা মৌসুমবিহীন ফল-ফলাদির সমাবেশ করিয়া যেরূপ সর্ব্বশক্তির বিকাশ সাধন করিয়াছেন তদ্রূপ আমাকেও বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দান করিতে পারেন। নূতন আশায় মাতিয়া হযরত যাকারিয়া নব উদ্যমে সন্তান লাভের দোয়ায় মনোনিবেশ করিলেন।

একদা তিনি স্বীয় বিশেষ এবাদৎ-ঘরে মশগুল ছিলেন, হঠাৎ একদল ফেরেশতা আসিয়া তাঁহাকে পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ দান করিলেন। সুসংবাদ শ্রবণে তিনি বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার স্ত্রী আরও অধিক বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। অবশেষে হযরত যাকারিয়া আল্লাহ তায়ালার এই বিশেষ নেয়ামত সন্তান হওয়ার আলামত ও নিদর্শন দৃষ্টে তিন দিনের জন্য দুনিয়ার সকল প্রকার সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একমাত্র আল্লাহ তায়ালার এবাদতে ব্রত হইলেন।

কাহারও প্রতি কোন সময় আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কোন নেয়ামত আসিলে সে ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশেষ অনুরক্তি প্রকাশ করা এবং তাঁহার এবাদৎ-বন্দেগীতে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করাই হইল আসল কর্ত্তব্য। হযরত যাকারিয়া (আঃ) সেই আদর্শই স্থাপন করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে—

স্মরণ কর যাকারিয়া নবীর ঘটনা— যখন তিনি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট নিবেদন করিলেন, হে পরওয়ার-দেগার! আমাকে নিঃসন্তান উত্তরাধি-কারী বিহীন রাখিও না, অবশ্য তুমিই সর্ব্বোত্তম উত্তরাধিকারী। (কিন্তু

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ
لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْوَارِثِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ -

বাহ্যিক উত্তরাধিকারী সন্তানের অভিপ্রায়ও স্বাভাবিক।) আমি তাঁহার আবেদন পূর্ণ করিলাম এবং তাঁহাকে "ইয়াহ্ইয়া" নামক পুত্র দান করিলাম। তাঁহার আকাঙ্খা পূরণে তাঁহার (বৃদ্ধা) স্ত্রীকে সন্তানোপযোগী করিয়া দিলাম। তাঁহারা সকলেই নেক কার্য্যে দ্রুতগামী ছিলেন এবং ভয় ও আশার মধ্যে আমার এবাদত-গুজারী করিতেন এবং আমার সম্মুখে সর্ব্বদা নত থাকিতেন।

وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهُ
زَوْجَهُ - اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ
فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا
وَرَهَبًا - وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ *

(ছুরা আম্বিয়া ১৭ পাঃ ৬ রুঃ)

[২]

মরয়্যামকে প্রতিপালনকালে যখনই যাকারিয়া মরয়্যামের নিকট তাহার কক্ষে যাইতেন তখনই তাহার নিকট (অমৌসুমী) ফল-ফলাদির সমাবেশ দেখিতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মরয়্যাম! এইসব তোমার জন্য কোথা হইতে আসে? মরয়্যাম বলিলেন এইসব আল্লার তরফ হইতে। নিশ্চয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন বে-হিসাব রিজিক দান করেন।

এই ক্ষেত্রে যাকারিয়া স্বীয় পরওয়ার-দেগারের নিকট আবেদনে বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার। (বাহ্যিক দৃষ্টিতে আশা নাই;) আপনি নিজ রহমত ভাণ্ডার হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান দান করুন। আপনিত দোয়াশ্রবণকারী।

অতঃপর তিনি এবাদৎ-ঘরে নামাজে দাঁড়াইলে একদল ফেরেশতা তাঁহাকে

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا
الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا -
قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا - قَالَتْ
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ
مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ -
قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً - اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ *

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ

يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ *
قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ - قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ * قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً - قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا - وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ *

ডাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ পাঠাইয়াছেন ইয়াহ্ইয়া নামক পুত্রের; যিনি আল্লার বিশেষ আদেশ-বলে জন্ম লাভকারী অন্য এক নবীর (তথা ঈসা নবীর) সত্যতার সাক্ষ্য বহন করিবেন, নেতৃত্ব লাভ করিবেন, বিশেষ সংযমী হইবেন এবং বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে গণ্য হইয়া নবুয়ত প্রাপ্ত হইবেন।

তখন যাকারিয়া বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার পুত্র কিরূপে হইবে অথচ আমি বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছিয়াছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা?

আল্লাহ বলিলেন, তোমরা যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থায়ই তোমরা পুত্র লাভ করিবে; আল্লাহ তায়ালা যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। যাকারিয়া বলিলেন, পরওয়ারদেগার! ঐ নেয়ামত লাভ নিকটবর্ত্তী হওয়ার কোন নিদর্শন আমাকে জানাইয়া দেন। আল্লাহ বলিলেন, তোমার জন্য নিদর্শন এই হইবে যে, লোকদের সঙ্গে তোমার কথা বলার শক্তি তিন দিন বন্ধ থাকিবে, শুধু কেবল ইশারা দ্বারা বুঝাইতে পারিবে। এই সময় তোমার প্রভুর জেকেরে মশগুল হইবে এবং সকাল-বিকাল সর্ব্বদা তাঁহার তছবীহ—পবিত্রতার গুণ গান মুখর থাকিবে। (ছুরা আল-এমরান—৩ পাঃ ১২ রুঃ)

[৩]

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ

পরওয়ারদেগার তাঁহার বিশিষ্ট বন্দা যাকারিয়াকে বিশেষ করুণা ও রহমত দান করিয়াছিলেন সেই আলোচনা

زَكَرِيَّا * إِذْ نَادٰى رَبَّهُ نِدَاءً
خَفِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ
مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ
أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا *
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ
وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا
فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي
وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ - وَاجْعَلْهُ
رَبِّ رَضِيًّا *

যথন যাকারিয়া স্বীয় পরওয়ারদেগারের দরবারে চুপে চুপে আবেদন জানাইলেন, প্রভু হে! (বার্দ্ধক্যে) আমার অস্থি পর্য্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং সমস্ত মাথায় সাদা আবরণ আসিয়া গিয়াছে। আর আমি কোন সময় তোমার নিকট দোয়া করিয়া অকৃতকার্য্য থাকি নাই।

আমার মৃত্যুর পরে আমার পরিজন সম্পর্কে আশঙ্কা হয়, (তাহারা দ্বীন হেফাজতে কোরবানী দিবে না। আশা-করি আমার ঔরষের সন্তান সেইরূপ হইবে না।) কিন্তু আমার স্ত্রী বন্ধ্যা (স্বাভাবিক স্তরে তাহার সন্তান হইবে না;) অতএব আপনার নিকট হইতে (অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত) একজন উত্তরাধিকী আমাকে দান করুন। আমার এবং ইয়াকুব-বংশের জ্ঞান-বিদ্যা ও বিশেষত্বের উত্তরাধিকারী হইতে পারে এবং প্রভু হ। আপনি তাহাকে নিজ সন্তুষ্টি ভাজনরূপে গড়িবেন।

يٰزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ
يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا *

(আল্লাহ বলিলেন,) হে যাকা-রিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ দান করিতেছি একটি পুত্র সন্তানের যাহার নাম "ইয়াহইয়া" হইবে; (বিশেষ বিশেষ গুণে) যাহার তুলনা আর হয় নাই।

قَالَ رَبِّ أَنّٰى يَكُونُ لِي غُلَامٌ

যাকারিয়া আরজ করিলেন, প্রভু হে! কিরূপে আমার ছেলে হইবে, আমার স্ত্রী ত বন্ধ্যা এবং আমিও

বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছি? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, উভয়ে এইরূপ থাকাবস্থায়ই সন্তান হইবে। পরওয়ারদেগার আরও বলিলেন, ইহা আমার জন্য সহজ; (লক্ষ্য কর না যে,) আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাকে পয়দা করিয়াছি, অথচ তোমার কোন অস্তিত্বই ছিল না। যাকারিয়া বলিলেন, প্রভু হে! (এত বড় নেয়ামতটি আগমনের একটা নিদর্শন) আমার জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিন। আল্লাহ বলিলেন, তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন লোক-দের সঙ্গে কথা বলিতে সক্ষম হইবে না, অথচ তুমি সম্পুর্ণ সুস্থ থাকিবে।

সেমতে একদা তিনি স্বীয় এবাদৎ ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং (তখন তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া সুসংবাদ বাস্তবায়িত হওয়া আসন্ন প্রতিপন্ন হইয়াছে।) সকলকে ইশারা দ্বারা বলি-লেন, তোমরা সকলে (শোকরগুজারী স্বরূপ) সকাল-বিকাল তছবীহ পড়।

وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ
بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا * قَالَ
كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ
وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ
شَيْئًا * قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً -
قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ
ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا *
فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ
الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ
سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا *

(ছুরা মর্‌য়্যাম—১৬ পাঃ ৪ রুঃ)

হযরত ইয়াহ্‌য়্যা (আঃ)

৯৮ বৎসর বয়সের বৃদ্ধা বন্ধ্যা মাতা এবং সর্ব্ব নিম্ন সংখ্যার অভিমত সূত্রে ৭৭ বৎসর আর সর্ব্বোচ্চ সংখ্যার অভিমত সূত্রে ১২০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ পিতার ঔরসে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে হযরত ইয়াহ্‌য়্যা জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। ইয়াহ্‌য়্যা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ) উভয়ে একই যমানার ছিলেন। এমনকি কাহারও মতে ত উভয়ের মাতৃগর্ভে স্থান লাভের সময় একই ছিল এবং কাহারও মতে মাত্র ছয় মাসের ব্যবধান ছিল। তাঁহাদের বয়সের ব্যবধানও ঐ ছয় মাসই ছিল, সর্ব্বোচ্চ সংখ্যার অভিমতেও বয়সের ব্যবধান মাত্র তিন বছরের ছিল।

মে'রাজ শরীফে রসুলুল্লাহ (দঃ) তৃতীয় আসমানে হযরত ইয়াহ্য়্যা ও হযরত ঈসার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসল্লামের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। জিব্রায়ীল (আঃ) কর্তৃক পরিচয় করাইবার পর হযরত (দঃ) তাঁহাদের উভয়কে ছালাম করিলে তাঁহারা সাদর সম্ভাষণে উত্তর দিলেন— مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح "মারহাবা —ধন্যবাদ উচ্চ মর্য্যাদাবান ভ্রাতা ও উচ্চ মর্য্যাদাবান নবীর প্রতি।"

উল্লেখিত মে'রাজের হাদীছে হযরত ইয়াহ্য়্যা ও ঈসা সম্পর্কে একটি মন্তব্য করা হইয়াছে যে, هما ابنا خالة তাঁহারা উভয়ে খালাত ভাই ছিলেন। ইহার দুই রকম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—কেহ কেহ বলিয়াছেন, হযরত ঈসার নানী "হান্নাহ্"র দুই কন্যা ছিল—"মরয়্যাম" ও "য়্যাশা"। য়্যাশার গর্ভে হযরত ইয়াহ্য়্যা এবং মরয়্যামের গর্ভে হযরত ঈসা জন্ম লাভ করেন, সুতরাং ইয়াহ্য়্যা ও ঈসা সাধারণ রূপেই পরস্পর খালাত ভাই হইলেন। কিন্তু অধিকাংশ মোহাদ্দেছ এবং ঐতিহাসিকের মতে হযরত ঈসার নানী "হান্নাহ্" সারা জীবন নিঃসন্তান থাকার পর বহু দোয়া-দরুদের অছিলায় তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে একমাত্র কন্যা "মরয়্যাম" দান করিয়াছিলেন, তাঁহার অপর কোন সন্তানই ছিল না। অবশ্য হযরত ইয়াহ্য়্যার মাতা "য়্যাশা" হযরত ঈসার নানী হান্নাহ্র ভগ্নী ছিলেন ; শুধু এই সূত্রেই উভয়কে খালাত ভাই রূপে অভিহিত করা হইয়াছে।

হযরত ইয়াহ্য়্যার গুণাবলী সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ একটি হইল مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ অর্থাৎ তিনি আল্লার কলেমার সত্যবাদিতা সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতা হইবেন। এস্থলে "আল্লার কলেমা" দ্বারা কেহ কেহ তৌরাত কেতাব উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করিয়াছেন—অর্থাৎ তিনি তৌরাত কেতাব অবলম্বী নবী হইবেন ; তাঁহার নিকট কোন বিশেষ কেতাব আসিবে না। কিন্তু সাধারণতঃ পবিত্র কোরআনের ভাষায় كلمة الله কলেমাতুল্লাহ—আল্লার কলেমা বলিয়া হযরত ঈসা (আঃ)কে উদ্দেশ্য করা হয়। এই সূত্রে অধিকাংশ তফছীরকারগণের ঐক্যমত এই যে, এস্থলেও হযরত ঈসাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হযরত ঈসার সত্যবাদিতা প্রচার করা হযরত ইয়াহ্য়্যার একটি বিশেষ কার্য্য হইবে। হযরত ইয়াহ্য়্যা এই দায়িত্বকে সারা জীবন সুচারুরূপে পালন করিয়া গিয়াছেন। এমনকি পিতৃস্পর্শ ব্যতিরেকে আল্লাহ

তায়ালার বিশেষ কুদরতে যখন হযরত ঈসা স্বীয় মাতার গর্ভ হইতে জন্ম লাভ করিলেন এবং সকলেই মরয়্যামের প্রতি তিরস্কার আরম্ভ করিল, তখন হযরত যাকারিয়া ছয় মাসের বা তিন বৎসরের বালক হযরত ইয়াহ্য়্যাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখনও শিশু ইয়াহ্য়্যা আল্লার কুদরতে প্রদত্ত বাকশক্তি বলে হযরত ঈসার নবুয়তের এবং সত্যবাদিতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া ছিলেন।

হযরত ঈসার আবির্ভাবের পর ইহুদিরা তাঁহার প্রাণঘাতী শত্রু হইল। তাঁহার এবং তাঁহার মাতা সম্পর্কে কুৎসিত অপবাদ রটাইয়া তাঁহার নবুয়ত অস্বীকার করাই নয় শুধু, বরং সর্ব্ব প্রকারের বিরোধিতা করিতে লাগিল।

ইহুদিগণের এই বিরোধিতার বন্যার সম্মুখে হযরত ইয়াহ্য়্যা সবর্দা হযরত ঈসার সত্যবাদিতাই প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন. এমনকি অবশেষে, হযরত ঈসার ভূপৃষ্ঠে অবস্থানকালেই হযরত ইয়াহ্য়্যা স্বীয় দায়িত্ব পালনে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া ইহুদিদের হস্তে শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন। হযরত ইয়াহ্য়্যার আরও গুণাবলী উল্লেখ করতঃ আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۙ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۗ وَكَانَ تَقِيًّا ۙ وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا * وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا *

(ছুরা মরয়্যাম ১৬ পাঃ ৪ রুঃ)

আর আমি ইয়াহ্য়্যাকে বাল্যকাল হইতেই দ্বীনের খাঁটী জ্ঞান এবং আমার তরফ হইতে বিশেষরূপে হৃদয়ের কোমলতা ও নম্রতা এবং চরিত্রের পবিত্রতা দান করিয়াছিলাম; তিনি অতি পরহেজগার এবং পিতা মাতার ভক্ত ও ফরমাবরদার ছিলেন, আত্মম্ভরী গোঁড়া নাফরমান প্রকৃতির ছিলেন না।

তাঁহার প্রতি সালাম তথা শান্তির সুসংবাদ জন্মের দিন হইতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এবং যে দিন পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবেন সেই দিনের জন্যও রহিল।

উল্লেখিত আয়াতে হযরত ইয়াহ্য়্যাকে বাল্যকাল হইতেই দ্বীনের খাঁটী জ্ঞান প্রদত্ত হওয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতের তাৎপর্য্যে কোন কোন মোফাছছের বলিয়াছেন, বাল্যকালেই হযরত ইয়াহ্য়্যাকে আনুষ্ঠানিকরূপে নবুয়ত দান করা হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশ মোফাছছের ও ওলামাগণের মত

ইহাই যে, নবুয়ত পাইয়াছিলেন পূর্ণ বয়সের সময়ই, অবশ্য বিশেষ জ্ঞান ও প্রতিভা অলৌকিকরূপে বাল্যকাল হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হযরত ইয়াহ্‌য়্যা সম্পর্কে তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা এবং তাঁহার আত্মার পবিত্রতা ও পরহেজগারীর উল্লেখ করিয়া আলোচ্য আয়াতে যে প্রশংসা করা হইয়াছে হযরত ইয়াহ্‌য়ার জীবন ইতিহাসও উহার সাক্ষ্য দেয়।

ইবনে আছাকের নামক ইতিহাসবিশারদ ওয়াহ্‌ব ইবনে মোনাব্বেহ্-এর মাধ্যমে কতিপয় বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত আছে, হযরত ইয়াহ্‌য়্যার উপর আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভক্তির এত অধিক প্রভাব ছিল যে, আল্লার হুজুরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চেহরার উপর অশ্রু বর্ষণের রেখা পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি সাধারণতঃ বেহাল-বেক্করার অবস্থায় বন-জঙ্গলেই ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং রোদন-ক্রন্দনের মধ্যেই সময় কাটাইতেন। একদা তাঁহার পিতা যাকারিয়া (আঃ) তাঁহাকে নিবিড় জঙ্গলে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং ঐরূপ রোদন-ক্রন্দন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "আমরা তোমার তালাশে ব্যতিব্যস্ত আর তুমি এই নীরব জঙ্গলে বসিয়া কাঁদিতেছ?" হযরত ইয়াহ্‌য়্যা বলিলেন, আব্বাজান! আপনিই ত বলিয়াছেন, জাহান্নামকে এড়াইয়া বেহেশতে পৌছিতে একটি বিশাল ময়দান অতিক্রম করিতে হয়, সেই ময়দান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভক্তির অশ্রু বর্ষণেই পার হওয়া সম্ভব হইবে; অন্যথায় আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিস্থল বেহেশতে পৌছা যাইবে না। এতচ্ছ্রবণে পিতা হযরত যাকারিয়াও কাঁদিয়া উঠিলেন। (কাছাছোল কোরআন ১—২৬৯)

হযরত ঈসা (আঃ)

মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহাদের মধ্যে মাত্র ছয় শতাব্দীর ব্যবধান ছিল।

হযরত ঈসা (আঃ) ঘর-সংসার জুড়েন নাই, তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাড়ী-ঘর ছিল না। তিনি বনী-ইস্রায়ীলদের আবাস-ভূমি ফেলিস্তিন ও সিরিয়ায় বস্তি বস্তি, শহর শহর ঘুরিয়া আল্লার দ্বীন প্রচার করিয়া থাকিতেন।

হযরত ঈসা (আঃ) বনী-ইস্রায়ীল বংশীয় ছিলেন; তিনি আল্লার কুদরতে পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে স্বীয় মাতা মরয়্যামের গর্ভে জন্ম নিয়াছিলেন (বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে।) সুতরাং তাঁহার বংশ তাঁহার মাতার সূত্রেই হইবে।

হযরত মরয়্যামের পিতার নাম "এমরান", মাতার নাম "হান্নাহ্"। তাঁহারা উভয়েই বনী-ইস্রায়ীল বংশীয় নেককার পরহেজগার ছিলেন। "এমরান"-এর পূর্বপুরুষদের নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে, কিন্তু ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, "এমরান" বনী-ইস্রায়ীল জাতীয় হযরত ছোলায়মান পয়গাম্বরের বংশধর ছিলেন, আর তাঁহার স্ত্রী "হান্নাহ্" দাউদ আলাইহেচ্ছালামের অন্য পুত্রের বংশধর ছিলেন।

হযরত ঈসার আবির্ভাবের পূর্ব্বে বনী-ইস্রায়ীলগণ "ইয়াহুদ" (এক বচন "ইয়্যাহুদী") নামে পরিচিত হইত। এই নামের তাৎপর্য্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। কাহারও মতে বনী-ইস্রায়ীলদের মূল ও আদি পিতা হযরত ইয়া'কুবের বড় ছেলের নাম ছিল "ইহুদা" সেই নাম হইতেই "ইয়্যাহুদ" বা "ইয়্যাহুদী" আখ্যার উৎপত্তি। কাহারও মতে উক্ত আখ্যাটি ه-و-د— হা, ওয়া, দাল এই তিন অক্ষর যুক্ত আরবী শব্দ হইতে গৃহীত, যাহার ধাতুগত অর্থ তওবা ও পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করা। এই ধাতু হইতে বিশেষ্য পদ হইল "হায়েদ— هائد যাহার বহুবচন হইল "হুদ هود। কোরআন শরীফেও কোন কোন স্থানে ইহুদিগণকে "হুদ هود শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে, যেমন— وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا "ইহুদীগণ বলে, 'একমাত্র ইহুদীগণ ব্যতীত আর কেহই বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" আরও আছে— وَقَالُوا كُونُوا هُودًا "ইয়াহুদিগণ মোছলমানগণকে বলে, তোমরা ইয়্যাহুদী হইয়া যাও, তবেই সঠিক পথের পথিক হইবে।" এই ধাতু হইতেই ইয়্যাহুদ বা ইয়্যাহুদী শব্দও গৃহীত যাহার তাৎপর্য্য এই যে, হযরত মূছার আমলে বনী-ইস্রায়ীলগণ গোশাবক বা বাছুর পূজায় লিপ্ত হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল; অতঃপর হযরত মূছার চেষ্টায় তাহারা তওবা করতঃ হক্ক ও সত্যের প্রতি পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরাধনা করিয়াছিল। পবিত্র কোরআনেও উহার উল্লেখ আছে— إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ "হে মা'বুদ! আমরা তোমার দিকে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি (তুমি আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া লও)।" ইহা হইতেই "হুদ, ইয়্যাহুদ, ইয়্যাহুদী" আখ্যার উৎপত্তি। সে মতে ইহুদী আখ্যা মূছার আমল হইতে আরম্ভ বলিতে হইবে, সাধারণতঃ তাহাই প্রচলিত।

হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের আবির্ভাবের পর যাহারা তাঁহার পায়রবী করিল তাহারা নাছারা (একবচন নাছরাণী) নামে আখ্যায়িত হইল ; যাহার তাৎপর্য্য সম্পর্কেও বিভিন্ন মতামত আছে। সাধারণতঃ বলা হয় যে, ঈসা (আঃ) বিরুদ্ধবাদী ও শত্রুদের শত্রুতায় অতিষ্ঠ হইয়া আহ্বান জানাইয়া ছিলেন—যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে এইরূপ আছে, من انصاری الی الله "কে আছে যে আল্লার পথে আমার সাহায্যকারী হয় ?" তখন কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া বলিয়াছিল, نحن انصار الله "আমরা আল্লার পথে সাহায্যকারী হইয়া নিজদিগকে উৎসর্গ করিলাম।" نصر -নাছর ধাতুর অর্থ সাহায্য করা, এই ধাতু হইতেই হযরত ঈসার অনুগামীগণ নাছারা বা নাছরাণী নামের আখ্যা লাভ করে।

সারকথা, হযরত ঈসার আমলে বনী-ইস্রায়ীলগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল, এক দল হযরতঈসার বিরুদ্ধবাদী শত্রু; তাহারা ইয়্যাহুদ নামেই রহিল, আর এক দল ঈসার অনুগামী ও সাহায্যকারী তাহারা "নাছারা" নামে পরিচিত হইল।

ইহুদিগণ ত প্রথম হইতেই হযরত ঈসার ঘোর বিরোধী ও শত্রু ছিল, এমনকি হযরত ঈসার সমর্থনের কারণেই তাহারা হযরত ইয়াহ্য়্যাকে শহীদ করিয়াছিল এবং হযরত ঈসাকেও প্রাণে বধ করার পরিকল্পনা করিয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন তাহারা হযরত ঈসার নবুয়তকেই শুধু অস্বীকার করিয়াছিল না, বরং তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসিত অপবাদও রটাইয়াছিল। তিনি যে আল্লাহ তায়ালার কুদরতে পুরুষের স্পর্শ ছাড়া মরয়্যামের গর্ভে জন্ম নিয়া ছিলেন—ইহার সুযোগে (নাউজুবিল্লাহ্) তাঁহার প্রতি জারজ হওয়ার অপবাদ প্রচার করিয়াছিল।

অপরদিকে নাছারাগণ হযরত ঈসার বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ত সঠিক পথেই থাকে, তাঁহার তিরোধানের পর তাহারা নানারকমে পথভ্রষ্ট হয়। বিশেষতঃ তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত এবং কতিপয় মো'জেযাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাকে খোদার বেটা বলে। কেহ কেহ তাঁহাকে এবং তাঁহার মাতাকে তিন খোদার দুই খোদা বলে।

এতদৃষ্টে পবিত্র কোরআন হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের প্রকৃত মর্য্যাদা সঠিকরূপে স্থির করতঃ বিভিন্ন যুক্তি তর্কে ও দলীল প্রমাণের মাধ্যমে ইহুদ-নাছারা উভয় দলের অপবাদ ও অতি রঞ্জনের প্রতিবাদ করিয়াছে। এমনকি হযরত ঈসার মাতা মরয়্যামের জন্ম বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া হযরত ঈসার জন্ম বৃত্তান্ত, তাঁহার বিশিষ্ট মো'জেযা সমূহের বিবরণ, ইহুদিদের অপবাদের

উত্তর দান এবং নাছারাদের অতি রঞ্জনের খণ্ডনে কোরআন বহু বিবৃতি দিয়াছে। নিম্নে পবিত্র কোরআনের ঐ সব বিবৃতিরই ধারাবাহিক উদ্ধৃতি প্রদান করা হইবে।

মরয়্যামের জন্ম বৃত্তান্ত ঃ

মরয়্যামের পিতার নাম ছিল "এম্‌রান" ; এই "এম্‌রান" হযরত মূছার পিতা "এম্‌রান" নহে ; হযরত মূছার পিতা এম্‌রানের যুগ এই এম্‌রানের যুগের বহু পূর্ব্বে। তদ্রূপ পবিত্র কোরআনে ১৬ পারায় ছুরা মরয়্যামের এক আয়াতে মরয়্যামকে "يا اخت هارون হে হারুনের ভগ্নি" বলা হইয়াছে ; এই "হারুন" হযরত মুছার ভ্রাতা পয়গাম্বর হযরত হারুন নহেন, বরং হযরত হারুনের বহু পরের হারুন নামীয় অন্য এক ব্যক্তিকে উক্ত আয়াতে মরয়্যামের ভ্রাতা বলা হইয়াছে।

প্রায় সমস্ত তফছীরকারগণের বিবরণেই দেখা যায় যে, মরয়্যামের মাতা "হান্নাহ্" বন্ধ্যা ছিলেন। এক মাত্র আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরত বলে তাহার গর্ভে মরয়্যাম জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, আর কোন সন্তানই তাহার জন্মে নাই। অধিকাংশ তফছীরকারগণের মত এই যে, এম্‌রানের অন্য স্ত্রীর পক্ষে এক ছেলে ছিল, তাহারই নাম ছিল "হারুন"। সে ছিল অতি মহৎ ও সৎ ; মরয়্যাম তাঁহার বৈপিতৃক ভগ্নী ছিলেন, সেই সূত্রেই মরয়্যামকে "হারুনের ভগ্নী" বলা হইয়াছে।

এম্‌রান বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছিয়াছিলেন, "হান্নাহ্" বাঁঝা নিঃসন্তান ছিল, কিন্তু তাহার অন্তরে সন্তানের লালসা অত্যধিক ছিল। কথিত আছে—একদা "হান্নাহ্ নিজ ঘরের বারান্দায় পায়চারী করিতেছিল। নিকটবর্ত্তী একটি বৃক্ষের উপর একটি পাখী তাহার বাচ্চাকে আদর ভরা মুখে আহার দিতেছিল এবং বাচ্চার প্রতি অন্তর ভরা স্নেহমমতা দেখাইতেছিল। সন্তান লালায়িতা হান্নাহ্ ঐ দৃশ্য দেখিয়া আবেগ পূর্ণ অন্তরে আল্লার দরবারে সন্তানের দোয়া করিল। তাহার দোয়া আল্লার দরবারে কবুল হইয়া গেল। অনতিবিলম্বেই সে গর্ভবতী হইল। স্বামীও বৃদ্ধ, নিজেও বৃদ্ধা এবং বাঁঝা ; এমতাবস্থায় স্বীয় গর্ভে সন্তান জন্মিবার আভাস অনুভব করিয়া হান্নার অন্তর আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

সেই যুগে রীতি ছিল, দ্বীনদার লোকেরা নিজেদের দুই-এক সন্তান আল্লার ঘর বাইতুল-মোকাদ্দাছের খেদমতের জন্য অন্য সব সম্পর্ক হইতে মুক্ত করিয়া দিত এবং এই কাজের জন্য ছেলে সন্তানই উপযুক্ত বলিয়া মেয়ে সন্তান এইরূপে মুক্ত করার প্রথা ছিল না। হান্নাহ স্বীয় অন্তরে পুত্র সন্তান লাভের আশা

পোষণপূর্ব্বক আল্লার দরবারে মান্নত করিল, "হে আল্লাহ! আমার গর্ভে যে সন্তান জন্ম নিবে সে তোমার জন্য মুক্ত হইবে—তোমার ঘরের খেদমতের জন্য তাহাকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিব বলিয়া আমি মান্নত ও অঙ্গীকার করিতেছি।"

অতঃপর সন্তান জন্মের পূর্ব্বেই এমরানের মৃত্যু হইয়া গেল। তারপর বিধবা হান্নাহ্ যখন সন্তান প্রসব করিল তখন উহাকে মেয়ে সন্তান দেখিতে পাইয়া তাহার সমস্ত আশা আকাঙ্খার উপর পানি পড়িয়া গেল। কারণ মেয়ে সন্তান বাইতুল-মোকাদ্দাছের খেদমত কি করিতে পারিবে? এই জন্যই সাধারণতঃ ঐ কাজে ছেলে সন্তানকেই মনোনীত করা হইত এবং গ্রহণ করা হইত। এইসব ভাবনায় হান্নার ভাঙ্গা বুক হইতে আক্ষেপের শব্দ বাহির হইল—সে প্রভুর দরবারে করুণস্বরে বলিল, "প্রভু হে! আমি ত মেয়ে সন্তান প্রসব করিয়াছি!

আদি-অন্তের সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা জ্ঞাত ছিলেন যে, এই মেয়ে সন্তানটি কত বড় মর্য্যাদাশালীনী হইবে এবং তাহার মাধ্যমে এক বিশেষ কুদরত বিকশিত হইবে। তাহার ঔরষে হযরত ঈসার ন্যায় পয়গাম্বর জন্ম লাভ করিবেন—এই সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা জ্ঞাত ছিলেন। এইসব দৃষ্টে ইহা বাস্তব কথা যে, বহু পুত্র সন্তান এই মেয়ের মর্য্যাদার কাছেও ভিড়িতে পারে না।

বিধবা হান্নাহ্ নিজেই মেয়েটির নাম রাখিল "মরয়্যাম", যাহার অর্থ "আল্লার এবাদৎ বন্দেগীতে আত্মনিয়োগকারিণী।" অতঃপর অল্প দিনের মধ্যেই বা মরয়্যাম একটু জ্ঞান বুদ্ধির বয়সে পৌছিলে পর হান্নাহ্ স্বীয় মান্নত পূর্ণ করার জন্য মেয়েকে বাইতুল মোকাদ্দাছের খাদেম বা পুরোহিতগণের হাওয়ালা করার উদ্দেশ্যে লইয়া গেলেন। মেয়ে সন্তানকে এই কার্য্যে গ্রহণ করার সাধারণ রীতি ছিল না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে এবং তাঁহাদের দলীয় একজন বিশেষ পুরোহিত ও সুপ্রসিদ্ধ বুজর্গ বিশেষতঃ তাঁহাদের ইমাম এমরানের মেয়ে হিসাবে তাহারা মরয়্যামকে শুধু গ্রহণই করিলেন না, বরং তাহার লালন পালন সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে মস্ত বড় প্রতিযোগিতা হইল। এমনকি এক বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরোহিত-প্রধান সেই যমানার পয়গাম্বর হযরত যাকারিয়া (আঃ) মরয়্যামের লালন পালনের ভার গ্রহণ করিলেন, তিনি মরয়্যামের খালুও হইতেন।

হযরত যাকারিয়া তাঁহার বিশেষ তত্ত্বাবধানে মরয়্যামের লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং তথায় শৈশবকাল হইতেই মরয়্যামের অলৌকিক ঘটনাবলীর বিকাশ আরম্ভ হইল। মরয়্যামের জন্ম বৃত্তান্ত পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ—

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي - إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ *

একটি স্মরণীয় ঘটনা—এম্‌রানের স্ত্রী (হান্নাহ্) বলিয়াছিল, হে পরওয়ারদেগার! আমার গর্ভে যে সন্তান জন্ম লাভ করিবে আমি তাহাকে তোমার জন্য মুক্ত করিয়া দিব। তুমি আমার এই মান্নত কবুল কর; তুমি ত সব কিছুই শুন এবং জান।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى *

অতঃপর যখন সে সন্তান প্রসব করিল, (এবং উহা মেয়ে হইল যাহা সাধারণতঃ আল্লার জন্য মুক্ত হয় না;) তখন সে বলিল, পরওয়ারদেগার! আমি ত মেয়ে জন্ম দিয়াছি। (সে ঐ মেয়ের মর্য্যাদা অজ্ঞাত; তাই আক্ষেপ।) আল্লাহ্ জ্ঞাত ছিলেন এবং (সাধারণ) পুত্র সন্তান ঐমেয়ের তুলনায় কিছুই নহে।

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ *

(হান্নাহ্ বলিল,) আমি এই মেয়ের নাম "মরয়্যাম" রাখিলাম। আর হে প্রভু! আমি ইহাকে এবং ইহার সন্তান-সন্ততিকে শয়তান মরদুদ হইতে হেফাজতের জন্য তোমার আশ্রয়ে প্রদান করিলাম।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا - وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا - كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا -

পরওয়ারদেগার ঐ মেয়েকেই (বাইতুল-মোকাদ্দাসের খেদমতের জন্য) সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করিলেন এবং সুন্দররূপে তাহাকে গড়িয়া তুলিলেন। (তাহাকে তৎকালীন পয়গাম্বর যাকারিয়ার লালন-পালনে রাখিলেন।) যাকারিয়া যখনই মরয়্যামের কক্ষে যাইতেন তাহার নিকট খাদ্য সামগ্রী

উপস্থিত পাইতেন। যাকারিয়া বলিলেন, হে মরয়্যাম। এই খাদ্য সামগ্রী তোমার জন্য কোথা হইতে আসে? মরয়্যাম বলিল, ইহা আল্লার গায়বী-খাজানা হইতে আসে; নিশ্চয় আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন বে-হিসাব রিজিক দান করিয়া থাকেন। (৩ পাঃ ১২ রুঃ)

قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا - قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

হযরত যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে যাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা ঃ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মরয়্যামের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধানে রাখা সম্পর্কে বাইতুল-মোকাদ্দাছের পুরোহিতগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইল—প্রত্যেকেই মরয়্যামকে নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে স্থির করা হইল যে, পুরোহিতগণ সকলেই নিজ নিজ কলম (যাহা দ্বারা তাঁহারা তৌরাত শরীফ লিখিয়া থাকিতেন) প্রবহমান পানিতে ফেলিবেন। যাঁহার কলম স্রোতের বিপরীত চলিবে তিনিই মরয়্যামের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবেন। তাহাই করা হইল এবং সকলের মধ্যে একমাত্র হযরত যাকারিয়ার কলমই আল্লার বিশেষ কুদরতে স্রোতের বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল; ফলে তিনিই মরয়্যামের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন*। পবিত্র কোরআনেও এই ঘটনার ইঙ্গিত রহিয়াছে—

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ -

(আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মোহাম্মদ (দঃ) আপনি যে, মরয়্যামের বৃত্তান্ত সঠিকরূপে লোকদিগকে শুনাইলেন ইহা আপনার অহি-বাহক নবী হওয়ার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ) যখন মরয়্যামের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে পুরোহিতগণ নিজ নিজ কলম (পানিতে) ফেলিতেছিল, তখন আপনি তাহাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না, ঐ ব্যাপারে যখন তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল তখনও আপনি তাহাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না। (৩ পাঃ ১৩ রুঃ)

---

* এই ঘটনা কাহারও মতে মরয়্যামের প্রাথমিক শৈশবকাল অতিক্রম করিয়া একটু বুঝমান হওয়ার পর ঘটিয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশের মত এই যে, শৈশবের প্রারম্ভেই মরয়্যাম হযরত যাকারিয়ার হস্তে গিয়াছিল।

মরয়্যামের উচ্চ মর্য্যাদা ঃ

হযরত যাকারিয়া (আঃ) মরয়্যামের জন্য বায়তুল-মোকাদ্দাছ মসজিদ সংলগ্ন বিশেষ কক্ষ তৈরী করিয়া দিয়াছিলেন। তথায় মরয়্যাম আল্লাহ তায়ালার এবাদৎ বন্দেগীতে মশগুল থাকিত এবং নির্দ্ধারিত সময়ে বায়তুল মোকাদ্দাছ মসজিদের খেদমত করিত।

এবাদৎ-বন্দেগী, পারছায়ী-সতিত্ব ইত্যাদি সৌভাগ্যের চরিত্রে মরয়্যাম অপরিসীম যশ লাভ করিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালাও প্রকাশ্যে তাহার মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাহার জন্য গায়েব হইতে মৌসুমবিহীন ফল-ফলাদি ও খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত হইয়া থাকিত। সময় সময় ফেরেশতা তাহার সম্মুখে প্রকাশ্যে বিভিন্ন সুসংবাদ শুনাইয়া থাকিতেন, যাহার বর্ণনা পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে—

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ٭ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ.........

"এই ঘটনা স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাদের একটি দল মরয়্যামকে এই বলিয়া সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন যে, হে মরয়্যাম ! নিশ্চিতরূপে জানিয়া লও, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বিশিষ্ট মকবুল বন্দা বানাইয়াছেন এবং তোমাকে (অসন্তুষ্টিকর কার্য্যাবলী হইতে) পাক পবিত্র থাকার ছাঁচে গঠিত করিয়াছেন। আর তোমার বৈশিষ্ট্য এই যুগের বিশ্বব্যাপী নারী সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। হে মরয়্যাম। তুমি (এই মান মর্য্যাদার শুকরিয়া স্বরূপ) চিরজীবন স্বীয় পরওয়ার-দেগারের আনুগত্যে ও দাসত্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাক এবং (সেই আনুগত্যের ও দাসত্বাবলম্বনের প্রকাশ্য নিদর্শন স্বরূপ) অন্যান্য নামাযীদের ন্যায় রুকু-সেজদার আদর্শগত নামাজের পাবন্দ থাক। (৩ পাঃ ১৩ রুঃ)

১৬৫১। হাদীছ :— قال على سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ -

অর্থ--আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এমরানের কন্যা মরয়্যাম তাঁহার যুগে সর্ব্বোত্তম নারী ছিলেন এবং এই যুগের সর্ব্বোত্তম নারী ছিলেন খাদীজা।

ব্যাখ্যা ঃ—কোন মানুষের নিজ আমল যদি তাহাকে অগ্রাধিকারী করে তবে অন্য কোন কিছুই তাহাকে পশ্চাতে ফেলিতেপারে না; ইহার প্রকৃষ্ট নমুনা ছিলেন মরয়্যাম। লোকেরা তাঁহার সম্পর্কে কত অপবাদ রটাইয়া ছিল, বাহ্যিক অবস্থায় মরয়্যামের নিকটও অপবাদের প্রামাণ্য উত্তর ছিল না, কিন্তু তাহার সতিত্ব পবিত্রতা ও খোদা ভক্ততা তাঁহাকে এরূপ উচ্চাসনের অধিকারী করিয়াছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে সারা বিশ্বের মোমেনদের জন্য তাঁহাকে নমুনা স্বরূপ পেশ করিয়াছেন। হাদীছেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য রহিয়াছে।

মরয়্যামের গর্ভবতী হওয়ার বৃত্তান্ত ঃ

মরয়্যাম যখন ১৩ বা ১৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন (তফছীর রুহুল মায়া'নী ১৬—৭৯) তখন একদা তিনি স্বীয় আবাসিক কক্ষ হইতে বাহিরে পূর্ব দিকে নিজ সংশ্রবীয় লোকজনদেরও নজরের আড়ালে পূর্ণ পর্দ্দার ব্যবস্থা করিয়া একাকী নির্জ্জনে গোসল করিতেছিলেন। হঠাৎ ফেরেশতা জিব্রায়ীল একজন সুষ্ঠু সুশ্রী মানুষের বেশ-ভূষায় মরয়্যামের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মরয়্যাম তাঁহাকে একজন বেগানা পুরুষ ভাবিয়া আতঙ্কিত হইয়া আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার ভয়ের দোহাই দিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন। তখন জিব্রায়ীল (আঃ) স্বীয় সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করিলেন যে, আমি তোমারই পরওয়ারদেগারের প্রেরিত দূত। উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বিশেষ আদেশ বলে সৃষ্ট এক মহান সন্তান তোমাকে দান করিবেন যিনি বনী-ইস্রায়ীলদের জন্য রসুল হইবেন এবং বহু রকমের মোজেযা তাঁহার প্রকাশিত হইবে। সেই মহান সন্তানেরই সুসংবাদ আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তোমার নিকট নিয়া আসিয়াছি এবং তোমাকে সেই সন্তান অর্পণ করার জন্য আসিয়াছি। মরয়্যাম স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, বৈধ-অবৈধ কোন প্রকারেই (সন্তান জন্মার সাধারণ ব্যবস্থা—) পুরুষের স্পর্শন আমার উপর হয় নাই। এমতাবস্থায় আমার ছেলে হইবে কিরূপে? জিব্রায়ীল (আঃ) বলিলেন, সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা এই সন্তানকে সৃষ্টি করিবেন সাধারণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই; ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে?

জিব্রায়ীলের উক্তি বাস্তবের অনুকূলই ছিল, কারণ মূল সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি তিনি ত সাধারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বা সাধারণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে সব রকমেই সৃষ্টি

করিতে সক্ষম, নতুবা তিনি সৃষ্টিকর্ত্তাই নহেন। যে শুধু গঠনকারী সে অবশ্য উপাদানের প্রত্যাশী, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা কোন কিছুর প্রত্যাশী নহেন, সৃষ্টিকর্ত্তা ত কোন মূল, সত্তা ও উপাদান ব্যতিরেকেই অস্তিত্ব দান করিতে পারেন, সৃষ্টির অর্থই এই।

এইসব কথোপকথনের পর জিব্রায়ীল ফেরাশতা মরয়্যামের বক্ষ বরাবর ফুঁৎকার মারিলেন।* বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা—সঙ্গে সঙ্গে মরয়্যাম গর্ভধারণ অনুভব করিলেন। অতঃপর কাহারও মতে অনতিবিলম্বেই প্রসবাবস্থারও সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু অধিকাংশেরই মত ইহাই যে, সাধারণ রীতি অনুসারে দীর্ঘ দিন তথা ৯ বা ৮ মাস গর্ভকাল অতিবাহিত হওয়ার পরই প্রসব হইয়াছিল। (তফছীর রুহুল মায়া'নী ১৬—৭৯)

* যেই ফুৎকারের দ্বারা হযরত ঈসার রুহ বা আত্মা মরয়্যামের গর্ভে পৌছিয়াছিল প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ফুৎকার আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের বিকাশ ছিল মাত্র। ঐস্থলে জিব্রায়ীল ফেরেশতা শুধু কেবল সেই কুদরতের বাহক এবং সেই কুদরত বিকাশনের মাধ্যম ছিলেন। জিব্রায়ীল ফেরেশতার আর কোন কৃতিত্ব তথায় ছিল না, সব কিছুর কর্ম্মকর্ত্তা একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালাই ছিলেন।

পবিত্র কোরআন ২৮ পাঃ ছুরা তাহরীমের সমাপ্তিতে স্পষ্টরূপে এই বিষয়টির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াতে হযরত ঈসার রুহ বা আত্মাকে মরয়্যামের গর্ভে পৌছাইবার ক্রিয়াপদের কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজকেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا -

"আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের জন্য এমরানের কন্যা মরয়্যামের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন—মরয়্যাম তাহার পাক পবিত্রতাকে পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন, আমি তাহার বক্ষে আমার সৃষ্ট রুহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম।"

এইরূপ বিবরণের আরও একটি দৃষ্টান্ত কোরআন শরীফেই বর্ণিত আছে, কোন কোন জেহাদে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ধুলা-বালুর মুষ্টি শত্রু সেনাদের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার সেই একমুষ্টি ধূলা বালুর অংশ শত শত শত্রু সেনার প্রত্যেকের চোখেই পতিত হইয়াছে—সেই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى -

"আপনি যখন মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তখন নিক্ষেপকারী আপনি ছিলেন না, প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তায়ালাই নিক্ষেপকারী ছিলেন।"

মরয়্যাম স্বীয় বৃত্তান্ত হযরত যাকারিয়ার স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই তিনি মুরব্বির পক্ষ হইতে এই ব্যাপারে কোন কিছুর সম্মুখীন হইলেন না। কারণ, তাঁহারা ত পূর্ব্ব হইতে মরয়্যামের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাই বিনা দ্বিধায় তাঁহারা তাঁহার এই ঘটনাকেও বাস্তবরূপে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সাধারণ্যে যখন তাঁহার গর্ভাবস্থা প্রকাশ হইল তখন লোকদের সন্দেহ ও আনাগোনার সূত্রপাত হইল। স্থান বিশেষে মরয়্যাম যুক্তি তর্কের কাটাকাটিও করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ তফছীর ইবনে কাছীর তৃতীয় খণ্ড ১১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে—বাইতুল-মোকাদ্দাছ মসজিদেরই আর একজন খাদেম ছিলেন তাহার নাম ছিল "ইউসুফ নাজ্জার" তিনি মরয়্যামের আত্মীয়ও ছিলেন। মরয়্যামের যখন গর্ভ প্রকাশ পাইয়া উঠিল, তখন ইউসুফের মনে ভয়ানক সংশয়ের সৃষ্টি হইল। কারণ, একদিকে অবিবাহিতা নারীর গর্ভ; অপরদিকে মরয়্যামের পাক পবিত্রতা, দ্বীনদারী, এবাদতগুজারী ইত্যাদি যাহা বাইতুল-মোকাদ্দাছ মসজিদের প্রত্যেক খাদেমই ভালরূপ অবগত ছিলেন। ভয়ানক সংশয় ও সমস্যার মধ্যে একদা ইউসুফ মরয়্যামকে বলিলেন, হে মরয়্যাম আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব ; উহার উত্তর দানে তাড়াহুড়া না করিয়া বিশেষ চিন্তা-বুদ্ধির উত্তর দিবেন। মরয়্যাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই কথাটি কি? ইউসুফ নাজ্জার বলিলেন, هل يكون قط شجر من غير حب وهل يكون زرع من غير بذر وهل يكون ولد من غير اب—দানা ব্যতিরেকে বৃক্ষ, বীজ ব্যতিরেকে ফসল জন্মিতে পারে কি? পিতাব্যতিরেকে পুত্র হইতে পারে কি? মরয়্যাম তাহার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলেন এবং উত্তর দানে বলিলেন—اما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر فان الله قد خلق الشجر والزرع اول ما خلقهما من غير حب ولا بذر - وهل يكون ولد من غير اب فان الله تعالى قد خلق آدم من غير اب ولا ام

"আপনার প্রশ্ন, দানা ব্যতিরেকে বৃক্ষ এবং বীজ ব্যতিরেকে ফসল জন্মিতে পারে কি? আমি বলি, আল্লার কুদরতে তাহা নিশ্চয় হইতে পারে ; আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বপ্রথম বৃক্ষ ও ফসলের গাছ দানা ও বীজ ব্যতিরেকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আপনার প্রশ্ন, পিতা ব্যতিরেকে পুত্র হইতে পারে কি? ইহাও নিশ্চয় হইতে পারে ; আল্লাহ আদমকে পিতা-মাতা ব্যতিরেকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

فصل فيها و سلم لها حا لها "ইউসুফ নাজ্জার মরয়্যামের উত্তরে পূর্ণ সন্তুষ্ট ও আস্থাবান হইলেন এবং তাঁহার সমুদয় বৃত্তান্ত মনে প্রাণে গ্রহণ করিলেন।"

মরয়্যামের উক্ত যুক্তি ও দৃষ্টান্ত, পবিত্র কোরআনেও বর্ণিত আছে—

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ - خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ *

"নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ, ঈসার জন্ম লাভের (সাধারণ নীতিবিহীন) ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালার কুদরতের কারখানায় তদ্রূপই ছিল যেরূপ আদমের জন্ম লাভের ব্যাপার। আদমকে (সাধারণ নীতি ব্যতিরেকেই) আল্লাহ তায়ালা মাটি দ্বারা তৈরী করিয়াছিলেন; অতঃপর "কুন্—হইয়া যাও" বলার সঙ্গে সঙ্গে (জীবন্ত মানুষ) হইয়া গিয়াছিলেন। ইহা একটি বাস্তব সত্য যাহা তোমার পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে প্রচারিত; এই ব্যাপার সম্পর্কে আর কোন প্রকার সংশয় আনিও না। (ছুরা আল-এমরান ৩ পাঃ ১৪ রুঃ)

এইরূপে স্থান বিশেষে ত মরয়্যাম সংশয় দূর করার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের মুখ বন্ধ করা ত সহজ নহে, সুতরাং এই সংবাদ যতই ছড়াইতে লাগিল ততই লোকদের অপবাদ মরয়্যামের প্রতি বাড়িতে লাগিল। মরয়্যাম লোকদের অপবাদে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। এদিকে প্রসবের সময়ও নিকটবর্ত্তী হইল, তাই তিনি লোকদের হইতে দূরে সরিয়া নির্জ্জনে যাওয়ার মানসে পর্ব্বত্য এলাকায় চলিয়া গেলেন। বাইতুল-মোকাদ্দাছ মসজিদ হইতে ৮ মাইল দূরে বায়তুল্-লাহ্‌ম (বেথেলহাম) নামক স্থানে পৌঁছিলে প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল। তিনি একটি খেজুর গাছের নিকটে উহার প্রতি হেলান দিয়া বসিলেন এবং সব কিছু একিন বিশ্বাসের সহিত উপলব্ধি করা সত্ত্বেও মানুষের অপবাদ স্মরণ পূর্ব্বক এবং এইরূপ কঠিন সময়ে নিঃসম্বল নিঃসহায়তা দৃষ্টে অনুতপ্ত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমনকি, তিনি আল্লার দরবারে কামনা করিলেন যে, আমি ভূপৃষ্ঠ হইতে একেবারে মুছিয়া গেলে আমার জন্য ভাল হইত।

এই সময় দূরে ও আড়ালে থাকিয়া ফেরেশতা জিব্রিল মরয়্যামকে সান্ত্বনা দিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরত বলে তথায় তাঁহার পানাহারের যে ব্যবস্থা হইয়াছে উহার খোঁজ বাতাইয়া দিলেন যে, তোমার অদূরেই

তোমার প্রভু নির্ম্মল ঠাণ্ডা পানির নালা প্রবাহিত করিরা দিয়াছেন এবং তোমার হেলান দেওয়ার খেজুর গাছটিতে এখনই খেজুর পয়দা করিয়া দিয়াছেন, উহাকে একটু নাড়া দিলেই পাকা পাকা খেজুর তোমার সম্মুখে পড়িবে, তুমি ইচ্ছা করিলেই তাজা তাজা সুস্বাদু খেজুর খাইতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে লোকদের দ্বারা বিব্রত ও বিরক্ত না হইয়া পারা যায় তাহার পরামর্শও মরয়্যামকে দিলেন। সেকালে রোযার নিয়ম এই ছিল যে, রোযাদার কথা বলিতে পারিবে না, তাই মরয়্যামকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, এই ঘটনা সম্পর্কে লোকদের পক্ষ হইতে তোমার উপর যতই প্রশ্ন আসুক না কেন তুমি সকলকে ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা বুঝাইয়া দিবে যে, তুমি রোজা থাকার নিয়্যত ও অঙ্গীকার করিয়াছ।

অতঃপর মরয়্যাম শিশুকে কোলে লইয়া প্রকাশ্যে নিজের লোকদের মধ্যে আসিয়া গেলেন। অপবাদ, তান-তিস্না ও তিরস্কারের ঝড় বহিতে লাগিল। মরয়্যাম সব কিছুর উত্তরে শিশুর প্রতি ইশারা করিয়া তাহার নিকট হাল-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে বলিল। লোকগণ ইহাতে আরও বিরক্তি প্রকাশ করিল, কিন্তু সদ্য প্রসূত শিশু হযরত ঈসা স্বীয় বৈশিষ্ট্যের বিবৃতি দান করিলেন এবং তিনি যে নবী হইবেন, আল্লাহ তায়ালার কেতাব প্রাপ্ত হইবেন সে সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন ; যদ্দ্বারা মরয়্যামের প্রতি সকল অপবাদের অবসান হইয়া গেল। এই বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআনের বিবৃতিতে লক্ষ্য করুন—

একটি স্মরণীয় ঘটনা—যখন ফেরেশতা মরয়্যামকে বলিল, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিতেছেন তাঁহার তরফ হইতে প্রদত্ত কলেমার (দ্বারা সৃষ্ট সন্তানের) যাহার নাম হইবে "মছীহ—মরয়্যাম-পুত্র ঈসা"। সে হইবে অতি মর্য্যাদা-শালী দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও এবং সে হইবে আল্লার নৈকট্য লাভ-কারীদের একজন। আর সে নবজাত শিশু অবস্থায় এবং প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় (সমভাবে পূর্ণ) কথা বলিবে এবং সে বিশিষ্ট লোকদের একজন হইবে।

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ
اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ
الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا
فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ
الْمُقَرَّبِيْنَ * وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي
الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ *

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ
وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ - قَالَ
كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ -
اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ
كُنْ فَيَكُوْنُ *

মরয়্যাম (বুঝিতে পারিলেন, এইসব পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতেই, অতএব তাঁহার প্রতিই রুজু হইলেন—) আরজ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার সন্তান কিরূপে হইবে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই? (ফেরেশতা) বলিলেন, এইরূপেই আল্লাহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন যাহা ইচ্ছা করেন, (আল্লার কুদরতের বিচিত্র লীলা তোমার ব্যাপারেই সীমবদ্ধ নহে; তিনি বহু ক্ষেত্রেই উহা প্রয়োগ করেন।) যখন তিনি কোন বস্তুর অস্তিত্বের ইচ্ছা করেন তখন উহা সম্পর্কে হওয়ার আদেশ করেন; তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়। (ছুরা আল এমরান—৩ পাঃ ১৩ রুঃ)

[২]

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ
اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا
شَرْقِيًّا لا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ
حِجَابًا - فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا
فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا * قَالَتْ
اِنِّىْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ
كُنْتَ تَقِيًّا *

পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে মরয়্যামের ঘটনা উল্লেখ করুন—যখন মরয়্যাম স্বীয় পরিজন হইতে পৃথক হইয়া পূর্ব্ব এলাকার এক স্থানে আসিল এবং পর্দ্দা করিয়া তাহাদের নজরের আড়ালে হইয়া গেল। এমতাবস্থায় আমি তাহার নিকট আমার দূত জিব্রায়ীলকে পাঠাইলাম। সে তাহার সম্মুখে একটি পুরাপুরী মানুষের বেশ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। মরয়্যাম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি দয়াময়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি তোমা হইতে; তোমার যদি খোদার ভয় থাকে তবে ইহার মর্য্যাদা রক্ষা কর।

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ
لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا *
قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ
وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا *
قَالَ كَذَٰلِكِ - قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ
هَيِّنٌ - وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ
وَرَحْمَةً مِنَّا - وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا *
فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا *
فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ
النَّخْلَةِ - قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ
قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا *
فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي
قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا *
وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ
تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا *

জিব্রায়ীল বলিলেন, আমি আপনার পরওয়ারদেগারের দূত; একটি পাক পবিত্র ছেলে আপনাকে অর্পণ করার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।

মরয়্যাম বলিল, আমার ছেলে হইবে কিরূপে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করে নাই আর আমি বদকাজের ধার মোটেই ধারি নাই। জিব্রায়ীল বলিলেন, এই অবস্থায়ই (পুত্র হইবে;) আপনার পরওয়ারদেগার বলিয়াছেন, এই অবস্থাতেই সন্তান দেওয়া আমার জন্য সহজ। (এই পুত্রকে এইভাবে সৃষ্টি করায় অনেক রহস্য আছে) এবং এই উদ্দেশ্যও রহিয়াছে যে, আমি তাহাকে আমার কুদরতের নিদর্শন বানাইতে চাই এবং (তাহাকে নবুয়ত দানে লোকদের জন্য) আমার তরফ হইতে রহমত বানাইতে চাই। আর এইরূপে তাহার জন্ম নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। সেমতে মরয়্যাম ছেলে গর্ভে ধারণ করিল। তারপর গর্ভ লইয়া সে এক দূরের এলাকায় চলিয়া গেল। অতঃপর প্রসব-বেদনা তাহাকে একটি খেজুর গাছের নিকট নিয়া আসিল। মরয়্যাম অনুতাপ করিয়া বলিল, এই ঘটনার পূর্ব্বে মরিয়া যাওয়া এবং নাম-নেশান মুছিয়া যাওয়াই আমার পক্ষে উত্তম ছিল। তখন মরয়্যামের অবস্থান স্থলের পাদদেশ

হইতে জিব্রিল ফেরেশতা ডাকিয়া বলিলেন, আপনি ঘাবরাইবেন না; আপনার প্রভু (আপনার পানাহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন—) আপনার সন্নিকটে একটি নালা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, আর এই খেজুর গাছটিকে নাড়া দিন; তাজা তাজা পাকা খেজুর আপনার উপর ঝরিয়া পড়িবে।

আপনি এই খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করুন এবং (মহান পুত্র দর্শনে) চোখ ঠাণ্ডা করুন। অতঃপর যদি আপনি কোন মানুষকে দেখেন, (এসম্পর্কে কিছু বলিতে চায়) তবে (ইশারায়) বলিয়া দিবেন, আমি দয়াময় আল্লার নামে রোজার মান্নত ও নিয়্যত করিয়াছি, আজ কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলিবই না।

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا -
فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا
فَقُولِي اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا
فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا *

অতঃপর মরয়্যাম ছেলেকে কোলে উঠাইয়া স্বীয় লোকজনদের মধ্যে আসিয়া গেল। সকলেই তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, হে মরয়্যাম! তুমি বড় জঘণ্য কাজ করিয়াছ। হে হারুণের ভগ্নী! তোমার পিতা কোন খারাব লোক ছিলেন না এবং তোমার মাতাও বদকার ছিলেন না, (তুমি এইরূপ হইলে কিরূপে ?)

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ - قَالُوْا
يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا *
يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ
سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا *

মরয়্যাম (প্রতউত্তর না করিয়া) ছেলের দিকে ইশারা করিল; (যাহা বলিতে হয় ছেলের সঙ্গে বল।)লোকজন বলিল, কোলের শিশুর সঙ্গে আমরা কথাবার্ত্তা কিরূপে বলিব ?

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ - قَالُوْا كَيْفَ
نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا *

ঐ শিশু বলিয়া উঠিলেন, আমি আল্লার বিশিষ্ট বন্দা। তিনি আমাকে কেতাব দিবেন এবং নবী বানাইবেন

قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ - اٰتٰنِيَ
الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۙ وَّجَعَلَنِي

مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي
بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ
حَيًّا ۙ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ
يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا * وَالسَّلَامُ
عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا *

(ছুরা মরয়্যাম—১৬ পাঃ ৫ রুঃ)

এবং তিনি আমাকে লোকদের কল্যাণ ও মঙ্গলকামী বানাইয়াছেন, আমি যেখানেই থাকি লোকদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিব। আর আমাকে নামায ও যাকাতের আদেশ করিয়াছেন যাবৎ আমি (দুনিয়াতে) জীবিত থাকি। আমার মাতার ফরমাবরদারী করারও আদেশ করিয়াছেন, আর আল্লাহ আমাকে রূঢ়, বদমেজাজ, বদনছীবরূপে সৃষ্টি করেন নাই। আর আমার প্রতি ছালাম—(শান্তির প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে সর্ব্বদার জন্য, বিশেষতঃ) জন্মের দিন, মৃত্যুর দিন এবং পুনরুত্থানের দিন।

আসমানী কেতাবে সাধারণতঃ অন্যান্য মৌলিক বিষয়াবলীর সঙ্গে সঙ্গে নবিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণও থাকে। বিশ্ব মানবের পক্ষে শিক্ষণীয় ঘটনাবলী এবং কোন নবীর প্রতি ভ্রষ্ট লোকদের কোন অপবাদ থাকিলে উহা খণ্ডন ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয়বস্তু সাধারণতঃ নবীগণের ইতিহাস বর্ণনায় গ্রহণ করা হয়। পবিত্র কোরআনেও সাধারণতঃ নবীগণের এই ধরণের আলোচনাই রহিয়াছে।

হযরত ঈসা (আঃ) সাধারণ রীতি বিহীন—কোন পুরুষের মাধ্যম ব্যতিরেকে স্বীয় মাতার গর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন যাহা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরত ছিল, কিন্তু এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রষ্ট ইহুদিরা হযরত ঈসা এবং তাঁহার মাতা পাক পবিত্র মরয়্যামের প্রতি অপবাদ ও কুৎসার ঝড় বহাইয়া দিয়াছিল।

ভ্রষ্ট ইহুদিদের অপবাদের প্রতিবাদেই পবিত্র কোরআন হযরত ঈসার উচ্চ মর্য্যাদার বিবরণে এবং তাঁহার মাতার পবিত্রতা ও উচ্চ মর্ত্তবার সাক্ষ্য প্রদানে অনেক বিবৃতি দিয়াছে। যদ্দ্বারা অবোধ নাছারা খৃষ্টানরা সরল প্রাণ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে যে, মোসলমানদের কোরআনেই হযরত ঈসার এত অধিক প্রশংসা বর্ণিত আছে যে, মোহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে ঐরূপ বর্ণনা নাই, অধিকন্তু ঈসার মাতা মরয়্যামেরও বহু বহু প্রশংসা কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে।

ঐ অবোধরা এতটুকু উপলব্ধি করিল না যে, হযরত ঈসা ও তাঁহার মাতা মরয়্যামের এইরূপ প্রশংসা প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ, ভ্রষ্ট ইহুদিরা হযরত ঈসা ও তাঁহার মাতার উপর জঘণ্য অপবাদের কালিমা লেপন করিয়াছিল; উহারই প্রতিউত্তরে পবিত্র কোরআন এত অধিক তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে। ইহা বিশ্ব-হেদায়েত নামা পবিত্র কোরআনের বড় দায়িত্ব ছিল যাহা পালনে কোন ক্রুটি করা হইলে তাহা ন্যায়ের পরিপন্থী বলিয়া গণ্য হইত।

হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহার মাতা মরয়্যাম সম্পর্কে দুই দল দুই পথে গোমরাহ হইয়াছে। ইহুদিরা গোমরাহ্ হইয়াছে তাঁহাদের প্রতি অপবাদ ও জঘন্য তোহমত লাগাইয়া। আর নাছারারা পরবর্ত্তীকালে গোমরাহ্ হইয়াছে তাঁহাদের সম্পর্কে অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জন করিয়া। হযরত ঈসা (আঃ) নবী ও রসুল ছিলেন, কিন্তু ছিলেন তিনি আল্লার বন্দা মরয়্যামের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী মানুষ। তদ্রূপ মরয়্যাম পাক পবিত্র আল্লাহ তায়ালার নিকট বিশেষ মর্য্যাদাবান ছিলেন, কিন্তু ছিলেন তিনি আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্ট বন্দা। নাছারাগণ পরবর্ত্তীকালে এক ইহুদি মোনাফেকের ধোকায় মরয়্যামকেও খোদা এবং হযরত ঈসাকেও খোদা বা খোদার পুত্র বলিয়া বিশ্বাস ও দাবী করে। যাহার ইতিহাস এই—

হযরত ঈসাকে খোদার পুত্র বানাইবার রহস্য ঃ

হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁহার প্রচারিত সত্য ধর্ম্ম ও সেই ধর্ম্মাবলম্বী নাছারাগণের সঙ্গে ইহুদিদের ঘোর শত্রুতা প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। ইহুদিগণ স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ)কে প্রাণে বধ করার চেষ্টা করে, তাঁহার ভূপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করার পর তাঁহার প্রচারিত সত্য দ্বীনকে নষ্ট করিবার তদবীরে তাহারা লাগিয়া যায়। প্রকাশ্য শক্তি ও বল প্রয়োগে তাঁহার দ্বীনকে বিকৃত করিতে না পারিয়া মোনাফেকীর সহিত মিত্রবেশে সেই সত্য দ্বীনকে বিকৃত করতঃ উহাকে মিথ্যারূপে রূপান্তরিত করিতে প্রয়াস পায়। যাহার ঘটনা এই যে, জনৈক ইহুদী মোনাফেকীভাবে স্বীয় ইহুদী ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশীরূপে ঈসায়ী বা নাছরানী তথা খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নেয় এবং সে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত জঙ্গলে জঙ্গলে ভণ্ড তপস্যা, তপ-যপ, সাধনা-ভজনা করিতে থাকে। অতঃপর সে লোকালয়ে ফিরিয়া আসে এবং এই প্রচারণা চালায় যে, আমি স্বয়ং যীশু খৃষ্টের দর্শন লাভ করিয়াছি। তিনি আমাকে বলিয়াছেন—"তুমি লোকদিগকে বলিয়া দাও, লোকেরা যেন আমাকে জারজ সন্তান মনে না করে, আমাকে যেন

স্বয়ং খোদার পুত্র গণ্য করে এবং আমি যে, শূলি কাষ্ঠে মৃত্যু বরণ করিয়াছি উহাকে যেন অপমৃত্যু মনে না করে। আমি জগতের সমস্ত মানুষের—যাহারা আমাকে খোদার বেটা বলিয়া বিশ্বাস করিবে তাহাদের সকলের পাপ মোচনের জন্য শূলি কাষ্ঠের মৃত্যু বরণ করিয়াছি। আমি স্বয়ং খোদার বেটা হইয়া নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া জগতের সকল মানুষের পাপ পিতার নিকট হইতে মোচন করাইয়া লইয়াছি। অতএব যে ব্যক্তি আমাকে খোদার বেটা বলিয়া বিশ্বাস করিবে কোন পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

এই প্রবঞ্চক ছদ্মবেশী ইহুদকেই পরবর্ত্তীকালে প্রবঞ্চিত খৃষ্টানগণ "সেন্টপল" নামে অভিহিত করিয়াছে এবং তাহাকে ও তাহার প্রবঞ্চনাময় মিথ্যা উক্তিকে শুধু গ্রহণই করে নাই, বরং উহাকেই কেন্দ্র করিয়া নিজেদের ধর্ম্মমত গঠন করিয়াছে, আজও খৃষ্টানগণ উহারই প্রচার করিয়া থাকে।

ইহুদিরা জানিয়া বুঝিয়া প্রবঞ্চনা করতঃ হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের সত্য দ্বীনকে বিকৃত ও বিধ্বংস্ত করিয়া দিয়াছে, তাই পবিত্র কোরআন ইহুদিগণকে مغضوب عليهم—মগজুব আলাইহেম "আল্লাহ তায়ালার ক্রোধানলে পতিত ও অভিশপ্ত" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। আর খৃষ্টানগণ প্রবঞ্চনা ও ধোকায় পতিত হইয়া হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের দ্বীনের নামে মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়াছে এবং সেই মিথ্যাকে চালু রাখিয়াছে, তাই পবিত্র কোরআন তাহাদিগকে ضالين—জাল্লীন "পথভ্রষ্ট" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে।

ইসলাম বাস্তববাদী ধর্ম্ম, ইহার প্রতিটি আক্বিদা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত, অপবাদ বা অতিরঞ্জনের ঠাঁই ইসলামে নাই। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই ইসলাম হযরত ঈসা সম্পর্কীয় ইহুদী ও নাছারাদের ভ্রষ্টতার খণ্ডন করিয়াছে।

পবিত্র কোরআন এক দিকে ইহুদীদের অপবাদ ও তোহ্মতের বিরুদ্ধে হযরত ঈসা ও মরয়্যামের প্রশংসায় বিশেষ প্রচারণা চালাইয়াছে। অপরদিকে হযরত ঈসা ও মরয়্যাম সম্পর্কে তৌহীদের পরিপন্থী ও তৌহীদ ধ্বংসকারী নাছারাদের যেসব অবাস্তব অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জন রহিয়াছে পবিত্র কোরআন সে সবের প্রতিবাদেও বিরাট প্রচারণা চালাইয়াছে এবং অনেক অনেক দলীল প্রমাণ ও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সে সবের খণ্ডন করিয়া নাছারাদের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এইরূপে ইহুদী-নাছারা উভয় দলের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার ধূম্রজালকে ছিন্ন করিয়া পবিত্র কোরআন ছেরাতে-মোস্তাক্বীমের বিকাশ সাধন করিয়াছে যে—

(১) হযরত ঈসা আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট পয়গাম্বর ছিলেন, আল্লাহ তায়ালার স্বষ্ট বন্দা ছিলেন, মরয়্যামের পুত্র ছিলেন।

(২) মরয়্যাম পাক পবিত্র অতিশয় মর্য্যাদাবান খোদাভক্ত নারী ছিলেন, আল্লাহ তায়ালার স্বষ্ট বিশিষ্ট বন্দা ছিলেন।

(৩) যেরূপ সারা বিশ্বের মা'বুদ ও প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালা; তদ্রূপ হযরত ঈসা এবং মরয়্যামেরও মাবুদ ও প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ।

(৪) আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে অন্য কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করা যাইবে না, ঐরূপ করিলে তাহা হইবে অতিশয় মহাপাপ যাহার অবধারিত ফল হইবে চিরকালের জন্য জাহান্নাম।

নাছারাদের অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের প্রতিবাদে, উল্লেখিত বাস্তব সমূহের বিকাশনে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন—

হযরত ঈসা ও মরয়্যাম উভয়ই আল্লার বন্দা ছিলেন ঃ

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ
دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا
الْحَقَّ - اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ
مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ - اَلْقٰهَا
اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ -

হে কেতাবধারী—নাছারাগণ! ধর্ম্মীয় ব্যাপারে অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইও না এবং আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব কথা বলিও না (যে, তাঁহার ছেলে আছে বা তাঁহার শরীক আছে।) ঈসা—মছীহ যিনি মরয়্যাম-পুত্র তিনি আল্লার রসুল ছিলেন মাত্র এবং আল্লার বিশেষ আদেশে স্বষ্ট ছিলেন, যেই আদেশ আল্লাহ তায়ালা মরয়্যামের প্রতি পৌঁছাইয়াছিলেন এবং তিনি আল্লারই স্বষ্ট একটি আত্মা (তথা জীব; তিনি আল্লার পুত্র বা আল্লার শরীক কস্মিন-কালেও নহেন।)

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ - وَلَا
تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ - اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ -

অতএব সঠিকরূপে আল্লার উপর ঈমান আন (যে, তিনিই একমাত্র মা'বুদ) এবং আল্লার রসুলদের উপর ঈমান আন (যে, তাঁহারা আল্লার বন্দা ও প্রতিনিধি।) এইরূপ কথা মুখেও

إِنَّمَا اللّٰهُ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ - سُبْحٰنَهٗ أَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ - لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ - وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا *

আমিও না যে, খোদা তিন জন; এই ধরণের কথা চিরতরে পরিহার কর; তোমাদেরই মঙ্গল হইবে। বস্তুতঃ খোদা বা মাবুদ একমাত্র আল্লাহ্। তিনি এক, তাঁহার শরীক নাই। তাঁহার সন্তান আছে এইরূপ কথা (নিছক গর্হিত; ইহা) হইতে তিনি পাক-পবিত্র। আসমান সমূহে এবং জমিনে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার মালিকানা ভুক্ত; (একটিও তাঁহার সন্তান, সমকক্ষ বা শরীক নহে।) সব কিছু সমাধানে মহান আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ; অন্যের প্রত্যাশী নহেন।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ -

(তোমরা মছীহকে খোদা বা খোদার পুত্র বল, অথচ) স্বয়ং মছীহ কস্মিনকালেও সঙ্কোচ বোধ করেন না যে, তিনি আল্লার বন্দা; উচ্চস্তরের ফেরেশতাগণও সঙ্কোচ বোধ করেন না যে, তাঁহারা আল্লার বন্দা।

وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيْعًا *

যে কেহ আল্লার বন্দেগী ও গোলামী অবলম্বনে সঙ্কোচ করে এবং অহঙ্কার করে সে যেন স্মরণ রাখে, আল্লাহ সকলকে (হিসাবের জন্য) তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবেন।

فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ - وَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا - وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ

অতঃপর যাহারা ঈমানদার নেককার প্রমাণিত হইবেন তাঁহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের প্রাপ্য প্রতিদান পূর্ণরূপে প্রদান করিবেন এবং স্বীয় করুণাবলে আরও অধিক দিবেন। পক্ষান্তরে যাহারা অবাধ্য ও অহঙ্কারী প্রমাণিত হইবে তাহাদিগকে ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি দিবেন। তাহারা

مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا *

নিজেদের জন্য আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন বন্ধু ও সহায়ক পাইবে না।

(৬ পাঃ ৩ রুঃ)

[২]

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ـ قُلْ
فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ
اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ
وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ـ
وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ـ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ *

ঐ সমস্ত লোক কাফের যাহারা বলে, মরয়্যাম-পুত্র মছীহ আল্লাহ্ই (অর্থাৎ আল্লাহ মছীহ-এর রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন।* হে মোহাম্মদ (দঃ)।) আপনি তাহাদের এই কথার অসারতা বুঝাইতে বলুন, আচ্ছা বল ত, মছীহকে এবং তাহার মাতা মরয়্যামকে এবং তুনিয়ার সকল মানুষকে আল্লাহ যদি মারিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা রোধ করার শক্তি কাহারও আছে কি? (সেই শক্তি কাহারও নাই, মছীহ-এরও ছিল না।) অথচ আল্লাহ যিনি হইবেন তাঁহার ক্ষমতায় ও আয়ত্তে হইবে সকল আসমান, জমিন এবং যাহা কিছু ইহার মধ্যে আছে। যাহা ইচ্ছা তিনি সৃষ্টি করিতে পারিবেন এবং আল্লাহ হন সব কিছুর উপর সর্ব্বশক্তিমান। (মছীহ —ঈসার মধ্যে কি এই শ্রেণীর কোন গুণ আছে?)

(ছুরা মায়েদা—৬ পাঃ ৭ রুঃ)

---

* নাছারাদের মধ্যে বহু দল আছে—এক দলের দাবী এই যে, হযরত মছীহ খোদার পুত্র, আর এক দলের দাবী এই যে, তিন খোদার মধ্যে মছীহ ও তাঁহার মাতা মরয়্যাম হইলেন তুইজন। আর এক দলের দাবী এই যে, মছীহ-ই খোদা অর্থাৎ খোদা মছীহ-এর রূপে ও আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

[৩]

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ -
وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ
اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ - اِنَّهٗ
مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ
عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ - وَمَا
لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ *

(৬ পাঃ ১৪ রুঃ)

ঐ সমস্ত লোক কাফের যাহারা বলিয়া থাকে যে, মরয়্যাম-পুত্র মছীহ্ আল্লাহ্ই, অথচ মছীহ বলিয়াছেন, হে বনী-ইস্রায়ীলগণ! তোমরা এক আল্লার এবাদৎ কর যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু-পরওয়ারদেগার। (তিনি আরও বলিয়াছেন,) তোমরা স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করিবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহার জন্য বেহেশতকে চিরদিনের তরে হারাম ও নিষিদ্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহার চিরকালীন বাসস্থান হইবে দোযখ এবং অনাচারীদের সহায়ক কেহই হইবে না।

[৪]

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ
اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ - وَمَا مِنْ اِلٰهٍ
اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ - وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا
عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ *

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَ

তাহারা কাফের যাহারা বলে, আল্লাহ তিন জনের একজন, (অর্থাৎ ঈসা, মরয়্যাম এবং আল্লাহ এই তিনজন খোদা,) অথচ মা'বুদ এক জনই আছেন (তিনি হইলেন আল্লাহ তায়ালা।) তিনি ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। (খোদা সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের) ভ্রষ্ট লোকগণ যাহা কিছু বলিতেছে তাহারা যদি ঐসব হইতে চিরতরে বিরত না হয় তবে অবশ্যই (আখেরাতের) কষ্টদায়ক আজাব ঐসব কাফেরকে পাকড়াও করিবে।

(সেই আজাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কুফরী ত্যাগ করতঃ) তাহারা

يَسْتَغْفِرُوْنَهٗ - وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

(৬ পাঃ ১৪ রুঃ)

আল্লাহ্‌ পানে প্রত্যাবর্ত্তন করে না কেন এবং (পূর্ব্বাবস্থার জন্য) আল্লার নিকট ক্ষমা চায় না কেন? অথচ আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাকারী পরম দয়ালু।

[৫]

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ - قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ - كَانَا يَاْكُلَانِ الطَّعَامَ -

মরয়্যাম-পুত্র মছীহ্‌ আল্লার রসুল; তিনি আর কিছুই নহেন; তাঁহার পূর্ব্বে অনেক রসুলই অতীত হইয়াছেন--(কেহই খোদা বা খোদার বেটা হন নাই।)

মছীহ্‌-এর মাতা মরয়্যাম ছিলেন (আল্লার প্রভুত্বে) পূর্ণ বিশ্বাসী, সত্যের প্রতীক। (তাঁহাদের কেহ খোদা হইতেই পারেন না। কেননা) তাঁহারা উভয়ে খাদ্য খাইতেন; (জীবন ধারণে আহারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।)

اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ *

হে বিশ্ববাসী। দেখ, মছীহকে যাহারা খোদা বিশ্বাস করে তাহাদের (সেই ভুল নিরসনের) জন্য কিরূপ স্পষ্ট দলীল ও যুক্তি বর্ণনা করিতেছি; এতদসত্ত্বেও তাহারা কি ভাবে উল্টাপথে যাইতেছে তাহাও লক্ষ্য কর।

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

(হে মোহাম্মদ!) আপনি তাহাদিগকে বলুন, তোমরা কি (বোকা যে,) এমন বস্তুর এবাদৎ কর যাহার মোটেই ক্ষমতা নাই তোমাদের লাভ-লোকসান করার? জানিয়া রাখিও, আল্লাহ (তোমাদের কথাবার্ত্তা কার্য্যকলাপ) সব কিছু শুনেন ও জানেন। আপনি তাহাদিগকে বলুন, হে কেতাবধারী

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْا

أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَّضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ *

নাছারাগণ। তোমরা ধর্ম্মের ব্যাপারে অবাস্তব অতিরঞ্জনের পথ অবলম্বন করিও না এবং তোমরা তোমাদের ঐসব পুর্ব্ব পুরুষদের অনুসারী হইও না যাহারা পুর্ব্বেই পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং আরও অনেককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে এবং সঠিক পথ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। (৬ পাঃ ১৪ রুঃ)

[৬]

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ - اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَّجَعَلَنِي مُبٰرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصٰنِي بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا *

হযরত ঈসা (ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার মাতার প্রতি অপবাদ খণ্ডনে) বলিলেন, আমি আল্লার বিশিষ্ট বন্দা, আল্লাহ আমাকে কেতাব দিবেন এবং নবী বানাইবেন বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং আমাকে লোকদের মঙ্গলকামী বানাইয়াছেন এবং আমাকে নামায ও যাকাতের আদেশ করিয়াছেন যাবৎ আমি (ভূপৃষ্ঠে) জীবিত থাকি।

(ছুরা মরয়্যাম—১৬ পাঃ ৫ রুঃ)

[৭]

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ * مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ

(হযরত ঈসার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করার পর আল্লাহ বলেন,) মরয়্যাম-পুত্র ঈসার পরিচয় এই। ইহাই সত্য বিবরণ যাহার মধ্যে ভ্রষ্ট ইহুদী-নাছারাগণ বিভিন্ন মত পোষণ করে। আল্লাহ সম্পর্কে এইরূপ কথা নিছক অবান্তর যে, তিনি সন্তান রাখেন; তিনি মহান, পাক-পবিত্র। (আল্লাহ

সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার সৃষ্টি-ক্ষমতা এইরূপ যে,) যখন তিনি কোন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার ইচ্ছা করেন, তখন উহা সম্পর্কে শুধু তাঁহার আদেশ হয়— "কুন্" হইয়া যাও ; ফলে তৎক্ষণাৎ সেই বস্তু অস্তিত্ববান হইয়া যায়।

سُبْحٰنَهٗ ـ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا

يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ *

আলোচ্য বিষয়ে স্বয়ং ঈসা (আঃ) কর্ত্তৃক চূড়ান্ত বিবৃতি ঃ

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সর্ব্ব সমক্ষে বিশেষতঃ ভ্রষ্ট নাছারাদেরে শুনাইবার জন্য ঈসা (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি কি লোকদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহারা আপনাকে এবং আপনার মাতাকে উপাস্য ও মাবুদ বানায়?

তখন হযরত ঈসা (আঃ) বিশেষ দৃঢ়তা ও যুক্তি প্রমাণের সহিত উহা অস্বীকার করিবেন এবং ভ্রষ্ট নাছারাদের অতিরঞ্জিত কথাবার্ত্তা খণ্ডন করতঃ স্পষ্ট দাবী করিবেন যে, আমি তাহাদিগকে একমাত্র এই শিক্ষাই দিয়াছি যে, ان اعبدوا الله ربى و ربكم — হে বিশ্ববাসী! তোমরা সকলে এক আল্লাহকে মা'বুদরূপে গ্রহণকর—এক আল্লার বন্দেগী গোলামী ও এবাদৎ কর ; যিনি আমারও প্রভু-পরওয়ারদেগার এবং তোমাদেরও প্রভু-পরওয়ারদেগার।

তিনি ইহাও বলিবেন যে, যাবৎ আমি ভূপৃষ্ঠে ছিলাম তাবৎ লোকদের মধ্যে এই শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ণ তদারক এবং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চলিয়াছি ; যে গলদ তাহাদের মধ্যে আসিয়াছে আমার পরে আসিয়াছে। আমি তাহাদের অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের প্রতি অসন্তুষ্ট—উহার সঙ্গে আমার কোনই সম্বন্ধ নাই।

উক্ত প্রশ্নোত্তরের ঘটনা কেয়ামতের দিন ঘটিবে। আল্লাহ তায়ালা নাছারাদের কল্পিত ও গর্হিত অত্যুক্তি খণ্ডনের জন্য এবং বিশ্ববাসীকে বুঝাইবার জন্য পবিত্র কোরআনে সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন। যাহার উদ্ধৃতি এই—

স্মরণ কর (কেয়ামতের দিনের ঘটনা) যখন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিবেন, হে মরয়্যাম-পুত্র ঈসা! আপনি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আল্লাহ ভিন্ন আমাকে এবং আমার

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ

مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ

اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن
دُونِ اللَّهِ - قَالَ سُبْحَانَكَ
مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي
بِحَقٍّ - إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ
عَلِمْتَهُ - تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا
أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ - إِنَّكَ أَنْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا
مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
رَبِّي وَرَبَّكُمْ - وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ - فَلَمَّا
تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ
عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ *

মাতাকেও মা'বুদরূপে গ্রহণ কর? ঈসা বলিবেন, আপনি মহান, পাক পবিত্র—যে কথা বলিবার অধিকার আমার নাই সেই কথা বলা আমার পক্ষে শোভা পায় না; আমি উহা বলি নাই। যদি আমি ঐরূপ বলিয়া থাকিতাম তবে আপনি অবশ্যই জ্ঞাত থাকিতেন, আমি আপনার সব বিষয় জানিতে পারি না, কিন্তু আপনি ত আমার অন্তরের অন্তস্থলেরও সব কিছু জ্ঞাত আছেন; আপনি অপ্রকাশ্য সব কিছুও জ্ঞাত থাকেন। আমি তাহাদিগকে ঐ কথাই বলিয়াছি যাহা আপনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন—তোমরা একমাত্র আল্লাহকে মা'বুদরূপে গ্রহণ কর, যিনি আমারও প্রভু-পরওয়ারদেগার এবং তোমাদেরও প্রভু-পরওয়ারদেগার। আর আমি তাহাদের হাল-অবস্থার পর্য্যবেক্ষক ছিলাম যাবৎ আমি তাহাদের মধ্যে অবস্থানকারী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠাইয়া নিয়া আসিয়াছেন তখন হইতে একমাত্র আপনিই তাহাদের হাল অবস্থা প্রত্যক্ষকারী ছিলেন; আপনি ত সর্ব্ব বিষয়েরই অবগতি রাখেন। (তাহাদের সব গোমরাহী আপনি জ্ঞাত আছেন—এখন) যদি আপনি তাহাদেরে শাস্তি দেন তবে সেই ক্ষমতা ও অধিকার আপনার রহিয়াছে।

কারণ তাহারা হইল আপনার বন্দা ; (আপনি তাহাদের প্রভু।) আর যদি তাহাদেরকে ক্ষমা করেন তবেও (কিছু বলার অধিকার কাহারও নাই ;) আপনি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বক্ষমতার অধিকারী এবং সর্ব্বজ্ঞানী হেকমত-ওয়ালা। (৭ পাঃ ৬ রুঃ)

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ - وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *

১৬৫২। হাদীছ ঃ—ওবাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এইরূপ আকিদা ও বিশ্বাসের ঘোষণা দিবে যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই—মা'বুদ এক মাত্র আল্লাহ ; তিনি এক, অদ্বিতীয় ; 'তাঁহার কোন শরীক'-সাথী নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার সৃষ্ট বন্দা, তাঁহার প্রেরিত রসুল এবং ঈসা (আঃ) আল্লার সৃষ্ট বন্দা, তাঁহার প্রেরিত রসুল ; (সৃষ্টির রীতি পুরুষের স্পর্শনে নারী গর্ভে সন্তানের জন্ম —এই রীতি ব্যতিরেকে, পুরুষের স্পর্শন বিহীন শুধু) আল্লাহ তায়ালার আদেশ "কুন—হইয়া যাও" শব্দের দ্বারা সৃষ্ট, এই আদেশের প্রতিক্রিয়া আল্লাহ তায়ালা মরয়্যামের প্রতি পৌঁছাইয়াছিলেন এবং (সাধারণ রীতি তথা কোন পুরুষ-স্পর্শনের মাধ্যম ব্যতিরেকে) আল্লাহ তায়ালা সরাসরি একটি রুহ বা আত্মারূপে তাঁহাকে (মাতৃ গর্ভে) পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন, (তিনি আল্লার সন্তান বা সমকক্ষ ছিলেন না।)

আরও ঘোষণা দিবে যে, (আল্লাহ-ভক্তদের জন্য) বেহেশত বরহক্ ও বাস্তব এবং (আল্লাহ-দ্রোহীদের জন্য) দোযখ বরহক্ ও বাস্তব (এই সব গল্প-গুজব নহে।)

এইরূপ আকিদাহ্ ও বিশ্বাসের ঘোষণা দানকারী ব্যক্তিগণ বেহেশত লাভ করিতে পারিবে নিজ নিজ আমলের ভিত্তিতে। (এমন কি যদি ঐরূপ ঘোষণা দানকারীর আমল ভাল না হয় এবং সে স্বীয় বদ আমল আল্লার দরবার হইতে ক্ষমা না করাইয়া থাকে তবে শাস্তি ভোগ করার পর উক্ত বিশ্বাস তথা ঈমানের বদৌলতে বেহেশত লাভ করিতে পারিবে।)

নাছারাদের তথাকথিত যুক্তিতর্কের বিষয়বস্তু ঃ

ভূমিকা ঃ—দুনিয়াতেও দেখা যায়, কোন ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি (EMBASADOR) নিযুক্ত হইয়া আসিলে তিনি স্বীয় নিযুক্তিস্থলে

পদার্পণ করিয়া পরিচয়-পত্র পেশ করেন। তদ্রূপ রসুলগণ আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি; যত রসুল দুনিয়াতে পদার্পণ করিয়াছেন প্রত্যেকেই আল্লাহ তায়ালার বন্দাদের সম্মুখে স্বীয় পরিচয়-পত্র স্বরূপ মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনাবলী দেখাইয়াছেন যদ্দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে, তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে এত বড় ক্ষমতা দান করিয়াছেন।

মোজেযা যত বড়ই হউক না কেন উহার মূল কর্ম্মকর্তা এবং মূল উৎস হইল সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা। নবী বা রসুলের সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং যে কোন প্রকার মোজেযার দরুন যদি নবী বা রসুলকে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার পর্য্যায়ে রাখা হয় তবে তাহা গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা হইবে এবং কোন নবী কখনও নিজে ঐরূপ দাবী করিতে পারেন না। শয়তানই লোকদিগকে গোমরাহ করিয়া অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনে পতিত করে।

নবীকে বহু রকমের বহু মোজেযাই প্রদান করা হয়, অবশ্য সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে, যেই যুগে যেই বিষয়ে লোকদের উন্নতি অধিক ছিল সেই বিষয়েই আল্লাহ তায়ালা সেই যুগের নবীকে তাঁহার প্রধান মোজেযা দান করিয়াছেন। কারণ, সেই বিষয়ে যুগের লোকদের চরম উন্নতি লাভ থাকা সত্ত্বেও যখন নবী অন্য লোকদের ক্ষমতার উর্দ্ধের ঘটনা দেখাইতে সক্ষম হন তখন ন্যায়পরায়ণ লোকগণ নবীর মর্য্যাদাটা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে। যেমন মুছা আলাই-হেচ্ছালামের যুগে যাদু-বিদ্যার অত্যধিক প্রসার ছিল, তদ্দৃষ্টে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে "আ'ছা" বা লাঠিকে সাপ বানাইবার মোজেযা দিয়াছিলেন। যদ্দরুন ন্যায়পরায়ণ যাদুকরগণ তৎক্ষণাৎ হযরত মুছার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে এবং তাঁহার জন্মদেশে আরবী সাহিত্যের অত্যধিক উন্নতি ছিল। তদ্দৃষ্টে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে মানব ক্ষমতার উর্দ্ধের সাহিত্যিক গুণাবলীবিশিষ্ট কেতাব—কোরআন মজিদ প্রধান মোজেযারূপে দান করিয়াছিলেন।* যদ্দরুন

---

* পূর্ব্ববর্তী নবীগণকে যে সব আসমানী কেতাব প্রদান করা হইয়াছিল উহার এবারত (reading) কোরআন মজিদের ন্যায় সাহিত্যিক গুণাবলীতে মানবশক্তির উর্দ্ধের ছিল না; যাহার ফলে পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, কর্ত্তন ও সংমিশ্রনের দ্বারা ঐ সবের বিকৃতি সাধন সম্ভব হইয়াছে। পক্ষান্তরে লক্ষ লক্ষ সুদক্ষ শত্রুর সক্রিয় চেষ্টা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ চৌদ্দশত বৎসরে কোরআন মজিদের একটি অক্ষরের বেশ কম করাও সম্ভব হয় নাই, হইবেও না।

ন্যায়পরায়ণ আরবগণ অতি সহজেই তাঁহার মর্য্যাদা অনুধাবন করিতে পারিয়াছিল। তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরবী কবি "লবীদ" এবং আরও অনেক আরবী কবির ঘটনা ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে।

যুগে যুগে নবিগণের মোজেযা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এই নিয়মই চলিয়াছে যে, যেই যুগে যেই বিষয়ের অধিক উন্নতি ও প্রভাব ছিল সেই যুগের নবীকে সেই বিষয়ে প্রধান মোজেযা দেওয়া হইয়াছে—ইহা বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য।

যেই যুগে হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের আবির্ভাব সেই যুগে চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। তদ্দৃষ্টে আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে মোজেযা দিয়াছিলেন যে, তিনি এমন এমন ব্যাধি বা রোগকে ভাল করিতে পারিতেন যাহা সকল চিকিৎসকের নিকট দুরারোগ্য। যেমন, (১) মৃত্যু—ইহার কোন চিকিৎসা কোন চিকিৎসকের নিকট নাই; কোন চিকিৎসক মরা মানুষকে জীবিত করিতে পারে না। হযরত ঈসাকে আল্লাহ তায়ালা মোজেযা দিয়াছিলেন—তিনি কোন মৃতকে লক্ষ্য করিয়া قم باذن الله—ক্বুম-বে-ইজ্‌নিল্লাহ্ "আল্লার আদেশে তুমি জীবিত হইয়া যাও" বলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মৃতদেহ জীবিত হইয়া উঠিত। (২) মাটির তৈরী পাখীর আকৃতি—কোন চিকিৎসাবিদ এইরূপ জড় জিনিসকে আত্মা দান করিয়া জীবন্ত বানাইবে তাহা সম্ভব নহে। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ঈসাকে মোজেযা দিয়াছিলেন—তিনি ঐরূপ মাটির তৈরী পাখীর দেহে ফুৎকার মারিলে আল্লাহ তায়ালার আদেশে উহা বাস্তবেই পাখী হইয়া উড়িয়া যাইত। (৩) জন্মান্ধকে কোন চিকিৎসক চিকিৎসার দ্বারা তাহার দৃষ্টিশক্তি আনয়ন করিতে পারে না, তদ্রূপ শ্বেত রোগের কোন চিকিৎসা চিকিৎসাশাস্ত্রে নাই। আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে মোজেযা দিয়াছিলেন—তাঁহার অছিলায় আল্লাহ তায়ালা জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করিতেন এবং শ্বেত রোগ দূর হইয়া যাইত। (৪) এতদ্ভিন্ন হযরত ঈসার এই মোজেযাও ছিল যে, বাড়ীতে যে যাহা খাইয়াছে এবং যাহা সঞ্চিত রাখিয়াছে, ঈসা (আঃ) নিজে নিজেই সেই সবের বিবরণ বলিয়া দিতে পারিতেন।

এইসব বিষয়াবলী অলৌকিক ও অসাধারণ ছিল বটে, কিন্তু পয়গাম্বরগণের পক্ষে তাঁহাদের মোজেযা স্বরূপ এই ধরণের ঘটনাবলী যুগে যুগেই চলিয়া আসিয়াছে। পবিত্র কোরআনে হযরত মুছার ঘটনা উল্লেখ আছে—এক নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর সন্ধান দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা হযরত মুছার জন্য

নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। আরও একটি ঘটনা উল্লেখ আছে—হযরত মূছা সত্তর জন লোকের একটি প্রতিনিধি দল লইয়া তূর পর্ব্বতে গিয়াছিলেন, তথায় যাইয়া তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য হঠকারিতা করিলে সকলেই আল্লার গজবে ধ্বংস হইয়াছিল। অতঃপর হযরত মূছার দোয়ার বদৌলতে সত্তর জন সকলেই জীবিত হইয়াছিল। তদ্রূপ একটি নির্জ্জীব কাষ্ঠখণ্ড বা লাঠি হযরত মূছার পক্ষে বিরাট অজগরে পরিণত হইয়া যাইত, যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনেই রহিয়াছে।

আমাদের পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামেরও এই ধরণের বহু বহু মোজেযা হাদীছের কেতাব সমূহে বর্ণিত আছে।

(১) একটি নারী তাহার ছেলেসহ ইসলাম গ্রহণ করতঃ হিজরত করিয়া মদিনায় উপস্থিত হইলে পর অল্প দিনের মধ্যেই তাহার ছেলেটি মারা যায়। নিঃসহায় নারীটি ছেলের মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল; তাহার ছেলের লাশ হযরতের সম্মুখে রক্ষিত ছিল। নারীটি হযরতের পায়ের নিকট বসিয়া অতি কাতর স্বরে দোয়া করিতে লাগিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত ছেলেটি হাত-পা নাড়া দিয়া আবরণের চাদরটি মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিল এবং জীবিত হইয়া উঠিল, এমনকি তাহার মাতার মৃত্যু হইয়া যাওয়ার পরও অনেক দিন সে বাঁচিয়া ছিল। আরও একটি ঘটনা—আবদুল্লাহ (রাঃ) ছাহাবির পুত্র জাবের (রাঃ) ছাহাবীর ঘরে একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দাওয়াত খাইতে আসিলেন। তথায় তাঁহার জন্য একটি ছাগল জবেহ করা হইয়াছিল। আবদুল্লাহ (রাঃ) ওহদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন এবং একমাত্র পুত্র জাবের (রাঃ)কে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় বিরাট সংসারের ব্যয় বহন ও ঋণের চাপে রাখিয়া গিয়াছিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দাওয়াত খাওয়াইবার জন্য জাবের (রাঃ) তাঁহার গৃহের একমাত্র দুধাল ছাগলটি জবেহ করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জাবেরকে তাহার আত্মীয়-স্বজনগণকেও দাওয়াতে ডাকিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। খাওয়া আরম্ভ হইল, হযরত (দঃ) সকলকে বলিয়া দিলেন সকলেই গোশত খাইবে, কিন্তু হাড্ডি চিবাইবে না। অতঃপর হযরত (দঃ) ছাগলের গোশতের হাড়গুলি একত্রিত করিলেন এবং ঐগুলির উপর হাত রাখিয়া কিছু দোয়া পড়িলেন, হঠাৎ ছাগলটি পূর্ণ শরীরে জীবিত হইয়া শরীর ঝাড়া দিয়া

দাঁড়াইয়া গেল। এই শ্রেণীর আরও অনেক ঘটনার নজীর বিদ্যমান রহিয়াছে।

(২) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে এই ধরণের মোজেযা আরও অনেক বর্ণিত আছে। একটি নির্জ্জীব শুষ্ক কাষ্ঠ, খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড—মসজিদের খুঁটি জীবন্ত মানুষের ন্যায় হযরতের বিচ্ছেদে কাঁদিয়াছিল। অতঃপর হযরত (দঃ) উহাকে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিলে শান্ত হইয়াছিল—এই ঘটনা "উসতুয়ানা হান্নানাহ্"-এর ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। বদরের যুদ্ধে ওকাশা ইবনে মেহ্ছান (রাঃ) এবং ছালামাহ্ ইবনে আছলাম (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের তরবারী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদিগকে এক এক খানা গাছের ডালা দিয়াছিলেন যাহা লৌহ তরবারীতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল।

(৩) এই শ্রেণীরও বহু ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একটি নারী তাহার ছেলেকে লইয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। ছেলেটি যৌবন বয়সে পৌছিয়াছিল, কিন্তু সে ছিল জন্ম-বোবা, কথা বলিতে পারিত না। হযরত (দঃ) ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল ত আমি কে? তৎক্ষণাৎ ছেলেটি বাক শক্তি লাভ করিয়া বলিল, انت رسول الله।—আপনি আল্লার রসুল। আর একটি ঘটনা—একটি লোকের পা সাপের ডিমের উপর পড়িয়াছিল তাহাতে তাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহার পিতা তাহাকে লইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) ঘটনা শুনিয়া তাহার চোখে থুথানী দিলেন তৎক্ষণাৎ তাহার দৃষ্টি শক্তি বহাল হইয়া গেল, সে ৮০ বৎসর বয়সেও স্যুঁচের ছিদ্রে সুতা দিতে সক্ষম ছিল। এতদ্ভিন্ন বদরের যুদ্ধে ক্বাতাদাহ্ ইবনে নোমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর চক্ষু ভীষণ আঘাতে খসিয়া পড়িয়াছিল, হযরত (দঃ) হাতে ধরিয়া চক্ষু বসাইয়া দিলেন তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষুদ্বয় সম্পূর্ণ ভাল হইয়া গেল। রেফায়া'হ্ ইবনে রা'ফে রাজিয়াল্লাহু আনহুর চক্ষু তীরের আঘাতে ফুটিয়া গিয়াছিল, হযরত (দঃ) তাহার চোখে থুথানী দিলেন তৎক্ষণাৎ চক্ষু ভাল হইয়া গেল যেন উহার মধ্যে কখনও কোন যাতনা অনুভবই করেন নাই। খায়বরের যুদ্ধকালে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চক্ষুদ্বয়ে ভীষণ যাতনা ছিল, হযরতের থুথানীতে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ হইয়াছিল।

(৪) অজ্ঞাত বিষয়ের খবর বলিয়া দেওয়ার ঘটনা ত ইতিহাসে অসংখ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় রোম

সম্রাট পারস্য সম্রাটের আক্রমণে ভীষণরূপে পরাজিত হইয়াছিল, এতদসত্বেও রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন অচিরেই রোমিগণ পার্সীগণের উপর জয়লাভ করিবে। এই সম্পর্কে কাফেরদের সঙ্গে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহু বাজিও রাখিয়াছিলেন। অবশেষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তিই সত্য হইয়াছে। রোম সম্রাট পারস্য সম্রাটের উপর বিরাট জয়লাভ করিয়াছে, ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআন ২১ পারায় ছুরা রোমের আরম্ভেই উল্লেখ আছে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) রাত্রে চোর ধরিয়া গোপনে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, ভোরে হযরত (দঃ) তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন এবং তিন দিন এইরূপ ঘটনা হইয়াছে।

মক্কা অভিযানের গোপন খবরের এক পত্র লইয়া একটি নারী মদিনা হইতে মক্কা যাইতেছিল, রসুলুল্লাহ (দঃ) আলী (রাঃ) এবং অপর একজনকে পাঠাইয়া দিলেন সেই পত্র হস্তগত করার জন্য এবং নির্দ্দিষ্টরূপে বলিয়া দিলেন, তোমরা তাহাকে "রওজা-খাখ" নামক স্থানে পাইবে ; বাস্তবে তাহাই হইল।

এই ধরণের হাজার হাজার মোজেযা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রহিয়াছে যাহার সাক্ষ্য-প্রমাণযুক্ত বিবরণ "আল-খাছায়েছুল কোবরা" "দালায়েলুন-নবুয়াহ্ লে-আবীনুয়াঈম" এবং "দালায়েলুন্ নবুয়াহ্ লেল-বায়হাক্বী" ইত্যাদি কেতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এত এত মোজেযা থাকাসত্বেও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মৎ মোসলমানগণ বা তাহাদের কোন দল হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে খোদা বা খোদার শরীক বলিয়া উক্তি করে নাই, বরং প্রত্যেক মোসলমানের পক্ষে তাহার ঈমানকে প্রমাণিত করার জন্য এই ঘোষণা দান বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে যে— اشهد ان لا اله
الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

"আমি আমার আকিদা ও বিশ্বাসের ঘোষণা দিতেছি যে, একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ—আর কোন মা'বুদ নাই ; তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং এই ঘোষণাও দিতেছি যে, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার বন্দা ও তাঁহার রসুল।

এমন কি কোন সময়ও যেন মোসলমানদের মধ্যে এই আকিদা ও বিশ্বাস বিস্মৃতির ধূম্রজালে ঢাকিয়া যাইতে না পারে সেইজন্য মোসলমানদের প্রতিটি ভাষণ ও অনুষ্ঠানাদির উদ্বোধনের প্রারম্ভে সর্ব্ব সমক্ষে এই ঘোষণা ও স্বীকৃতি প্রদানের রীতিও ইসলামে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে।

স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও স্বীয় উম্মতের প্রতি এই ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন।

১৬৫৩। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি খলীফাতুল-মোছলেমীন ওমর(রাঃ)কে সর্ব্বসমক্ষে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়াইয়া এই হাদীছ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি—তিনি স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করতঃ বলিয়াছেন, খবরদার। আমার প্রশংসা করিতে এবং মর্য্যাদা বাড়াইতে অতিরঞ্জিত কথা বলিবে না—যেরূপ নাছারাগণ মরয়্যাম-পুত্র ঈসা সম্পর্কে করিয়াছে।

আমি আল্লার সৃষ্ট বন্দা বৈ নহি; (আমাকে আল্লাহ তায়ালার সমতুল্যকারী কোন উক্তি করিও না) হাঁ—আমার সম্পর্কে বল, "আল্লার বন্দা ও আল্লার রসুল"।

অর্থাৎ তোমরা আমার সম্পর্কে নাছারাদের ভূমিকা গ্রহণ করিও না—নাছারা বা খৃষ্টানগণ ঈসা আলাইহেচ্ছালামের অলৌকিক জন্ম-বৃত্তান্ত এবং তাঁহার মোজেযাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে। একদল বলে, ঈসা-মছীহ খোদার বেটা বা ছেলে। আর একদল বলে, ঈসা-মছীহ ও তাঁহার মাতা তিন খোদার দুই খোদা। আর একদল বলে ঈসা মছীহ-ই খোদা।

এমনকি ঐতিহাসিক "অফদে-নাজরান"—নাজ্রানের গির্জ্জা হইতে আগত নাছারাদের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল মদিনায় স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে ঐসব অলৌকিক ঘটনার দলীল প্রমাণ লইয়াই উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার প্রতিউত্তরে পবিত্র কোরআনের ছুরা আলে-এম্রানের প্রাথমিক আয়াত সমূহ নাজেল হয়; বিস্তারিত বিবরণ এই—

অফদে-নাজরান—পাদ্রীদের বিশেষ প্রতিনিধি দল ঃ

ইয়ামানের অন্তর্গত "নাজরান" একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল, এই শহরেই রোমের অধীনে এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চার্চ্চ বা গির্জ্জা ছিল তৎকালীন খৃষ্টান ধর্ম্মীয়দের।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সপ্তম হিজরী সনে দুনিয়ার বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধান, গোত্রপ্রধান ও ধর্ম্মপ্রধানদের নিকট ইসলামের দাওয়াত-নামা বা আহ্বান-পত্র বিশেষ বিশেষ দূত মারফত প্রেরণ করিয়াছিলেন; খৃষ্টানদের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মীয় কেন্দ্র এই নাজরানেও দাওয়াত-নামা পাঠাইয়াছিলেন। এই নাজরান গির্জ্জার অধীনে সত্তরের অধিক নগর বা গ্রাম ছিল এবং লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবক যুবক নাগরিক

সিপাই ছিল। এতদসত্ত্বেও নাজরানের পাদ্রিগণ ইহুদিদের ভয়ে ভীত ছিল। ইহুদিরা খৃষ্টানদিগকে এক কথায় লা-জওয়াব করিয়া দিত যে, "তোমরা যাহাকে তোমাদের ধর্ম্মের প্রধান বল তাহার ত বাপেরই ঠিক নাই—সেত জারজ সন্তান, তাহার মৃত্যুও হইয়াছে অপমৃত্যু তথা শূলিতে; শূলিতে মৃত্যু ঘটে অভিশপ্তদের।"

ইহুদিদের এই আক্রমনের প্রতিরোধেই খৃষ্টানগণ তাহাদের ছদ্মবেশী গুরু বৈপিতা সেন্টপলের প্রবঞ্চণাময় মন্ত্র গাহিয়া বেড়াইত যে, আমাদের ধর্ম্মপ্রধানের বাপ হইলেন স্বয়ং আল্লাহ্ এবং শূলিতে তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিলেও সেই মৃত্যু অপমৃত্যু ছিল না, বরং তিনি স্বয়ং শূলিবিদ্ধ হইয়া পিতার নিকট হইতে সকলের পাপ মোচন করাইয়া গিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এইসব দাবী নিছক মিথ্যা ভিত্তিহীন, এই সবের মূলে কোন যুক্তি প্রমাণ মোটেই নাই।

পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, ইসলাম হইল বাস্তব ও সত্যের প্রতীক ধর্ম্ম। ইসলাম মিথ্যার আশ্রয় মোটেই লয় না এবং সত্যের প্রচার এবং প্রকাশেও বিন্দুমাত্র দুর্ব্বলতা দেখায় না, তাই ইসলামের পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং ইসলামের কেতাব পবিত্র কোরআন হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের গুণগান ও প্রশংসা করিল। তাঁহার ও তাঁহার মাতার মহত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া অনেক অনেক বিবৃতি প্রদান করিল এবং হযরত ঈসার জন্ম বৃত্তান্তের বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া এবং সে সম্পর্কে বাস্তব ও সত্য ঘটনার উদ্ঘাটন করিয়া ইহুদিদের মিথ্যা ও ভ্রষ্ট অপবাদের দাঁত-ভাঙ্গা উত্তর প্রদান করিল। পবিত্র কোরআন স্পষ্ট ঘোষণা দিল যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার পাক পবিত্র নবী ছিলেন; তাঁহার সম্পর্কে অপবাদকারিগণ আল্লার নিকট অভিশপ্ত।

এই সব বিবৃতি ও ঘোষণায় ইসলামের তরফ হইতে ইহুদিদের মোকাবিলায় নাছারাদের পক্ষ সমর্থন ছিল; কাজেই নাছারগণ খুব সন্তুষ্ট হইল এবং তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। নবম হিজরী সনের প্রারম্ভে তাহাদের প্রধানতম কেন্দ্র নাজরানের পাদ্রিগণ বিশেষ শান-শওকতের সহিত—চৌদ্দ গোত্রের চৌদ্দ প্রধান তৎসঙ্গে তিনজন সর্ব্বোচ্চ নেতা সহ ষাট জন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মদিনায় আসিল এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল।

তাহাদের সর্ব্বপ্রধান নেতা ছিল "আবদুল মছীহ ওরফে আ'কেব", প্রধান ধর্ম্মীয় বিশেষজ্ঞ লাটপাদ্রী ছিল "আবু হারেছা" এবং তাহাদের পথ পরিচালক নেতা ছিল "আইহাম ওরফে ছাইয়্যেদ"।

প্রতিনিধি দল মদিনায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের দুই প্রধান—আবদুল মছীহ এবং আইহামকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কথা বলার জন্য মনোনীত করিল। নেতাদ্বয় হযরতের নিকট উপস্থিত হইলে হযরত (দঃ) তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। তাহারা বলিল, আমরা ত পূর্ব্ব হইতেই মোসলমান (তথা আমরা আল্লাহ তায়ালাকে স্বীকার করিয়া থাকি)। হযরত (দঃ) বলিলেন, আপনাদের ইসলামের দাবী মিথ্যা দাবী; আপনারা ত ইসলামের পরিপন্থী আকিদা ও কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। আপনারা (হযরত ঈসাকে) আল্লার পুত্র সাব্যস্ত করেন, ক্রুশকে পূজনীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং শূকর খাইয়া থাকেন (যাহা কোন নবীর ধর্ম্মেই হালাল নয়)।

নেতাদ্বয় তদুত্তরে বলিল, হযরত ঈসা যদি আল্লার পুত্র না হন তবে তাঁহার পিতা কে? এই যুক্তির উপরই তাহারা অধিক জোর দিল যে, কোন মানুষ হযরত ঈসার পিতা ছিল না, সুতরাং আল্লাহ তায়ালাই তাঁহার পিতা, নতুবা তাঁহাকে জারজ বলিতে হয়, অথচ কোরআন ও ইসলাম এই কথার ঘোর প্রতিবাদকারী।

এতদ্ভিন্ন নাছারাগণ হযরত ঈসা খোদা হওয়ার এই দলীলও বয়ান করিত যে, তিনি মৃতকে জীবিত করিতে পারেন, অন্ধকে চক্ষু দান করিতে পারেন, মানুষ নিজ ঘরে কি খাইয়াছে কি করিয়াছে এইরূপ গায়েবের খবর বলিতে পারেন।

এই নাজরান প্রতিনিধি দলের বিতর্ক উপলক্ষে নাছারাদের বক্তব্যাদি খণ্ডন পূর্ব্বক ছুরা আলে-এমরানের প্রথম ৮৪টি আয়াত নাজেল হইয়াছিল। উহাতে নাছারাগণকে লক্ষ্য করিয়া চারিটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ—অতি সংক্ষেপে আল্লাহ তায়ালার দুই তিনটি এমন গুণ বা ছেফতের উল্লেখ করা হইয়াছে যদ্দারা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে, অন্য কেহই তাঁহার শরীক, সাথী বা সমকক্ষ মা'বুদ; উপাস্য পূজনীয় হইতে পারে না। ছুরাটির প্রারম্ভেই ঘোষণা করা হইয়াছে, আল্লাহ যিনি তিনি হইলেন الحی—"চিরজীবন্ত, অনাদি অনন্ত" এবং القیوم—"সারা বিশ্বের ধারক ও রক্ষক;" সারা বিশ্বকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনিই উহার ধারণকারী ও অস্তিত্ব রক্ষাকারী। সেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই মা'বুদ, উপাস্য ও পূজনীয় হওয়ার যোগ্য নহে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার আরও একটি গুণ বিশেষরূপে উল্লেখ হইয়াছে—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ

"নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও, আল্লাহ এমন যে, তাঁহার সম্মুখে আসমান জমিনের কোথাও একবিন্দু বস্তুও গোপন অজ্ঞাত অজানা থাকিতে পারে না।"

পক্ষান্তরে যে কোন নবী মোজেযা স্বরূপ গায়েবের কোন বিষয় বলিয়া দিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা হয় নেহাত সীমাবদ্ধ। যেমন, হযরত ঈসা (আঃ) এই সম্পর্কে গোপন খবর বলিয়া দিতে পারিতেন যে, একজন লোক সে আজ কি খাইয়াছে এবং তাহার বাড়ীতে কি কি বস্তু সঞ্চিত রাখিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—ঈসা (আঃ) এবং তাঁহার মাতার জন্ম বৃত্তান্ত এমনভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যদ্দারা অতি সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁহারা উভয়েই আল্লাহ তায়ালার মখলুক বা সৃষ্ট মানুষ ছিলেন। অবশ্য হযরত ঈসার সৃষ্টি ও তাঁহার জন্মলাভ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে হইয়াছিল। সেই কুদরত কি ধরণের ছিল তাহাও স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে— إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ

آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ -

"নিশ্চয় ঈসার (বিনা-বাপে জন্মের) আশ্চর্য্যজনক বৃত্তান্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষে (মোটেই আশ্চর্যাজনক নহে। তাঁহার জন্মের ব্যবস্থাটা) আদমের (জন্ম) বৃত্তান্তের ন্যায়ই। আদমকে আল্লাহ তায়ালা মাটির দ্বারা তৈরী করিয়া আদেশ করিয়াছিলেন, "কুন্—হইয়া যাও" সঙ্গে সঙ্গে আদম (জীবন্ত) হইয়া গিয়াছিলেন।

হযরত আদম যেরূপ মাতাপিতা ব্যতিরেকে আল্লার কুদরতে শুধু আল্লার আদেশ দ্বারা জন্মলাভ করিয়াছেন হযরত ঈসাও তদ্রূপ কোন পিতার স্পর্শন ব্যতিরেকে আল্লাহ তায়ালার কুদরতে শুধু আল্লার আদেশ দ্বারা মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই তথ্য সম্পর্কে বলিয়াছেন—

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ "এই সত্যটি তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগার হইতেই প্রচারিত ; এই সম্পর্কে কোন সংশয়ে পড়িও না।"

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ গুণও এস্থলে উল্লেখ হইয়াছে যে, هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ "মহান সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা যে ভাবে ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে মাতৃগর্ভে তৈরী ও গঠন

করিতে পারেন" যেমন—মাতৃ বীর্য্যের সঙ্গে পিতৃবীর্য্যের সংযোগেও গঠন করিতে পারেন, যেরূপ সাধারণতঃ হইয়া থাকে ; বিনা সংযোগেও গঠন করিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ—কেতাবধারী বিশেষতঃ নাছারাগণকে খাঁটী তৌহীদ ও একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানান হইয়াছে, যদ্দারা নাছারাগণ উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে একত্ববাদী নহে, বরং মোশরেক।

নাছারাগণ হযরত ঈসাকে খোদার বেটা বলা সত্ত্বেও, অধিকন্তু হযরত ঈসা এবং তাঁহার মাতাকে তিন খোদার দুই খোদা বলা সত্ত্বেও মোয়াহ্‌হেদ বা একত্ববাদী হওয়ার দাবী করিয়া থাকে। এস্থলে তাহাদের সেই দাবীকে অসার ও অবাস্তব সাব্যস্ত করতঃ আহ্বান জানান হইয়াছে যে, তোমরা মুখে মুখে যে একত্ববাদের দাবী কর কার্য্যস্থলেও উহা প্রতীয়মান করার সৎ সাহস লইয়া অগ্রসর হও।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

"হে কেতাবধারিগণ! যে বিষয়টি আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ঐক্যমতপূর্ণ যে, আমরা এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও এবাদৎ উপাসনা বা পূজা করিব না, কোন জিনিষকে তাঁহার শরীক-সাথী সাব্যস্ত করিব না এবং মানুষ মানুষকে "রব" প্রভু বা রক্ষাকর্ত্তা ত্রাণকর্ত্তা, বিধানকর্ত্তারূপে গ্রহণ করিব না (অর্থাৎ তৌহীদ ও একত্ববাদ, যে সম্পর্কে আমাদের ত স্থির সিদ্ধান্ত আছেই এবং তোমরাও উহার দাবী করিয়া থাক)—কার্য্যস্থলে এই সত্যকে প্রতীয়মান করিতে অগ্রসর হও।"

চতুর্থতঃ—হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের মৃত্যুর দাবী করিয়াও বিপরীত মুখী ইহুদী-নাছারাগণ নানারূপ মিথ্যা ও আজগবী উক্তি করিয়া থাকে, সেই সম্পর্কেও এই ছুরায় মূল ঘটনার বর্ণনা আছে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসিবে।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ নাজেল হইলে রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রতিনিধি দলের নেতৃবৃন্দের সম্মুখে ঐসব দলীল প্রমাণ ও বিষয়বস্তু ব্যক্ত করিলেন। তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরোত্তর হইল, তবুও ইসলাম গ্রহণে অগ্রসর হইল না। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহ তায়ালার আদেশ মোতাবেক সর্ব্বশেষ পন্থা অবলম্বন করতঃ তাহাদিগকে "মোবাহালাহ্"-এর প্রতি আহ্বান জানাইলেন। "মোবাহালাহ্" অর্থ বিতর্কে অংশ গ্রহণকারী উভয় পক্ষ এইরূপে দোয়া করিবে যে, হে আল্লাহ!

আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যে পক্ষ স্বীয় দাবীতে মিথ্যাবাদী সেই পক্ষের উপর তোমার অভিশাপ ও গজব পতিত হউক সে পক্ষ তোমার গজবে ধ্বংস হইয়া যাউক।

উভয় পক্ষের মনোবল ও দৃঢ়তা যাঁচাই-এর উদ্দেশ্যে বিষয়টিকে অধিক জোরদার করার জন্য উভয় পক্ষের নিজ নিজ পরিবার পরিজনকেও এই বদ-দোয়ায় শামিল করা যাইতে পারে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নাজরান প্রতিনিধি দলকে এইরূপ চুড়ান্ত মোবাহালার প্রতিই আহ্বান করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট নির্দ্দেশেই ঐরূপ করিয়াছিলেন যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই—

......فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا

وَاَنْفُسَكُمْ - ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ *

অর্থ—(মরয়্যাম-পুত্র ঈসা সম্পর্কে যে বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইল—তাঁহার সম্পর্কে) ইহাই হইল বাস্তব তথ্য, প্রভু-পরওয়ারদেগারের বর্ণিত ; অতএব এই সম্পর্কে দ্বিধা বোধের অবকাশ রাখিবেন না। অতঃপর ঈসা সম্পর্কে (এই সত্যের বিপরীত) যে কেহ আপনার সঙ্গে হঠকারিতা ও বৃথা তর্ক করে তাহাকে বলুন, আস। আমরা (উভয়ে) আমাদের সন্তান-সন্ততি, পরিবারবর্গকে নিজ নিজ সঙ্গে লইয়া একত্রিত হই এবং আল্লার দরবারে কায়মনোবাক্যে এইরূপ দোয়া করি যে, আল্লার লা'নৎ-অভিশাপ ও গজব হউক হক্কের বিরোধী মিথ্যাবাদী পক্ষের উপর।

মোসলেম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় কলিজার টুকরা কন্যা ফাতেমাকে এবং তাঁহার স্বামী—জামাতা আলী (রাঃ)কে এবং পৌত্র হাছান ও হোছাইনকে (সহজ সুলভ রূপে) ডাকিয়া একত্র করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করতঃ বলিলেন, হে আল্লাহ! ইহারা আমার পরিজন। (অর্থাৎ মোবাহালাহ্ করার জন্য আমি ইহাদিগকে সঙ্গে রাখিব।)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফাতেমা, আলী এবং হাছান ও হোছাইনকে সঙ্গে লইয়া মোবাহালাহ্ করার উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, আমি দোয়া করা আরম্ভ করিলে তোমরা আমীন বলিতে থাকিও। (রুহুল মায়ানী ২—১৮৮)

এইরূপে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অগ্রগামী হইয়া মোবাহালার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং প্রতিনিধি দলের প্রধানগণকে মোবাহালার জন্য অগ্রসর হইতে বলিলেন।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা সত্য। আল্লাহ বলিয়াছেন (২ পাঃ ১ রুঃ)—

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ......

"কিতাবধারী (আলেম)গণ মোহাম্মদ (দঃ)কে আল্লার রসুলরূপে সন্দেহাতীত রূপে চিনিয়া থাকে যেরূপ তাহারা স্বীয় সন্তান সন্ততিকে নিজ সন্তানরূপে চিনে, তবুও তাহাদের এক শ্রেণীর লোক জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপনে লিপ্ত আছে।"

নাজরান-প্রতিনিধি দলের প্রধানগণও এই শ্রেণীরই ছিল, সুতরাং তাহারা আল্লার রসুলের বদ-দোয়ার তলে আসিতে সাহসী হইল না। তাহারা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে আবেদন করিল যে, আমরা এই সম্পর্কে চিন্তা ও পরামর্শ করিব এবং তিন দিনের অবকাশ চাহিয়া নিল। তাহাদের পরামর্শে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, মোবাহালায় অবতীর্ণ হইলে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য, সুতরাং যে কোন বিনিময়েই হউক সন্ধি করিতেই হইবে।

অতঃপর তাহারা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া এই আবেদন করিল যে, আমরা মোবাহালায় অবতীর্ণ হইব না। আমরা আমাদের সমগ্র দেশ সহ আপনার বাধ্যগত অধীনস্থ করদাতা রূপে থাকিব। হযরত (দঃ) তাহাদের আবেদন গ্রহণ করিলেন এবং রাষ্ট্রীয় কর হিসাবে বাৎসরিক ২০০০ জোড়া কাপড়, ৩৩টি লৌহ বর্ম্ম, ৩৩টি উট এবং ৩৪টি ঘোড়া তাহাদের উপর ধার্য্য করিয়া দিলেন। (তফছীর রুহুল মায়া'নী ২—১৮৮) এতদ্ভিন্ন ২০০০ "উকিয়াহ্" তথা ৮০০০০ দেহরাম (প্রায় ২০০০০ টাকা) নগদও ধার্য্য করিয়াছিলেন (ফতহুলবারী ৮—৭৭)। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে একটি নিরাপত্তা-দান-পত্রও লিখিয়া দিয়াছিলেন, যাহার নকল সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস ভাণ্ডার "তবকাতে-ইবনে ছায়া'দ" নামক কিতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে (১—২৮৭)।

তাহারা হযরতের নিকট এই আবেদনও করিল যে, একজন বিশ্বস্ত লোক আমাদের উপর নিয়োগ করিয়া দেন; যিনি আমাদের হইতে কর আদায় করিয়া আনিবেন। হযরত (দঃ) আবু ওবায়দাতুবনুলজার্রাহ (রাঃ)কে মনোনীত

করিলেন। বোখারী শরীফে নাজরান প্রতিনিধি দলের বিবরণ সম্পর্কে ২৬৯ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ আছে তথায় এসম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি আছে—

১৬৫৪। হাদীছ ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আবদুল মছীহ ওরফে) আ'কেব এবং (আইহাম ওরফে) ছাইয়্যেদ নাজরানের এই প্রধানদ্বয় (সঙ্গীগণ সহ) রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল।

(ঘটনা প্রবাহের মধ্যে তাহারা মোবাহালার সম্মুখীন হইয়া প্রথম অবস্থায় এইরূপ ভাব দেখাইল যেন) তাহারা হযরতের সঙ্গে মোবাহালাহ্ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। অতঃপর তাহাদের একজন অপর জনকে বলিল, খবরদার। এই ব্যক্তির সঙ্গে মোবাহালায় অবতীর্ণ হইও না। তিনি যদি নবীই হইয়া থাকেন (যেরূপ আমাদের ধারণা) এবং আমরা তাহার সঙ্গে মোবাহালায় অবতীর্ণ হই তবে (নিশ্চয় আমাদের উপর তাঁহার অভিশাপ পতিত হইবে, ফলে) আমরা রেহাই পাইব না, এমনকি আমাদের বংশধরগণ পর্য্যন্ত রেহাই পাইবে না।

অবশেষে (মোবাহালায় অবতীর্ণ না হওয়া সাব্যস্ত করিয়া) তাহারা হযরতের নিকট এই নিবেদন জানাইল যে, (আমরা মোবাহালাহ্ করিব না, আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিলাম, সেমতে রাষ্ট্রীয় কর হিসাবে) আপনি আমাদের উপর যাহা ধার্য্য করিবেন আমরা তাহাই পরিশোধ করিব। আর আপনি আমাদের জন্য আপনার পক্ষ হইতে একজন বিশ্বস্ত লোক মনোনীত করিয়া দেন—বিশ্বস্ত নয় এমন লোক পাঠাইবেন না। হযরত ফরমাইলেন, নিশ্চয় বিশ্বস্ত লোকই পাঠাইব—পূর্ণ বিশ্বস্ত। (আল্লার রসুলের নিকট পুর্ণ বিশ্বস্তরূপে পরিচয় লাভের) এই সুযোগের প্রতি ছাহাবিগণ প্রত্যেকেই তাকাইয়া রহিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ)কে এই পদে মনোনীত করিলেন। তিনি যখন যাত্রা করিবেন তখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে বিশ্বস্ততায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

নাজরান প্রতিনিধি দলের সর্ব্বশেষ খবর এই যে, তাহারা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিয়াছিল এবং ধার্য্যকৃত রাষ্ট্রীয় কর বরণ করতঃ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিনিধি ও তাঁহার নিরাপত্তাদানপত্র লইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছিল। অল্পদিন পরেই প্রতিনিধি-প্রধান—আবদুল মছীহ ওরফে আ'কেব এবং আইহাম ওরফে ছাইয়্যেদ তাহারা পুনরায় হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ফতহুল বারী ৮—৭৭) —৫৮

মোজেযা পয়গাম্বরের জন্য আল্লারই দান ঃ

পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, মোজেযা কখনও নবীর নিজ ক্ষমতা বলে প্রদর্শিত হয় না, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতেই নবীকে মোজেযা দান করা হইয়া থাকে—নবীর নবুয়তকে সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণিত করার জন্য। সুতরাং মোজেযা যত বড়ই হউক না কেন উহার দ্বারা খোদার সমকক্ষ হওয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

এই সত্যটি যেন লোকদের খেয়াল হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও লুকায়িত না থাকে এবং এই ব্যাপারে যেন শয়তান লোকদিকে প্রবঞ্চনায় ফেলিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) বিভিন্ন মোজেযা প্রদর্শনের প্রতি মুহূর্ত্তে এবং দমে দমে প্রত্যেকটি মোজেযার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্নরূপে নূতনভাবে এই ঘোষণা দিতে রহিয়াছেন যে, এই অলৌকিক কার্য্যটি আমার হস্তে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার আদেশে এবং তাঁহার কুদরত বলেই সমাধা হইতেছে। হযরত ঈসা (আঃ) বার বার এই ঘোষণার মারফৎ ঐ সত্যকেই উপলব্ধি করাইয়াছেন যে, এই মোজেযার মধ্যে আমার এমন কোন কৃতিত্ব নাই যদ্দারা আমার পক্ষে খোদার ন্যায় শক্তিমত্তা ও তাঁহার সমকক্ষতা প্রমাণিত হইতে পারে।

দুঃখের বিষয় নাছারা বা খৃষ্টানগণ সেন্টপলের ন্যায় ইহুদী-জাত ছদ্মবেশী মোনাফেকের প্রবঞ্চনায় পতিত হইয়াছে, অথচ স্বয়ং ঈসা আলাইহেচ্ছালামের প্রচার ও ঘোষণাদি অতি সুস্পষ্ট ছিল। তাঁহার ঐসব প্রচার ও ঘোষণা সমূহ আজও অকাট্য কোরআন মজিদের মারফৎ সারা বিশ্বের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিভিন্ন মোজেযা সম্পর্কে হযরত ঈসার ঘোষণা কতই না সুস্পষ্ট ছিল—

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ - وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى

আমি তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতে (রসূল হওয়ার) দলীল প্রমাণ নিয়া আসিয়াছি—(১) আমি তোমাদের সম্মুখে কর্দ্দম দ্বারা পাখীর আকৃতিরূপ বানাইয়া অতঃপর উহার মধ্যে ফুংকার মারিব ফলে উহা আল্লার আদেশে বাস্তবেই পাখী হইয়া যাইবে। (২) আর আমি জন্ম অন্ধকে ভাল করিতে পারি (৩) শ্বেতরোগ ভাল করিতে পারি (৪) এবং মৃতকে জীবিত

بِاِذْنِ اللّٰهِ - وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا
تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ
بُيُوْتِكُمْ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ *

(ছুরা আল-এমরান—৩ পাঃ ১৩ রুঃ)

করিতে পারি—এইসব আল্লার আদেশেই হইবে। (৫) আরও আমি বলিয়া দিতে পারি তোমরা নিজ নিজ বাড়ীতে যাহা কিছু খাইয়াছ এবং যাহা কিছু সঞ্চিত রাখিয়াছ। নিশ্চয় এই সবের মধ্যে (আমার রসুল হওয়ার) স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের জন্য রহিয়াছে যদি তোমরা ঈমান গ্রহণে ইচ্ছুক হও।*

---

* হযরত ঈসার উল্লেখিত মোজেযা সমূহ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হওয়ায় প্রকৃতির ধ্বজাধারী, নবীদের মোজেযা অস্বীকারকারী পূর্ব্ব সমালোচিত পণ্ডিত সাহেব তথা কথিত তফছীরুল কোরআনে উল্লেখিত আয়াত সমূহে ভাঙ্গা-গড়া ও নানারূপ মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার সমাবেশ পূর্ব্বক গোজামিল দানের যে অভিনয় করিয়াছেন তাহা হইতে রক্ষা পাইবার দুইটি উপায় আছে। একটি হইল কোরআন হাদীছের প্রগাঢ় জ্ঞান, আর একটি অকাট্য ঈমান।

হযরত ঈসার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কেও উক্ত পণ্ডিত স্বভাব ও প্রকৃতির লেজ ধরিয়া রহিয়াছেন এবং মরয়্যামের সঙ্গে ইউসুফ নাজ্জার নামক এক ব্যক্তির বিবাহ পড়াইয়া দিয়া তদ্বারা স্বাভাবিক রীতির মাধ্যমে হযরত ঈসার জন্ম কাহিনী গাথিয়াছেন। এক কথায় তিনি আল্লাহ তায়ালাকেও স্বাভাবিক নিয়মের বাহিরে যাইতে দিতে রাজী নহেন।

এই ব্যাপারে তিনি খৃষ্টানী বাইবেলের কিছু তথ্য গ্রহণ করিয়া পরে বাইবেলকেও মাত করিয়া গিয়াছেন। বাইবেলে যোশেফের (ইউসুফের) সঙ্গে মরয়্যামের বিবাহ কাহিনী আছে, কিন্তু মরয়্যাম গর্ভে হযরত ঈসার জন্ম যোশেফ বা কোন পুরুষের স্পর্শনে হইয়াছে—এইরূপ ধারণাকে বাইবেলও খণ্ডন করিয়াছে। (মথি ২য় পৃষ্ঠা—প্রভু যিশুর জন্ম বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

পণ্ডিত সাহেবের ঈমান ও ইসলাম বিরোধী মতামতের বিতর্কে সময় অপচয়ে উৎসাহ হয় না, অতি ছোট একটা উজ্জল যুক্তির উপরই এই আলোচনা ক্ষান্ত করিতে চাই।

বস্তুতঃই যদি ইউসুফের সঙ্গে মরয়্যামের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া যথারীতি তাহার স্পর্শনে হযরত ঈসার জন্ম হইয়া থাকিত তবে ইহুদীদের অপবাদ ও নাছারাদের অতিরঞ্জনের খণ্ডনে পবিত্র কোরআন যেসব দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনার এবং আল্লাহ তায়ালার সর্ব্বশক্তিমত্তা স্মরণ করাইবার এবং আদমের সৃষ্টি বৃত্তান্তের তুলনা উল্লেখের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে সেই ভূমিকা শুধু নিরর্থকই নয় বরং অহেতুক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সব কিছুর প্রতিবাদে শুধু এতটুকু প্রকাশ করিয়া দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, বৈধ সম্পর্কীয় পিতামাতা ইউসুফ ও

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

এতদ্ভিন্ন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও এই ভ্রষ্ট নাছারাগণকেই শুনাইবার জন্য কেয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আঃ)কে ডাকিয়া যখন স্বীয় প্রদত্ত নেয়ামত সমূহ স্মরণ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি লোকদের মধ্যে খোদায়ী দাবীর প্রচার করিয়াছিলেন কি? (এই প্রশ্নোত্তরের পূর্ণ বিবরণ ৪৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) তখনও আল্লাহ তায়ালা এই কথাই বলিবেন যে, আপনি এই, এই মোজেযা দেখাইয়াছিলেন—এইসব একমাত্র আমারই আদেশে সংঘটিত হইয়াছিল, সুতরাং এইসব মোজেযার দ্বারা আপনার খোদায়ী কিরূপে প্রমাণিত হইতে পারে? বিশ্ববাসীর অবগতির জন্য কেয়ামতের দিনের সেই বিবরণীও পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা রসুলগণকে তাঁহাদের উম্মতের ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। সেই দিনের একটি স্মরণীয় ঘটনা—আল্লাহ বলিবেন, হে মরয়্যাম-পুত্র ঈসা! স্মরণ কর, আমি যেসব নেয়ামত দান করিয়া ছিলাম তোমাকে এবং তোমার মাতাকে—যখন তোমার সাহায্য করিয়া ছিলাম জিব্রাইল ফেরেশতা দ্বারা।

إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ
مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى
وَالِدَتِكَ - إِذْ أَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ
الْقُدُسِ - تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ

মরয়্যামের ঔরসে ঈসা জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হযরত ঈসা ও মরয়্যাম সম্পর্কে এত এত দীর্ঘ বিবৃতি কোরআনে ব্যক্ত হইল, কিন্তু বিশ্ব জোড়া বিতর্কের মূলোচ্ছেদকারী ইউসুফের সঙ্গে মরয়্যামের শুভ-পরিণয়ের খবরটা কোথাও উল্লেখ করা হইল না! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোরআনের প্রায় শত শত স্থানে عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم—মরয়্যামের পুত্র ঈসা, মরয়্যাম-পুত্র ঈসা বলা হইল কোন এক স্থানেও ইউসুফ-পুত্র ঈসা বলা হইল না!

তদুপরি ঐতিহাসিক নাজরান প্রতিনিধি দলের প্রশ্ন—যে, হযরত ঈসা খোদার বেটা না হইয়া থাকিলে তাঁহার পিতা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নানারূপ দীর্ঘ বিষয়াবলী, এমনকি সর্ব্বশেষ চূড়ান্ত পন্থারূপে মোবাহালার পথ অবলম্বন করিলেন, (বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে।) একবারও উক্ত প্রশ্নের সহজ উত্তরটা মুখেও আনিলেন না যে তাঁহার পিতা ছিলেন ইউসুফ নাজ্জার! এইসব তথ্য দৃষ্টে মূল বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুধি পাঠকবর্গের উপরই ন্যাস্ত রহিল।

وَكَهْلًا - وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ
وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ
الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ
طَيْرًا بِاِذْنِىْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ
وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ - وَاِذْ تُخْرِجُ
الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ -

(ছুরা মায়েদাহ্— ৭ পাঃ ৫ রুঃ)

তুমি (আমার কুদরতে) নবজাত শিশু এবং বয়স্ক উভয় অবস্থায় একই ধরণে কথা বলিতে সক্ষম ছিলে এবং আমি তোমাকে আসমানী কেতাবের ও সূক্ষ্ম বিষয়াবলীর বিশেষতঃ তৌরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং তুমি কর্দ্দম দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করিতে আমার আদেশে; তারপর উহাতে ফুৎকার মারিতে, ফলে উহা বাস্তবে পাখী হইয়া যাইত আমার আদেশে এবং তুমি জন্ম অন্ধ ও শ্বেত রোগীকে ভাল করিতে সক্ষম হইতে আমার হুকুমে এবং মৃতকে (জীবিত করিয়া কবর হইতে) বাহির করিতে আমারই হুকুমে।

আসমান হইতে খাদ্য লাভের মোজেযা ঃ

হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের একটি বিশেষ মোজেযা—একদা তাঁহার বিশেষ অনুগত "হাওয়ারী" নামে আখ্যায়িত একদল লোক তাঁহার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করিল যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য প্রকাশ্য মোজেযা স্বরূপ যদি আসমান হইতে আমাদের জন্য তৈরী খানা পাঠাইয়া দিতেন!

মোজেযার জন্য নবীকে ফরমাইশ করার পরিণাম ভাল হয় না বলিয়া হযরত ঈসা তাহাদিগকে সতর্ক করিলেন। তাহারা আরজ করিল, আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, ঐরূপ খানা খাইয়া আমরা বরকত হাসিল করিব এবং এইরূপ প্রত্যক্ষ মোজেযা দৃষ্টে আমাদের ঈমানের মজবুতী বাড়িয়া যাইবে এবং আমরা লোকদিকে বলিতে পারিব যে, এইরূপ স্পষ্ট মোজেযা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

ঈসা (আঃ) যখন তাহাদের উদ্দেশ্য খারাব নয় দেখিলেন; তখন তিনি আল্লার দরবারে দোয়া করিলেন। আল্লাহতায়ালা দোয়া কবুল করিলেন এবং তাহাদিগকে সতর্কবাণীও শুনাইলেন যে, অতঃপর যদি তোমাদের কেহ এই মোজেযার পূর্ণ হক্ব আদায় না করিয়া বিপথগামী হয় তবে আমি তাহাকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করিব।

মোফাচ্ছেরগণ লিখিয়াছেন, আল্লার কুদরতে ফেরেশতাগণ মারফৎ আসমান হইতে তৈরী রুটি ও গোশত ভর্ত্তি খাঞ্চা তাহাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইত।

তিরমিজি শরীফে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে, আসমান হইতে তাহাদের জন্য তৈরী খানা—রুটি-গোশত অবতীর্ণ হইল এবং তাহাদের প্রতি এই নির্দ্দেশও আসিল যে, ইহা হইতে তৃপ্তিপূর্ণ পরিমাণ খাইতে পারিবে, কিন্তু আগামী দিনের জন্য রাখিয়া দিবে না। তাহাদের অনেকে এই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আল্লার গজবে পতিত হইল; আকৃতি মছ্‌খ্‌ হইয়া তাহারা বাঁদর ও শুকরের আকৃতিতে পরিণত হইয়া গেল। ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ—

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يٰعِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ
يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۔
قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ *

একটি স্মরণীয় ঘটনা—যখন হাওয়ারিগণ বলিয়াছিল, হে মরয়্যাম-পুত্র ঈসা পয়গাম্বর! ইহা কি সম্ভব যে, প্রভু-পরওয়ারদেগার আপনার অছিলায় আমাদের প্রতি আসমান হইতে তৈরী খানা পাঠাইয়া দেন? ঈসা (আঃ) বলিলেন, (মোজেহার ফরমাইশ করিও না) আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা খাঁটী মোমেন হইয়া থাক।

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا
وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ
صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ
الشّٰهِدِينَ *

হাওয়ারিগণ আরজ করিল, আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, (বরকতের জন্য) আমরা ঐরূপ খানা খাইব এবং আপনার প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি উহা আরও দৃঢ় হইবে এবং প্রকাশ্য ঘটনায় দেখিয়া নিব, আপনি (নবী হওয়ার দাবীতে) সম্পূর্ণ সত্য এবং (অন্যদের জন্য) আমরা আপনার সত্যতার প্রমাণ স্বচক্ষে অবলোকনকারী সাক্ষী হইতে পারিব।

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ

ঈসা (আঃ) আল্লার দরবারে দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! আমাদের

প্রভু! আমাদের প্রতি আসমান হইতে তৈরী খানার খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন যাহা আমাদের বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী সকলের জন্যই বিশেষ আনন্দের কারণ হইবে এবং আপনার পক্ষ হইতে আমার সত্যতার একটি বিশেষ নিদর্শন হইবে। আপনার পক্ষ হইতে রিজিক স্বরূপ উহা দান করুন, আপনিত সর্ব্বোত্তম দাতা।

আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমি উহা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিব, কিন্তু অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার আনুগত্যহীনতার পরিচয় দিবে তাহাকে আমি এমন কঠোর শাস্তি প্রদান করিব যাহা (সাধারণতঃ) জগতের কাহাকেও প্রদান করি না।

رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ
السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا
وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا
وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *
قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ
فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْ
اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا
مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ * (৭ পাঃ ৫ রুঃ)

হযরত ঈসা কর্ত্তৃক মোহাম্মদ (দঃ)-এর সুসংবাদ দান ঃ

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহার পরবর্ত্তী সর্ব্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্পর্কে শুধু সুসংবাদই দান করিয়াছিলেন না, বরং তিনি তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বানী ও সুসংবাদ বহনকে স্বীয় নবুয়তের একটি বিশেষ দায়িত্বরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে স্বয়ং হযরত ঈসার ঘোষণা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে—

তখনকার ঘটনা স্মরণ কর যখন মরয়্যাম-পুত্র ঈসা বলিয়াছিলেন, হে বনীইস্রায়ীলগণ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার রসুল, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী তৌরাত কেতাবের সমর্থনকারী এবং আমার পরে "আহমদ" নামীয় এক রসুল আসিবেন তাঁহার সুসংবাদ বহনকারী হইয়া আসিয়াছি।

(ছুরা ছফ—২৮ পাঃ)

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ
يٰبَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ
التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ
مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ـ

১৬৫৬। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, আমি (নবিগণের মধ্যে) সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী হইলাম মরয়্যাম-পুত্র ঈসার—দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও; আমাদের উভয়ের মধ্যে অন্য নবীর আবির্ভাব হয় নাই। নবীগণের পরস্পর সম্পর্ক ঐ ভ্রাতৃবৃন্দের সম্পর্কের ন্যায় যাহাদের পিতা একজন মাতা ভিন্ন ভিন্ন। সকল নবিগণের প্রচারিত দ্বীন ও ধর্ম্মের মূল একই; বিভিন্নতা শুধু ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে।

ব্যাখ্যা—আমাদের পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ইহকালে হযরত ঈসার সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তীও ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কধারীও ছিলেন। নিকটবর্ত্তীতা ত সুস্পষ্ট, কারণ তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোন নবী আসেন নাই। বিশেষ সম্পর্ক এই সূত্রে যে, ঈসা (আঃ) যে নবীর আগমনের সুসংবাদ বিশ্ববসীকে শুনাইয়াছিলেন সেই নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)ই ছিলেন। পরকালেও তাঁহাদের উভয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হইবে। বিশ্ববাসী সকলে যখন কেয়ামতের মাঠে ভীষণ কষ্ট যাতনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শাফায়া'তের উদ্দেশ্যে আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন নবিগণের শরণাপন্ন হইবে এবং এক এক নবী নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পূর্ব্বক অন্য নবীর নাম পেশ করিবেন তখন সর্ব্বশেষে ঈসা (আঃ) হযরত মোহাম্মদ (দঃ)এর নাম প্রস্তাব করিবেন। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কোন ওজর আপত্তি না করিয়া শাফায়া'তের জন্য অগ্রসর হইবেন।

হযরত ঈসার জাগতিক জীবনের শেষ বৃত্তান্ত :

হযরত ঈসার জন্ম বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়া যেরূপ ইহুদিরা অপবাদের ঝড় তুলিয়াছিল এবং নাছারারা অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইয়াছিল, তদ্রূপ হযরত ঈসার ইহজগৎ ত্যাগের বিষয়টি লইয়াও ইহুদিরা নানারূপ অপবাদ গড়াইয়াছে যে, তাহারা হযরত ঈসাকে বন্দী করিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং ভীষণ লাঞ্ছিত ও অপমানিত রূপে শূলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল, সুতরাং তাহার মৃত্যু অপমৃত্যু ছিল। নাছারারা মূল বিষয় হইতে অজ্ঞ দুর্ব্বলচেতারূপে ইহুদিদের সমস্ত অপবাদ নতশিরে বরণ করতঃ এই বলিয়া মুখ রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে যে, হযরত ঈসা ঐ দুঃখ যাতনার মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় পিতার নিকট হইতে লোকদের পাপ ক্ষমা করাইবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার মৃত্যু অপমৃত্যু ছিল না।

এস্থলেও ইসলাম ইহুদ-নাছারাদের মিথ্যা প্রচারণাকে পণ্ড করিয়াছে এবং বাস্তব ঘটনা প্রকাশ পূর্ব্বক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বাস্তব ঘটনা এই যে, কস্মিনকালেও হযরত ঈসা (আঃ) ইহুদিদের হস্তে শূলিশিদ্ধ হইয়া নিহত হন নাই।

ঈসা (আঃ) ইহুদীদের হস্তে শূলিবিদ্ধ রূপে নিহত না হইয়া তাঁহার সর্ব্বশেষ অবস্থা কি হইয়াছিল, সে সম্পর্কে সরাসরি পবিত্র কোরআনের ঘোষণা লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ
عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا
قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ -
وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِىْ شَكٍّ
مِّنْهُ - مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ
الظَّنِّ - وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۙ
بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ - وَكَانَ اللّٰهُ
عَزِيْزًا حَكِيْمًا *

ইহুদিরা যেসব কারণে অভিশপ্ত ও গজবে পতিত হইয়াছিল ঐ সবের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ ইহাও ছিল যে, তাহারা মিথ্যা দাবী করিত—আমরা মরয়্যাম-পুত্র ঈসা—মছীহ্‌কে হত্যা করিয়াছি; যিনি ছিলেন আল্লার রসুল। অথচ তাহারা তাঁহাকে (কোন প্রকারে) হত্যা করিতেও পারে নাই এবং শূলিবিদ্ধও করিতে পারে নাই, বস্তুতঃ তাহারা এই ব্যাপারে গোলক-ধাঁধায় পতিত ছিল। নিশ্চয় যাহারা এই ব্যাপারে ভিন্ন মত (তথা হত্যা বা শূলিবিদ্ধ করার মত) পোষণকারী হইয়াছে তাহারা এই ব্যাপারে শুধু একটা সন্দেহের মধ্যে আছে—শুধুমাত্র একটা ধারণা ও অনুমানের উপর চলিয়াছে; এই ব্যাপারে তাহাদের নিকট বাস্তবের কোন জ্ঞান মোটেই নাই। অকাট্য ও নির্ভুল খবর ইহাই যে, তাহারা ঈসাকে হত্যা করিতে পারে নাই, বরং আল্লাহ তাঁহাকে নিজের প্রতি* উঠাইয়া নিয়াছিলেন। আল্লাহ ত সর্ব্বশক্তিমান অতিশয় হেকমতওয়ালা। (৬পাঃ ২ রুঃ)

---

* আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে নিজের প্রতি উঠাইয়া নিয়াছেন; "আল্লার প্রতি" বলিতে "উর্দ্ধ জগৎ বা আসমান" উদ্দেশ্য। প্রত্যেক ভাষায়ই এই ধরণের ব্যবহার আছে।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

উল্লেখিত বিবৃতির বিবরণে একদল ঐতিহাসিক ও তফছীরকারের মত এই যে, ইহুদীরা হযরত ঈসার বিরুদ্ধে তৌরাতকে লঙ্ঘন করা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করার অভিযোগ আনয়ন করিল। এইরূপে ধর্ম্মীয় ও রাষ্ট্রীয় উভয় অপরাধে অপরাধী সাবাস্ত করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ রাজশক্তির তরফ হইতে জারি করাইল এবং তথাকার তৎকালীন শূলিবিদ্ধ করিয়া প্রাণদণ্ড দানের জন্য ইহুদিরা হযরত ঈসাকে গেরেপ্তার ও বন্দী করিয়া আনিল। শূলে চড়াইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে বাঁচাইয়া নিলেন, শত্রুরা অপর একটি লোককে ঈসা মনে করিয়া তাহাকে শূলিবিদ্ধ করিয়া মারিল।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও তফছীরকারগণের মতে ঘটনা এই যে, ঈসা (আঃ) যখন ইহুদীদের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রে স্বীয় জীবন সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়িলেন তখন তিনি তাঁহার বিশেষ ছাহাবী বা শিষ্য—হাওয়ারিগণকে আবদ্ধ ঘরে একত্রিত করিয়া তাঁহার পরেও আল্লার দ্বীনকে জারী রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যাইতে বিশেষরূপে উদ্বুদ্ধ করিলেন, যাহার ইঙ্গিত পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে—

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ.........

"ঈসা (আঃ) যখন ইহুদিদের তরফ হইতে পূর্ণ বিদ্রোহিতা অনুভব করিলেন, (এমনকি স্বীয় জীবন হইতেও নিরাশ হইয়া পড়িলেন) তখন তিনি বলিলেন, আল্লার দ্বীনের ব্যাপারে আমার সাহায্যকারী কে আছে ? হাওয়ারিগণ উত্তর করিল, আমরা সকলেই আল্লার দ্বীনের সাহায্যকারীরূপে প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।"

ঈসা (আঃ) আবদ্ধ ঘরে শিষ্যগণকে লইয়া কথোপকথনে রত ছিলেন এই সুযোগে তাঁহার প্রাণঘাতীরা তাঁহাকে হত্যা করার জন্য তথায় উপস্থিত হইল এবং

মক্কা শহরে, কা'বা ঘরে আল্লাহ তায়ালা অবস্থান করেন না, কিন্তু মক্কা নগরীকে "بلد الله—আল্লার শহর, কা'বাকে بيت الله—আল্লার ঘর" বলা হয়, যেহেতু ঐ ঘরটির এবং উহার মাধ্যমে ঐ শহরটির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে।

তদ্রূপ উর্দ্ধ জগতেই আল্লাহ তায়ালার সেরা সৃষ্টের এবং বিশাল কুদরতের কারখানা সমূহের সমাবেশ। সেখানেই মহান আরশ, কুরছী, লাওহে-মাহফুজ, ছেদ্‌রাতুল-মোন্‌তাহা বিদ্যমান। সেখানেই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট জগতের পরিচালক বাহিনী ফেরেশতা জাতির অবস্থান ; তথা হইতেই বিশ্ব ভূমণ্ডলের পরিচালন কার্য্যবিধি সরবরাহ করা হয়—এই সূত্রেই কা'বাকে আল্লার ঘর বলার ন্যায় উর্দ্ধ জগতের দিককে আল্লার দিক বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ঘরটিকে ঘেরাও করিয়া তাহাদের একজন উদ্দেশ্য সমাধার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরত বলে হযরত ঈসাকে তথা হইতে সরাইয়া নিলেন এবং ঐ ঘরে প্রবেশকারী লোকটির উপর বা অন্য কোন একজনের উপর হযরত ঈসার আকৃতির ছায়া পড়িয়া গেল। যে ব্যক্তির উপর হযরত ঈসার রূপ পড়িয়াছিল শত্রুরা তাহাকেই ঈসা মনে করিয়া শূলদণ্ড দিল।

ইহুদিরা হযরত ঈসাকে গেরেপ্তার ও বন্দী করিতে পারিয়াছিল এই মতবাদ পবিত্র কোরআনের পরিপন্থী মনে হয়। পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই—

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ - وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ - اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -

শত্রুদল ঈসাকে মারিয়া ফেলার গোপন ব্যবস্থা আঁটিল, আল্লাহ তাঁহাকে রক্ষা করার গোপন ব্যবস্থা করিলেন এবং আল্লাহ হইলেন সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থাপক। আল্লাহ বলিয়াছিলেন, হে ঈসা! (শত্রুদের ষড়যন্ত্রে ভীত হইও না) আমি তোমাকে পুরাপুরি (তোমার আত্মা ও দেহের সমষ্টি ভূপৃষ্ঠ হইতে) লইয়া যাইব* এবং আমার প্রতি উঠাইয়া নিব এবং তোমাকে পাক পবিত্র রাখিব, তোমার অমান্যকারিদের হাত হইতে। (ছুরা আল এমরান ৩ পাঃ ১৪ রুঃ)

উক্ত বিবরণের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শত্রুদলের নাপাক হাত হযরত ঈসাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার গোপন ব্যবস্থা এবং তাঁহার সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থাপক হওয়ার স্বার্থকতাও এই দাবীই করে যে, ইহুদী শত্রুদলের স্পর্শন হইতে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত ছিলেন। ↑

---

* مُتَوَفِّيْكَ শব্দের তফছীর কেহ কেহ এইরূপও করিয়াছেন যে, আমি আপনাকে মৃত্যু দান করিব, অর্থাৎ শত্রুদল আপনাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহারা তাহা করিতে সক্ষম হইবে না, কারণ নির্দ্ধারিত সময়ে স্বাভাবিকরূপে আপনার মৃত্যু ঘটাইব আমি; শত্রুদল সেই সময়ের পূর্ব্বেই আপনাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে, কিন্তু সেই প্রয়াস তাহারা পাইবে না। হযরত ঈসার স্বাভাবিক মৃত্যুর নির্দ্ধারিত সময় হইল কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে ভূপৃষ্ঠে তাঁহার অবতরণের দীর্ঘকাল পর—যাহার বিস্তারিত বিবরণ অনেক অনেক হাদীছে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা مُتَوَفِّيْكَ শব্দের যে তফছীর করিলাম তাহার বিস্তারিত বিবরণ ও দলীল প্রমাণ সম্মুখে "প্রশ্ন ও উত্তর" আলোচনায় দেখিতে পাইবেন।

[↑ পর পৃষ্ঠার নীচে দেখুন]

ইতিহাস ভাণ্ডারে নজর করিলে অনেক অনেক ঘটনাই এইরূপ পাওয়া যায় যাহার বিস্তারিত তফছীল বর্ণনায় ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মত থাকে। সেই মতভেদ দেখিয়া মূল ঘটনাকে অস্বীকার করা বোকামী বৈ কি হইতে পারে!

আলোচ্য বিষয়টিও তদ্রূপ; উহার বিস্তারিত তফছীল রূপায়নে ঐতিহাসিক ও তফছীরকারগণের বিভিন্ন মত আছে; সেই বিভিন্নতার ছুতা ধরিয়া মুল ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না যাহা পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা যে—وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم "ইহুদিরা ঈসাকে হত্যা করিতে পারে নাই শূলিবিদ্ধও করিতে পারে নাই বস্তুতঃ তাহারা গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া ছিল।"

আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে ইহুদিদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; কি অবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে এবং হযরত ঈসার সর্ব্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে ইসলামের সোনালী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী প্রত্যেক যুগের কোরআন হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত ও আকিদা এই যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরত বলে হযরত ঈসাকে স্বশরীরে, জীবিতাবস্থায় ভূপৃষ্ঠ হইতে আসমানে উঠাইয়া নিয়াছিলেন এবং তিনি তথায় অবস্থান রত আছেন; কেয়ামতের নিকট-বর্ত্তী সময়ে তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত

↑ ইস্‌লাম হযরত ঈসার মর্য্যাদাকে কত নির্মলরূপে প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছে, পক্ষান্তরে খ্রীষ্টান জাতি হযরত ঈসাকে একদিক খোদা বা খোদার বেটা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া অপর দিকে এত দূর নিম্নস্তরে ফেলিয়াছে যে, তাহারা বলে, ইহুদিরা তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিল, তাঁহার গায়ে থুথু দিয়াছিল, তাঁহাকে মার পিট করিয়াছিল, তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়াছিল, তাঁহার মাথায় কাঁটার টোপ পরাইয়া তাঁহাকে শূলে চড়াইয়াছিল এবং তিনি চিৎকার করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ভ্রষ্ট খ্রীষ্টানদের এই সব আকিদা সম্পর্কে তাহাদের গর্হিত বাইবেলের উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন—"আর যে লোকেরা যীশুকে ধরিয়াছিল তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ ও প্রহার করিতে লাগিল" (বাইবেল—লুক ১৫১)। "যীশুকে ক্রুশে দিবার পরে সেনারা তাঁহার বস্ত্র সকল লইয়া চারি অংশ করিয়া প্রত্যেক সেনাকে এক এক অংশ দিল" (বাইবেল—যোহন ১৯৯)। "এবং কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মাথায় দিল, আর তাঁহার মস্তকে নল দ্বারা আঘাত করিল তাঁহার গায়ে থুথু দিল" (বাইবেল—মার্ক ৯২)। "আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী" অর্থাৎ ঈশ্বর আমার! ঈশ্বর আমার! তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?" (বাইবেল—মথি ৫৬)।

মেহমানরূপে আসমান হইতে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন এবং সুদীর্ঘ কাল ভূপৃষ্ঠে অবস্থানের পর তাঁহার সাধারণ ও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে এবং তিনি সাধারণ রীতি অনুসারে পবিত্র মদিনার ভূমিতে রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা সংলগ্ন স্থানে সমাহিত হইবেন। এই মতবাদ ও আক্বিদার প্রতিটি অংশের দলীল প্রমাণ লক্ষ্য করুন—

হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া লওয়া প্রসঙ্গ ঃ

পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে সরাসরি শিক্ষা লাভকারী ছাহাবীগণের যুগ লইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক যুগের ইমাম-মোজতাহেদ, কোরআন-হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের আকিদা ইহাই।* এই

---

* বহু সমালোচিত পণ্ডিত তফছীরকার যিনি কোন নবীর পক্ষে মোজেযা তথা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা স্বীকার করিতে রাজি ছিলেন না, এস্থলে দেখা যায় তিনি সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার পক্ষেও কোন অস্বাভাবিক ঘটনা স্বীকার করিয়া নিতে রাজী নহেন।

এস্থলে তিনি হযরত ঈসাকে জীবন্ত আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার ঘটনাকে অস্বীকার করতঃ ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, হযরত ঈসার স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এসম্পর্কে পাঠকবর্গের সম্মুখে একটি বিষয় না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। হযরত ঈসার যুগ হইল ইতিহাসের যুগ, এমনকি মাত্র দুই হাজার বৎসরেরও কম অতীতের যুগ। যেখানে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বের নবী হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সমাধিস্থল এবং উহার শহর পবিত্র মদীনা এত জাঁকজমকপূর্ণ রূপে বিদ্যমান সেখানে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের নবী হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের সমাধিস্থলের কোন খোঁজ ইতিহাসে পাওয়া না যাওয়া আশ্চর্য্যজনক নয় কি? বিশেষতঃ হযরত ঈসার উম্মৎ হওয়ার দাবীদার বর্ত্তমান বৃহৎ ও উন্নত জাতি খৃষ্টানগণের সকল রকম সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্বেও তাহাদের নবীর সমাধিস্থলের কোন নাম-নিশান বাস্তবে বা ইতিহাসে বিদ্যমান না থাকা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ নয় কি?

চতুর পণ্ডিত সাহেব যিনি নিজকে ইতিহাস ও ভূগোলের বড় একজন অভিজ্ঞ মনে করিয়া থাকেন তিনি মাত্র দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের একজন মহা মানবের এত বড় একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নিলেন অথচ ভৌগলিক বা ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ পেশ করিলেন না ইহা তাহার পক্ষে কলঙ্কের বিষয় হওয়া সত্বেও সেই দিকে তিনি অগ্রসর হন নাই। কারণ, ভূগোল ও ইতিহাস ক্ষেত্রে কোন মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা হইলে তাহা সহজেই লোক চোখে ধরা পড়িয়া যাইবে, তাই এই ধরণের বিষয়ের সহজ ও সরল প্রমাণ ইতিহাস ও ভূগোলকে বাদ দিয়া তিনি বলিয়াছেন, "পাঠকগণকে অতি সংক্ষেপে এইটুক জানাইয়া

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিষয়টিকেই তফছীরকারগণ হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার দলীল স্বরূপ "ছলফ-ছালেহীনের এজ্‌মা" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। "ছলফ-ছালেহীন" অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ইসলাম বিশেষজ্ঞগণ এবং "এজ্‌মা" অর্থ ঐক্যমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

রাখিতেছি যে, বিভিন্ন বিশিষ্ট আলেম ও এমামের সমর্থন আমার পক্ষে আছে।" অতঃপর পণ্ডিত সাহেব চার জনের মতামতের উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিন জনের বক্তব্যই পণ্ডিত সাহেবের মূল দাবীর সহিত সঙ্গতি বিহীন। সেই তিন জন হইলেন— (১) এবন হজম, (২) ছাহাবী এবনে আব্বাছ, (৩) শাহ অলিউল্লাহ। স্বয়ং পণ্ডিত সাহেব এই তিন জনের বক্তব্যের যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহাতেই দেখা যায় যে, তাঁহারা আলোচ্য বিষয় তথা হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে কি-না সে সম্পর্কে কিছু বলেন নাই বরং পবিত্র কোরআনে হযরত ঈসার ঘটনায় একস্থানে إنى متوفيك এবং আর একস্থানে কেয়ামতের দিনে হযরত ঈসার একটি উক্তির বিবরণ দানে توفيتنى শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত শব্দদ্বয়ের তফছীর সম্পর্কে তফছীরকারদের বিভিন্ন মত আছে; একদল তফছীরকার যাঁহাদের মধ্যে উল্লেখিত তিনজনও আছেন তাঁহাদের মত এই যে, প্রথম শব্দটির মর্ম্ম এই যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে খবর দিয়াছিলেন যে, আপনাকে মৃত্যু দান করিব আমি" এবং দ্বিতীয় শব্দটির মর্ম্ম এই যে, হযরত ঈসা তাঁহার কেয়ামতের দিনের বক্তব্যে বলিবেন, "হে পরওয়ারদেগার আপনি যখন আমাকে মৃত্যু দান করিয়াছিলেন।"

পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত স্থানদ্বয়ের তফছীর সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। তন্মধ্যে সিদ্ধ ও সঠিক পরিগণিত তফছীরের বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে "প্রশ্ন ও উত্তর" আলোচনায় আসিবে, কিন্তু উপরোল্লিখিত তফছীরকার দলের মত অনুসারেও হযরত ঈসার আবির্ভাব কালেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে এই সিদ্ধান্ত উক্ত আয়াতদ্বয়ের তাৎপর্য্য কিছুতেই নহে—ইহা অবধারিত!

কেয়ামত নিকটবর্ত্তীকালে হযরত ঈসা আসমান হইতে প্রকাশ্যে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন এবং সুদীর্ঘকাল ভূপৃষ্ঠে ঘর-সংসারির সহিত অতিবাহিত করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করিবেন যাহা পূর্ব্বাপর সমস্ত মোসলমানদের ঐক্যমতপূর্ণ আকিদাহ ও বিশ্বাস। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের তফছীরে যে মৃত্যু উদ্দেশ্য করা হইয়া থাকে উহা হযরত ঈসার এই কেয়ামত নিকটবর্ত্তীকালীন স্বাভাবিক মৃত্যুই, অন্য কোন মৃত্যু নহে। আমাদের এই দাবীর সমর্থনে সংক্ষেপে কতিপয় তথ্য পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিতে চাই।

পণ্ডিত সাহেব যাঁহাদিগকে নিজের সমর্থক বলিয়া ভাবিয়াছেন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান—ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত আছে!

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

এতদ্ভিন্ন এই বিষয়ের আর একটি দলীল হইল পূর্ব্বালোচিত ৬ পাঃ ২ রুঃ
ছুরা নেছার আয়াত। ঐ আয়াতের একটি বাক্য বিশেষ লক্ষ্যণীয়—
وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه "ইহা একটি বাস্তব, অকাট্য ও

عن ابن عباس في قوله متوفيك ورافعك يعني رافعك
ثم متوفيك في آخر الزمان -

"ইবনে আব্বাসের মতে "متوفيك ورافعك" আয়াতের অর্থ এই যে, আপনাকে
মৃত্যু দান করিব আমি, এইরূপে যে, এখন আপনাকে উঠাইয়া নিব এবং পরে পৃথিবীর
সর্ব্বশেষ যুগে আপনার মৃত্যু ঘটাইব।" (তফছীর দোর্‌রে মনছুর—২—৩৬)।

এতদ্ভিন্ন ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়া সম্পর্কে স্বীয়
আকিদা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে,

فاتفقوا على قتله فساروا اليه ليقتلوه فادخله جبرئيل عليه
السلام بيتا ورفعه الى السماء ولم يشعروا بذلك -

"ইহুদীগণ সর্ব্বসম্মতি ক্রমে হযরত ঈসাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল, সেমতে তাহারা
তাঁহাকে হত্যা করার পরিকল্পনা লইয়া রওয়ানা হইল। জিব্রাঈল (আঃ) হযরত ঈসাকে
একটি ঘরে প্রবেশ করাইলেন এবং তথা হইতে তাঁহাকে আসমানে উঠাইয়া নিলেন, ইহুদিরা
এই সম্পর্কে টেরও পাইল না (রুহুল মায়ানী ৬—১০)। অন্য এক স্থানে আরও আছে—

ان الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم وهو اختيار
الطبرى والرواية الصحيحة عن ابن عباس -

"আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে মৃত্যু বা নিদ্রা ব্যতিরেকেই উঠাইয়া নিয়াছিলেন—ইহাই
প্রসিদ্ধ তফছীরকার তবরীর সুস্পষ্ট অভিমত। এবং ইবনে আব্বাস (আঃ) হইতেও এই সিদ্ধান্তই
ছহীহ রেওয়াতে প্রমাণিত রহিয়াছে" (রুহুল মায়ানী ৩—১৭৯)। পাঠকবর্গ ছাহাবী
ইবনে আব্বাসের অভিমতে পণ্ডিতের সমর্থন কোথাও পাওয়া যায় কি ?
শাহ ওলিউল্লার নাম ভাঙ্গাইবার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপই, কারণ তিনি ত শুধু
متوفيك শব্দের তফছীরে ইবনে আব্বাসের মত অবলম্বন করিয়াছেন।
পণ্ডিত সাহেব তাহার আর একজন সমর্থক বানাইয়াছেন ইমাম এবনে-হজমকে। পণ্ডিত
সাহেব "ইমাম" শব্দটি অতিরিক্ত সংযোগ করিয়া নিজের পাল্লা ভারি করিতে চাহিয়াছেন।
আচ্ছা আমরা ঐ ইমাম এবনে-হজম হইতে তাঁহার ঐ কেতাব হইতেই যে কেতাবের নাম
পণ্ডিত সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন একটি উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি। এবনে-হজম নবিগণ
সম্পর্কে মোসলমানদের জন্য প্রয়োজনীয় ঈমান ও আকিদার বিবরণ দিতে যাইয়া বলেন—

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

নির্ভুল তথ্য যে, ইহুদিগণ ঈসাকে হত্যা করিতে সমর্থ হয় নাই, বরং আল্লাহ ঈসাকে নিজের প্রতি উঠাইয়া নিয়াছিলেন।" হযরত ঈসাকে হত্যা করার দাবীর প্রতিকূলে আল্লাহ কর্তৃক উঠাইয়া নেওয়ার ঘোষণা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

ان عيسى سينزل.. برهان ذالك ما حدثنا عبد الله..... قال جابر سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء .....

"নিশ্চয় মরয়্যাম-পুত্র ঈসা (আ:) অচিরেই অবতরণ করিবেন ; ইহার প্রমাণ ঐ হাদীছ যে হাদীছখানা ছাহাবী জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি—নবী (দ:) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের একটি দল কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত প্রাবল্যের সহিত হক ও সত্যের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। নবী (দ:) বলেন, অতঃপর মরয়্যাম-পুত্র ঈসা (আ:) অবতরণ করিবেন, তখন মোসলমানদের উপস্থিত নেতা হযরত ঈসাকে (নামাযের) ইমামতি করিতে বলিবেন। হযরত ঈসা অসম্মতি জ্ঞাপনে বলিবেন, এই উম্মত তথা উম্মতে মোহাম্মদীর বিশেষ সম্মান এই যে, আপনারা নিজেই নিজেদের ইমামতী করিবেন।" (মোহাল্লা ১—৯)

পাঠকবর্গ! উক্ত উদ্ধৃতি দৃষ্টে ইহা কি বলা সম্ভব যে, ইমাম এবনে-হজমের মতে হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে? তা'হইলে "ينزل—অবতরণ করিবেন" এবং তাঁহাকে ইমামতির জন্য আহ্বান করা হইবে—এই সবের তাৎপর্য্য ও সঙ্গতি কি হইবে?

পণ্ডিত সাহেব নিজের সমর্থনে ইমাম মালেকের নামও ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু ইহাও তাহার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কারণ, ইমাম মালেকও সকলের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত যে, হযরত ঈসা কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী কালে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন? এই বিষয়টি ইমাম মালেকেরও সুস্পষ্ট অভিমত বলিয়া মোসলেম শরীফের শরাহ—একমালু-একমালেল্-মো'লেম নামক কেতাবে উল্লেখ আছে—

قال مالك بينا الناس قيام يستمعون لا قامة الصلوة فتغشاهم غمامة فاذا عيسى قد نزل

"ইমাম মালেক বলিয়াছেন, লোকগণ নামাযের একামত শুনা অবস্থায় দাঁড়ানো থাকিবে সেই মুহূর্ত্তে তাহাদের উপরে এক খণ্ড মেঘমালা দেখা দিবে এবং তাহারা হঠাৎ দেখিতে পাইবে, ঈসা (আ:) অবতরণ করিয়াছেন।" (১—২৬৬)

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

এই সম্পর্কে তৃতীয় দলীল হইল কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে হযরত ঈসার ভূপৃষ্ঠে অবতরণ। সে সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন, সম্মুখে উহার বিস্তারিত বিরণ বর্ণিত হইবে। এস্থলে একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, ভূপৃষ্ঠে হযরত ঈসার অবতরণ সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে এবং প্রত্যেকটি হাদীছের মধ্যেই "ينزل" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা "نزول" শব্দ হইতে গৃহীত এবং উহার একমাত্র অর্থ অবতরণ করা," সুতরাং যদি বলা হয় যে, হযরত ঈসার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে ইহজগতে পুনঃ জীবিত করিয়া উঠান হইবে ; ইহাও উক্ত হাদীছ সমূহের পরিপন্থি হইবে ; কারণ, মৃতকে জীবিত করিয়া উঠান হইলে সে ক্ষেত্রে "অবতরণ করিবেন" বলা যায় না।

পাঠকবৃন্দ ইহা জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, পণ্ডিত সাহেব যেই কেতাব হইতে ইমাম মালেকের অভিমতটি আমদানী করিয়াছেন সেই কেতাবেই উক্ত অভিমতের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বাক্য রহিয়াছে, যাহা পণ্ডিত সাহেব দেখিয়াও দেখেন নাই। স্বয়ং পণ্ডিত সাহেব উক্ত অভিমতটি যাঁহার নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন, যাঁহার নামটি অতি বড় করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—"হাদীছের বিখ্যাত অভিধানকার মোল্লা মোহাম্মদ তাহের" তিনিই উক্ত অভিমত ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখিত তথ্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে,

ولعله اراد رفعه الى السماء......لتواتر خبر النزول

অর্থ হযরত ঈসার ভূপৃষ্ঠে অবতরণ বিষয়টি যেহেতু অকাট্যরূপে অনেক অনেক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, তাই মনে হয়—ইমাম মালেক "مات" শব্দ বলিয়া হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়াই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। (মাজমাউল বেহার ১—২৮৬)

ইমাম মালেকের অভিমতের এই ব্যাখ্যাই সুনির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা, কারণ ইহজগৎ ত্যাগ করাকে "مات" বলা হয় ; হযরত ঈসা যখন আসমানে চলিয়া গিয়াছেন তখন তিনি অবশ্যই ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছেন। পণ্ডিত সাহেবের উদ্ধৃতি মারফৎই ইমাম মালেকের উক্তির বিবরণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তিনি স্বীয় উক্তিতে ঘটনার সময় হযরত ঈসার বয়সের পরিমানটা নির্দ্ধারিত করার উদ্দেশ্যটাই বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়াছেন যে, তখন তাঁহার বয়স ৩৩ বৎসর ছিল। মৃত্যুর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। ইমাম মালেকের অভিমতের সঙ্গতি রক্ষার্থে এই ব্যাখ্যারও উল্লেখ হইয়াছে যে, তাঁহার মতে হয়ত হযরত ঈসা কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে পুনর্জীবিত হইবেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যার দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ ইহা "ينزل—ইয়ানজেলু" শব্দের পরিপন্থী ; ينزل অর্থ অবতরণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন অবতরণ সম্পর্কে ইমাম মালেক স্বয়ং যে বিবৃতি দান করিয়াছেন উহারও পরিপন্থি।

এতদ্ভিন্ন হযরত ঈসার আসমান হইতে অবতরণের যে বিবরণ হাদীছে বর্ণিত আছে উহা দৃষ্টে পুনর্জীবিত হইয়া আসার সম্ভাব্যতার কোন অবকাশ নাই।

এই বিষয়ের চতুর্থ দলীল একটি সুস্পষ্ট হাদীছ। (১) তফছীর ইবনে কাছীর (২) তফছীর রুহুল মায়ানী (৩) তফছীর ইবনে জরীর কেতাবে উহা উল্লেখ আছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَهُوْدِ اِنَّ عِيْسٰى لَمْ

يَمُتْ وَاِنَّهٗ رَاجِعٌ اِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

অর্থ—রসুলুল্লাহ (দঃ) একদা ইহুদিদেরকে বলিলেন, নিশ্চয় জানিও ঈসার মৃত্যু হয় নাই এবং তিনি কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে তোমাদের প্রতি ফিরিয়া আসিবেন।

সাধারণ প্রশ্ন ও উহার উত্তর ঃ

বিজ্ঞান মতে মহাশূন্য বা উর্দ্ধ জগতের যে অবস্থা ঔ স্তর সমূহ আবিষ্কার হইয়াছে উহা দৃষ্টে রক্ত-মাংসে গঠিত দেহবিশিষ্ট জীবের উর্দ্ধে যাওয়া সম্ভবই নহে।

বিজ্ঞানই এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমানে বিজ্ঞান কল-কৌশলের মাধ্যমে উর্দ্ধ জগতের দিকে—যেমন, চন্দ্রে ও অন্যান্য নক্ষত্রের দিকে মানুষ প্রেরণে সক্ষম হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা আদি হইতেই বিশেষ কল-কৌশলের মাধ্যমে বা উহা ব্যতিরেকেও উক্ত কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম, ইহাতে বিদ্বা বোধের কারণ কি থাকিতে পারে ?

আরও একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, মানব-দেহবিশিষ্ট হযরত ঈসা যদি আসমানে সাধারণ জীবনে জীবিত থাকিয়া থাকেন তবে তথায় তাঁহার পানাহার ইত্যাদি অনেক অনেক আবশ্যকাদি পুরণের সমস্যারই বা সমাধান কি ?

এই প্রশ্নের উত্তরও সহজ। প্রাণী যে স্থানে অবস্থান করে তথাকার উপযোগী অবস্থাই তাহার সম্মুখে আসে এবং মহা প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালা তথায়ই তাহার সকল সমস্যার সমাধান যোগাইয়া থাকেন। ভূপৃষ্ঠের সমস্যাদি ভিন্ন, ভূগর্ভের সমস্যাদি ভিন্ন, সমুদ্র তলের সমস্যাদি ভিন্ন, চন্দ্রলোকে জীবের অস্তিত্ব থাকিলে উহার সমস্যাদি ভিন্ন। ইসলামী আকিদা মতে আকাশ জগতে ফেরেশতাদের অবস্থান রহিয়াছে। হযরত ঈসা তথায় পৌঁছিয়া ফেরেশতাদের অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়া থাকিলে তাহাতে বিচিত্রের কি আছে।

বিজ্ঞান ও যুক্তি ইত্যাদির হাতড়ানিতে যত প্রশ্নেরই উদয় হউক, পবিত্র কোরআন ঘটনা বর্ণনার সমাপ্তিতে এমন একটি বাক্য উল্লেখ করিয়াছে যদ্দারা সকল প্রশ্নেরই অবসান হইয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,—

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ٭

"আল্লাহ ঈসাকে নিজের প্রতি উঠাইয়া নিয়াছেন; আল্লাহ ত সর্ব্বশক্তিমান, হেকমতওয়ালা সুকৌশলী আছেনই।"

এস্থলে ঈসা (আঃ)কে আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার ক্রিয়াপদের কর্ত্তাপদ আল্লাহ তায়ালা নিজকে ব্যক্ত করিয়া عزيز - আজীজ "সর্ব্বশক্তিমান," حكيم হাকীম "হেকমতওয়ালা সুকৌশলী" আল্লাহ তায়ালার এই দুইটি ছেফৎ বা গুণকে সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করিয়া দেওয়া বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

হযরত ঈসার মৃত্যু হয় নাই, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আসমানে জীবন্ত উঠাইয়া নিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে কুচক্রিরা পবিত্র কোরআনের দুইটি শব্দের দ্বারা প্রবঞ্চণার প্রয়াস পায়। একটি مُتَوَفِّيكَ যাহার পূর্ণ আয়াতটি হইল—

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ - وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ٭ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى

اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

"متوفى" শব্দটি "توفى" হইতে গৃহীত; যাহা মৃত্যু দান করা অর্থে স্থান বিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এই সূত্রেই বিভ্রান্তকারিগণ বলে যে, হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাদের জানা উচিৎ যে, "توفى—তাওয়াফ্‌ফি" শব্দটি শুধু মাত্র উপঅর্থ হিসাবে স্থান বিশেষে মৃত্যু দান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই শব্দটির আসল অর্থ হইল "কোন বস্তুকে পুরাপুরি নিয়া নেওয়া।" যেমন এই ধাতু হইতেই গৃহীত "ايفاء" শব্দের অর্থ "পুরাপুরি দিয়া দেওরা"।

আরবী শব্দের আসল অর্থ ও উপঅর্থের পৃথককারী সুপ্রসিদ্ধ অভিধান 'اساس البلاغة—আছাছুল-বালাগাহ্" হইতে একটি উদ্ধৃতি পাঠক সমক্ষে পেশ করিতেছি—استوفاه وتوفاه - استكمله......ومن المجاز توفاه الله... অর্থাৎ "তাওফ্‌ফা" অর্থ কোন বস্তুকে পুরাপুরি নিয়া নেওয়া, আর উপঅর্থ হিসাবে "আল্লাহ মৃত্যু দান করিয়াছেন" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (৫০৫ পৃঃ)

উল্লেখিত আয়াতে "তাওয়াফ্‌ফা" হইতে গৃহীত "মুতাওয়াফ্‌ফী" শব্দের আসল অর্থ ছাড়িয়া উপঅর্থ লওয়ার প্রয়োজন মোটেই নাই। সুতরাং আসল অর্থই লইতে হইবে এবং এই সূত্রে আয়াতটি মোসলমানদের সর্ব্ব সম্মত আক্বিদারই প্রতিধ্বনি। কারণ, আয়াতের অর্থ এই—

ইহুদিরা (হযরত ঈসাকে হত্যা করার) গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিল; পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা (তাঁহাকে রক্ষা করার) গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর আল্লাহ হইলেন সর্ব্বাধিক উত্তম ব্যবস্থাকারী। স্মরণ কর, যখন আল্লাহ (ঈসাকে সান্ত্বনা দানে) বলিয়াছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে পুরাপুরি (তোমার দেহ ও আত্মার সমষ্টি) নিয়া নিব—তোমাকে আমার প্রতি উঠাইয়া নিব এবং (ইহুদিদের নাপাক হাত হইতে) তোমাকে সম্পূর্ণ পাক পবিত্র রাখিব।"

আলোচ্য আয়াতের উক্ত তফছীরের যথার্থতা প্রমাণে কতিপয় তথ্য—

(১) এই তফছীর উক্ত আয়াতের পূর্ব্বাপর বিবরণী ও বিন্যস্ততায় শুধু সামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, উহার রক্ষা কবজও বটে। কারণ, বিষয়বস্তুর বিবরণীর আরম্ভে বলা হইয়াছে "ইহুদিরা ঈসাকে মারিবার গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং আল্লাহও তাঁহাকে রক্ষা করিবার গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আর আল্লাহ হইলেন সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থাপক"—এই ভূমিকার পরেই বলা হইয়াছে, আল্লাহ ঈসাকে এই বলিয় সান্ত্বনা দিয়াছিলেন যে, انى متوفيك و رافعك الى এখন এই বাক্যের মর্ম্ম যদি এই হয় যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে বলিলেন "রহস্যজনকরূপে অস্বাভাবিকভাবে আমি আপনাকে পুরাপুরি তথা আপনার দেহ ও আত্মার সমষ্টি জগৎবাসীর নিকট হইতে লইয়া যাইব এবং আমার প্রতি উঠাইয়া লইব" তবেই মহাশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার গোপন ব্যবস্থার একটা ভাল নজীর রূপায়িত হয় এবং আল্লাহ তায়ালা যে, সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থাপক উহারও একটা উপযুক্ত নিদর্শন স্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে যদি উক্ত বাক্যের মর্ম্ম এই হয় যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে বলিলেন, "আমি আপনাকে মৃত্যু দিব এবং আপনার মর্য্যাদা বাড়াইব" তবে মহাশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার গোপন ব্যবস্থার কোন যথার্থতা দেখা যায় না এবং "আল্লাহ সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থাপক" বাক্যটি প্রহসন হইয়া পড়ে।

(২) এই তফছীরে "متوفيك এবং رافعك" উভয় শব্দের আসল অর্থ "পুরাপুরি নিয়া নেওয়া এবং উঠাইয়া নেওয়া" ধরা হইয়াছে। মৃত্যুদান ও মর্য্যাদা বাড়ান অর্থ হইলে উপঅর্থের ছড়াছড়ি হইবে যাহা সুসাহিত্যিকতার পরিপন্থী।

(৩) আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসার সর্ব্বশেষ খবর সম্পর্কে যে চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট ঘোষণা (ছুরা নেছা—৬ পাঃ ২ রুকুতে) প্রদান করিয়াছেন—

وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه "নির্ভুল বাস্তব একিনী খবর এই যে, ইহুদিরা ঈসাকে হত্যা করিতে পারে নাই, বরং আল্লাহ তাঁহাকে নিজের প্রতি উঠাইয়া নিয়া ছন।" আমাদের তফছীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতের মর্ম্ম উক্ত ঘোষণার পূর্ণ মোতাবেক হয়। পক্ষান্তরে متوفيك অর্থ "মৃত্যু দান" ধরা হইলে আয়াতের মর্ম্ম উক্ত ঘোষণার পরিপন্থী হইয়া পড়ে।

উক্ত আয়াতে رفع—রাফায়া' শব্দের অর্থ "উঠাইয়া নেওয়া" না লইয়া "মর্য্যাদা বাড়াইয়া দেওয়া" ধরা হইলে শব্দের আসল অর্থ গ্রহণের সরল পথ পরিত্যাগ ও উপঅর্থের বিড়ম্বনা ছাড়াও "بل—বরং" প্রতিকূল বোধক শব্দটির তাৎপর্য্য পঙ্গু হইয়া যাইবে। "হত্যা করিতে পারে নাই, বরং উঠাইয়া নিয়াছেন" এই "বরং" শব্দের তাৎপর্য্যে হেরফের করিলে তাহা অহেতুক হইবে।

(৪) সুপ্রসিদ্ধ বিশিষ্ট তফছীরকার আবু জাফর ইবনে জরীর তবরী (রঃ) স্বীয় তফছীরে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে সর্বশেষ সিদ্ধান্তরূপে বলেন—

واولى هذه الاقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك انى قابضك من الارض ورافعك الى -

"বিভিন্ন তফছীরের মধ্যে সিদ্ধ ও সঠিক তফছীর আমার মতে এই—আমি আপনাকে ভূপৃষ্ঠ হইতে লইয়া যাইব এবং উঠাইয়া নিব" (ইবনে জরীর ৩—১৮৪)।

মূল বিষয়ে বিতর্কমূলক দ্বিতীয় শব্দটি توفيتنى ; এই শব্দটি সম্পর্কে বক্তব্য উহাই যাহা প্রথম শব্দটি সম্পর্কে ছিল ; উভয় শব্দ একই ধাতু হইতে গৃহীত। পূর্ণ আয়াতটি হইল—فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ

আয়াতের সিদ্ধ ও সঠিক অর্থ—"(হযরত ঈসা হাশরের ময়দানে বলিবেন, হে পরওয়ারদেগার।) যখন আপনি আমাকে ভূপৃষ্ঠ হইতে পুরাপুরি (আত্মা ও দেহের সমষ্টি) লইয়া আসিয়াছিলেন তখন হইতে আপনিই লোকদের অবস্থার পর্য্যবেক্ষণকারী ছিলেন…। এই আয়াতের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

আসমান হইতে হযরত ঈসার অবতরণ

ইমাম বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদে উহাই প্রমাণিত করিতেছেন যাহা পূর্ব্বাপার বিশ্ব মোসলেমের সর্ব্বসম্মত আক্বিদাহ্ যে, কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী

সময়ে ঈসা (আঃ) প্রকাশ্যে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন। মূল বিষয়টির প্রমাণে "التصريح بما تواتر في نزول المسيح" নামক পুস্তিকায় ৭৩টি হাদীছের সমাবেশ করা হইয়াছে। এই কারণে উক্ত আক্বিদা ও বিশ্বাসকে ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গ রূপে গণ্য করা হইয়াছে এবং এই আক্বিদার পরিপন্থি মতকে ইসলাম বিরোধী, এমনকি কুফরী নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

কোন কোন হাদীছে হযরত ঈসার অবতরণ প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে কতিপয় বিবরণের উদ্ধৃতি প্রদান করা হইল—

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَالِكَ إِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ…

দজ্জাল-আন্দোলনের ঘোরতর অবস্থা বর্ণনায় রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইতেছেন, দজ্জাল চতুর্দ্দিকে ভীষণ উৎপাত ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবে, "এমতাবস্থায় অকস্মাৎ আল্লাহ তায়ালা মরয়্যাম-পুত্র মছীহ (আঃ)কে পাঠাইয়া দিবেন। তিনি অবতরণ করিবেন দামেশক শহরের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত (মসজিদের) "মিনারা-বায়জা"—শ্বেত বর্ণের মিনারার উপর। তাঁহার পরণে এক জোড়া রঙ্গিন চাদর থাকিবে। অবতরণকালে তাঁহার হস্তদ্বয় দুইজন ফেরেশতার উপর ভর করিয়া থাকিবে। ক্লান্তির দরুন তাঁহার ঘাম বাহির হইতে থাকিবে—মাথাকে নিচু করিলে ঘামের ফোটা টপকিয়া পড়িবে, আর মাথা সোজা করিলে ঘামের ফোটা মতির ন্যায় বহিয়া পড়িবে।" (মোছলেম শরীফ ২—৪০১)

فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذَالِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِي الْقَهْقَرٰى لِيَقْدِمَ عِيسٰى يُصَلِّي فَيَضَعُ عِيسٰى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ تَقَدَّمْ……

"মোসলমানদের তৎকালীন নেতা একদা ফজরের নামায পড়াইবার জন্য অগ্রসর হইবেন এমতাবস্থায় অকস্মাৎ মরয়্যাম-পুত্র ঈসা ঐ ফজরের সময় অবতরণ

করিবেন*। তখন ঐ নেতা যিনি নামায পড়াইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তিনি পেছনের দিকে চলিয়া আসিবেন ; এই উদ্দেশ্যে যে, হযরত ঈসা আগে বাড়িয়া নামায পড়াইবেন। কিন্তু হযরত ঈসা ঐ নেতার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিবেন, নামায আপনিই পড়াইবেন ; এই নামায আপনার ইমামতীতেই দাঁড়াইয়াছে। সেমতে ঐ নেতাই নামায পড়াইবেন।”

এইরূপে হযরত ঈসা ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া বহু প্রতিক্ষিত দজ্জালকে বধ করিবেন এবং তিনি দীর্ঘ দিন ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করিবেন। তখন তিনি শাদী বিবাহও করিবেন, অতঃপর তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করিবেন এবং পবিত্র মদিনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা সংলগ্ন স্থানে সমাহিত হইবেন—এই সম্পর্কেও হাদীছ বিদ্যমান আছে। ইমাম বোখারী (রঃ) تاريخ— ইতিহাস বিষয়ে একখানা কেতাব লিখিয়াছেন সেই কেতাবে উল্লেখ আছে—

عن عبد الله بن سلام قال يدفن عيسى مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم وصاحبيه فيكون قبره رابعا -

“ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ছালাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ঈসা (আঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের সংলগ্নস্থানে সমাহিত হইবেন, ফলে রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবু বকর ও ওমরের তিনটি কবরের সঙ্গে চতুর্থ কবর হযরত ঈসার হইবে।” (তাছরীহ্ বে-মা তাওয়াতারা ফি নুজুলিল-মছীহ্ ৩৮)

হযরত ঈসা (আঃ) ঐ সময় এক রাজত্বে অন্য রাজার পরিভ্রমণে আসার ন্যায় বিশিষ্ট মেহমানের মর্য্যাদায় আসিবেন বটে, কিন্তু তাঁহার তৎকালীন অবস্থানকালে নানা রকমের শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে, এতদ্ভিন্ন তিনি অনেক রকমের সংস্কার সাধনও করিবেন ; বিশেষতঃ তাঁহার উম্মৎ হওয়ার দাবিদার খৃষ্টানরা শূকর খাওয়া ক্রুশ ধারণ করার যে অবৈধ রীতি নীতি অবলম্বন করিয়াছে ঐ সবের সংস্কারে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। নিম্নের হাদীছে উহারই উল্লেখ রহিয়াছে—

* ঈসা (আঃ) আছরের নামায সময়ে অবতরণ করিবেন বলিয়া প্রসিদ্ধ ; অনেকে ঐরূপই লিখিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য হাদীছ দৃষ্টে ফজরের নামায সাব্যস্ত হয়। বোখারী শরীফের শরাহ ফয়জুলবারী চতুর্থ খণ্ড ৪৬ পৃষ্ঠায় আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য হাদীছ খানার ছনদ মজবুত বটে।

১৬৫৬। হাদীছ :— عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريرة قال
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَيُوْشِكَنَّ
اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ
وَيَضَعَ الْحَرْبَ وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهٗ اَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ
السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ
وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ "وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ
مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا" *

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শপথ করিয়া বলিয়াছেন, এক দিন মরয়্যামের পুত্র তোমাদের মধ্যে অবতরণ করিবেন ফয়ছেলাকারী ও স্থায় প্রতিষ্ঠাকারী রূপে। সেমতে তিনি (খৃষ্টানদের কুসংস্কার মুছিবার জন্য) ক্রুশ ভাঙ্গিবার অভিযান চালাইবেন এবং (খৃষ্টানগণ শূকরকে খাদ্য ও গৃহপালিত পশু রূপে গ্রহণ করিয়াছে, তিনি ঐ কুসংস্কার উচ্ছেদে) শূকর-নিধন অভিযান চালাইবেন। যুদ্ধ-লড়াই-এর পরিসমাপ্তি ঘটাইবেন। ঐ সময় ধন-দৌলতের আধিক্য হইবে, এমনকি উহা গ্রহণকারী পাওয়া যাইবে না, ফলে (সামান্য এবাদৎ—যথা) একটি মাত্র ছেজদা সারা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ-সামগ্রী হইতে উত্তম গণ্য হইবে।

হাদীছ বর্ণনান্তে আবু হোরায়রা (রাঃ) উপস্থিত লোকজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা এই প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতখানা পাঠ করিতে পার— وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ...

ব্যাখ্যা :—"حكما عدلا—ফয়ছেলাকারী ও স্থায় প্রতিষ্ঠাকারী" অর্থাৎ হযরত ঈসার তৎকালীন আগমন ভিন্ন নবী ও ভিন্ন শরিয়ত বাহকরূপে হইবে না, বরং তিনি ব্যক্তিগতভাবে নবী থাকিবেন বটে, কিন্তু তখন তিনি হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শরীয়ত মোতাবেক ফয়ছেলাহকারী এবং সকল প্রকার অন্যায় অত্যাচার দূর করিয়া স্থায় প্রতিষ্ঠাকারীরূপে আগমন করিবেন।

এসম্পর্কে হাদীছও বর্ণিত আছে যে, ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد على ملته "মরয়্যাম-পুত্র ঈসা অবতরণ করিবেন মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিল্লাত বা ধর্ম্ম মত্ সমর্থনকারী, তাঁহারই শরীয়তের পাবন্দরূপে।" (ফতহুবারী ৬—৩৮৩)

"فيكسر الصليب—ক্রুশ ভাঙ্গিবার অভিযান চালাইবেন" অর্থাৎ খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা সম্বন্ধে মিথ্যা ঘটনা গড়াইয়া নিয়া সেই অবাস্তব ঘটনা সূত্রে ক্রুশ ধারণের রীতি অবলম্বন করিয়াছে, ক্রুশের ভক্তি প্রণাম অবলম্বন করিয়াছে, উহাকে পূজণীয় রূপে গ্রহণ করিয়াছে। হযরত ঈসা স্বয়ং এই শেরেকী কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধন করিবেন, ক্রুশের প্রভাব সম্পুর্ণ বিধ্বস্ত করিবেন। এমনকি বাহ্যিক রূপেও উহাকে চুর্ণ বিচূর্ণ করতঃ ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলার অভিযান চালাইবেন।

"ويقتل الخنزير—শূকর নিধনের অভিযান চালাইবেন"; কোন নবীর শরীয়তেই শূকর হালাল ছিল না। হযরত ঈসার শরীয়তেও শূকর হারাম ছিল, কিন্তু খৃষ্টানরা তাহাদের শরীয়ত বিকৃত করিয়া শূকর খাওয়া অবলম্বন করিয়াছে, এমনকি গরু-ছাগলের ন্যায় শূকরের লালন-পালন, কেনা-বেচা অবলম্বন করিয়াছে। ঈসা (আঃ) শূকর নিধনের মাধ্যমে উক্ত কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিবেন।

"ويضع الحرب—যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটাইবেন"; ইহা এইরূপে হইবে যে, সেই সময় হযরত ঈসার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায় ভূপৃষ্ঠে ইসলাম ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই বিষয়টি হাদীছে স্পষ্ট রূপে উল্লেখ রহিয়াছে— ويهلك الله فى زمانه الملل كلها الا الاسلام "হযরত ঈসার অবতরণ সময়ে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ভিন্ন অন্য সব ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া দিবেন।" (আবু দাউদ শরীফ)

আরও আছে— وتملا الارض من المسلم كما يملا الاناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد الا الله تعالى "ভূপৃষ্ঠের আবাসিক অংশ মোসলেম জাতিতে পূর্ণ থাকিবে (উহাতে অন্য কাহারও স্থানই থাকিবে না) যেরূপ কানায় কানায় পানি ভরা পাত্রের অবস্থা হয়। তখন সারা বিশ্ববাসীর একই কলেমা হইবে, ভূপৃষ্ঠে এক আল্লাহ ছাড়া আর কিছুর পূজা হইবে না।" (আবু দাউদ শরীফ)

মোছলেম শরীফে আছে, ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد
"হযরত ঈসার শান্তি প্রচেষ্টার সাফল্য এত দূর পৌঁছিবে যে, সারা বিশ্ববাসীর মধ্যে সদ্ভাবের সৃষ্টি হইয়া সকল প্রকার বিভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা মুছিয়া যাইবে; ফলে যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান স্বাভাবিক রূপেই আসিয়া যাইবে।

ويفيض المال —"মালের আধিক্য হইবে" মালের আধিক্যের একটা সাধারণ সূত্র এই হইবে যে, জুলুম অন্যায়, অত্যাচার দূরীভূত হইয়া ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন সকল প্রকার বরকত ও রহমত অবতীর্ণ হইবে, এতদ্ভিন্ন ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থ স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি ভূপৃষ্ঠে চলিয়া আসিবে। (ফতহুলবারী ৬—৩৮৩)

"حتى لا يقبله احد মাল গ্রহণকারী পাওয়া যাইবে না" ইহার এক কারণ ত সাধারণ্যে মালের আধিক্য; এতদ্ভিন্ন সব রকম নিদর্শন দৃষ্টে সকলের অন্তরেই কেয়ামতের ভাবনা জন্মিবে, ফলে ধন-লিপ্সা থাকিবে না। (ফতহুলবারী ৬—৩৮৩)

"حتى تكون السجدة الواحدة خير.. —তখন এক একটি ছেজদা সারা দুনিয়া ও উহার সম্পদ হইতে উত্তম গণ্য হইবে" কেয়ামতের নিকটবর্ত্তিতা বোধে মানুষের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি বৈরীভাব সৃষ্টি হইয়া আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হইবে; ফলে মানুষ এবাদতের প্রতি অধিক আগ্রহশীল হইয়া উঠিবে, কিন্তু ধন-দৌলত গ্রহণকারীর অভাবে দান-খয়রাতের দ্বারা আখেরাতের লাভ হাসিল করার পথ বন্ধ হইয়া যাইবে, তাই শারীরিক এবাদতের প্রতিটি সুযোগ মানুষের নিকট সর্ব্বাধিক মূল্যবান পরিগণিত হইবে। (ফতহুলবারী ৬—৩৮৩)

ثم يقول ابو هريرة واقرءوا ان شئتم... —আলোচ্য হাদীছ বর্ণনান্তে ছাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ) এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করিলেন—

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ......

(হযরত ঈসার অবতরণের পর স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে যে, ইহুদীগণ যে সব অপবাদ রটাইয়াছিল, নাছারাগণ যে, তাঁহাকে খোদার বেটা বানাইয়াছিল এবং তাহারা উভয়ে তাঁহার শূলবিদ্ধ হওয়ার যে, কল্পিত কাহিনী গড়াইয়াছিল—সবই ছিল মিথ্যা। ঐ সময় স্বয়ং হযরত ঈসার মাধ্যমে তাহারা তাহাদের সমুদয় গর্হিত মতবাদের অসারতা এবং এ সম্বন্ধে ইসলামের সমুদয় বিবৃতির প্রমাণ্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া সমবেত ভাবে ইসলামের ছায়াতলে আসিয়া যাইবে। এই ভাবে কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে হযরত) ঈসার (ভূপৃষ্ঠে অবতরণের পর, তাঁহার

স্বাভাবিক) মৃত্যুর পূর্ব্বেই (তাঁহার সম্পর্কীয় সকল প্রকার মিথ্যা কল্পনার অবসান ঘটিয়া, কল্পনা প্রণয়নকারী) ইহুদ-নাছারা দলের (তৎকালীন) প্রতিটি লোকই তাঁহার সম্পর্কে খাঁটী তথ্য-জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভের সুযোগ পাইবে।

আর কেয়ামতের দিন ত স্বয়ং হযরত ঈসা আল্লার দরবারে ঐ কেতাবধারী ইহুদ-নাছারাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিবেনই। ইহুদীগণ যাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ত স্বাভাবিকই; সকল নবীই কেয়ামতের দিন অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিবেন। এতদ্ভিন্ন হযরত ঈসা তাঁহার দলভুক্ত হওয়ার দাবীদার নাছারা—খৃষ্টানদের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য প্রদান করিবেন; যাহার বিবরণ সম্পর্কে পূর্ব্বে পবিত্র কোরআনের ছুরা মায়েদার আয়াত উল্লেখ হইয়াছে।)

আবু হোরায়রা (রাঃ) এই আয়াতের উল্লেখ করিয়া মূল হাদীছের বিষয়বস্তুর প্রমাণ্যতাই দেখাইয়াছেন যে, হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটে নাই, তিনি পুনঃ অবতরণ করিবেন এবং তখন তাঁহার মৃত্যু হইবে। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সম্পর্কে প্রধান কুসংস্কার ক্রুশের কাহিনীর মূলোচ্ছেদ করিবেন; তখন সকলে ঐ সব মিথ্যা ত্যাগ করতঃ খাঁটী ভাবে মোসলমান হইয়া তাঁহার সম্পর্কে সত্যের প্রমাণ স্থাপন করিবে। সকলে খাঁটী ঈমানদার হইবে বিধায় দুনিয়ার প্রতি বৈরী-ভাব সৃষ্টি হইয়া আখেরাতের জন্য এবাদতের প্রতি অধিক আকর্ষণ সৃষ্টি হইবে।

১৬৫৭। হাদীছঃ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قال قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কতই না সুন্দর হইবে তোমাদের অবস্থা তখন, যখন তোমাদের মধ্যে অবতরণ করিবেন মরয়্যামের পুত্র ঈসা এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হইতে হইবেন।

ব্যাখ্যা—হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের অবতরণের পর বিশ্বের অবস্থা সব দিক দিয়াই ভাল হইয়া যাইবে—দ্বীনের দিক দিয়া, একমাত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া সব রকম বে-দ্বীনী মুছিয়া যাইবে। শান্তির দিক দিয়া, সারা বিশ্ব এক

ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইয়া যাইবে; বিবাদ-বিসম্বাদ, হিংসা-বিদ্বেষ মুছিয়া যাইবে। ধন-সম্পদের দিক দিয়া, সকলেই ধনী হইয়া যাইবে, এমনকি দান-খয়রাত গ্রহণকারী লোক পাওয়া যাইবে না। খাদ্য দ্রব্যের দিক দিয়া, জমিন তাহার উৎপাদনশক্তি সম্পুর্ণ প্রকাশ করায় সব রকম খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য দেখা দিবে।

হযরত ঈসা (আঃ) ঐ সময় দুনিয়াতে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবেন। প্রাথমিক অবস্থায় দজ্জাল-আন্দোলনের এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন। অল্প দিনেই ঐসব ধ্বংস হইয়া সঙ্কট কাটিয়া উঠিবে, অতঃপর অনতিবিলম্বেই ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হইবে; তখনও অল্প দিনের জন্য সঙ্কটপূর্ণ বনবাসের জীবন কাটাইতে হইবে; তার পরেই আসিবে পূর্ব্বোল্লেখিত শাস্তি, শৃঙ্খলা ও প্রাচুর্য্যতার যুগ।

"واماكم منكم" এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতভেদ আছে। অগ্রগণ্য মত এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করিয়া মোসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন, নামাজের ইমামতীও তিনি করিবেন। অবশ্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে নবী থাকিলেও তাঁহার তৎকালীন জীবন উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

কোন কোন হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ দেখা যায় যে, তিনি ইমাম হইতে অস্বীকার করতঃ ঐ সময় তাঁহার পূর্ব্বে মোসলমানদের নেতা যিনি থাকিবেন তাঁহাকেই নামাযের ইমামতীর জন্য আগে বাড়াইয়া দিবেন।

এই হাদীছের মর্ম্ম শুধু এতটুকু যে, উপস্থিত যেই নামাযের জামাত দাঁড়ান কালে হযরত ঈসার অবতরণ হইবে সেই জামাতের ইমামতী তিনি করিবেন না, বরং উপস্থিত নেতার ইমামতীতে ঐ নামায আদায় করা হইবে।

ঈসা (আঃ) অবতরণ করিয়া তাঁহার সর্ব্ব প্রথম বিশেষ কাজ হইবে দজ্জালকে ধ্বংস করতঃ তাহার বিপর্যয় হইতে লোকদিগকে রক্ষা করা। এই সম্পর্কে এবং দজ্জালের বিস্তারিত বিবরণ ইনশা আল্লাহ তায়ালা সপ্তম খণ্ডে বর্ণিত হইবে।




হামিদিয়া লাইব্রেরী
কোরআন শরীফ ও উর্দু বাংলা পুথি
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
চকবাজার : ঢাকা-১